দীপরক্ষী

৪র্থ খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দীপরক্ষী

চতুর্থ খণ্ড

সংকলয়িতা—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক :

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্‌
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম প্রকাশ :

১লা বৈশাখ, ১৪০০

মুদ্রাকর :

কাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

Diprakshi
4th Part, 1st Edition
Compiled by Sri Debiprasad Mukhopadhyaya

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভূমিকা

'রসো বৈ সঃ'। ঈশ্বর রসস্বরূপ, যে-রসের ছোঁয়ায় শুষ্ক জীবনে প্রাণের সঞ্চার হয়, অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে যা'-কিছু তাই হ'য়ে ওঠে বিবর্ণ, বিস্বাদ। আবার, যে-জীবন ঈশ্বরভাবাভিষিক্ত তা' হয় কাম্য, উপভোগ্য। পুরুষোত্তমের নরলীলাতেই ঈশ্বর প্রকট হন। পুরুষোত্তমই ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। সাত্বত ভূমিতে তাঁর নিত্য অবস্থিতি। তাঁর সান্নিধ্যে পথহারা পথ পায়, যুগযুগান্ত ধ'রে ঘুমিয়ে-থাকা মস্তিষ্কের কোষরাজি তাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন সাড়াপ্রবণ হ'য়ে ওঠে।

যুগপুরুষ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতিমুহূর্ত্তের বাক্য, আচরণ ও কর্ম্মের মধ্য দিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে পরম শরণ্য সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ। তাঁর প্রতিটি বাক্ই সমস্যা-সমাধানী, প্রেরণাদায়ী এবং চিন্তার নব নব দিগন্ত উন্মোচন-কারী। তাঁর আচরণ লোকজীবনের আদর্শ এবং উদ্দীপনা-সঞ্চারী। তাঁর ব্যবহার অন্তরস্পর্শী তথা সর্ব্বপ্রকার মালিন্য-অপনোদনকারী।

সেই অনবদ্য মানুষী লীলার কথা বিবৃত হয়েছে এই দীপরক্ষী গ্রন্থে। এটি চতুর্থ খণ্ড। পূর্ব্বের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও জীবন ও জগৎ-সম্বন্ধীয় অজস্র সমস্যার সমাধানী বার্ত্তার সন্নিবেশ হয়েছে। বাংলা ২১শে পৌষ, ১৩৬৪ (ইং ৫।১।১৯৫৮) থেকে সুরু ক'রে ৮ই চৈত্র, ১৩৬৫ (ইং ২২।৩।১৯৫৯) তারিখ পর্য্যন্ত দিনলিপি এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এই সময়কালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ নীহার মুন্সী, সুপরিচিত শিশু-সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বেদানন্দ ঝা এবং আরো অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে আসেন। তাঁদের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তা' ছাড়া, গীতার কয়েকটি শ্লোকের ব্যাখ্যা, নিত্য আচরণীয় বিধি-বিধান, বিবাহ-সমস্যা, বিচার ও আইন-সম্পর্কিত আলোচনা, প্রভৃতি অনেক বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। স্থানীয় কিছু দুর্ব্বৃত্ত পুলিশের সাথে মিথ্যা ষড়যন্ত্র ক'রে পূজ্যপাদ বড়দা-সহ কয়েকজন আশ্রমকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়ে সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠান তথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিভাবে ক্লিষ্ট ও বিব্রত করেছিল তার প্রথমদিককার ইতিহাস এই খণ্ডের বেশ কিছু পাতা জুড়ে আছে।

এই সব ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তগুলি আমার অযোগ্য লেখনীতে যতটা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব সে-চেষ্টার ত্রুটি করি নি। কিন্তু রসগোল্লার বর্ণনা শুনে কি রসগোল্লার স্বাদ পাওয়া যায়? স্বাদ পেতে হ'লে একটি রসগোল্লা মুখের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। তেমনি চেষ্টা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

যতই আপ্রাণ হোক, পরমসুন্দরের সেই প্রাণকাড়া নয়নবিক্ষেপ, সেই শান্ত স্নিগ্ধ বরাভয়-প্রদায়ী শ্রীমুখচ্ছটা, সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, সেই দিব্য মাদকতা-সৃজনী অঙ্গসঞ্চালন কিভাবে ব্যক্ত করা যাবে? তাই, সে-অপূর্ণতা র'য়েই গেল। তবু স্ফুলিঙ্গেরও থাকে দাহিকাশক্তি। এই ক্ষুদ্র অথচ অপটু প্রয়াসের ভিতর দিয়ে মানুষ যদি বিশ্বেশ্বরের মানবী লীলা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে, তবে তাইই হবে এই দীন সেবকের লেখনীর সার্থকতা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

বিনীত

সৎসঙ্গ, দেওঘর

ইং ১২/৩/১৯৯৩

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের কথা

দীপরক্ষী চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। দীপরক্ষীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও বিষয় ও ঘটনার বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র সংকলয়িতা শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরই করা। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সাথে এই কথোপকথন-গ্রন্থের আমরা ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

প্রকাশক

সৎসঙ্গ, দেওঘর

তাং ১২/৩/১৯৯৩

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

অ

আ

বিষয় **পৃষ্ঠা**

এ

ঐ

ও

ক

খ

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ভ

ম

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

হ

বিষয় পৃষ্ঠা

M

N

R

S

T

বিষয় পৃষ্ঠা

দীপরক্ষী

২১শে পৌষ, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ৫। ১। ১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাকুর-বাংলার প্রাঙ্গণের তাম্বুতে সমাসীন। কাছে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। কলকাতা থেকে এসেছেন কান্তি মুখোপাধ্যায়দা। কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পরে হাত জোড় ক'রে তিনি বললেন—ঠাকুর, আমার 'পরে একটু নজর রাখবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার নজর থাকেই। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে আমার ঘুম হয় না। সকলের কথাই মনে হয়। তোমরা চলনা ঠিক রাখলে হয়। বাক্য-ব্যবহার-অনুচর্য্যা যেন ঠিক থাকে। অবস্থামত যার যতটুকু পার, অনুচর্য্যা ক'রো। কাউকে এমন কথা দিও না যা' রাখতে পারবা না। সাধু মানে কী জানিস্ তো ?—সাধন করা। এইভাবে সাধন করতে-করতে এগিয়ে যেতে হয়।

কান্তিদা তাঁর একটি ছেলে সম্বন্ধে বললেন যে, ছেলেটি পড়াশুনাও করে না, স্কুলেও যেতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বয়স কত ?

কান্তিদা—নয় বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নয় বছর, তাহলে আর তাকে স্কুলে দেবা কী! বাপ-বেটায় ব'সে কি মা-বেটায় ব'সে কাছে নিয়ে গল্প করা লাগে। গল্প করতে-করতে সব কওয়া লাগে। এর ভিতর-দিয়ে মা-বাবার 'পরে শ্রদ্ধা বাড়ে। আর, মা-বাবার 'পরে শ্রদ্ধাই হ'ল শিক্ষার আসল কথা।

বাইরে একটি দাদার নানারকম দুঃখকষ্ট, অশান্তি চলছে। তার কথা উল্লেখ ক'রে কান্তিদা বললেন—ওর বড় কষ্ট। ওকে একটু দয়া করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে)—সে যেন একটু দয়া করে।

কান্তিদা—আমি যেন ঠিকভাবে চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যা' বললাম, ঐভাবে চ'লো। কথায় সাধুতা, চলায় সাধুতা থাকা চাই। উপরওয়ালা, ভাই, আত্মীয়, সকলের 'পরেই একটা মিষ্টি ব্যবহার নিয়ে চলবে। তোমার ব্যবহারে সকলেরই যেন প্রাণ ভ'রে ওঠে।

কান্তিদা—এক উপরওয়ালা বড় strong (কড়া), বড় কষ্ট দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' দিক। তোমার সাধুতাকে যাতে strong (শক্ত) ক'রে রাখতে পার তাই ক'রো।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এর পর কান্তিদা আর কোন কথা না ব'লে নীরবে দয়াল প্রভুর শ্রীমুখপানে তাকিয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে একখানা চিঠি নিবেদন করার ছিল। এখন বললাম—একটি ছেলে জানতে চেয়েছে যে, সে চাকরী ও ব্যবসা করার সুযোগ একসঙ্গে পাচ্ছে। কোন্‌টা করবে, চাকরী না ব্যবসা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা সুবিধা হয়।

আমি—'যেটা সুবিধা হয়', এর দ্বারা কী বুঝতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Income (আয়), পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক, সবদিকের অবস্থা বিবেচনা ক'রে যেটা সুবিধে হয় সেইটা করবে।

আমি—কিন্তু সবটা বিবেচনা ক'রে যেটা সুবিধা হয় সেটা করতে গেলে তা' হয়তো আমার পক্ষে কল্যাণকর নাও হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরে, কল্যাণকর হওয়াটাই তো সুবিধা হওয়া।

২৭শে পৌষ, শনিবার, ১৩৬৪ (ইং ১১।১।১৯৫৮)

দারুণ শীত পড়েছে। ভোরের দিকে হাত-পা যেন জ'মে আসতে চায়। খালি পায়ে হাঁটাচলা করা বেশ কষ্টকর। সূর্য্যোদয়ের অনেক আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে প্রাঙ্গণে পূর্বদিকের তাম্বুটিতে এসে বসেছেন।

একটু পরে সমবেত প্রণাম হ'য়ে গেল। বিভিন্ন-বিভাগীয় কর্ম্মিবৃন্দ ইষ্টচরণে আভূমি প্রণতি জানিয়ে স্ব-স্ব কর্ম্মে চ'লে যাচ্ছেন। প্রভাতসূর্য্যের আলো ঠাকুর-বাড়ীর পূব-আঙ্গিনা ভ'রে দিয়েছে। পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের সোনার তনুতে লেগে সে বালাতপকিরণচ্ছটা যেন ঠিকরে-ঠিকরে পড়ছে। গাছে-গাছে পাখীর কাকলি। চারিদিকে এক শান্ত মধুর পরিবেশ।

পরমেশ্বরদা (পাল) শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আজ্ঞে, ভগবান মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'ভগ' মানে কী দেখে আয় তো—!

পরমেশ্বরদা ঠাকুর-ঘর থেকে অভিধান দেখে এসে বললেন—'ভগ' মানে আছে ষড়ৈশ্বর্য্য। ভজ্‌-ধাতু থেকে হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ভগবান মানে ভজনবান। যিনি মূর্ত্ত ভগবান, তিনি ভক্ত। তিনি আর টের পান না যে তিনি ভগবান—যদিও তিনিই তাঁর আসন। লোকে তাঁকে কয় অমনতর। সেইজন্য আছে—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

৭ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ২১।১।১৯৫৮)

প্রাতে—তাম্বুতে। শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার (বসু) সাথে কথা বলছিলেন। অমৃত-লাভ নিয়ে কথা চলছিল।

সুশীলদা—কিন্তু এজন্য continuity of consciousness (চৈতন্যের নিরন্তরতা) থাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো চাই-ই।

সুশীলদা—ওটা থাকলে আগেকার করা দুষ্কর্ম্মগুলির স্মৃতি আমাকে পীড়া দিতে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পীড়া দেয়, এ জানলে পরে আর তা' করবেন না।

সুশীলদা—তাহ'লে ব্রহ্মজ্ঞ যিনি তাঁর ভিতরে সবটার একটা full consciousness (পূর্ণ চেতনা) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মজ্ঞ মানেই বৃদ্ধিজ্ঞ। আর, ওটা আছে ঠিকই—আমরা বুঝি বা না-বুঝি।

এই সময় ডেকলাল ভাই (ভার্ম্মা) একটি মাকে নিয়ে এসে প্রণাম করল। মা-টি পাশের বাড়ীতে (দাঁ-হাউস্) আছেন। ডেকলাল পরিচয় দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্মিতবদনে)—মায়েরা এখানে কতদিন আছেন ?

উক্ত মা—পঁচিশ দিন।

ডেকলাল—কাল আবার যেতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালই ? আচ্ছা।

ডেকলাল—বলছিলেন, যাওয়ার সময় ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মধুর হেসে)—আমার আশীর্ব্বাদ আছেই। ভাল হ'য়ে চ'লো মা—ভগবানে মন রেখে।

মা-টি বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।······একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ম্মীয়মাণ ফিলানথ্রপী অফিস-বাড়ীতে এসে ভেতরে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বসলেন, কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে দোল-উৎসবের তাৎপর্য্য-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা বাঁচি। এই বাঁচার সম্বেগের মধ্যে আকুঞ্চন-প্রসারণ আছে। এই আকুঞ্চন-প্রসারণের ভিতর-

দিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। এগিয়ে যেতে-যেতে যে stamina (স্থৈর্য্যশক্তি) অর্জ্জন করি, তাই হ'ল দোল-উৎসবের ফলপ্রাপ্তি। বাসন্তী-উৎসবও তাই।

১৫ই মাঘ, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ২৯।১।১৯৫৮)

গতকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। জোর হিমেল হাওয়া চলছে। আজ ভোর থেকে দু'এক পশলা ক'রে বৃষ্টিও পড়ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছেন। বারান্দার চারপাশের পর্দ্দাগুলি টেনে বাঁধা আছে। তা' সত্ত্বেও জোর হাওয়া লেগে পর্দ্দাগুলি সাপটাচ্ছে। চালের উপরের টিনগুলিতেও হাওয়ার ধাক্কায় গুম্ গুম্ শব্দ হচ্ছে। বেশ দুর্য্যোগময় অবস্থা।

প্রাতে যথারীতি পূজ্যপাদ বড়দা এসেছেন। প্রত্যহের মতো তিনি সবাইকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করলেন। এখন সকাল সাতটা। ঘরের ভেতরে এখনও আবছা অন্ধকার। তাই, আলো জ্বালানো আছে। কালীষষ্ঠীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে নিজের নানারকম সাংসারিক অশান্তির কথা ব'লে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে দু'একটি কথার উত্তর দিচ্ছেন।

একটু পরে সুশীলদা (বসু) এসে প্রণাম করলেন। বাইরের দুর্য্যোগের কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ কী অবস্থা সুরু হ'ল সুশীলদা!

সুশীলদা—কয়েকদিন এ-অবস্থা থাকবে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা!

সুশীলদা—মনে হয় একাদশী পর্য্যন্ত থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কোন্ দশী? একাদশী কবে?

সুশীলদা—শুক্রবারে একাদশী।

২২শে মাঘ, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ৯।২।১৯৫৮)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। শরৎদা (হালদার), পরমেশ্বরদা (পাল), অরুণদা (জোয়ারদার), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে পরমেশ্বরদা প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর! নরনারীর ভালবাসা কখন অপবিত্র হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, আমি তোমাকে ভালবাসি, তার মধ্যে যদি স্বার্থ থাকে তাহলে সেটা অপবিত্র হ'য়ে গেল। আমি তখন ভালবাসি ঐ স্বার্থকে, তোমাকে ভালবাসি না। নরনারীর ব্যাপারেও ঐ-রকম। আর, সেই ভালবাসার মধ্যে যদি sexual interest (যৌনাকাঙ্ক্ষা) থাকে তাহ'লেও গেল।

পরমেশ্বরদা—আমাদের এই সাধারণ ভালবাসাকে ইষ্টস্বার্থে লাগানো যায় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থকে pick up ক'রে (কুড়িয়ে নিয়ে) চললেই হয়। কিসে তোমার ভাল হয়, কিসে তোমার মঙ্গল হয়, তা' করাই হ'ল ইষ্টস্বার্থ।

পরমেশ্বরদা—একজন উচ্চবর্ণের নারী যদি একজন নিম্নবর্ণের পুরুষকে ভালবাসে, সেটা কি অপবিত্র ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা ভাব' কেন ? তুমি তোমার মাকে ভালবাস না ? তোমার মাকে অন্য লোক ভালবাসে না ? বড়-বৌ (শ্রীশ্রীবড়মা) তোমাকে ভালবাসে না ? (পরমেশ্বরদা ঘাড় নেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সম্মতি জানাচ্ছেন)। তবে ? এই ভালবাসার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে। ঐ-সব ভালবাসার মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহলে তা' তো আর ভালবাসা হ'ল না। তোমার মাকে অন্য লোক ভালবাসে না ? তোমার মা অন্য লোককে ভালবাসে না ? তাহ'লে কী হ'ল সেটা ? (ননীমাকে দেখিয়ে) ঐ যে ও যেমন ডাক ছেড়ে বলে—'আমি ঠাকুরের বৌ।' আমার বৌ ব'লে ও নিজেকে ভাবে। এখন সেই ভাবটা যদি হয় যৌন ব্যাপারের জন্য তাহলে তা' আর ভালবাসা হ'ল না।

এই সময় অরুণদা সদাচার-সম্পর্কে কথা তুললেন। বললেন—অনেকে সদাচার মানতে যেয়ে সংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, এটা ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কার হ'ল কিসে তুমি বাঁচতে পার, বাড়তে পার, এগুলি জানা। আর, কৃষ্টি হ'ল সেইগুলিকে অনুশীলন করা। ভাল সংস্কারগুলি না-বুঝেও পালন করা ভাল। এই যেমন আমি পায়খানা থেকে এসে কাপড় ছেড়ে তারপর খেতে বসি। আমি বলি, সদাচারের একটু বাড়াবাড়ি করাও ভাল। অবশ্য আমি যা' করি, তুমি তা' করতে যেও না।

ননীমা—নীলু চার বার খাওয়ার আগেই দাঁত মাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

অরুণদা—দাঁত বেশী মাজা ভাল না, ওতে দাঁতের এনামেল নষ্ট হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে এনামেল নষ্ট না হয়, সেইভাবে মাজা লাগে।

এখন আশ্রমে অনেক বাড়ীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছে। ডাঃ হরিপদদা সে-কথা জানাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সকলকে ডেকে ক'য়ে দে, এক ড্রাম ইউক্যালিপ্টাস্ অয়েল আর একটা ছোট্ট ড্রপার সবাই যেন কিনে নেয়। ঠাণ্ডা জলের সাথে এক ফোঁটা ক'রে রোজ সকালে যেন খায়।

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছেন না। বললেন—আমার কাল থেকে মাথার মধ্যে কেমন করে, বুকের মধ্যে কেমন করে, আজ ঘুমও হয়নি।

প্যারীদা (নন্দী) অন্যান্য ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ওষুধের ব্যবস্থা করলেন।

২৭শে মাঘ, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ১০। ২। ১৯৫৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। সুশীলদা (বসু) সংবাদপত্র থেকে একটি চমকপ্রদ সংবাদ প'ড়ে শোনালেন। খবরটি এইরকম।—এক ইংরাজ ভদ্রলোক মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যান। পরে যখন তাঁর জ্ঞান হয় তখন দেখা গেল, তিনি একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ। বলেন, 'আমি লামা ছিলাম। এখন এই শরীরেই আবার আমি কাজ করব।' তারপর তিব্বতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি একখানা বইও লিখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ঐ একটা আঘাতে ওর পূর্ব্বজন্মের কথা unfurl ক'রে (খুলে) গেছে। এই আমার মনে হয়। এ-রকম ঘটনা আরো শোনা গেছে।

১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ১৩। ২। ১৯৫৮)

আজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর যোগ-অর্ঘ্যকারীর সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়াতে বলছেন। দৈনিক পাঁচ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করলেই যোগ-অর্ঘ্য পালন করা হ'ল।

সকালে জিতেনদা (দলুই) প্রণাম করতে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলছেন—তুই পারিস্ না যোগ-অর্ঘ্য করতে? এ-রকম আড়াই শ'/তিন শ' যোগ-অর্ঘ্যী চেষ্টা করলে তুই-ই জোগাড় করতে পারিস্। আবার, আমার কথা ক'য়ে এটা করলে হবে নানে। ঠাকুর বলেছেন তাই করছি, তা' নয়। Auto-initiative urge (স্বতঃ-প্রেরণী আকূতি) নিয়ে করা লাগবে।

জিতেনদা চেষ্টা করবেন ব'লে সম্মতি জানালেন।

২রা ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ১৪। ২। ১৯৫৮)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। ভাগলপুর থেকে জাস্টিস্ সিন্‌হা এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে। সাথে এলেন স্থানীয় উকিল চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু, জ্ঞানদা (গোস্বামী), কেষ্টদা (সাউ), হাউজারম্যানদা, শরৎদা (হালদার) প্রমুখ।

সামনে চেয়ারে ব'সে হাত জোড় ক'রে জাস্টিস্ সিন্‌হা বললেন—আজ আমার মহাসৌভাগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও মহাসৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম।

মিঃ সিন্‌হা—বহুদিন থেকে প্রাণের ইচ্ছা দর্শন করি। একবার এসে ফিরেও গেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো নড়তে পারি না, চড়তে পারি না। আজ এ একটা কেমন হঠাৎ সৌভাগ্য।

মিঃ সিন্‌হা—আমার বড় ছেলে একবার আপনার এক জন্মোৎসবে এক সভায় সভাপতিত্বও ক'রে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার তো আপনাদের সামনে উৎসব আছে।

শরৎদা—সে সময়ে যদি আসতে পারেন।

মিঃ সিন্‌হা—আমাদের তো ছুটিছাটা না পেলে আসা মুশকিল। নেহাৎ সংসারী জীব। সংসার ঠিক রাখারই ব্যাপার সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গার্হস্থ্যকে আশ্রম কই আমরা। ওটা একটা institution (সংস্থা)। সেই institution-এর (সংস্থার) মধ্যে থেকে কিছু কাজ ক'রে যেতে চাই আমরা। (চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবুকে দেখিয়ে) উনি হ'চ্ছেন সৎসঙ্গের উকিল।

মিঃ সিন্‌হা—এখানে এসে জানলাম তাই। (চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবুকে) আপনার সৌভাগ্য যে সৎসঙ্গের সাথে সঙ্গ করতে পেরেছেন।

চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু (সিন্‌হাকে দেখিয়ে)—আমাদের এই generation-এর (যুগের) যত উকিল, সকলের গুরু ইনি।

হাউজারম্যানদা—আপনি এখানে কোথায় আছেন?

মিঃ সিন্‌হা—ডাকবাংলোয়।

হাউজারম্যানদা—Then we are neighbours (তাহ'লে আমরা প্রতিবেশী)।

মিঃ সিন্‌হা—You are living in a fascinating area (আপনারা একটা মনোমুগ্ধকর স্থানে বাস করছেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথোপকথন শুনছিলেন। হাউজারম্যানদাকে দেখিয়ে বললেন—ও বাংলা শিখে আমার একটু সুবিধা হয়েছে। আমি তো বাংলাও জানি না, ইংরাজীও জানি না, হিন্দীও জানি না। এক জগা-খিচুড়ী পাকিয়েই ব'সে আছি।

হাউজারম্যানদা—আবার ঠাকুর যে ইংরাজী বলেন তা' কোথাও পাওয়া যায় না, অদ্ভুত ভাল।

মিঃ সিন্‌হা—তা' আমি শুনেছি, দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা এই-রকম কয়। আমি ভাবি, 'অমৃতং বালভাষিতম্'।

পরিহাসটি বুঝতে পেরে সবাই সশব্দে হেসে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-

মণ্ডলেও মধুর হাসির ছটা।

এর পর জ্ঞানদা জাস্টিস্ সিন্‌হার সাথে, এখানে আশ্রমের জন্য আরো জমি দরকার, এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর সাতটা বাজতে ওঁরা সবাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদার (রায়চৌধুরী) দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার শ্রীশদা যদি ফিলান্‌থ্রপীটা finish (সম্পূর্ণ) ক'রে দিত তাহ'লে এই সব মানুষ এখানে এসে থাকতে পারত। আপনারাও সুবিধা পেতেন বেশী।

শরৎদা—এখানে থাকলে একটা homely (পারিবারিক) রকম থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো থাকেই।

একটি মা এই সময়ে তামাক সেজে এনে দিলেন। কলকেটি গড়গড়ার উপর ঠিকমত বসিয়ে নলটি তুলে দিলেন দয়াল ঠাকুরের শ্রীকরকমলে। পাশে রাখা তোয়ালেটায় নলের অগ্রভাগটা মুছে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সেটি সংযোজন করলেন স্বীয় ওষ্ঠাধর-মাঝে। তামাক সেবন করছেন তিনি। তাঁর একটু-একটু টানে মৃদু গুড়গুড় ধ্বনি ও সুগন্ধি তামাকের মধুময় সুবাস ঘরের সমস্ত পরিবেশ দিব্যচেতনায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই পরমসুন্দরের বরাননে। চারিদিক নিস্তব্ধ। ঘরের ভিতরেও শান্ত। যেন মনে হয়, স্রষ্টার অনন্ত রূপরাশি দর্শন করার মানসে প্রকৃতি বুঝি ধ্যানমৌন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের তামাকু-সেবন শেষ হ'ল। উক্ত মা এসে তাঁর হাত থেকে নলটি নিয়ে গড়গড়ার গায়ে জড়িয়ে রাখলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডান হাতখানি মেলে ধরলেন। হাতে তুলে দেওয়া হ'ল গামছা। গামছায় মুখটি মুছে একপাশে রেখে দিলেন তিনি।

তারপর শরৎদা 'অগ্নিহোত্র' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চাননদাকে (সরকার) অভিধান দেখতে বললেন। পঞ্চাননদা দেখে বললেন—অগ্নি অন্‌গ্-ধাতু থেকে, মানে ঊর্দ্ধগমন, আর হোত্র শব্দের ধাতু 'হু'—হোমকরণ, to invoke, আহ্বান। 'হোম' কথাটাও হু-ধাতু থেকে হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার্য্যকে বলা হয় অগ্নিমুখ, তার মানে অগ্নির প্রতীক। আচার্য্যকে ধ'রেই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। অগ্নি অন্‌গ্-ধাতু থেকে, মানে ঊর্দ্ধগমন অর্থাৎ becoming (সম্বর্দ্ধনা)। আর, হোম মানে আমি কই—to invoke (আহ্বান করা)। তাই, অগ্নিহোত্র মানে যার দ্বারা আমি becoming-কে invoke (সম্বর্দ্ধনাকে আহ্বান) করতে পারি, ক'রে নিজের intelligence-টাকে (বোধটাকে) ঠিক ক'রে নিতে পারি।

২২শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ৬। ৩। ১৯৫৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে সমাসীন। বাইরের কিছু সৎসঙ্গী শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এসেছেন। তাঁরা উপস্থিত আছেন। আজ একটু শীত-শীত ভাব আছে।

কথায়-কথায় সুশীলদা (বসু) বললেন—আমাদের কৃত্তিবাসের রামায়ণে নামীর চেয়ে নামের উপরেই জোর বেশী দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম মানে নম্, নম্-ধাতু আনত হওয়া। আনতি যদি না থাকে তবে নামীর গুণরাজি imbibe (অন্তরে গ্রহণ) করতে পারি না। যেমন, আপনার উপরে যদি ভালবাসা না থাকে তাহ'লে তো আপনার character imbibe (চরিত্র অন্তরে গ্রহণ) করতে পারব না। তখন ঐ হয়—

"কোটি জন্ম করে যদি নামসঙ্কীর্ত্তন
তথাপি না পায় সে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥"

সুশীলদা—বামদেব একজনকে বলেছিলেন, 'তুমি তিনবার রামনাম কর, তোমার সব পাপ দূর হবে।' তারপর তিনবার রামনাম ক'রে তার সব পাপ দূর হ'ল। বশিষ্ঠ এসে তাই দেখে অত্যন্ত চটে গেলেন। বললেন, 'একবার রামনাম করলেই সব পাপ দূর হয়। তুমি তিনবার রামনাম করতে বললে? পরজন্মে তোমার নীচু ঘরে জন্ম হবে।' তাই, পরজন্মে সে নাকি গুহক চণ্ডাল হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হেসে বললেন—তিনবার রামনাম করল মানে একবার আনত হ'ল, আবার ভেঙ্গে গেল। আবার করল, আবার ভেঙ্গে গেল। একবারে ক'রেই যাতে না ভাঙ্গে, বশিষ্ঠ তেমনটা চাইছিলেন আর কি!

জনৈক দাদা—আমি তো গৃহী। একবার কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। আমার কি আর দীক্ষার দরকার আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া হ'ল আমাদের culture (কৃষ্টি)-টাকে maintain (রক্ষা) করার জন্য। আর, সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া লাগে আমাদের উন্নতির জন্য।

প্রশ্ন—যিনি কুলগুরু, তাঁকেই তো আমি সদ্‌গুরু ব'লে মানতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক-খ জানে না, এমনতর একজনকে যদি আমি প্রফেসর ব'লে মনে করি তাহ'লে তো হবে না। সদ্‌গুরু তিনি, যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন।

২৩শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ৭। ৩। ১৯৫৮)

প্রাতঃপ্রণাম শেষ হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। তারপর পশ্চিম দিককার রাস্তাটি ধ'রে আমতলা দিয়ে নিভৃত-কেতন

ঘুরে এসে বসলেন পশ্চিমের ছোট তাম্বুটিতে। বিছানা আগে থেকেই করা ছিল। একসাথে এতটা পথ হেঁটে আসাতে তাঁর পরিশ্রম হয়েছে।

একটু ব'সে বলছেন—দুই রকমের মানুষ আছে। একরকম হ'ল, যার দরে তার দর সেই মানুষকে অগ্রাহ্য ক'রে চলে। আর একরকম, যার দরে তার দর তাকে ঠিক রেখে চলে। কালীষষ্ঠী আর সুধাপাণি ঐ-রকম।

কালীষষ্ঠীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে হেঁটে এসে বসেছেন। ঐ-কথা শুনে একটু ভেবে বললেন—আমি নিজের দর বাড়াই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছেন।

কালীষষ্ঠীমা—তা' আপনি বলতে পারেন। নিজের ভুলত্রুটি তো কতই থাকে।

সুধাপাণিমা—আমি দর বাড়াই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দর মানে কী জানিস্ তো ?

সুধাপাণিমা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দর মানে দাম, দাম। দাম কারে কয় ?

সুধাপাণিমা—এই জিনিসপত্র কিনতে যদি বেশী দাম দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) এইতো ঠিক বুঝেছিস্।

কালীষষ্ঠীমা চুপ ক'রে কী ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন—আপনার সাথে আসতে-আসতে আমি ফিরে দাঁড়ায়ে ওর সাথে একটু কথা বলেছিলাম। এটা আমার ঠিক হয়নি।

উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এইতো ধরতে পেরেছিস্, এইতো ধরতে পেরেছিস্।

এরপর আর বিশেষ কোন কথা হয় না। ধীরে-ধীরে বেলা বাড়তে থাকে। ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম করছেন। বহিরাগত একটি দাদা ব্যবসা করেন। বললেন—ব্যবসার জন্য তো আমাকে খুব ঘুরতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গের যে মিশন তা' ঘোরার মধ্য-দিয়ে fulfilled (পূর্ণ) হয় বেশী। কাউকে যদি deprive (বঞ্চিত) না কর তাহ'লে ঐ ঘোরাঘুরির মধ্য-দিয়ে তোমারও মঙ্গল হয়, যাদের জন্য ঘুরছ তাদেরও মঙ্গল হয়।

উক্ত-দাদা—মাঝে-মাঝে ভাবি, ব্যবসাটা ছেড়ে দেব কিনা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাড়লে ট্যাঁকে যে কয়টা পয়সা আছে তা' খরচ হ'য়ে যাবে নে, হাতের অবলম্বনও স'রে যাবে নে। মোটকথা, যাই কর, এই মিশন যেন ঠিক থাকে। লোকে যদি তোমার কথায়-কাজে এই রকমটা দেখে তবে তাদেরও ভাল লাগবে, তোমারও তৃপ্তি হবে।

এই দাদাটি স্বস্ত্যয়নীর মধ্যে আংটি রেখে কিছু টাকা নিয়েছিলেন। সে-কথা জানালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। শুনে ঠাকুর বললেন—ও ক'রো না। ওতে energy (শক্তি) নষ্ট হ'য়ে যায়।

উক্ত দাদা—বিপদে প'ড়ে করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপদে তো পড়ে মানুষ। কিন্তু বিপদে প'ড়ে ও-কাম করতে গেলে কেন? তোমার স্বস্ত্যয়নীতে যদি টাকা না থাকত তাহ'লে কী করতে? এই করাতে তোমার কর্ম্মশক্তি কিন্তু বাড়ল না। এখন প্রায়শ্চিত্ত কর।

উক্ত দাদা—কী প্রায়শ্চিত্ত করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদার কাছে শুনে নাও। হবিষ্যান্ন না কী যেন করা লাগে। আমার ভাল ক'রে মনে নেই।

সুশীলদা (বসু)—আপনি তো বললেনই হবিষ্য করার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবিষ্যান্ন মাঝে-মাঝে খাওয়া ভাল। অবশ্য, ঐ-রকম কাম ক'রে খাওয়া ভাল না।

সন্ধ্যায় খড়ের ঘরে। এক ভদ্রলোক এসেছেন, উনি ডাক্তার। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। এখন কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু—আপনার rest-এর (বিশ্রামের) সময় বাড়াতে হবে। আর, খুব কম কথা কইবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা কওয়ার সময় ঠিক করা মুশকিল।

ডাক্তারবাবু—কথা বলার জন্য একটা fixed time (নির্দ্দিষ্ট সময়) থাকবে। অন্য সময় লোকে এসে শুধু দর্শন ক'রে চ'লে যাবে, কোন কথা বলবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কথা না-কওয়ারই চেষ্টা করি। কিন্তু আমার কেমন একটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে। কত দূর-দূর থেকে পয়সা-কড়ি খরচ ক'রে সব আসে। আমি কথা না বললে তাদের মুখ কেমন হ'য়ে যায়। তাতে আবার আমার কষ্ট লাগে। পারি না কথা না ক'য়ে।

ডাক্তারবাবু—কিন্তু তা' করলে তো হবে না। মহাত্মাজীও এত কথা বলতেন। কিন্তু সপ্তাহে একদিন মৌন থাকতেনই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তা' হওয়ার উপায় নেই। একমাত্র যদি ঘরে আটকায়ে রাখা যায়। কিন্তু তাও হবার উপায় নেই। কথা না ক'য়ে থাকতেই পারি না।

তারপর শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ডাক্তারবাবুকে একপাশে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বললেন—এখানে মানুষ আসে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কাছে। সেজন্য তাঁকে কিভাবে থাকতে

হয়, ইত্যাদি। সব শুনে ডাক্তারবাবু অবস্থাটা বুঝলেন, আর কোন কথা বললেন না।

২৫শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ৯।৩।১৯৫৮)

সাব-জজ্ হরিনন্দন প্রসাদ সিন্‌হার ধানবাদের বাসায় বেশ বড় রকমের চুরি হ'য়ে গেছে। কিছু গহনাপত্রও চুরি গেছে। উনি সস্ত্রীক এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। আজ সকালে এসে হরিনন্দনদা দয়াল ঠাকুরের কাছে সব জানালেন।

সব শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—চুরি যাওয়াটা, মনে হয়, আমার নিজের weakness (দুর্ব্বলতা)। গহনাগুলি যদি কাউকে ডেকে দিয়ে দিতে, তাতে ভাল হত। কিন্তু চুরি যাওয়া মানে alertness (সতর্কতা) নেই, সন্ধিৎসাহারা। আর, এইরকম সন্ধিৎসাহারা যদি আমি হই, তবে আমার কত দিক দিয়ে কত বিপদ আসতে পারে তার ঠিক নেই। তাই, চুরি গেলে আমার চোরের উপর রাগ হয় না, দুঃখ হয় নিজের উপর।

হরিনন্দনদা—কিন্তু এখন alert (সতর্ক) হ'লেও যা' গেল তা' তো আর ফিরে আসবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Future-এর (ভবিষ্যতের) জন্য কাজে লাগবে। আমার বাড়ীতে একবার চুরি হয়েছিল। তারপর কয়েকদিন পর আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছেলের কাছে বলছি—'চোর যে সে চুরি না ক'রে করবে কী? তারও বৌ-ছাওয়াল আছে, খিদে আছে। সে চাইলে তো আধসের চা'লও কেউ দেয় না। তাই সে বাধ্য হয় চুরি করতে।' তখন সেই চোর দূরে দাঁড়িয়ে এইসব কথা শুনছিল। তারপর রাত্রি বারোটার সময় আমার কাছে এসে বলে—'আমিই আপনার বাড়ী ঐ কাজ করিছিলাম। কিন্তু এমন কথা তো কখনও শুনিনি। সবাই বলে, চোর, বদ্‌মাইশ।' আবার কিছুদিন পর এসে বলল, 'বাবু, আমি আপনার জিনিস কিছু বিক্রী ক'রে ফেলেছি। বাকী ক'খানা থালা আছে তা' আপনি নেন।' তখন আমি বললাম, 'না, ও তুই রাখ্। ও আমি দিলাম তোকে।' কিন্তু সে আর কিছুতেই রাখবে না। আমাকে ফিরিয়ে দেবেই,—এমনতর। তারপর বলে, 'বাবু, এগুলো যদি না নেন, আমি আপনারে নতুন কিনে দেব।' বললাম, 'তুই কোথার থেকে দিবি?' সে বলে, 'বাবু, আমার চুরি ছাড়া গতি নেই।' তখন আমি ওরে বললাম, 'তুই আর চুরি করিস্ নে। ওগুলো রাখ্। সদ্ভাবে চল্।' এই রকম কী কী ক'লেম। তখন ও ওসব নিয়ে গেল। তারপর আমার কাছে মাঝে-মাঝে আসত। একদিন আমি ওরে কই, 'এই, কেমন ক'রে চুরি করে আমারে একটু শিখায়ে দিবি?' ও কয়, 'খবরদার! ও কম্মও

করবেন না। চৌকিদার যদি আমার সাথে আপনারে দেখে তাহ'লে আমারে যা' ভাববে, আপনারেও তাই ভাববে নে। ভদ্দরলোকের ছেলে ব'লে আর মনে করবে নানে।' এই সব ক'ল। কিন্তু আমি তার পাছ ছাড়লাম না। ঘুরতে-ফিরতে তারে কই, 'একদিন আমারে নিয়ে চল্। কেমন ক'রে চুরি করিস্ আমি দেখব।' তারপর আমাকে এড়াতে না পেরে এক অন্ধকার রাত দেখে কয়—'আজ চলেন। রাস্তায় যেতে-যেতে আমি তারে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই, তোর ঘরে শিকল দিয়ে এসেছিস্ তো?' ও কয়—'তা' তো দেওয়া যায় না বাবু; দরজা ভেজায়ে রেখে আসতে হয় যাতে তাড়া খেলে টক্ ক'রে ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়তে পারি।' তখন আমি ক'লেম, 'তা' তোর বৌ তো ঘরে শুয়ে আছে, তারে যদি কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যায়?' আমি জানতাম, জেলেপাড়ার একটা লোকের ওর বৌয়ের উপর নজর আছে। ঐ কথা শুনেই ও দাঁড়ায়ে গেল, বলল, 'না বাবু! আজ আর চুরি করা হ'ল না।' আমি যত বলি, 'আজ তোর সঙ্গে বেরিয়েছি, চুরি করা দেখ্‌ব, চল্'। ও তত কয়, 'না বাবু, আজ আর হবে না। আজ চুরি করতে গেলে ধরা প'ড়ে যাব।' এই ব'লে বাড়ীর দিকে ভোঁ দৌড়। আমিও ওর পাছ-পাছ চ'লে আস্‌লাম। এর থেকে বোঝা যায়, চুরি যে করে সে-ও নিজের ক্ষতি চায় না। এরপর থেকে ঐ লোক আর কোন-দিনই চুরি করেনি। আশ্রমে অনেক লোক আসত। ও হাজার দেড়-হাজার টাকা নিয়েও নাড়াচাড়া করেছে। কিন্তু চুরি আর করেনি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত উপস্থিত সবাই শুনছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত ঐ কাহিনী। এই সময় হরিনন্দনদার বাড়ীর মা প্রণাম ক'রে বললেন—বাবা, আজ তো আমরা দেশে ফিরে যাব। আপনি একটু আশীর্ব্বাদ ক'রে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বরাভয়প্রদায়ী দক্ষিণ শ্রীকরখানি ঊর্দ্ধে আন্দোলিত ক'রে বললেন—ঘাবড়াস্ নে। কিচ্ছু ঘাবড়াস্ নে। ভগবান অমনি ক'রে test (পরীক্ষা) ক'রে-ক'রে নেয়। আমার মেয়ে হ'য়ে, আমার বাচ্চা হ'য়ে কিছু ঘাবড়াস্ নে।

এর পর হরিনন্দনদারা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।···কিছু পরে উপস্থিত একটি দাদা বললেন—আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম। কিছু করিনি। এখন পুরশ্চরণ করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' একজনের কাছ থেকে শুনে নিলেই হয়।

উক্ত দাদা—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপদ যেমন আছে, তেমনি সুপদও আছে। সে-কথা ভাবিস্ কেন? নিজে চেষ্টা কর্। দাঁড়া। লোকের সেবা কর্। মানুষের দুঃখকষ্ট যতটা মোচন করতে পারিস্ তার চেষ্টা করবি। সেইভাবেই চলবি।

এই সময় তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। তামাক খাওয়ার পর সামনে উপবিষ্ট সুশীলদাকে (বসু) বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি ক'রে একটা chart (তালিকা) করতে পারেন নাকি !—যেমন ধর্ম্ম মানে ধারণপোষণী পরিচর্য্যা অর্থাৎ সাত্বত পরিচর্য্যা। তারপর জীবন, জনন। তারপর খাদ্য-কৃষি, ইত্যাদি। তারপর আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর ব্যাধির বিনায়ন। এইরকম by and by (ক্রমশঃ) কিসের পরে কী দেওয়া লাগে বুঝতে পারা যাবে। বুঝতে পারা যাবে, রাষ্ট্রের মধ্যে কোন্‌টার পরে কী করা লাগবে। Out of necessity (প্রয়োজনবশে) কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে হওয়া লাগবে। এইরকম যাবতীয় যা'-কিছু। Whole (সমগ্র) রাষ্ট্রের, কি একটা পরিবারের, কি একটা individual-এর (ব্যক্তির) কোন্‌টার পরে কোন্‌টা করতে হবে। মানে, সব-কিছু থাকবে তার মধ্যে। (বিছানার উপর আঙ্গুল দিয়ে এঁকে দেখাচ্ছেন) ধরেন এমনি একটা গোলক থাকল। তার মধ্যে থাকল আসল বস্তু ধর্ম্ম। তারপর থাকল জীবন ও জনন—to live and to breed. আর তা' করতে গেলে কী কী করা লাগবে, সবই ওর মধ্যে থাকবে। এ করতে গেলে খুব ভাল ক'রে করা লাগবে—যুক্তিতর্ক যা'. ওঠে সবটা ঠেকায়ে।

সুশীলদা চেষ্টা করবেন ব'লে জানালেন।

কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা হয়েছে। এখন সাড়ে সাতটা বাজে। আজ বিনোদাবাবুর আসার কথা আছে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর জন্য খড়ের ঘরে ব'সে অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই বিনোদাবাবু এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন ক'রে সামনের চেয়ারে বসলেন। শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

কুশল-বিনিময়ের পর শ্রীশ্রীঠাকুর আগামী নববর্ষ-উৎসব সম্পর্কে বিনোদাবাবুকে বললেন—আবার তো উৎসব আসছে। অনেকের আসার কথা আছে। আপনার সবদিকেই দেখা লাগবে নে।

বিনোদাবাবু—হ্যাঁ, সে তো দেখতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছা ছিল, যদি রথ (রাধানাথ রথ) ও মহতাব (হরেকৃষ্ণ মহতাব) আসেন তবে তাঁদের সাথে বিনোদাবাবুর আলাপ করিয়ে দিতাম।

বিনোদাবাবু—মহতাবের সাথে আমার ভালই আলাপ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই হস্‌পিস্‌টা যদি তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারতাম, তাহলে এই মানুষগুলিকে রাখার সুবিধা হ'ত।

এরপর দেশের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ে কথা উঠল। সমাজের নানারকম দুর্নীতি, অসৎ আচারের কথা বলছেন বিনোদাবাবু। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি দেখি, কাম খুব খারাপ হয়েছে এই divorce system (বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথা) চালু হ'য়ে।

বিনোদাবাবু—আজকাল আবার আর এক ফ্যাশন হয়েছে, কথায়-কথায় আত্মহত্যা। মতে মিলল না, সঙ্গে-সঙ্গে বিষ খায় বা রেললাইনে গলা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখেন, life-urge-ই (জীবন-সম্বেগই) ক'মে গেছে কতখানি। এগুলি কিন্তু একেবারে epidemic-এর (মহামারীর) মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঐ যে শোনা যায়, দড়ি নাকি ডাকে (আত্মহত্যার জন্য)। এরকম বহু case (ব্যাপার) আমি শুনেছি।

বিনোদাবাবু—বিহারে এখনও এমন প্রথা আছে যে, ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরস্পরের দেখা পর্য্যন্ত করতে দেয় না। ভাইবোনে এক সাথে খেলেও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাল। এটা যদি maintain ক'রে রাখতে পারেন তাহ'লে বিহার এইজন্যেই বাঁচবে।

বর্ত্তমানের নানারকম অনাচার ব্যভিচারের আরো কাহিনী বিনোদাবাবু বলছিলেন। শুনতে-শুনতে একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ আমি কত বেশী যে শুনেছি, কত confession (স্বীকারোক্তি) যে আমার কাছে আছে তার ইয়ত্তা নেই। শরৎ চাটুজ্জে মশাই (কথাশিল্পী) যখন এসেছিলেন, তাঁর কাছে আমি সব গল্প করিছিলাম। তারপর যেয়ে তিনি ঐ 'বিপ্রদাস' বই লেখেন।

এরপর আর কিছু কথাবার্ত্তার পর বিনোদাবাবু বিদায় গ্রহণ করলেন।

২৬শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ১০। ৩। ১৯৫৮)

কলকাতা থেকে এসেছেন সুধীর সমাজদারদা। সঙ্গে তাঁর আরো দু'টি যুবক ছেলে। সুধীরদা তাঁর ওদিককার কাজকর্ম্ম কেমন হ'চ্ছে জানালেন।

শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আগে সাড়ে চারশ' জনের কথা বলতাম। এখন কচ্ছি অন্ততঃ আড়াইশ' ঋত্বিকের কথা, যাদের নিজেদের উপর control (নিয়ন্ত্রণ) আছে। বেছে বেছে ঐরকম মানুষ জোগাড় করা লাগে।

সাথের একটি ভাইকে দেখিয়ে সুধীরদা বললেন—এই ভাই খুব কাজ করছে। মুখে সব সময় 'তুমু বিনু কোঈ সমরথ নেহি…' গান লেগেই আছে। এ ওখানকার যুবনেতা। পনের-কুড়ি জন যুবক নিয়ে সব সময় সৎসঙ্গীদের জাগানোর কাজে হৈ-হৈ ক'রে লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। তার সাথে-সাথে চরিত্রটাও ঐরকম হওয়া চাই।

পরে সুশীল বসুদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার তুলনায় আপনারা মহা মহা রথী। আমি তো সে তুলনায় একটা পিঁপড়ে। কিন্তু সেই পিঁপড়ের মতন ক'রে আমার energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) আছে। আমি তো একজন layman (সাধারণ স্তরের মানুষ)। কিন্তু আমার সাথে আপনার জীবনের দেখেন গে আকাশ-পাতাল ফারাক। আমি কিভাবে এতখানি পথ চ'লে এসেছি, চিন্তা করলেই পারেন। 'পারব না' একথা ভাবলেই দুইরকমের শক্তি আমাদের টানে—আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। ঐ বিকর্ষণের ঠেলায় প'ড়ে গেলে কাজ আর হ'তে দেয় না।

সংবাদপত্রে প্রতিলোম-বিবাহের সমর্থনে একজনের বক্তৃতা বেরিয়েছে। সুশীলদা সেটি প'ড়ে শোনালেন। শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—পঞ্চাশ বছর আগেও এরকম কথা বললে জুতো খাওয়া লাগ্‌তে না?

২৮শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ১২।৩।১৯৫৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর যোগ-অর্ঘ্যকারী (দৈনিক পাঁচ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি-পালনকারী) বাড়াবার কথা বলেছেন। সুধীর সমাজদারদা যোগ-অর্ঘ্য পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীরদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর যোগ-অর্ঘ্য করতে কষ্ট হবে না তো?

সুধীরদা—নাঃ। আপনার দয়ায় হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার দয়া মানে করলেই হয়। এমনভাবে চলা চাই, জীবনে যেন কোনদিন 'ফেল্' না কর। বেছে বেছে এইরকম শ'তিনেক জোগাড় করা লাগে। কয়েকদিন করল, আবার ছেড়ে দিল, এমন যেন না হয়। আর, কথায়-কাজে মিল রাখতে হয়, নতুবা রোখ ভেঙ্গে যায়।

একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কর্ম্ম করার অধিকার কখন আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে পাঁচ বছর বয়সে পৈতা দিয়ে দিত। মনে হয়, কর্ম্ম করার অধিকার জন্মাবার জন্য ঐ ব্যবস্থা ছিল।

এর পর প্যারীদা (নন্দী) নরুণ নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নখ কাটলেন।

সন্ধ্যা সাতটা। মুরারিদা (দাঁ) যাজন কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে যোগ-অর্ঘ্যী সংগ্রহ করার কথা ব'লে বললেন—এবারে কিন্তু বেছে বেছে এমন

মানুষ জোগাড় করা চাই যাদের 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'।

কেষ্টদা—মুরারিদার যজমান অনেক, প্রায় আট-নয়শ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আট-নয়শ' যজমান যার তার আবার ভাবনা ? ক্ষেত ঠিকমত রাখা চাই। আমাদের এ ঐশ্বর্য্য কথা কয়। এ dead (মৃত) নয়, ever-growing (চিরবর্দ্ধনশীল), বংশ বৃদ্ধি করতে করতে যায়। পাঁচশ' যজমান যার আছে, তার আর কথা কী! তোমার একটা যজমানও যেন কয় না 'আমার পরনে কাপড় নেই, খেতে পেলাম না'। একথা যদি কেউ কয়, সেটা তোমার পক্ষে insulting (অপমানকর)। তার মানে তুমি তোমার করণীয় ঠিকমতন করনি।

২৯শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ১৩।৩।১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে তাম্বুতে সমাসীন। টাটার অমিয় ঘোষদা একখানা নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড প্র্যাক্‌টিক্যাল ডিকশনারি নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশি হলেন এবং আরো ভাল ভাল ফিলনজিক্যাল ডিকশনারি জোগাড় করতে বললেন।

একটু পরে শচীন গাঙ্গুলীদা এলেন। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। এখন তাঁর চোখমুখ বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর আদরভরে বললেন—বসেন শচীনদা, বসেন। (বসার পরে) শচীনদাকে একলা আসতে দেখব কখনও ভাবি নি।

বিহ্বলভাব একটু কাটিয়ে উঠে শচীনদা তাঁর স্ত্রী কিভাবে অসুস্থ হলেন, কিভাবে তাঁর মৃত্যু হ'ল, সব বলতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ ব'সে শুনছেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে ব'লে উঠছেন—বাবা গো! বাবা রে!

বেলা দশটায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। তাঁর দৌহিত্রী মুকুলরাণীর আই. এসসি. পরীক্ষা আগামী কাল থেকে। মুকুল তার দাদুর কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, সব যেন কেমন ভুল-ভুল হয়ে যাচ্ছে। চিঠিখানা এখন প'ড়ে শোনালাম।

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। ভুল হ'চ্ছে কেন ? তোমার কি ভুলে যাওয়ার মাথা ? স্ফূর্ত্তি কর। স্ফূর্ত্তি ক'রে পরীক্ষা দাও। পরীক্ষায় ভাল করতে পেরেছ জেনে কত খুশি হব!

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা মুকুলকে চিঠিতে জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

১লা চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৪ (ইং ১৫।৩।১৯৫৮)

সকালবেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে সমাসীন। কলকাতা থেকে কয়েকজন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এসেছেন। তাঁরা এখন কথাবার্ত্তা বলছেন।

জনৈক ভক্ত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য কী জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানেই ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হ'য়ে নিজের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে-করতে বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে চলা। এইরকমভাবে করলে আমরা তার সুফল ভোগ ক'রে থাকি। না করলে কি হয়?

প্রশ্ন—ইচ্ছাশক্তিটাকে বাড়ানো যায় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরতে-ধরতেই বেড়ে যায়। ছোটবেলায় হাঁটা শিখেছ কেমন ক'রে, মনে আছে? আমার মনে আছে।

আর একজন সমাজ-সংগঠন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগেকার দিনে ঘটকদের উপর যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। তাঁরা eugenics-এ (জনন-বিজ্ঞানে) সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা ব'লে দিতে পারতেন, কোন্ ছেলের সঙ্গে কোন্ মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন ছেলেমেয়ে হবে, এমন-কি কয়টা ছেলে হবে, কয়টা মেয়ে হবে তাও পর্য্যন্ত ব'লে দিতে পারতেন। তারপর সমাজের নাপিত, কুম্ভকার, এদের প্রত্যেকেরই কাজ ছিল, বিশিষ্ট স্থান ছিল। কেউ ফ্যাল্না ছিল না। তোমার একজোড়া জুতো কিনতে ঐ মুচির বাড়ীতেই যাওয়া লাগত। একটা পাতিল (হাঁড়ি) কিনতে হ'লেও যেতে হ'ত কুম্ভকারের বাড়ীতে। প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কর্ম্ম করত। এইভাবে সামাজিক বন্ধনটা অটুট থাকত সব সময়।

প্রশ্ন—সমাজের এই বন্ধনটা ভেঙ্গে গেল কখন থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, অশোকের সময় থেকে। অশোক তাঁর মতন ক'রে বৌদ্ধমতের জয়ধ্বজা ওড়ালেন। সমাজের ভাল-ভাল ছেলে সবাই দলে-দলে ভিক্ষু হ'তে থাকল। ফলে, ভাল মেয়েরা তাদের উপযুক্ত বর পেল না। অযোগ্য বিয়েতে সমাজ ছেয়ে গেল। সমাজ থেকে valour (পরাক্রম) ক'মে গেল, tradition (ঐতিহ্য)-গুলি ভেঙ্গে যেতে থাকল। এইভাবে সব-কিছু ভেঙ্গে পড়তে থাকায় মুসলমান আসার খুব সুবিধা হ'য়ে গেল। অবশ্য হজরত রসুলকে যদি ঠিক-ঠিক মানা থাকত, তাহ'লে মুসলমান আসাতেও গণ্ডগোল হ'ত না। কারণ, আমাদের শাস্ত্রেও তো prophet (প্রেরিতপুরুষ)-দের মেনে নেবার কথা আছে। তারপর ইংরাজরা এসে cultural conquest (সাংস্কৃতিক বিজয়) করার চেষ্টা করল। Christianity (খ্রীষ্ট-মতবাদ) প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তারা বলতে আরম্ভ করল—'তোমাদের কেষ্টঠাকুর লুচ্চা ছিলেন। বদ্‌মাইশ ছিলেন। আমাদের খ্রীষ্ট কত ভাল লোক।' মানে, দোষ আরোপ ক'রে-ক'রে তোমাদের বোঝাতে লাগল। কিন্তু ইংরাজের থেকে আরো খারাপ করছি আমরা এই divorce (বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা) ইত্যাদি সব ক'রে। এগুলি induce (প্রবর্ত্তন) করছি সমাজের মধ্যে। ফলে,

আজ আমাদের ঘরে মা-ও নেই, বৌও নেই। ধর, আজ যে তোমার বৌ, তোমার সাথে না বনলে কাল সে আর একজনের, আবার পরশু হয়তো আর একজনের হ'য়ে গেল।

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে যা' চলছে, এতে পরিণামে কি আমাদের মঙ্গল হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মঙ্গল ক'রে নেওয়া লাগবে। অমঙ্গলের পথে চ'লে যে মঙ্গল হয় না, এ বুঝিস্ তো ? আফিং খেলে আফিং-এর নেশাই হয়। যা' করব সেইরকম হবে। সাত্বত পথে যদি চলি তাহ'লে সাত্বত ফলই পাব।

প্রশ্ন—কিন্তু রাষ্ট্র যদি এইভাবে উৎপীড়ন করে তো চলা যাবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাষ্ট্র মানে তো তোমরাই। তোমরা তোমাদের সবাইকে সাত্বত-চলনসম্পন্ন ক'রে তোল। আর তা' করতে গেলে দ্রুত দীক্ষার সংখ্যা বাড়াও, ভাল-ভাল লোক জোগাড় কর যাদের সব দিক দিয়ে নিজেদের উপর control (সংযম) আছে, একেবারে top to bottom (উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত) এই আন্দোলনের ঢেউ বইয়ে দাও।

এরপর আর কোন কথা হ'ল না। ঐ বহিরাগত দাদারা হৃষ্টমনে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

বিকালে প্রাঙ্গণে একটা ছোট চৌকিতে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। চারিদিকে ঘাসের উপরে ভক্তবৃন্দ সমাসীন। আজ সারাটা দিন প্রবল হাওয়া চলেছে। বিকালের দিকে হাওয়ার বেগ ক'মে এসেছে। তবুও এখনও আশ্রমের আম-জাম-অশথ গাছের মাথায় মাঝে-মাঝে হাওয়ার দাপাদাপি লক্ষ্য করা যায়। সূর্য্যদেব ঢ'লে পড়েছেন দূরে পশ্চিম দিগন্তে ডিগরিয়া পাহাড়ের মাথায়। সন্ধ্যা প্রণামের সময় প্রায় সমাগত। প্রত্যহের ন্যায় যথারীতি পূজ্যপাদ বড়দা এসে আসন গ্রহণ করলেন তাঁর বড় কাঁঠালের পীড়িখানিতে। চারিদিকে একটা শান্ত ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) লক্ষ্য ক'রে বলছেন—ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি বা আর্য্যকৃষ্টি কিন্তু জাতিভেদ সৃষ্টি করেনি। আপনার যে জোর ক'রে মেথরের ভাত খাওয়া লাগবে, এমন কোন বিধান ছিল না। বরং এমন ছিল যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রয়োজন হ'লে বৈশ্যের অন্ন খেতে পারে। শূদ্র যদি আর্য্যাচারী হয় তবে তার অন্নও সময়-বিশেষে খেতে পারে। আবার, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণের অন্ন খেতে পারে, বৈশ্যের অন্ন খেতে পারে, শূদ্রের অন্নও ঐ-রকম অবস্থাবিশেষে খেতে পারে।

এর পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর আপন মনে বলছেন—মানুষের সুখের কথা বেশী মনে থাকে না। মনে না-থাকায় যন্ত্রণাও হয় না বেশী। কিন্তু দুঃখের সময়ের সামান্য একটা কথাও অনেক বেশী মনে থাকে। আমার ওখানে

কিশোরী ছিল। কিশোরী থাকতে আমি suffer করিনি (কষ্ট পাইনি) বেশী। মদটদ খেত আগে। আমার কাছে আসার পরে মানুষের দুঃখের সময়কার document কত লিখে রাখত! সে-সব বোধহয় পোড়ায়ে ফেলেছে। আমি ওকে একখানা আলোয়ান দিছিলাম, দাম দেড় টাকা না দু'টাকা। সেখানা কত কাল যে ওর সাথে ছিল তার ঠিক নেই। কীর্ত্তনের সময় ঘামে একেবারে ভিজে যেত। জামাকাপড় চিপলে একেবারে চান করার মতন ক'রে জল পড়ত।

কথা চলছে। এই সময় হাউজারম্যানদার মা এলেন। পূজ্যপাদ বড়দা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাকে অভ্যর্থনা জানালেন, তারপর হাত ধ'রে একখানা চেয়ারে বসালেন।

মা—Am I breaking the conference here (আমি কি আলোচনাটা ভেঙ্গে দিলাম)?

বড়দা—No, No (না, না)।

মা—(পরিষ্কার বাংলায়) আপনি কেমন আছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও বুঝতে পারছি না।

বড়দা ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে মাকে বুঝিয়ে দিলেন। একটু পরে মা বললেন—এখানে আমি খুব সুখে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখে আছি ?—খুব ভাল।

আর একটু ব'সে মা বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বললেন—I hope, you rest well (আমি আশা করি, আপনি ভালভাবে বিশ্রাম করবেন)।

সান্ধ্য-প্রণামের সময় উপস্থিত। পূজ্যপাদ বড়দার সাথে আমরা সবাই সমবেতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করলাম। পরম দয়াল যুক্ত করদ্বয় কপালে ঠেকিয়ে আশীর্ব্বাদ জানালেন। তারপর সমবেতভাবে প্রণাম করা হ'ল জগজ্জননী শ্রীশ্রীবড়মাকে। তারপর ভক্তবৃন্দ প্রণাম করলেন পূজ্যপাদ বড়দাকে।—প্রণামের শেষে পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে বাইরের দিকে গেলেন।

সুবোধ সেনদার ছেলে পুলক এসে জানাল—সুবোধদার হার্টে খুব অস্বস্তি হ'চ্ছে। মাঝে-মাঝে এমনটা হয়। ডাক্তার দেখানো হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর বাবা তো আমার থেকে অনেক ছোট, তার এ-রকম হয় ক্যা ? তোর বাবার বয়স কত ?

পুলক—ষাট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ষাট ? আর আমার সত্তর।

ইং ১৯৫৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্তের উচ্চচাপজনিত স্ট্রোক হয়, তার ফলে শরীরের দক্ষিণ অঙ্গে অবশ ভাব। ডান হাতখানি সামনে ধ'রে বলছেন—আমার মনে হয়, এ আর সারবে না। গ্রীষ্মের শেষের দিকে হাত-টাত অনেকটা পাতলা বোধ করেছিলাম। আবার যে-কে সেই।

এর পর আর কথাবার্ত্তা হ'ল না। শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশটা ডানদিকে টেনে একটু কাত হ'য়ে শুলেন।

২রা চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ১৬।৩।১৯৫৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে তাম্বুর মধ্যে সমাসীন। বহিরাগত একটি দাদা করজোড়ে বললেন—বাবা, আমার কর্ম্মক্ষেত্রে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন কাজে জয়যুক্ত হ'তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ আছেই। কর্ম্মস্থলে ও-রকম ধাক্কাধাক্কি হ'য়েই থাকে। কিন্তু তুমি লোকের সাথে এমনভাবে ব্যবহার করবে যে মানুষ যেন তোমাকে ভাল না-বেসেই পারে না। তোমার ব্যবহার, তোমার service (সেবা) যেন মানুষকে প্রলুব্ধ করে। মানুষের কাছ থেকে জোর ক'রে কিছু নিতে যেও না। তুমি এমন honestly (সৎভাবে) ও এত তাড়াতাড়ি কাজ ক'রে দেবে যে মানুষ যেন অবাক হ'য়ে যায়। সবসময় চার আ'ল বেঁধে কাজ করবে। ঐ যে আগেকার দিনের দোয়াত ছিল। তাতে কালি ভরা যেত, ফেলানো যেত না। কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে যেও না। নিজেরও যেন দোষ না হয়।

উক্ত দাদা—আমার ঘাড়ে দু'টি বয়স্থা বোন, তাদেরও বিয়ে দিতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এমন ক'রে চললেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মনে রেখো, লোক যতই পাজী হোক, তার মধ্যে নারায়ণ আছেন। তুমি সেই নারায়ণের সেবা করবে। আজকাল আবার সব জায়গায় ঘুসের ব্যাপার। তুমি কখনও ঘুস নিতে যেও না। নিজে সাবধানমতো থাকবে। চার আ'ল বেঁধে চলবে।

উক্ত দাদা—বাবা, আপনি তো অন্তর্য্যামী! সবই জানছেন। কী আর বলব! বলার কিছু নেই। শুধু এইটুকু বলার আছে যে, যখন এসেছেন তখন এটুকু আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাকে জানতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখমণ্ডলে ফুটে উঠল স্মিত হাসির ছটা। বললেন—ঐ যে কী একটা গান আছে, 'যে মানে সে-ই জানে'। যাকে মানবে তার অনুচর্য্যা করা লাগবে। এইভাবে তাকে জানা যায়। দুনিয়ায় এমনতরই সব। এ আমার ক্ষেত্রেও যা', তোমার ক্ষেত্রেও তাই। আমি একদিক দিয়ে শিখেছি। তুমি আর একদিক দিয়ে

শিখেছ। আমি আমার experience-এর (অভিজ্ঞতার) কথা কই। আমি মানি, তাই জানি।

উক্ত দাদা সম্পর্কে সুশীল বসুদা বললেন—উনি শিয়ালদহ কোর্টের মোক্তার। খুব যাজন-টাজন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন ক'রে আমরা যতই মানুষের চিন্তাজগতের পরিবর্ত্তন এনে দিতে পারব, ততই লাভ।

বেলা সাড়ে দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে নানা বিষয়ে কথা চলছে। কথায়-কথায় কেষ্টদা একজন দুষ্ট লোকের কথা বললেন। সে বহু মানুষের সর্ব্বনাশ করেছে। শেষে একদিন অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ খেতে গিয়ে ভুল ক'রে বিষ খেয়ে ফেলে মারা যায়। গল্পটি ব'লে কেষ্টদা বললেন—Mischievous-রা (ক্ষতিকারীরা) ভুল ক'রে ঐ-রকম করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বলেছেন। Mischief-monger-দের (ক্ষতির কারবারীদের) ঐ-রকম tendency (ঝোঁক) হয়। তারা ঐ-রকম death invite (মৃত্যুকে আহ্বান) করে। এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

Mischief-mongers are addicted
to be ended in mischief—often.

(ক্ষতির কারবারীদের প্রায়শঃই ক্ষতির ভিতর-দিয়েই শেষ হওয়ার প্রবণতা থাকে।)

৩রা চৈত্র, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ১৭। ৩। ১৯৫৮)

বিকালে প্রাঙ্গণের তাম্বুতে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস), শরৎদা (হালদার), হাউজারম্যানদা, পরমেশ্বরদা (পাল), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। স্থানীয় ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার শ্রীবেদানন্দ ঝা তাঁর এক ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুকে সাথে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে ওঁরা বসলেন সামনের চেয়ারে।

কুশল বিনিময়ের পর শ্রীযুত ঝা প্রশ্ন তুললেন—কোন সাধকের গুরু যদি গত হন তবে তার কি আর গুরুর দরকার আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুর তিরোধান যদি হয় তখন তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করেন আচার্য্যের ভিতর। 'আচার্য্যদেবো ভব' না কী কয়! আচার্য্য—যাঁর আচরণকে অনুসরণ ক'রে আমরা সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠি।

শ্রীঝা—সদ্‌গুরু কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু মানে সাত্বত গুরু।

শ্রীঝা—গুরু বিগত হ'লে পরমাত্মায় নিষ্ঠা রাখলে চলে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তো জানি না তাঁকে। তিনি তো অব্যক্ত।

শ্রীঝা—একটা সাধনা করতে-করতে যদি কোন ফল না পাওয়া যায় তাহ'লে কি বুঝতে হবে—সাধনা ঠিক হ'ল না, না—ওতে কোন ফল নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধনা যদি আচার্য্যকে ধ'রে করা হয় তাহ'লে আর ঐরকম মনে করা লাগে না। যে-সে গুরুকে ধ'রে সাধনা করলে তো আর হয় না। তিনি আচার্য্য হওয়া চাই। আচার্য্য মানে আচরণের ভিতর-দিয়ে যিনি জানেন ও শেখান। আর, অনুসরণ ও অনুশীলন তাঁরই করতে হয়।

শ্রীঝা—সাধনা ঠিক হচ্ছে কিনা বোঝার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধনা করতে-করতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, বস্তুসঙ্গতির বোধ আসে। ধর্ম্মাচরণে যে প্রাপ্তি হয় সেটা হ'ল ঐ আত্মপ্রসাদ, সব-কিছুর মধ্যে বাস্তব সঙ্গতির একটা বোধ।

শ্রীঝা—এই harmony-টা (ঐক্য-সঙ্গতিটা) সবাই বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ বোধ আসে নিষ্ঠা ও নিষ্পাদনের ভিতর-দিয়ে। আমাদের ক-খ শিখতেই কত দেরী লাগে। ঐরকম practice (অভ্যাস) করতে-করতে আপনিই হয়। It grows automatically (এটা স্বতঃই গজিয়ে ওঠে।)

কেষ্টদা—To see Him in everything and everything in Him (তাঁকে সব-কিছুর মধ্যে এবং সব-কিছু তাঁর মধ্যে দেখা চাই)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাও তো harmony-র (ঐক্যসঙ্গতির) কথা।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ কাটে। তারপর বেদানন্দ ঝা বললেন—সংসারে কোন জায়গায় তো শান্তি পাই না। তাই এখানে ছুটে-ছুটে আসি। আমি তো ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। কতটুকু tax (কর) নিয়ে যেতে পারব তার চেষ্টা করি।

শরৎদা—এখানে যে tax (কর) পাওয়া যায় তা' most valuable tax (অত্যন্ত মূল্যবান কর)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে প্রত্যেকটা মানুষকেই আপনার ক'রে নেওয়া লাগে। আপনি সেদিন বললেন পঞ্চমহাযজ্ঞের কথা। তার মধ্যে আছে নৃযজ্ঞ, মানে নরযজ্ঞ। এটা লোককল্যাণ করার জন্য রাজাকেও দেওয়া যায়। কিন্তু এটা হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত auto-taxing (স্বতঃ-করদান)। এখানে জোর ক'রে tax (কর) বসাতে গেলে সেটা হবে লোকসান। (শরৎদার দিকে তাকিয়ে) আপনি ইষ্টভৃতি করেন রোজ সকালে। তার ভিতর-দিয়ে জীবনের কল্যাণ হয়। ওটা হ'ল জীবনযজ্ঞের প্রথম আহুতি। ওটা করতেই হয়। অবশ্য ইষ্টভৃতি বাদ দিয়ে যদি আপনি নৃযজ্ঞ করেন

সেটা কিন্তু ঠিক হবে না। জেম্‌স্‌ নাকি বলেছেন ইষ্টভৃতির কথা। রবি ঠাকুরও নাকি ধরেছেন। এই চুনী, বইখানা ওকে দেখাতে পারিস্‌ নাকি?

চুনীদা—জেম্‌স্‌-এর বই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

চুনীদা বই আনতে উঠে গেলেন। আবার পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ম্মায় যখন bombing (বোমা পড়া) সুরু হ'ল তখনকার গল্প শুনলে অবাক হ'য়ে যেতে হয় যে কী ক'রে সেখানকার সৎসঙ্গীরা বাঁচল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে সেই বিপর্য্যয়কালে সৎসঙ্গীরা কিভাবে শুধু অস্খলিত নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টভৃতি পালন ও অটুট বিশ্বাসের বলে রক্ষা পেয়েছে, কেষ্টদা সে-গল্প ক'রে শোনালেন বেদানন্দ ঝাকে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ঠাকুর ধর্ম্ম বলতে শুধু নিজের উন্নতি বোঝেন না, সাথে-সাথে environment-এর (পরি-বেশের) উন্নতির কথাও বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আচার্য্য সব-কিছুর প্রতীক। সমস্ত environment (পরিবেশ) আচার্য্যের মধ্যে lodge (বাস) করে, আবার আচার্য্যও সমস্ত environment-এর (পরিবেশের) মধ্যে lodge (বাস) করেন। সেজন্য আমাদের পরিবেশে ব্যক্তিগতভাবে যদি আমরা environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) সেবা না করি তাহ'লে আচার্য্যের সেবা সেখানে ব্যর্থ হবে।

শ্রীঝা—পরমাত্মাও তো তাতে তৃপ্ত হন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমাত্মা শুধু ফাঁকিতে নেই তো, বাস্তব করার মধ্যে আছেন। আর, আত্মা মানেই হ'ল গতিশীলতা, motive power (চলচ্ছক্তি)।

বেদানন্দ ঝা তাঁর লেখা একখানা বই ছাপতে দিয়েছেন সৎসঙ্গ প্রেসে। অমূল্য ঘোষদা ছাপছেন সেখানা। কাছে অমূল্যদাকে দেখে শ্রীঝা বই ছাপা কতদূর হ'ল সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও আর একটা প্রেস আনার চেষ্টায় আছে। এখনই আনত, কিন্তু টাকার কমতি প'ড়ে গেল। টাকা যা' ছিল, সবই এদিকে-ওদিকে building (দালান) তৈরীতে খরচ হ'য়ে গেল। ওরা ছাপে খুব ভাল। কলকাতার অনেক প্রেস থেকে ভাল ছাপা।

বেদানন্দ ঝা-এর সঙ্গী ভদ্রলোকটি কেষ্টদার কাছে সৎসঙ্গের ইংরাজী পত্রিকা কী আছে দেখতে চাইলেন। কেষ্টদা 'লাইগেট' ও 'বিকামিং'-এর কথা বললেন এবং এক কপি ক'রে আনিয়ে দিলেন ওঁদের।

কেষ্টদা—(শ্রীঝাকে) আপনি ব'লে বিদ্যাপতির translation (অনুবাদ) করছেন?

শ্রীঝা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন—না, না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদার কথাটা কিন্তু ভাল। বিদ্যাপতির translation (অনুবাদ) করতে পারলে ভাল হয়।

কথায়-কথায় অনেকক্ষণ সময় পার হ'ল। চুনীদা এখনও বই নিয়ে এলেন না দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। একজন সংবাদ নিয়ে এল, চুনীদা বইটা খুঁজে পাচ্ছেন না। শরৎদা তাড়াতাড়ি যেয়ে তাঁর নিজের লেখা 'যুগবাণী' বইখানা নিয়ে এসে সেখান থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঈপ্সিত, জেম্স্-এর কোন সদভ্যাস-অনুশীলনের অপূর্ব ফলের কথাগুলি বের ক'রে প'ড়ে শোনালেন। (এই কথাগুলি আছে উইলিয়ম জেম্স্-এর Selected Papers on Philosophy নামক পুস্তকের Habit chapter-এ)।

পড়ার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বেদানন্দ ঝাকে বললেন—এটা ক'রে দেখবেন রোজ সকালে উঠে, দেখবেন কেমন লাগে।

শ্রীঝা—আচ্ছা।

এইবার ওঁরা দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন যাবেন? আচ্ছা, আবার সুবিধা হ'লে আসবেন।

ও'রা প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। চুনীদা এখনও ফেরেননি। সে-কথা উল্লেখ ক'রে কেষ্টদা বললেন—ভাল লাইব্রেরীয়ান না হ'লে বই ঠিক রাখা মুশকিল।

শরৎদা—পরমেশ্বর (পাল) তো এই কাজের জন্যেই এসেছিল।

কেষ্টদা—তাকে তো আবার তপোবনে পড়াতে পাঠানো হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপোবনে তো আপনারাই পাঠালেন। আমার ইচ্ছে ছিল না।

৫ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ১৯।৩।১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতেই আছেন। ভক্তবৃন্দ সামনে ব'সে ও দাঁড়িয়ে আছেন। বুকে হাত দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার বুকের মধ্যে সবসময় যেন একটা অস্বস্তি লেগেই থাকে। মাঝে দিনকয়েক এরকমটা ছিল না।

শচীনদা—(গাঙ্গুলী)—গীতায় আছে, আমাকে স্মরণ ক'রে যে কলেবর ত্যাগ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে প্রাপ্ত হয় মানে আমাকে imbibe (অন্তরে গ্রহণ) করে। মৃত্যুকালে যে আমাকে স্মরণ ক'রে কলেবর ত্যাগ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুকাকা ও প্রসাদী পিসিমার দু'খানা চিঠির উত্তর ব'লে গেলেন—

কল্যাণবরেষু—

খেপু! তোমার পত্র পেয়ে সব অবগত হলাম। তোমার আমাশার কথা লিখেছিলে, এখন কেমন আছ? হাঁফ কি আর বেড়েছে?

গতকাল তোমার আসার কথা ছিল। কেন এলে না বুঝতে পারছি না। অসুখ কি আবার বেড়ে গেল? তাড়াতাড়ি ক'রে লিখো।

আমার শরীর বেশ দুর্ব্বল। ঐ একই রকম আছে। তারপর আবার কিছুদিন ধ'রে বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করছি। বড় বৌ-এর শরীর এখনও খুব দুর্ব্বল। বড় খোকা ও আর সবাই একরকম আছে।

তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

কল্যাণীয়াষু—

খুকী! তোমার চিঠিতে সব খবর জানতে পারলাম। যা' করবে, উকিলের সাথে পরামর্শ ক'রে ক'রো। চার আল বেঁধে চ'লো—চারিদিকে নজর রেখে, যাতে পরে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। জ্ঞানকে যদি বিশেষ দরকার হয় তাহ'লে বড় খোকাকে লিখো। বিশেষ কোন কাজ না থাকলে সে যেতে পারে। ধীরু কি ফিরে এসেছে?

তোমার শরীর এখন কেমন আছে? সাবধানমতো থেকো। আমার শরীর সেই একই রকম। বেশ দুর্ব্বল। তারপর কয়েকদিন যাবৎ বুকে একটা অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছে। বড় বৌ-এর শরীরও দুর্ব্বল। বড় খোকা ও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা একরকম আছে।

এর মধ্যে একদিন বোনা এসে আমাকে বলল, তুমি তার কাছ থেকে ষাট টাকা নিয়েছ। প্রথমে ত্রিশ টাকা বলেছিল, পরে বলল ষাট টাকা।

তারপর সে আমাকে ঐ টাকা তাকে দিয়ে দিতে বাধ্য করে। আমি তাকে ষাট টাকা দিয়ে দিয়েছি।

তোমার কুশলসহ অন্যান্য সংবাদ জানাবে। আমার স্নেহাশিস্ নিও। ইতি—

চিঠি লেখাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। সকলে এসে বসার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—আমরা কেমন একটা প্রচেষ্টাহীন দৈবের উপর নির্ভর ক'রে চলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার যদি প্রচেষ্টাশীল পরিবেশ থাকত, তাহ'লে দেখতেন প্রচেষ্টা থাকে কি না থাকে।

কেষ্টদা—মধ্যে মধ্যে খুব ঘোরা দরকার। আমাদের কয়েকজন ভাল ভাল লোক পাটনা, কলকাতা, দিল্লীতে যাওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিই তো কয়েকদিন চোখে ছানি হ'য়ে বাধার সৃষ্টি করলেন। আবার কাশি হ'য়ে কয়েকদিন চিৎ হ'য়ে প'ড়ে থাকলেন।

রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য কোন্‌দিকে রাখা দরকার, সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থার প্রথম লক্ষ্যই হওয়া উচিত বিবাহ, জীবন এবং জনন। এরই উৎকর্ষপরায়ণ হ'য়ে চলতে গেলে যা' যা' লাগে তাই করতে হবে।

কেষ্টদা—বর্ত্তমান রাষ্ট্র ক'বে যে আমরা তো তাই-ই করছি। জীবন-জনন নিয়েই আমাদের কারবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জনন নিয়ে কারবার? তাহ'লে ডাইভোর্স করল কেন? তাতে তো ওদিকটা ভেঙ্গে গেল।

৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ২০।৩।১৯৫৮)

গত রাত থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। তার জন্য শরীর খারাপ বোধ করছেন। আজ আর বাইরে বেশীক্ষণ থাকেননি। সকাল-সকাল উঠে এসেছেন বড় দালানের বারান্দায়। সেখানে চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। মাঝে-মাঝে কাতরাচ্ছেন। 'ওরে বাবা ব'লে নিঃশ্বাস ফেলছেন। তাঁর শরীর খারাপ থাকার জন্য কাছে লোকজন কম। শুধু সরোজিনীমা, সেবাদি ও প্যারীদা (নন্দী) আছেন। কিছু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন।

কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এই শরীর খারাপ হওয়ার জন্য কাল শেষ রাত্রে এমন একটা স্বপ্ন দেখলাম!—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না—অথচ এমন কথা আমি জীবনে কখনও ভাবিনি। তারপর একটা মেয়েলোককে বললাম, এই, আমাকে গুলি ক'রে দে। কষ্ট আর সহ্য হয় না। তারপর সে পিস্তল দিয়ে আমাকে গুলি করল। মাথা আমার ছাতু-ছাতু হ'য়ে গেল। কিন্তু আমি মরলাম না। বললাম—আমার মাথা গুঁড়ো হ'য়ে গেল, কিন্তু আমি মরলাম না যে!—এ স্বপনের মানে কী কেষ্টদা! দেখেন তো!

কেষ্টদা—কাল তো অমাবস্যা ছিল। সেবা, দেখ তো অমাবস্যায় স্বপ্ন দেখলে কী হয়।

সেবাদি বই ঘেঁটে বললেন—অমাবস্যায় দেখা স্বপ্নের কথা লেখা নেই। অন্যান্য তিথির সম্বন্ধে আছে।

তারপর চুনীদা (রায়চৌধুরী) এলেন, পণ্ডিতমশাই (গিরীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ—ঠাকুরবাড়ীর অধুনা পুরোহিত) এলেন। প্রত্যেককে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বপ্নটি ব'লে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ কিছু বলতে পারছেন না। তারপর পণ্ডিতমশাই বললেন

—কাল তো আপনার শরীর অসুস্থ ছিল। অসুস্থ অবস্থায় আপনি স্বপ্নটি দেখেছেন। অসুস্থ অবস্থায় দেখা স্বপ্নের কোন মানে থাকে না, শাস্ত্রে ওটা নিরর্থক ব'লে বলা হয়।

তাঁর এই স্বপ্নের কথা শুনতে-শুনতে আমার মনে হ'ল সম্ভবতঃ অত্যন্ত শারীরিক কষ্টবোধের জন্য মাথাটা গুঁড়ো হ'য়ে গেলেই ব্যথাটার উপশম হবে, এই বোধের থেকেই এই স্বপ্নের সৃষ্টি। এতটাই শারীরিক ক্লেশ তিনি সহ্য করছেন।

'ব্যাধিতেন সশোকেন চিন্তাগ্রস্তেন জন্তুনা।
কামার্ত্তেনাথ মত্তেন দৃষ্টঃ স্বপ্নো নিরর্থকঃ ॥'

অর্থাৎ, পীড়িত, শোকাকুল, চিন্তাগ্রস্ত, কামার্ত্ত এবং মত্তের দেখা স্বপ্ন নিরর্থক হয়।

৯ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ২৩।৩।১৯৫৮)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ বেশ প্রশান্ত দেখাচ্ছে। বাইরে প্রাঙ্গণের তাম্বুতেই আছেন। আজ সকালে অনেকগুলি লেখা দিয়েছেন। শেষে এই ছড়াটি বললেন—

বিরক্তি বা ক্রোধের সময়
যে যা' বলে, করে যা',
অন্তরের তলায় কিন্তু
যেমনই হোক থাকেই তা',
মানুষও সে তেমনতর
খোলস যা' তা' থাক্ না—
পরিবর্ত্তনও তেমনতর
দেখলে খুলে ঢাকনা।

ছড়া লেখা শেষ হ'তে দু'জন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। প্রণাম নিবেদন ক'রে তাঁরা বসলেন সামনের চেয়ারে।

একজন প্রশ্ন করলেন—আমরা sufferings (দুঃখকষ্ট) কমাতে পারি কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যত ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠতে থাকি, ততই regulated (নিয়ন্ত্রিত) হই। সেইজন্য আগে চাই ইষ্ট, আদর্শ। তাঁর প্রতি অনুরাগ নিয়ে তাঁর প্রীতির জন্য আমরা যত কর্ম্ম করি, তত আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) বাড়তে থাকে। আর experience (অভিজ্ঞতা) যত বাড়ে, sufferings-ও (দুঃখ-কষ্টও) তত ক'মে যায়। সেইজন্য এর নাম হ'ল কৃষ্টি—culture.

প্রশ্ন—এ তো individual-এর (ব্যষ্টির) জন্য। কিন্তু সমাজের মধ্যে এত লোকের এত দুঃখ—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আমার প্রত্যেক কোলের সাথে মিশতে হবে। প্রত্যেককে এই চলনে induce (অনুপ্রেরিত) করা লাগবে। Individually (ব্যক্তিগত-ভাবে) প্রত্যেককে ধরানো ও করানো লাগবে। এইভাবে আস্তে-আস্তে সবটা হ'য়ে যাবে। Individual (ব্যষ্টি) বাদ দিয়ে তো society (সমাজ) হয় না। আবার, সমাজ কথার মানেও যারা একসাথে চলে—একাদর্শে।

প্রশ্ন—আজকালকার scientific discoveries (বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাররাজি) সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Scientific discoveries (বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাররাজি) যখন all-round (সব দিক দিয়ে সুষ্ঠু) হ'য়ে ওঠে, জীবনের সব দিকটা express and explain (প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা) করতে পারে—তা' modern-ই (আধুনিকই) হোক আর ancient-ই (প্রাচীনই) হো'ক—সেগুলি ভাল। আর, যে ফলগুলি আজ বলছে ভাল, আবার কাল দেখা যাচ্ছে ভাল না—সেগুলি ভাল না। তাহ'লে কথা হ'ল, সেগুলির উপরেই stick ক'রে (লেগে থাকা) থাকা ভাল, যা' দিয়ে আমরা সাত্বত ফল পাব।

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে যে আর্থিক এবং রাজনৈতিক নীতি চলছে তা' দিয়ে কি দেশের সব problem solved (সমস্যার সমাধান) হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজনীতি যদি perfect and thorough (নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ) হয়, scientific basis-এ (বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে) হয়, তাহ'লে অনেক problem solved (সমস্যার সমাধান) হ'তে পরে। Science মানে বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞান হ'ল বিশেষ জ্ঞান—বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান। আবার, আমাদের ব্যক্তিগত করণীয়ও অনেক আছে। আমি যদি ভাল হ'য়ে চলি, তবে আমার দেখাদেখি আমার পরিবেশও ভাল হ'য়ে চলবে। আর আমাদের মধ্যে পারস্পরিকতাবোধ যত বেশী হবে, inter-interested (পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে আগ্রহান্বিত) যত বেশী হব, অর্থও তত fall করবে না (প'ড়ে যাবে না)। কাজের মধ্যে যেন ফাঁকি না থাকে। মনে রাখতে হবে, তোমাকে ফাঁকি দিলে আমারও কিন্তু ফাঁকি নেওয়া লাগবে।

প্রশ্ন—এই inter-interested (পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে আগ্রহান্বিত) কিভাবে হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ব্যক্তিগতভাবে নিজের হওয়া লাগে। তার জন্য Ideal-এর (আদর্শের) অভিপ্রায়-অনুযায়ী চলা লাগে। আমাদের আছে ষট্‌কর্ম্মের কথা—

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। এই ষট্‌কর্ম্ম হ'ল কৃষ্টি—culture. এইগুলির অনুশীলন ক'রে চলতে-চলতে আমিও ঐরকম হ'য়ে উঠব, আমার পরিবেশও হ'য়ে উঠবে।

প্রশ্ন—অনেক সময় পরিবেশের influence-এ (প্রভাবে) মানুষ অন্যরকম হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশ যেমন ব্যক্তিত্বকে influence (প্রভাবিত) করে, তেমনি ব্যক্তিত্বও পরিবেশকে influence (প্রভাবিত) করে। যে strong (শক্তিশালী) হয়, সে-ই অপরকে influence (প্রভাবিত) করে। Strong and loving (শক্তিশালী ও প্রেমী) যে, সে-ই জয়লাভ করে।

প্রশ্ন—India (ভারত) কিভাবে ঐগুলি করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—India-র (ভারতের) নিজের ভেতরটা যদি culture-এ (কৃষ্টিতে) খুব উন্নত হ'য়ে পড়ে, আর যদি সে neutral (নিরপেক্ষ) থাকে, তবে পারতে পারে। তোমার আর ওর মধ্যে ঝগড়া হ'ল, আমি সেই দ্বন্দ্বের মাঝে যেয়ে প'ড়ে ঝগড়া মিটিয়ে দিলাম, India-র (ভারতের) এই attitude (মনোভাব) ভাল। তবে India-র (ভারতের) নিজেরও strong (শক্তিশালী) হওয়া লাগে।

প্রশ্ন—Strong (শক্তিশালী) কী ক'রে হব? মাথার উপরে হাইড্রোজেন আর এ্যাটম বোম ফাটতে লাগলে strong (শক্তিশালী) হ'য়েই বা কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাইড্রোজেন বোম শুধু আমার মাথার 'পরেই তো নেই, সবার মাথার 'পরেই আছে। আর তা'ছাড়া, হাইড্রোজেন বোম এতদিন প'ড়ে ফেটে যেত। যদি না হ'য়ে থাকে তবে India-র (ভারতের) জন্যই তা' হয়নি।

বর্ত্তমানে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বেশ মন কষাকষি চলছে। সেকথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই India-র (ভারতের) জন্যই হয়তো রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে আবার friendship (বন্ধুত্ব) হয়ে যেতে পারে।

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে যায়। ভদ্রলোকদ্বয় এখন বিদায় গ্রহণ করেন। ...... একটি মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এক হাজার টাকা চাইলেন। ওঁর মেয়ের বিয়ের জন্য টাকাটা দরকার। শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে (দাস) ডেকে টাকাটার ব্যবস্থা করতে বললেন।

সন্ধ্যায় উক্ত মা এসে জানালেন যে, যতীনদা তাঁর জন্য কিছুই করেননি। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মা-টিকে বার-বার বোঝাতে লাগলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নয়, এখন এ-সব কথা না বলা ভাল। সেকথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

আমার শরীর খারাপ ঠিকই। তার চাইতে বেশী প্রয়োজন ওর। তা' না হ'লে ও আমার খবর নিয়ে তারপর কথা বলত।

তারপর উপস্থিত দাদাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—শোন্, তোরা ওকে মোটা হাতে কিছু-কিছু সাহায্য কর। (মণি সেনদাকে) মণি! ওঠ, সবাই কর। (বীরেন ভট্টাচার্য্যদাকে আসতে দেখে) বীরেনদা, কাল কিছু মোটা হাতে সাহায্য করা লাগবে।

বীরেনদা—(হাত জোড় ক'রে) আজ্ঞে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(ডাঃ ননী মণ্ডলকে আসতে দেখে) ননী, এক মা এসেছে। তার মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু টাকার দরকার। কিছু মোটা হাতে সাহায্য করবা।

ননীদা—আজ্ঞে করব।

এ-রকম আরো কয়েকজনকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ মা-টি কী ভেবে ওখান থেকে স'রে গেলেন। তারপর একজন বললেন—আপনি কেন যে এসব করেন। যে এসে টাকা চাইবে, তাকেই দিতে হবে?

একটু গম্ভীর হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—এ করাই লাগবে। কারণ, পরিবেশের দুরবস্থা তো আমাদেরই পাপ! সেই পাপ এড়ানো লাগবে তো!

১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ২৫।৩।১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে সমাসীন। এই সময়ের আবহাওয়াটা চমৎকার। ঠাণ্ডাও নয়, গরমও নয়। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। ভক্তবৃন্দ আসছেন, প্রণাম ক'রে স্ব-স্ব কাজে চ'লে যাচ্ছেন।

শচীনদা (গাঙ্গুলী) এসে বসেছেন। কথায়-কথায় বললেন—এখন বানপ্রস্থের ধারণা হ'ল, সংসার ছেড়ে দিয়ে বনে যাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব হ'ল শঙ্করাচার্য্যের অর্থাৎ বুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের কথা। আমাদের কোনদিন এ রকম ধারণা ছিল না। আমাদের বানপ্রস্থ মানে ছিল বিস্তারে গমন। তার মানে, তখন তুমি শুধু একটা সংসারে আবদ্ধ থাকবে না। বহু সংসারের জন্য তোমার দায়িত্ব নিতে হবে। প্রব্রজ্যা মানে যে সন্ন্যাস হয়েছে তাও ঐ বুদ্ধপরবর্ত্তী যুগে। কিন্তু আসল তা' নয়। প্রব্রজ্যা মানে হ'ল—thoroughly cultural go (পূর্ণাঙ্গভাবে কৃষ্টিমূলক চলন)।

শচীনদা—অনেকে বলে, ধর্ম্ম করতে হয় বুড়োকালে। কিন্তু সেটা তো ঠিক কথা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম শিশুকাল থেকেই করা লাগে। ধর্ম্ম হ'ল ধৃ-ধাতু, মানে

ধারণ-পোষণ। সত্তাটাকে যে ধারণ করবেন, সে তো শিশুকাল থেকেই। আপনার চলনার মধ্যে যেখানে যে disintegration (অসংহতি) আছে তাকে integrated (সংহত) করবেন তো!

শচীনদা—মন্ত্র মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্ত্র মানে clue (তুক), যা' work out (কাজে পরিণত) ক'রে কোন কিছুর solution (সমাধান) হয়, মনের obsession-টা (অভিভূতিটা) ত্রাণ হ'য়ে যায়। মন্ত্র হ'ল formula (সূত্র), যা' repeat (পুনরাবৃত্তি) করতে-করতে ঐ-রকম হ'য়ে যায়।

শচীনদা—গীতায় আছে, "স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ"।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নারদের কথা শুনেছি। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু অক্রিয় ছিলেন না।

শচীনদা—কিন্তু বুড়োকালে মানুষ যখন নড়তে-চড়তে পারে না, তখন তো এমনিই অক্রিয় হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘোরেন, ঘুরতে-ঘুরতে নাম করেন। আবার ব'সে নাম করেন। কার কোন্‌টা কী অসুবিধা দেখেন, ভাবেন। তাহ'লে আর অক্রিয় হবেন না। এই আমি যেমন করি আর কি!

শচীনদা—এর মাঝে ধ্যানটা কি ক'রে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, আপনি যদি কোর্টে কাজ করতেন, তাহ'লে যেতে-যেতে ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। যদি অখিল বা অজয়ের (শচীনদার পুত্রদ্বয়) জন্য কোন কাজে যান, ভাবতে-ভাবতে যান—কী করব, কোন্ কথার পরে কোন্ কথা বললে তার কী উত্তর দেব, এইরকম আর কি। খুব normal (স্বাভাবিক)। একেবারে normal (স্বাভাবিক)। যা- কিছু করেন, সবই হওয়া লাগবে ইষ্টার্থে। ঐ যে আছে "আচার্য্যদেবো ভব"। "ভব" কিন্তু ভূ-ধাতু, অর্থাৎ আচার্য্যকে তোমার ভিতর imbibe (অন্তরের সহিত গ্রহণ) কর। আর, এই achieve করার (প্রাপ্ত হওয়ার) জন্য যে সাধনা তাই হ'ল তপস্যা। ঐ যে কাশী থেকে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি কিন্তু খুব active (কর্ম্মঠ), মোটেই অক্রিয় নন। তাঁর বাড়ীর মা যতি-আশ্রমে এসে বসেছিলেন।

শচীনদা—হ্যাঁ, ঐ মা বলছিলেন, ঠাকুরকে দেখব ব'লে গিয়েছি। কিন্তু ঠাকুরের শিষ্যরা ঢুকতেই দেয় না। তারপর ঠাকুর আমাদের দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আপনাদের আইন আছে, যতি-আশ্রমে মেয়েলোক ঢোকে না, কিন্তু তার মধ্যে exception (ব্যতিক্রম) নেই? আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন,

তিনি ঢুকতেন না ? যতীন দাস এবং আরো কে কে ছিল, তাদের জন্য আমি ভাল ক'রে ওঁদের enjoy (উপভোগ) করতে পারলাম না। ঐ লোক সত্যি মহাপুরুষ।

শচীনদা—ওঁর কাছে যেয়ে বসলে ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন ওখানে যাবেন, তাঁর কাছে বসবেন। (তারপর প্রসঙ্গান্তরে) রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে আমি দেখিনি। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনিও খুব normal (স্বাভাবিক) ছিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন। তারপর ঐ প্রসঙ্গে বললেন—মানুষের প্রকৃতি বদলায় না। একজন মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে থাকে। তা' সে হয়তো এক লহমায় ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু বদলাতে পারে না তার প্রকৃতি।

নিখিলদা (ঘোষ)—মানুষ আপনার সামনে এসে দাঁড়ালে আপনার মনে তার প্রকৃতি ভেসে ওঠে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো ওঠেই। সে তোমারও হয়।

নিখিলদা—আমাদের হওয়া আর আপনার হওয়া— ?

চোখ টেনে এক অপূর্ব উদ্দীপনী ভঙ্গিমায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে রাখিস্ পাতঞ্জলে আছে,—

"সংস্কারসাক্ষাৎকারাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্"।

(সংস্কার অর্থাৎ আচার-আচরণ সাক্ষাৎ করার ভিতর-দিয়ে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়)।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। ইতিমধ্যে একবার তামাক সেবন করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর ননী চক্রবর্ত্তীদার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি দেখি, বড় খোকা, মণি, কাজলা, এরা তেজীও যেমন, সৌম্যও তেমনি।

কলকাতা থেকে পূজনীয় মেজকাকা ও পিসিমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চিঠি লিখেছেন। এখন তার উত্তর লিখবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিতভাবে চিঠি দু'খানি লেখালেন—

কল্যাণবরেষু—

খেপু! তোমার চিঠি পেয়ে সব অবগত হলাম। তোমার আমাশার বাড়াবাড়ি শুনে খুব চিন্তিত রইলাম। হাঁপানির অবস্থা এখন কেমন ? মাঝে-মাঝে চিঠি দিয়ে যদি জানাও তাহলে বড় খুশি হই।

মঞ্জুর পা পুড়ে যাওয়ার কথা শুনে দুঃখিত হলাম। ও কেমন আছে ? বাসার আর সবাই কে কেমন ? তোতাদের খবর পাও তো ? ওদের কুশল দিও।

শচীনদা এসে গেছেন। এখানে বড়াল-বাংলোয় তোমার ঘরেই আছেন। তুমি

চিঠি লিখেছিলে, সেই মর্ম্মেই তাঁকে ঘর ঠিক ক'রে দেওয়া হয়েছে।

আমার বুকের মধ্যে অস্বস্তি এখনও আছে। বড় বৌ-এর শরীর প্রায় একই রকম। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা একটু ভাল। কোন্ পর্য্যন্ত আসতে পারবে জানাবে। তোমার কুশল সত্বর জানায়ো।

আমার স্নেহাশিস্ নিও। ইতি—

কল্যাণীয়াষু—

খুকী! তোমার পত্র পেয়ে সব অবগত হলাম। আমার শরীর এখনও ভাল না। বুকের মধ্যে সেই অস্বস্তি ভাবটা আজও টের পাচ্ছি।

তুমি যা' করবে, বেশ ভেবেচিন্তে ক'রো—কোন দিক থেকে যেন কোন অসুবিধা না থাকে। আর, যখনই প্রয়োজন মনে করবে, খেপু, শান্ত, কানু, এদের সাথে পরামর্শ ক'রে নিয়ে কাজ করবে।

আশা করি কুশলেই আছ। আমার স্নেহাশিস্ নিও। ইতি—

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। শরৎদা (হালদার), মেণ্টুদা (বোস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—যত বড় সাধু বা মহাজনই হোক, তার যদি active enthusiastic zeal (সক্রিয় উদ্যমী সম্বেগ) না থাকে তবে কিছুই হয় না। তার ব্যক্তিত্ব হ'য়ে পড়ে ছেদশীল! আর যার ব্যক্তিত্ব যত ছেদশীল, সে তত ছন্ন। করার মধ্যেও তার কোনটার সাথে কোনটার সম্বন্ধ থাকে না।

মেণ্টুদা—ছেদশীল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ যেমন একজন দেবুকে (আমাকে দেখিয়ে) ভাল বলছে, কাল দেবু নয়, উনি ভাল, পরশুদিন আবার তার কাছে আর একজন ভাল হ'ল। এই-রকম ছাড়া-ছাড়া রকম হয়। বংশ যদি ঠিক থাকে, বিবাহ যদি ঠিক হয়, তাহ'লে সেই বংশে continuity-টা (ধারাবাহিকতাটা) ঠিক-ঠিক বজায় থাকে। ঐ যে কথা আছে, "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"। সে দিব্যত্ব একজন বামুনের হবে, আর একজন মেথরের হবে না, এমন কোন কথা নেই। মূলতঃ কৌলিন্যটা ঠিক থাকা চাই। Soil-এ (ভূমিতে) যদি কোন interpolation (অন্তঃক্ষেপ) না ঢোকে তাহ'লে আসল জিনিসটা ঠিক ধাক্কা মারে, জেগে ওঠে।

শরৎদা—আপনার নীতিগুলি আশ্রমের মেয়ে-পুরুষ অনেকেই জানে, কিন্তু করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানেই জানে না। Haphazard (এলোমেলো) বুঝ আছে, কিন্তু সঙ্গতি নেই।

শরৎদা—অনেকে এমনভাবে ভক্তির কথা বলে যে যারা ভক্তি ভালবাসে, তাদের হয়তো ঐ কথা শুনে ভক্তি জেগে উঠল। কিন্তু যে বলছে তার কিছু হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথক যারা তাদের ভক্তি থাকে টাকার 'পরে, কিন্তু যারা ভক্তি চায় তারা ঐ ভক্তিকথা শোনে।

শরৎদা—হ্যাঁ, শ্রোতাদের বরং কিছুটা লাভ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ধরে, করে, হয়। ঐ হওয়াটাই অনুভব। আর, ঐ হওয়াটাই পাওয়া। আবার, ধরাটা কেমন ক'রে হ'লে করা আসে, করাটা কেমন হ'লে হওয়া আসে, আর হওয়াটা কেমন ও কতখানি হ'লে পাওয়া হয়—এই সবগুলির বোধ থাকা চাই, সবটার সাথে সবটার সঙ্গতি চাই।

চৈত্রের মাঝামাঝি হ'ল প্রায়। গরম ক্রমশঃই বাড়ছে। মাছির উপদ্রবও সমান তালে বেড়ে চলেছে। কথায়-কথায় স্নানের বেলা হ'য়ে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর এবার উঠছেন।

বিকালে প্রাঙ্গণে খোলা চত্বরে বসেছেন পরম দয়াল। ভক্তবৃন্দ চারিদিকে সমাসীন। এর মধ্যে বহিরাগত কয়েকজন পুরুষ ও নারী আছেন। পুরুষরা শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণ ভাগে ও মায়েরা বামদিকে ব'সে আছেন।

বাইরের ঐ ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন—ভারতের পরিণতি কী? যুদ্ধ হবে না শান্তি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাই war-এর (যুদ্ধের) কর্ত্তা, আবার আমরাই শান্তির কর্ত্তা। War (যুদ্ধ) চাই তো war (যুদ্ধ) হবে, শান্তি চাই তো শান্তি হবে।

শরৎদা—(হালদার)—আমরা না হয় চেষ্টা করছি যুদ্ধ যাতে না হয়—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা মানে কিন্তু আমরা সবাই মিলে। তা' না হ'লে হবে না। এই যে, India (ভারত) যে neutral (নিরপেক্ষ) আছে, এটা আমার খুব ভাব লাগে—যদি অবশ্য এর মধ্যে কেউ intervene (হস্তক্ষেপ) না করে।

শরৎদা—তাহ'লে আমরা peace-এর (শান্তির) জন্য prepared (প্রস্তুত) হব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—It is to combat evil (এটা অসৎনিরোধের জন্য)।

শরৎদা—আমাদের ভারতরাষ্ট্রের প্রধান করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপরে যত দাঁড়াতে পারব ততই ভাল। আর তা' যত না পারব তত নিজেদেরই ক্ষতি।

প্রশ্ন—আমাদের ancient civilisation (প্রাচীন সভ্যতা) সম্বন্ধে বিরাট কথা আছে। কিন্তু modern science-এর (আধুনিক বিজ্ঞানের) সাথে তার কিভাবে সঙ্গতি ক'রে চলা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের evolution (ক্রমবিকাশ) যা' হয়েছিল, যার উপরে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তার basis (ভিত্তি) কিন্তু ছিল science (বিজ্ঞান)। এখন আমরা খুঁজে দেখব—কে কিজন্য কী বলেছেন। সেটা যখন বের করতে পারব, তখন আমরা চৌকষ চলনে চলতে পারব। আর, সেটাই হবে existential (সাত্বত) চলন। আমরা যাই করি না কেন, আমাদের সব সময় মুখ্য থাকা উচিত—জীবন, বিবাহ ও জনন। এটাকে goal (লক্ষ্য) ক'রে-ক'রে চলা লাগবে। এটা যত ignored (অবহেলিত) হবে, তত আমরা মুশকিলের মধ্যে প'ড়ে যাব।

উক্ত ভদ্রলোক শরৎদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর কি intercaste marriage (অসবর্ণ বিবাহ) support (সমর্থন) করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কিন্তু প্রতিলোম নয়, অনুলোম। আবার, শুধু intercaste (অসবর্ণ) হ'লেই হবে না, তা' marriage-এর (বিবাহের) বিধির সাথে মেলা চাই। কুলে যার কোন interpolation (অন্তঃক্ষেপ) ঢোকেনি, তাকেই বলা যায় কুলীন। এই কৌলিন্য সবারই থাকা দরকার। একটা জাতিকে নষ্ট করতে হ'লে পরেই, আপনারা ঐ যে হাইড্রোজেন বোমা না কী কন্, ঐ প্রতিলোমরূপী হাই-ড্রোজেন বোমা ঢুকিয়ে দিলেই হয়। ওর current (স্রোত) চলবেই। একেবারে নিকেশ ক'রে ছেড়ে দেবে।

শরৎদা—আপনার 'শাসনসংস্থা' নামে যে বড় বাণীটি দেওয়া আছে, ওর মধ্যে সব কথাই স্পষ্ট ক'রে বলা আছে।

উক্ত ভদ্রলোক বাণীটি শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতেই শরৎদা বাণী এনে প'ড়ে শোনালেন ও বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে ভদ্রলোকটির মুখমণ্ডলে কখনও বিস্ময়, কখনও আনন্দ ফুটে-ফুটে উঠছিল। যতক্ষণ পড়া চলছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

পড়া শেষ হ'তে ৫-৪৫ মিঃ হ'য়ে গেল। ভদ্রলোক এবং তাঁর সাথে যাঁরা এসে-ছিলেন, সবাই এবার বিদায় চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা হ'লেই আসবেন।

সামনে নববর্ষ-উৎসব। সে-কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—দেখবেন যদি ঐ সময়ে আসতে পারেন।

ভদ্রলোক ছেলেটিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আমার

baby-কে (শিশুকে) একটু আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(ছেলের দিকে তাকিয়ে) ঐই আমাদের স্বর্ণভবিষ্যের অঙ্কুর।

ওঁর সাথে একটি মা এসেছেন। তিনিও এই সময় হাত জোড় ক'রে এগিয়ে এসে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করার জন্য বললেন—আমার 'পর একটু। আমার ছেলে আমার কথা শোনে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র 'পরে ভক্তিই আশীর্ব্বাদ আনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহক্ষরা অমিয় বাক্যসুধা শ্রবণ ক'রে ওঁদের অন্তর ভ'রে উঠল। সকলেই তাঁর আসনের পাদপীঠে আভূমি প্রণাম নিবেদন ক'রে একে-একে নীরবে বেরিয়ে গেলেন। পরম দয়ালের লোচনযুগল হ'তে যেন বিশ্বের করুণা ও মমতা ক্ষ'রে-ক্ষ'রে ঝ'রে পড়ছে।

১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ৩০। ৩। ১৯৫৮)

সকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় আছেন। সৎসঙ্গ প্রেসের দু'জন কর্ম্মী, কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ স্বাধীন হ'তে চায়। স্বাধীন হওয়া মানেই স্বকে ধারণ-পালন-পোষণ করা। ধর, তুমি স্বাধীন হ'লে। তুমি তোমার স্বকে ধারণ-পালন-পোষণ কর, কিন্তু অন্যের স্বকে আর কর না। সেখানে কিন্তু গোল বেধে যাবে।

সঞ্জয়—একজন বলেছেন, প্রতিভাবান সেখানেই বেশী জন্মায় যেখানে মদ ও যৌন ব্যাধি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মদ খেয়ে যে প্রতিভা তা' প্রতিভা নয়, মদিভা।

সঞ্জয়—আমার বড় হওয়ার ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) আছে খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যকে down (নীচু) ক'রে যদি বড় হও, তাতে যত বড়ই হও, সত্যিকারের বড় হওয়া যায় না। আমি কই, ambitious (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) না হ'য়ে auspicious (শুভকর) হওয়া ভাল। Auspicious (শুভকর) যে হয়, সে অন্যকে বড় ক'রে বড় হ'তে চায়। ঐ-রকম প্রতিভাবান যারা তাদের auspicious (শুভকর) হ'তে আপত্তি থাকে।

হাউজারম্যানদা—এ-রকম কথা আছে যে, কাউকে বেশী বড় করতে নেই। বেশী বড় করলে সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার ভিতরে যোগ্যতা নেই, এমন লোককে যদি জোর ক'রে বড় করা যায়, তার অমনি হ'তে পারে। সে অপরকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু যে নিজের যোগ্যতার বলে নিজের চেষ্টায় বড় হয়, সে greater environment (বৃহত্তর

পরিবেশ) নিয়ে বেড়ে ওঠে। তার কাছে সবাই আশ্রয় পায়। (একটু থেমে) আমার মনে হয়, তুমি বাড়লে আমি বাড়লাম। তুমি যদি ever growing (নিয়ত-বৃদ্ধিপরায়ণ) না থাক, তাহলে আমি যেন একেবারে গেছি। এই যে লুট-এর (আমেরিকান গুরুভ্রাতা ডন লুটম্যান) চিঠি আসে। সেখানে সে যাজন করছে, society-র (সমাজের) মধ্যে ক্রমশঃ পরিচিত হচ্ছে। এই কাজের ভিতর-দিয়ে আমারও কিছু হচ্ছে না, তোমারও কিছু হচ্ছে না। বাড়ছে কিন্তু সে। এতে আমার মনে হয়, I am growing through him (তার ভিতর-দিয়ে আমি বাড়ছি)। তুমি যখন অমনি কর, অমনি হও, তখন আমার মনে হয়,—I am growing through you (তোমার ভিতর-দিয়ে আমি বাড়ছি)। সবার উপরেই এই রকম interested (অন্তরাসী) হ'য়েই আছি। এই যেমন বিষ্ণু (রায়) এখানে ছিল। যা' জুটত তাই খেত। তারপর এখান থেকে চ'লে গেল। এখন আর আসার সময় পায় না। আমার কেমন একটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।······তোমার interest (অন্তরাস) যখন আমি ছাড়া otherwise (অন্যরকম) হ'য়ে গেল, হয়তো money (অর্থ) হ'য়ে গেল, তখনই কাম সারা।

১৭ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ৩১। ৩। ১৯৫৮)

আজকাল বহু বাণী দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। রাত্রে-দিনে বাণীর যেন স্রোত ব'য়ে চলেছে। ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই আসছে তাঁর কথা। বাণী লেখার পর এগুলি বার-বার তাঁর কাছে পড়া হয়, আলোচ্য কিছু থাকলে সে-বিষয়ে আলোচনাও হয়। বিশেষ অর্থে যে-শব্দগুলি প্রয়োগ করেন শ্রীশ্রীঠাকুর, তার গঠনপ্রণালী ও অর্থনির্দ্ধারণের তুক তিনি নিজেই ব'লে দেন। আবার কোন বিশেষ কথা বোঝাবার জন্য নানারকম উপমা ও কাহিনীর প্রয়োগে তাকে বিশদ ক'রে তোলেন। যুগন্ধর এই মহান সাহিত্যের দিব্য অনুরণন উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়ে-হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে সবাইকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দাপ্লুত ক'রে তোলে।

এমনি একটি বাণীর প্রসঙ্গ নিয়ে আজ সকালে হাউজারম্যানদার সাথে কথা বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বললেন—একটা মানুষের জীবনে legal binding, social binding ও পারিবারিক binding (আইনগত বাঁধন, সামাজিক বাঁধন ও পারিবারিক বাঁধন) থাকা লাগে। এ না থাকলে জীবন হ'য়ে পড়ে haphazard (এলোমেলো), উচ্ছৃঙ্খল। ধর, তুমি বিয়ে করেছ। এখন তোমার বৌ যদি তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়াতে যেতে চায়, স্ফূর্ত্তি করতে যেতে চায়, তোমার দিকে লক্ষ্য না থাকে, তখন তোমার অবস্থাটা কেমন হয়! তোমাকে divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) ক'রে ফেলতে

পারলে হয়তো তার পথ পরিষ্কার হ'য়ে যায়, আর একজনকে ধরতে পারে। এই চলনের ফলে affected (আক্রান্ত) তুমিও হবে, সেও হবে। Female (নারী) যেখানে উচ্ছৃঙ্খল চলনে চলে, সেখানে male nowhere (পুরুষ স্থানশূন্য হ'য়ে পড়ে। অনেকে marriage-কে (বিবাহকে) social contract (সামাজিক চুক্তি) বলে। আমি কই, contract-এর marriage (চুক্তির বিবাহ) ভাল না। ওকে marriage-ই (বিবাহই) বলতে ইচ্ছা করে না। Marriage is something holy and holiness cannot have any contract (বিবাহ পবিত্র একটা কিছু এবং পবিত্রতার মাঝে চুক্তি থাকে না)।

হাউজারম্যানদা—তিন-চার শ' বছর ধ'রে এই অবস্থা চ'লে আসছে। দু'একদিনে কি ঠিক করা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যাবে কী ক'রে ? যেত, যদি ওরা Christ-এর (খৃষ্টের) কথা শুনত। অবশ্য তাঁর কথা সেই সব জায়গায় শোনে, যেখানে ওদের passion satisfied (বৃত্তি পুষ্ট) হয়। (একটু পরে) আমার মনে হয়, ইউরোপ যতটুকু বেঁচেছে তা' ঐ ক্যাথলিকদের জন্যে। আর, প্রোটেস্ট্যাণ্ট কথার মধ্যে protest (প্রতিবাদ) আছে। It is a protest against Christ (এটা খৃষ্টের বিরুদ্ধবাদ)।

হাউজারম্যানদা এরপর ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের রীতিনীতির গল্প করলেন। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন--ক্যাথলিকরা যতই যাই হোক, তাদের reformed (সংশোধিত) করা যেত। Reformed (সংশোধিত) করার উপায় ছিলেন Christ (খৃষ্ট)। ক্যাথলিক চার্চ যতই দোষ করুক, যেখানে offspring (সন্তান) সেখানে কিন্তু shock (আঘাত) দেয়নি। আর ওরা সেখানেও shock (আঘাত) দেছে। Enthusiastic morale (উদ্যমী মনোবল) একটা nation-এর (জাতির) পক্ষে খুব বড় জিনিস। ঐ-রকম মনোবৃত্তিওয়ালা selected man (নির্ব্বাচিত মানুষ) যদি আবার পাই তাহ'লে আবার আমি সবটা গ'ড়ে তুলতে পারি।

২১শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ৪।৪।১৯৫৮)

আজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর রোজ সকালে ফিলানথ্রপী অফিসের সম্মুখের বারান্দায় এসে বসছেন। পরমপূজ্যপাদ বড়দা রোজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে আসেন হাড্‌সন্ গাড়ীতে ক'রে। অফিসের সামনের বারান্দায় আগেই শয্যা প্রস্তুত থাকে। পিতৃদেবকে সাথে নিয়ে এসে ওখানে বসিয়ে বড়দা একটু বাড়ীর ভিতরে যান। কিছুক্ষণ পর আবার এসে বসেন।

অফিসের কোন-কোন অংশের নির্ম্মাণকার্য্য এখনও চলছে। সামনে ডিগরিয়া পাহাড়টি ধোঁয়া-ধোঁয়া মত দেখা যায়। দক্ষিণদিক থেকে, কখনও বা পশ্চিম দিক থেকে ওলট-পালট হাওয়া বয়। চারিদিকের কর্ম্মব্যস্ততার মাঝেও প্রিয়পরমকেন্দ্রিক এক শান্ত ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশ গ'ড়ে ওঠে। পশ্চিমের রোহিনী রোড ধ'রে যারা কাজেকর্ম্মে শহরে বাজারে যায় তারা ক্ষণেকের জন্য হ'লেও দাঁড়িয়ে পড়ে। দূর থেকে নিরীক্ষণ করে ভুবনমনোমোহন প্রেমঘন সেই বরাভয়ব্যঞ্জক দৈবী তনুখানি। অফিসের কর্ম্মিবৃন্দ যে যখনই সময় পান কাছে এসে দাঁড়ান, দর্শন করেন দয়াল ঠাকুরের রূপরাশি।

কাছে থাকেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়-চৌধুরী), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ। নানারকম কথাবার্ত্তা হয়।

আজও সবাই যথারীতি এসেছেন। নববর্ষ উৎসবের আর অল্প কয়েকদিন বাকী আছে। প্রতিবারই এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নববর্ষ-উপলক্ষে একটি আশীর্ব্বাণী প্রদান করেন। এবার এখনও সেটি পাওয়া যায়নি। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেষ্টদা বললেন—নববর্ষের তো আর ক'দিন মাত্র বাকী আছে। ১লা বৈশাখের জন্য একটা বাণী—

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) দেখি, মনে আসে তো ক'ব নে।

বাড়ীর পশ্চিমদিকের দেওয়ালের কাছে একটা ফুলওয়ালা গাছ দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কি শ্বেত আকন্দের গাছ?

প্যারীদা (নন্দী), পণ্ডিতদা ও প্রিয়নাথদা (সরকার) উঠে দেখতে গেলেন। প্যারীদা ফিরে এলেন দুহাতে দুটি ফুলের গুচ্ছ নিয়ে। বললেন—হ্যাঁ, এটা শ্বেত আকন্দের গাছ। আর এটার পাশেই ছিল, লাল আকন্দের। শ্বেত আকন্দের চারা ওখানে আরো দুটো আছে।

বর্ত্তমানে সতীশদা (দাস) গাছগুলি সব দেখেশুনে ঠিক করে রাখেন। তার উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক'য়ে দিস্, ও যেন যত্ন ক'রে রাখে।

তারপর ফুলগুলি দেখতে দেখতে বলছেন—দেখেছেন, ওদের কিরকম selection (বাছাই-পদ্ধতি)। এগুলো সাদা তো সাদাই, আবার ওগুলো লাল তো লালই।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, এই হ'ল gene (জনি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মধ্যে এইরকম selection (বাছাই-পদ্ধতি) কম।

কেষ্টদা—ঠিকমত বিয়ে না হ'লে ওসব হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) সীতারাম আর হয় না। সীতা মানে on that line

(সেই রেখার উপরে), towards রাম (রামের দিকে)। সীতা মানেই কিন্তু furrow, furrow-এর বাংলা কী ?

কেষ্টদা—লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত খাত।

কথা চলছে। সামনে টেলিগ্রাফের তারের উপরে ছোট্ট একটা পাখী ডাকতে-ডাকতে উড়ছে। একবার এদিকে বসছে, একবার ওদিকে বসছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সরোজিনীমা বললেন—আপনি যে মৌচোষ পাখীর কথা বলেন, ঐ হ'ল সেই পাখী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(ভাল ক'রে দেখে) না, ওগুলো টুনি পাখী।

আর কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পূজ্যপাদ বড়দার হাত ধ'রে এসে উঠলেন গাড়ীতে। বড়দা 'ড্রাইভ্' ক'রে গাড়ি নিয়ে এলেন ঠাকুর-বাংলায়।

২৫শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ৮। ৪। ১৯৫৮)

প্রাতে—তাম্বুতে। পাবনার প্রবীণ সৎসঙ্গী মুকুন্দ ঘোষদা এসেছেন। আগামী উৎসবের সময় তিনি রাস্তার ধারে একটা দুধ-দইয়ের দোকান করতে চান। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সে-কথা নিবেদন করলেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে (গাঙ্গুলী) ডেকে যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে বললেন। জ্ঞানদা (গোস্বামী) প্রণাম করতে এলে তাঁকেও বললেন। অজয়দাকে সাথে নিয়ে জ্ঞানদা ঐ উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। ওঁরা যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মুকুন্দদাকে দেখিয়ে বললেন—ও কিন্তু সেই প্রথম আমলের ঢাকী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্ত্তনের যুগে মুকুন্দদাও একজন বাদক ছিলেন।

একটু পরে শ্রীযুত পণ্টাই ভাই (পূজ্যপাদ বড়দার তৃতীয় পুত্র) এসে প্রণাম করলেন। তিনি এবারে কলকাতা থেকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হ'ল রে দাদু ?

পণ্টাই—মোটামুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাস্ট ডিভিসন হবে না ?

পণ্টাই—নাঃ—।

কেষ্টদা—আর কে এলো ?

পণ্টাই—মুকুল (শ্রীশ্রীঠাকুরের দৌহিত্রী) এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাসতে হাসতে) আজকাল ও guardian (অভিভাবক) হ'য়ে গেছে।

এর পর পণ্টাই প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

দাক্ষায়ণি-মা ও পূজনীয়া পিসিমা দু'খানা চিঠি লিখেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন তার উত্তর দু'খানা মুখে-মুখে বললেন। লিখে নিলাম—

দাক্ষায়ণি! ভাজতি আমার!

তোমার পত্র পেয়ে বড় খুশি হ'লাম। আমার শরীর প্রায়ই খারাপ চলতে থাকায় পত্রের উত্তর দিতে দেরী হ'য়ে গেল। আজকালও ভাল না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি লেগেই থাকে।

তোমার হাতের লেখাগুলি পড়তে পড়তে মনে জেগে ওঠে শৈশবের সেই স্মৃতির কথা। সেই কত খেলা, কত হাসি, কত কথা। সে-দিন যতই দূরে স'রে যাক না কেন, আজও একটু কারণেই তা' উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। স্মৃতির দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়ে সব।

তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। যখনই সুবিধা হবে, চ'লে এসো। খুশি হব। বড়-বৌয়ের শরীর বিশেষ ভাল নয়। আর সবাই মোটামুটি একরকম। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি কেমন আছ—জানতে ইচ্ছে করে। আমার শরীর ভালই থাকে কম।

তুমি শ্রদ্ধাপূত শুভ সম্বর্দ্ধনায় নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—পরম-কারুণিকের কাছে এই আমার প্রার্থনা। ইতি—

স্নেহের খুকী!

তোমার পত্র পেয়েছি। পোষ্টকার্ডের পত্রও এসেছে। আমার শরীর বিশেষ ভাল না-থাকায় উত্তর দিতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। বুকের অস্বস্তি একটু কমেছিল। কয়েকদিন হ'ল আবার ঐ-রকম লাগে।

তুমি আমার কাছে থাক—এ যে আমার কত আনন্দের কথা! কিন্তু আমার জীবদ্দশায় তা' সম্ভব হবে কিনা জানি না। যখনই সুবিধা হবে, চ'লে এসো।

বাড়ীর কাজ বিবেচনা-সহকারে ক'রো। সাবধানে থেকো। ও-বাড়ীর সব কে কেমন আছে? তুমি আমার স্নেহাশিস্ নিও। ইতি—

২৮শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ১১।৪।১৯৫৮)

প্রাতে—তাম্বুতে, আজ ভোরে কলকাতা থেকে অনেকে এসে পৌঁছালেন। রাজেন মজুমদারদা এসে একটা রোলেক্স্ ঘড়ি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন ক'রে প্রণাম করলেন। এ ঘড়ি দয়াল ঠাকুরই ওঁকে আনতে বলেছিলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দার খোঁজ করলেন। তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল।

বড়দা এলে ঘড়িটি দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পণ্টাইয়ের হাতে এ ঘড়ি মানাবে না ?

বড়দা—পণ্টাইয়ের পছন্দ, ওর দাদার ঘড়ির (রোলেক্স্) মত একটা ঘড়ি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্টাইকে ডাকতে আদেশ করলেন। পণ্টাই এলে স্বহস্তে তার হাতে ঘড়িটি পরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তাঁর অসুবিধা হ'তে পারে দেখে পূজ্যপাদ বড়দা বললেন—দেখি আমিই পরিয়ে দিচ্ছি।

ঘড়ি পরাবার পর পূজ্যপাদ বড়দা পণ্টাইকে বললেন—'প্রণাম কর্', প্রণাম করা হ'লে বললেন—মাকে দেখায়ে আয়।

পণ্টাই শ্রীশ্রীবড়মার কাছে চ'লে গেল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন—বুকের মধ্যে এখনও থগ্‌বগ্ করছে। রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের আহার ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করার জন্য উঠে গেলেন।

৪ঠা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৭। ৪। ১৯৫৮)

নববর্ষ উৎসব হ'য়ে গেছে। গরমও পড়েছে বেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি প্রতিদিনকার মত সকালে ফিলান্‌থ্রপীর বারান্দায় এসে বসেছেন। গত উৎসবের বিভিন্ন কথা আলোচনা করছেন কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে। কথায় কথায় বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফুল্ল (দাস) meeting-এ (সভায়) যে বক্তৃতা দিল তাতে ওর কোন debility (দুর্ব্বলতা) আছে ব'লে মনে হ'ল না। (আমাকে বললেন) ও আছে কেমন রে ?

আমি—আজ অনেক ভাল।

গিরিজাদা (মুখোপাধ্যায়)—আমার জামাই ক্যান্সারে খুব ভুগছিল। তারপর আপনার বলা নতুন ওষুধটি ব্যবহার করাতে সাতদিনের মধ্যেই রোগের কষ্ট চ'লে গেছে।

কেষ্টদা—ঐ ওষুধ ব্যবহার ক'রেই তো কলকাতার সুবোধ ডাক্তার ভাল হ'ল। এগুলোর report (বিবরণ) রাখা দরকার। পৃথিবীতে তো আজও এ জিনিস হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Report (বিবরণ) ওরা রাখে কিনা কী জানি। আমি যে চলি, কতকগুলি ভূত নিয়ে চলি। লোক যদি পেতাম তাহলে এ-রকম কত ওষুধ যে বের

ক'রে দিতে পারতাম। আমার অবস্থা হয়েছে কী—?—"স্ফটিকে হীরক দেখে, চিন্তে নাহি জটিলতা।"

সরোজিনীমা এই সময় তামাক সেজে এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে নির্গত ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে-খেতে বাইরের হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আর আশপাশ ক'রে তুলেছে সুগন্ধে ভরপুর।

একে-একে অনেকে এসে বসলেন। উৎসব-উপলক্ষে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেকে এখনও আছেন। বাংলার এম, এল, এ, কানাইবাবু এ ক'দিন এখানে ছিলেন। আজ এসে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন চমকে উঠে প্রেমঝরা কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—আজকেই? কয় কী?

কানাইবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর শালার পাগল। ভাবলাম, গণ্ডগোল গেল। এখন একটু বেশ স্ফূর্তি করা যাবে নে। তা' আজই যাচ্ছেন! পরে আবার ফাঁক পেলেই চ'লে আসবেন।

কানাইবাবু—আপনি তো এখানে আসতে বলেছিলেন অনেকদিন আগেই। আসতে-আসতে এইতো '৫৮ সাল হ'য়ে গেল। আপনি আর বাংলাদেশে ফিরে যাবেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি? বাংলাদেশে জায়গা পাইনি। (হাসি) আমার এখনও ইচ্ছা হয়, বাংলাদেশে গঙ্গার ধারে আমার একটা বাড়ী হয়। কিন্তু তার জন্য অন্ততঃ দেড়-দু'হাজার বিঘা জমি তো লাগেই। তাই না? (কেষ্টদাকে)।

কেষ্টদা—তা' তো লাগেই।

আরো দু'একটি কথার পর কানাইবাবু বিদায় গ্রহণ করলেন।.........উৎসবে বিহারের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুত বীরচাঁদ প্যাটেল এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আলাপ-আলোচনাও ক'রে গেছেন। আজ তাঁর পাটনায় ফিরে যাওয়ার কথা। আকাশ দিয়ে একখানা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ কি প্যাটেল যাচ্ছে না কি?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, আজই তো প্যাটেলের ফেরার কথা।

ননীদা (বিশ্বাস)—এবার কি আমরা পাকিস্থানে ফিরে যেয়ে একটু জোর দিয়ে কাজকাম চালাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চালাবে, কিন্তু কুশলকৌশলী হ'য়ে। আর, মনে রেখো, যে leaded, (lead—নীত) না হয় সে leader (নেতা) হ'তে পারে না।

দূরে রেললাইনের উপর দিয়ে একখানা মালগাড়ী কলকাতা থেকে জসিডি-

অভিমুখে যাচ্ছে। এখানে ব'সেই দেখা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখতে পেয়ে শিশুর মত আনন্দে ব'লে উঠলেন—ঐ যে গাড়ী দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড গাড়ী। (একটু পরে) এখনও চলছে।

গাড়ী যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর যখন আর দেখা যায় না তখন বললেন—এখন বোধহয় চ'লে গেছে।

পণ্ডিতদা উঠে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে বললেন—হ্যাঁ, এখন চ'লে গেছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাকুর-বাংলায় ফিরে এলেন।

শ্রীঅখিল নিয়োগী, যিনি সাহিত্য জগতে স্বপনবুড়ো নামে খ্যাত, এই উৎসবে এসেছিলেন। এ-কয়দিন এখানে ছিলেন। আজ রাতের গাড়ীতে ফিরে যাবেন। তাই, সন্ধ্যার পর এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন প্রাঙ্গণের ছাউনির তলে উপবিষ্ট। আশেপাশে দাদা ও মায়েদের ভীড়। প্রণাম নিবেদন ক'রে সামনের আসনে বসলেন স্বপনবুড়ো।

বললেন—শিশু-সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো অমনি ক'রে বলতে পারি না। কিন্তু আপনার নামটা বড় ভাল হয়েছে। এমন ক'রে স্বপন দেখানো লাগবে যাতে বাস্তবের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে তা' মিলে যায়। ঐতিহ্য, কৃষ্টি, আত্মমর্য্যাদাবোধ যেন শিশুদের মধ্যে জেগে ওঠে। কৌলিন্য সবার মধ্যেই আছে। সেটা জাগানো লাগবে। প্রত্যেকে যেন তার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়াতে পারে। পরিবেশকে বাঁচানো চাই। দেখবেন, প্রতিলোম যেন কিছুতেই প্রশ্রয় না পায়।

স্বপনবুড়ো—ভগবান যাকে যে শক্তি দিয়েছেন তার স্ফুরণ যাতে হয় তারই চেষ্টা করি আমরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান মানে ভজমান, যিনি নিত্য ভজনপরায়ণ। আর, ভজন মানে হ'ল—সেবা, অনুশীলন, অনুচর্য্যা। ভগবান পেতে হ'লে ভজনা করাই লাগবে আমার প্রত্যেকটি কাজের ভিতরে। কাজে, কথায়, আচরণে, সব-কিছুর মধ্যেই যদি আমার ভগবান active (সক্রিয়) না হয় তাহলে আমরা নিথর হ'য়ে থাকব, দুর্দ্দশায় পড়ব। পরিবারগুলিতে কৃষ্টি যদি উচ্ছল হ'য়ে না থাকে, heredity (বংশানুক্রমিকতা) যদি interpolated (অন্তঃপ্রক্ষিপ্ত) হয়, তাহলে issue-গুলিও (সন্তানসন্ততিগুলিও) deteriorate করবে (হীন হ'য়ে পড়বে)। তারা নিজের দাঁড়ায়- দাঁড়াতে পারবে না। এতে servitude mentality (চাকর-মনোবৃত্তি) এসে পড়ে। অপরের ভাল যা' তা' নেওয়া যায় না। আবার নিজেদের যদি কিছু ভাল থাকে, যা' অপরের পক্ষে সুবিধাজনক, তা' দেওয়াও যায় না। তখন দেখা

যাবে, এত সম্পদে সম্পন্ন হ'য়েও এদেশের লোক wealth enjoy (সম্পদ উপভোগ) করতে পারবে না। ফলে স্বাধীনতা থাকবে না। মানুষ পরাধীন হ'তে বাধ্য হবে।

স্বপনবুড়ো—ছোটদের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা হয়। এ-বিষয়ে আপনার মত কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে তার আশপাশের কতজনকে ভাল ক'রে তুলতে পেরেছে, এই প্রতিযোগিতা যদি ওর সাথে জুড়ে দেন তাহলে ভাল হয়। এরও একটা প্রতিযোগিতা থাকা দরকার।

স্বপনবুড়ো—কলকাতায় একটা শিশু-সম্মেলন হওয়ার কথা হচ্ছে। এজন্য আশীর্ব্বাদ চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।······আজকাল অনেকে বি-এ, এম-এ, পাশ করে, কিন্তু common-sense-এর (সাধারণ জ্ঞানের) বড় অভাব দেখি। সেইজন্য আমাদের নিজেদের এখন existentially (সাত্বত রকমে) চলা বিশেষ দরকার। আর, ছোটদেরও সেই শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। আগে heredity (বংশানুক্রমিকতা) ঠিক ছিল। সেইজন্য ঐসব গুণগুলিও ঠিক ছিল। কিন্তু এখন প্রতিলোমের যে ধুম চলেছে তাতে কতখানি কী থাকবে সন্দেহ। আপনি যে লাইন ধরেছেন, খুব ভাল। যত তাড়াতাড়ি পারেন, বাচ্চাবুড়ো সবগুলিকে ঠিক ক'রে দেন।

কথায়-কথায় রাত ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। বিরাট জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত নিস্তব্ধ হ'য়ে শুনছে এই কথোপকথন। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা ব'সে। আদরভরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি একখানা লাঠি দেব ?

স্বপনবুড়ো—সে তো আপনার আশীর্ব্বাদ।

লাঠি এনে দেওয়া হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর লাঠিখানা দু'হাতে ধ'রে অনেকক্ষণ কপালে স্পর্শ ক'রে সস্নেহে স্বপনবুড়োর হাতে দিলেন। বললেন—হারাবেন না যেন। স্বপনবুড়োও পরমভক্তিভরে ঐ দণ্ড গ্রহণ ক'রে বললেন—আজ্ঞে না। তারপর অভিভূত কণ্ঠস্বরে বললেন—আজকের সন্ধ্যার কথা ভুলব না। স্মরণীয় মুহূর্ত্ত হ'য়ে থাকল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ সময় ব'য়ে যায়। কারো মুখে কোন কথা নেই। অন্তরে-অন্তরে যেন চলছে অনেক না-বলা কথার আনাগোনা। নীরবতা ভঙ্গ ক'রে একটু পরে স্বপনবুড়ো বললেন—মাঝে-মাঝে মনে হয়, যা' করছি এ ক'রে কী হবে! সবই তো মায়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগৎটা মিথ্যা এমনতর ভাবা ভাল না। তাতে existence

(অস্তিত্ব) stable (স্থির) করার বুদ্ধি হয় না। বৈষ্ণব philosophy-র (দর্শনের) কথা আমার ভাল লাগে। ভাবতে হয়, "ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার।"

স্বপনবুড়ো—উঠতে ইচ্ছা করছে না, তবু যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁক পেলেই আবার আসবেন।

স্বপনবুড়ো—নিশ্চয়ই। এখানে যে মধু পেলাম, যে অন্তর পেলাম, তা' পাওয়া যায় না।

এরপর উনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

৮ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ২১।৪।১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ফিলানথ্রপী অফিসের বারান্দায় এসে বসেছেন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), নিরাপদদা (পাণ্ডে), আদিত্যদা (মুখাৰ্জ্জী), সরোজিনীমা প্রমুখ।

কেষ্টদা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে কথা বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর আদিত্যদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই ম্যাট্রিকের পর আর সংস্কৃত পড়িস্‌নি ?

আদিত্যদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদাও ব'লে তাই।

কেষ্টদা—আমার বিদ্যে ঐ ম্যাট্রিকের compulsory (আবশ্যিক) পর্য্যন্ত। আমার থেকে বরং শরৎদা, প্রফুল্ল, পঞ্চাননদা, এদের সংস্কৃতের জ্ঞান solid (পাকা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Solid (পাকা) হ'লে কী হবে, আপনার এলেম বেশী।

কেষ্টদা—পাণিনি ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে না পারলে তো সংস্কৃত শেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাণিনিকে আয়ত্ত করলেই হ'ল না। পাণিনিকে নিয়ে play (খেলা) করতে না পারলে চলবে না। পাণিনি একেবারে liquid (তরল) হ'য়ে ওঠা চাই।

কেষ্টদা—সে তো সোজা কথা নয়। চার-পাঁচ হাজার সূত্র মুখস্থ করা সোজা না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুখস্থ করা নয়, বোধায়িত করা লাগে।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ২৩।৫।১৯৫৮)

প্রাতে—তাম্বুতে। একটু আগে সমবেত প্রণাম হ'য়ে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা

করে পূজ্যপাদ বড়দা উঠে গেছেন। পূজনীয় কাজলদা সামনে একটা পীড়িতে ব'সে আছেন। এই পীড়িখানিতে আগে পূজ্যপাদ বড়দা বসতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(কাজলদাকে) দেখ্ তো, ও-পীড়িতে 'বড়দা' লেখা আছে কিনা ?

কাজলদা পীড়ির নীচের দিকে দেখে বললেন—'আছে'। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ও-পীড়িতে ও বসে তা' আমার ভাল লাগে না। কারণ ওতে 'বড়দা' লেখা আছে। শ্রদ্ধা থাকা চাই। শ্রদ্ধা না থাকলে মানুষ বড় হয় না। শ্রদ্ধা হ'ল শ্রৎ+ধা। শ্রৎ মানে সত্তা বা সত্য। তাই, শ্রদ্ধা মানে, আমার মনে হয়, সত্য বা সত্তার প্রতি যে ভক্তি তাকে যা' ধারণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে কাজলদা উঠে দাঁড়ালেন।

ধীরে-ধীরে বেলা বেড়ে ওঠে। অনেকে আসছেন, প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। কেউ-কেউ আবার কাছে বসছেন। বর্দ্ধমান থেকে একটি দাদা এসেছেন, উনি পুলিশে কাজ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানালেন যে, তিনি তাঁর বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করেননি, পিণ্ডও দেননি। এখন নানারকম মূর্ত্তি দেখেন, শব্দ শোনেন।

সব শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি আগে শ্রাদ্ধ কর।

প্রশ্ন—এখন কি শ্রাদ্ধ করা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—কিন্তু অনেকে তো করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে দিয়ে কী হবে ? তুমি তো কর।

প্রশ্ন—যারাই শ্রাদ্ধ করে না তাদেরই কি এমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলের কি একরকম হয় ? দুর্দ্দশা তাদের হয়ই, এক-এক জনের এক-এক রকম।

প্রশ্ন—আমি যদি এখন শ্রাদ্ধ ক'রে আসি, তাহ'লে আমার ঐরকম হবে না তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি আগে ওটা কর তো !

দাদাটি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দয়াল ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন —তুমি কিছু খেয়েছ ?

উক্ত দাদা—শুধু একটা পান খেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকালে খাওয়ার অভ্যাস আছে তো ?

উক্ত দাদা—তা' আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে যাও, কিছু খেয়ে এস। (আমাকে বললেন)—দেবু, যাও, ওকে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও গে।

আমি দাদাটিকে নিয়ে দোকানে যেয়ে কিছু জলযোগ করিয়ে দিলাম।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২৭।৫।১৯৫৮)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের চৌকিতে এসে বসেছেন। রোদ ক'মে এসেছে। দাদা ও মায়েরা একে-একে এসে প্রণাম ক'রে বসছেন। চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) একখানা নতুন বই ও কাগজপত্রের একটা 'প্যাকেট' নিয়ে এসে বললেন—লুটম্যান আমেরিকা থেকে এই Genetics-এর (জননবিজ্ঞানের) বইখানি, আর ঐ প্রসঙ্গের কিছু কাগজ-পত্র পাঠিয়েছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতদাকে (ভট্টাচার্য্য) ডেকে বললেন—পণ্ডিত! এগুলি নিয়ে রেখে আয়। যত্ন ক'রে রাখিস্।

পণ্ডিতদা 'আজ্ঞে' ব'লে বই ও কাগজপত্রগুলি নিয়ে বাড়ীতে রাখতে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বলছেন—লুট একেবারে আমেরিকার 'পিটার' হ'য়ে গেল।

পূজনীয় কাজলদা—বড়-বড় মহলেও তো ওর ঘোরাফেরা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ। (চন্দ্রেশ্বরদাকে দেখিয়ে) ওরে এত ক'রে কই, ও যে মোটে নড়েই না। ও যদি একটু ঘোরাফেরা করত তাহলে India-য় (ভারতে) যে কী হ'য়ে যেতে পারত তার ঠিক নেই।

কাজলদা—চন্দ্রেশ্বরদা আমেরিকায় গেলে বেশ ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমেরিকার দরকার কী! এই India-তেই (ভারতেই) কত কাজ করার আছে। লেগে গেলেই হয়। পরমপিতা তো দয়া ক'রেই আছেন। সে-দয়া আমরা যে নিতে জানি না। চন্দ্রেশ্বর চাকরী ছাড়ল, কত কষ্ট করল। ওর বৌও ওর জন্য খুব সহ্য করে। কিন্তু ও-ই যে কিছু করে না।

শরৎদা (হালদার) সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখতে পেয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক দিলেন—শরৎদা বসেন।

শরৎদা একখানা পীড়ির উপর ব'সে বললেন—কাঁচড়াপাড়ার ফটিক ঘোষ হাইড্রোসিল, হারনিয়া এবং আরো একটা কী 'অপারেশন' করাতে চায়। আপনার অনুমতি পেলেই করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো মনে হয়, best hand (সব থেকে ভাল হাত) দিয়ে করানই ভাল।

ধীরে-ধীরে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। সান্ধ্য-প্রণামের সময় হ'তে সবাই একসাথে প্রণাম করলেন দয়াল ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীবড়মার শ্রীচরণোপান্তে।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৯।৫।১৯৫৮)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দাতেই আছেন। তিনি একটু উদ্বিগ্ন। কারণ, গতকাল তুফান এক্‌স্‌প্রেসে পূজনীয় কাজলদা কলকাতায় গেছেন। তারপর এখনও পর্য্যন্ত ফোন-লাইন খারাপ থাকায় কাজলদার পেঁছাবার কোন খবর পাওয়া যায়নি। পরমপূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্বেগ নিরাকরণের জন্য নানাভাবে ফোন করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন সুবিধাই করা যাচ্ছে না।……তারপর পূজনীয় ছোড়দা যাজনকার্য্য উপলক্ষে সদলবলে ধানবাদ হ'য়ে হাজারিবাগ গেছেন। আজ ছয়দিন যাবৎ তাঁরও কোন খবর নেই। এদিকে সংবাদপত্রে চারিদিকে প্রচণ্ড গরম পড়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এই কারণেও শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ চিন্তিত। সারাটা সকালই শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে এই উৎকণ্ঠার মধ্য-দিয়ে কাটল।

দুপুরের পর কাজলদার কলকাতায় নির্ব্বিঘ্নে পেঁছাবার টেলিগ্রাম এল। আবার বিকাল হ'তে হ'তে বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) এসে জানালেন যে, ধানবাদের জজ্‌সাহেব ওঁর কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন, পূজনীয় ছোড়দা ধানবাদ ও সিন্দ্রীতে কয়েকদিন কাজ ক'রে হাজারিবাগের দিকে রওনা হয়েছেন। সবার শরীর ভাল আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনেই ঐ চিঠির কথা পূজ্যপাদ বড়দাকে জানিয়ে আসতে বললেন। নির্দ্দেশ পেয়ে বৈকুণ্ঠদাও উঠে গেলেন।

কিছুদিন আগে থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর একদল মানুষ সংগ্রহ করার কথা বলেছেন যারা দৈনিক এক টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করবে। দৈনিক এক টাকা ক'রে এইভাবে ইষ্টভৃতি করার প্রথার নাম দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর "স্বস্তি-অর্ঘ্য"। এই স্বস্তি-অর্ঘ্যের স্বাক্ষরকারী জোগাড় করার জন তিনি কিছু প্রতিশ্রুতিপত্র ছাপাবারও নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আজ বিকালে অমূল্যদা (ঘোষ) বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিপত্র ছাপিয়ে নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সব পূজ্যপাদ বড়দার হাতে দিতে বললেন।

পূজ্যপাদ বড়দা সামনেই বড় পীড়িখানিতে ব'সে আছেন। হাতে ক'রে দেখে বললেন—ভাল হ'য়েছে। তারপর দয়াল ঠাকুরের নির্দ্দেশে বড়দা প্রথম দশখানা বাঁধানো বই অজিত গাঙ্গুলীদার হাতে তুলে দিলেন। তারপর অজিতদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রথম কিন্তু তোমাকেই সাইত্‌ করা হ'ল। ঠিক রেখো। একাই একেবারে চার-পাঁচ হাজার ক'রে ফেলানো চাই।

অজিতদা ঐ আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে প্রণাম করলেন। ক্রমশঃ সান্ধ্য-প্রণামের সময় এগিয়ে এল। পরমপূজ্যপাদ বড়দাকে অগ্রে রেখে আমরা সবাই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করলাম। পশ্চিম দিগন্ত লাল ক'রে দিনমণি অস্তে গেলেন। মৃদু সমীরণে গাছের পাতাগুলি নেচে-নেচে উঠছে। পাখীরা কলরব করতে-করতে

কুলায়ে ফিরছে। সারাদিনের প্রখর উত্তাপ স্তিমিত হ'য়ে আসছে। ঠাকুরঘরে ও আশ্রমের অন্যত্র আলোগুলি একে-একে জ্ব'লে উঠল। আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য বরাভয় নরবপু ঘিরে ভক্ত নরনারীর ভীড়। চারিদিকে এক প্রাণময় ধ্যান-উন্মুখ নিস্তব্ধতা।

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর অমূল্য ঘোষদাকে বললেন—আলোচনা-প্রসঙ্গে যা' আছে, তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে বের ক'রে ফেলতে হয়।

অমূল্যদা—আজ্ঞে, চেষ্টা তো করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলো সব মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য তো?

অমূল্যদা—একখানা আলোচনা-প্রসঙ্গে (বই) আমি আমার বৌকে পড়তে দিয়ে বলেছিলাম, দেখ, বোঝ কিনা। তা' সে তো প'ড়ে বুঝল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওটা সহজবোধ্য কিনা জানতে গেলে দেওয়া লাগে একজন half-educated বা uneducated (অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত) মেয়েলোককে। আর দেওয়া লাগে একজন educated person-কে (শিক্ষিত লোককে)। তারপর দেওয়া লাগে একজন critic-কে (সমালোচককে)।

শরৎদা (হালদার)—ও বই এমন রকমের হয়েছে যে মায়েরাও বুঝতে পারবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামেন্দ্রসুন্দর (ত্রিবেদী) নাকি তাঁর চাকরাণীকে তাঁর নিজের বই পড়িয়ে শোনাতেন।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আলোচনা-প্রসঙ্গের নাম "সুধা-নির্ঝর" রাখলে কেমন হয়?

শরৎদা—ঠিকই হয়। আপনি তো আগেই বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বইয়ের উপরে লেখা থাকল "আলোচনা-প্রসঙ্গে", আর ভেতরে থাকল "সুধা-নির্ঝর"। (তারপর একটু ভেবে বললেন)—এতে আবার ওরা ভাববে না তো যে, কথামৃতের নকল।

শরৎদা—(জোরের সাথে) নাঃ। আলোচনা-প্রসঙ্গের সাথে কথামৃতের কী সম্বন্ধ? এটা একরকম, ওটা আর একরকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ারগুলো যদি সব থাকত তাহলে যে কী হ'ত! যখন science-এর (বিজ্ঞানের) কথা-টতা কইতাম, সেগুলোর তো কোন record (লিপিবদ্ধ বিবরণ) থাকল না। কেষ্টদা যদি ওগুলোর record (লিপিবদ্ধ বিবরণ) রাখত তাহলে একটা অসইলি (অসহ্য—অসম্ভব অর্থে) কাম হ'য়ে যেত।

শরৎদা—আপনি একটা বর্ণপরিচয় দিয়েছিলেন বিশ্ববিজ্ঞানের বারান্দায় ব'সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে নেই। কথায়-কথায় কত কী যে বলেছি তা' কি আমার মনে আছে?

কিছুক্ষণ আগে নয়টা বেজে গেছে। আনন্দবাজারে খাওয়ার ঘণ্টা প'ড়ে গেল। আনন্দবাজারে প্রসাদ পাবেন যাঁরা তাঁরা একে-একে প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন। আকাশে একাদশীর চাঁদ ফুল্ল কিরণ বিকিরণ করছে।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ৬। ৬। ১৯৫৮)

কয়েকদিন যাবৎ প্রচণ্ড গুমোট গরম চলছে। দিনেরাতে এক ফোঁটা বাতাস পাওয়া যায় না। বৃষ্টির জন্য প্রকৃতি যেন ছটফট করছে। স্থানীয় গ্রামের অনেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে মনোমোহিনীধামের মন্দিরগৃহে কয়েকদিন ধ'রে তুমুল কীর্ত্তন হয়েছে। কীর্ত্তনের পর খানিকটা বর্ষা হয়েছে। আজ আবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘ জমেছে।

বেলা আটটা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের বড় তাস্তুতে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) তাঁর ছেলেদের সাথে ক'রে নিয়ে এসে বসলেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), গিরীশ (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতমশাই এবং আরো অনেকে উপস্থিত আছেন। কেষ্টদা আজ-কালকার ছেলেদের উপস্থিতবুদ্ধি ও ধরণ-ধারণ নিয়ে কথা উত্থাপন করলেন।

কথার মধ্যে একসময় কুতুনদা বললেন—অনেক ছেলে আছে, যারা ইচ্ছে ক'রেই দেরী ক'রে কলেজে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, ঐ দেখে ঠিক করা লাগে তার tendency (প্রবণতা) কেমন ও কোন্ দিকে।

কুতুনদা—আবার কিছু ছেলে আছে, যারা বিপদের মুহূর্ত্তে কী করতে হবে ঠাওর পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারাও বেকুব। তাদের বুদ্ধি মোষের মতন। আজকাল যা' রকম-সকম দেখি, এতে education (শিক্ষা) হওয়া কঠিন। আমার মনে হয়, এর থেকে চাষাভুষো হওয়া ভাল। চাষবাস করলাম, খেলাম-দেলাম তথাকথিত education-এর (শিক্ষার) কোন বালাই নেই।

কেষ্টদা—ঢের ভাল।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা কোকাকোলা খেলেন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে বসলেন। এই সময় প্রকাশ বোসদার ছেলে সত্য এসে প্রণাম করল। তার পরণে একটা পাজামা, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, মুখে চাপদাড়ি। সে উঠে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা

করলেন—তুই আরবী শিখতে পারিস্ নে ?

সত্য—কার কাছে শিখব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোক ঠিক ক'রে নেওয়া লাগে। আরবী, ইংরাজী আর সংস্কৃত, তিনটিই শিখতে হয়। আরবী শিখে সৎসঙ্গের মৌলবী হ'য়ে যাবি।—আমি যাহা কহিব তাহাই বেদ, যাহা কহিব তাহাই কোরান, এমন হওয়া লাগবে আরবী আর ইংরাজীতে যেন fluently (দক্ষতার সাথে) বক্তৃতা করতে পারিস।

ধীরে-ধীরে বেলা বেড়ে চলে। বেলা সাড়ে ন'টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। গত ১লা জুন রাত্রে ঠাকুরঘরের পাচক যজ্ঞেশ্বর মারা গেছে। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতকারী ষড়যন্ত্র ক'রে সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, যজ্ঞেশ্বরকে হত্যা করা হয়েছে। এর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে খুব চেষ্টা চলছে। গত ৪ঠা জুন তারিখে ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রথম পুলিশী তদন্ত হ'য়ে গেছে, পুলিশ অনেককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এ কারণে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খারাপ। পূজ্যপাদ বড়দা, পূজনীয় ছোড়দা, জ্ঞানদা (গোস্বামী), খগেনদা (তপাদার), এঁদের ডেকে মাঝে-মাঝে 'প্রাইভেট' কথা বলছেন।

আজও আবার সকাল ন'টার পরেই ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হয়েছে। পুলিশের গাড়ী পাবলিশিং হাউসের সামনে রয়েছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। পুলিশ পীযূষদা (চট্টোপাধ্যায়), নগেনদা (দে), খগেনদা (তপাদার), প্যারীদা (নন্দী), কেষ্টদা (সাউ), প্রমুখকে ডেকে সেদিনের যজ্ঞে-শ্বরের মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন করছে ও নিজেদের খাতায় ওদের উত্তর লিখে নিচ্ছে।

বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছেন আর খোঁজ নিচ্ছেন ওরা কী করছে। একটু পরে জ্ঞানদা এসে জানালেন—ওরা জুতা খুলে একবার শুধু ঠাকুরকে দেখে যেতে চায়। ঠাকুরের ছেলেদেরও একবার দেখবে বলল। তা' আমি বড়দা আর ছোড়দাকে এখানে নিয়ে আসি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ওদের আলাদা দেখা করানো ভাল।

জ্ঞানদা—আচ্ছা, তাহ'লে এদের এখন আনি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি প্রদান করলে জ্ঞানদা পুলিশ অফিসারদের নিয়ে এলেন দালানের বারান্দায়। অফিসারদের বসার জন্য চেয়ার দেওয়া হ'ল। এদের মধ্যে আছেন এডিশন্যাল পুলিশ-সুপার, দুমকার ডেপুটি পুলিশ-সুপার, দেওঘরের ডেপুটি পুলিশ-সুপার, একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টর এবং একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর। ওঁরা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাত জোড় ক'রে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওঁদের বসতে বললেন।

ওঁরাও প্রতিনমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসলেন। জ্ঞানদা সবার পরিচয় দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। ইতিমধ্যে ডাঃ সূর্য্যদা (বসু) কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তারপর কণ্ঠস্বরে খুব আকুলতা ঢেলে শ্রীশ্রীঠাকুর পুলিস-অফিসারদের কাছে আর্জি পেশ করার ভঙ্গীতে বললেন—আমার একটা জায়গা দরকার। বিরাট family (পরিবার) নিয়ে থাকি আমি। সব যাতে এক জায়গায় থাকতে পারি এমন একটু জায়গা দরকার।

সে-কথায় কান না দিয়ে এ. এস. পি. হিন্দীতে বললেন—য়হাঁ একটো রসুইয়া মর্ গয়া—

কথা ভাল বুঝতে না পেরে শ্রীশ্রীঠাকুর 'এ্যাঁ' ব'লে কান এগিয়ে দিলেন। তখন ডি. এস. পি. (বাঙ্গালী) চেয়ারখানা এগিয়ে এনে ব'সে জোর গলায় প্রশ্ন করতে লাগলেন—এখানে একটা cook (পাচক) মারা গেছে, আপনি তা' জানেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—আপনি কবে শুনেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তা' ঠিক মনে নেই।

প্রশ্ন—চারদিন, পাঁচদিন, ছয়দিন বা সাতদিন আগে, কবে শুনেছেন কিছুই মনে নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-রকম হবে। ঠিক আমার মনে নেই।

প্রশ্ন—আচ্ছা, আপনি কখন শুনতে পেলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি শুনলাম, সকালে ওরা যখন প্রণাম করতে আসে তখন নিজেদের মধ্যে ফুসফুস ক'রে বলাবলি করছিল, তার থেকে জানতে পারলাম।

প্রশ্ন—সে ক'টার সময় ?

জ্ঞানদা—ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে।

প্রশ্ন—রাত বারোটায় লোকটা মারা গেল, আর আপনি অত পরে শুনলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে ওরা অনেক কিছুই কয় না। ডাক্তারের বারণ আছে। Anxiety (উৎকণ্ঠা) যেন না বাড়ে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, কে আপনাকে প্রথম বলেছিল সংবাদটা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমার মনে নেই।

প্রশ্ন—কে বলেছিল তা' কিছুই মনে নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Is it possible for me to say (আমার পক্ষে কি বলা সম্ভব) ?

জ্ঞানদা—আমরা বহু লোক ঠাকুরের কাছে প্রণাম করতে আসি। তার মধ্যে

প্রথম যে কে বলে 'তা' তো ঠাকুরের পক্ষে মনে ক'রে রাখা সম্ভব নয়। অসুস্থ শরীর তাঁর।

প্রশ্ন—আচ্ছা, আপনি কি dead body (মৃতদেহ) দেখেছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মাথা নেড়ে) না। আমি চলতে-ফিরতেই পারি নে।

প্রশ্ন—আপনার এখানে আনা হয়েছিল dead body (মৃতদেহ) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাঃ। Anxiety-র (উদ্বেগের) খবর ওরা আমাকে দেয় না।

প্রশ্ন—আচ্ছা, লোকটা পুড়ে মরে গিয়েছিল তা' আপনি শুনেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাঃ।

প্রশ্ন—পোড়ার কথা শোনেননি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না।

প্রশ্ন—তবে কিভাবে মারা গিয়েছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুখ হয়েছিল জানতাম।

প্রশ্ন—কতদিন ধ'রে অসুখ চলছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঠিক মনে নেই।

প্রশ্ন—তবুও আন্দাজ ?

জ্ঞানদা—প্রায় একমাসের উপরে হবে বোধহয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে এরা (ডাক্তারদের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে) জানে। কতদিন হবে ?

সূর্য্যদা—হ্যাঁ ঐরকমই। এক মাসের উপর।

প্রশ্ন—ও যে-ঘরে ছিল সেটা যে disinfect (জীবাণুমুক্ত) করা হয় তা' আপনি জানেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ শুনেছি।

প্রশ্ন—আপনার হুকুমে ওটা disinfect (জীবাণুমুক্ত) করা হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হুকুম তো না। ওটা hygiene-এর (স্বাস্থ্যের) হুকুম। তা' সব লোকই জানে।

এই কথার পরে পুলিশ-অফিসাররা উঠে যেয়ে 'গেট্' এর কাছে ভগীরথদার (সরকার) ডিস্পেনসারি ঘরে বসলেন এবং সেখানে ব'সে পূজ্যপাদ বড়দা, পূজনীয় ছোড়দা, ডাঃ সূর্য্যদা, ভগীরথদা, যোগেনদা (সিং), অনিল সরকার, ব্যোমকেশ রায়, বিভূতি ভৌমিক প্রমুখ কয়েকজনকে জেরা করতে থাকলেন। যতক্ষণ এই জেরা চলছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ ক'রে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। বৈকুণ্ঠদা (সিং) তাঁকে উঠে স্নানাহার করার কথা বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট্ট কথায় উত্তর দিলেন—Anxiety (উৎকণ্ঠা) নিয়ে নাওয়া-খাওয়া করা ভাল না।

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় পুলিশ-অফিসাররা চ'লে যেতে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে স্নানাহার করেন। আহারের পর শ্রীশ্রীঠাকুর একটু শান্ত হ'য়ে বসলে তারপর পূজ্যপাদ বড়দা বাড়ীতে যেয়ে স্নানাহার করেন। কিন্তু দেরী করেন না। খুব তাড়াতাড়ি আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চ'লে আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও একটুও বিশ্রাম করেননি। উৎকণ্ঠিতচিত্তে ব'সে আছেন। বিকালের দিকে শরীর ও মন দুই-ই খারাপ বোধ করছেন। এর মধ্যেই থেকে-থেকে কখনও পূজ্যপাদ বড়দার সাথে এককভাবে, কখনও বা জ্ঞানদাকে সাথে নিয়ে নিরিবিলিতে কথা বলছেন। প্রত্যেকের মনে একটা 'কী হয়, কী হয়' ভাব।

বিকাল চারটায় পুলিশরা আবার এল এবং আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ছ'টার সময় ফিরে গেল। যথাসময়ে সান্ধ্যপ্রণাম হ'য়ে গেল। আজ লোকের উপস্থিতি অনেক কম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশেপাশে একটা উদ্বিগ্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ৭। ৬। ১৯৫৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে এসে বসেছেন। আজ গরম অপেক্ষাকৃত কম। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ চিন্তান্বিত। একটু বেলায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার শরীর আজ কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শরীর আরো দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে আজ। কাল সারাদিন ঐ-রকম গেল। আমি দেখি, anxiety (উত্তেজনা) আমার পক্ষে খারাপ।

ডাঃ কালি সেনদা এসে সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সাথে কথা বলবি। কথা ব'লে-ব'লে মানুষকে আপন ক'রে নিবি। এই যে আমরা এতকাল এখানে আছি, আপদের সময় পাশে দাঁড়াবার মত লোক এখানে দেখলাম না। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মতন যদি একটা আশ্রয় আমার থাকত তাহলে আর এ-সব গণ্ডগোল হত না। তিনি থাকতেন মথুরবাবুর আশ্রয়ে। একটা বরাদ্দ ছিল। আজ এটা আমার নিজের বাড়ী, আর এতগুলি লোক নিয়ে থাকা, তাই এ-সব ঝামেলা হতে পারছে !

স্থানীয় কল্যাণপুর গ্রামের অধিবাসী ভোলা কাহারদা এসে প্রণাম করল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, বৃষ্টি যে হয় না মোটে।

ভোলাদা—হাঁ বাবা, বৃষ্টি তো হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপ-টাপ করাতে এই রকম হয়। আশপাশের সব জায়গায় বৃষ্টি হ'য়ে গেল, কিন্তু এখানে হয় না। কীর্ত্তনটাও যদি চালাতে পারতিস ভাল ক'রে তাহলেও হ'ত। কী একটু করল টুং টুং ক'রে।

এর পরে পূজ্যপাদ বড়দা এলেন। তাঁকে ও কেষ্টদাকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নিরিবিলিতে কথা বলতে লাগলেন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ১১।৬।১৯৫৮)

গত রাত্রিশেষে পূজ্যপাদ বড়দা, বড়বৌদি ও এখানে ওঁদের ছেলেমেয়ে যাঁরা ছিলেন সবাইকে নিয়ে মোটরযোগে কলকাতায় রওনা হয়েছেন। ওঁরা গেলেন শ্রীমতী অণুকাদেবীর বিবাহ-উপলক্ষে। সকালে সমবেত প্রণাম হ'য়ে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় ছোড়দাকে ডেকে বললেন—তুই আজ এদিকেই থাকিস্। আমার কাছে-কাছেই থাকিস্। ওরা সবাই তো চ'লে গেছে।

তারপর তামাক খেতে-খেতে বার-বার পূজ্যপাদ বড়দার খোঁজ নিচ্ছেন।—জিজ্ঞাসা করছেন, ওরা এখন কতদূর গেছে, ক'টার সময় যেয়ে পৌঁছাবে, ইত্যাদি কথা।

এরপর ননীদা (চক্রবর্ত্তী) বললেন—হাজারিবাগ থেকে চন্দ্রনাথ বৈদ্যদা চিঠি দিয়েছেন যে, ওঁরা ওখানে সৎসঙ্গীরা মিলে একটা সৎসঙ্গ বাড়ী করতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয় জমি কতটা, ফাঁকা আছে কিনা। এমন ফাঁকা হলে ভাল হয় যেখানে আরো কিছুটা জমি নিয়ে একটা সৎসঙ্গ-কলোনী হতে পারে। এর সাথে আর কারো কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

ননীদা—এ জায়গাটা বেশ ফাঁকা, ছবির মতন।

ডেকলাল (ভার্মা) এসে প্রণাম করল। তাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখ্, তোকে কাল যা' বলেছি সেগুলি মনে রাখবি সারাজীবন। ঐ হ'ল কম্পাস দিগ্‌দর্শন।

দূরে মেন লাইন দিয়ে একখানা ট্রেণ যাচ্ছে। তার শব্দ স্পষ্ট ভেসে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকর্ণ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কোন্ গাড়ী রে?

শব্দটা লক্ষ্য ক'রে একজন বললেন—ওটা মালগাড়ী। বেলা আটটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পাণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ এসে বসলেন। ডাঃ বিমল ঘোষদা এসে প্রণাম ক'রে বললেন—আমি দুর্গাপুরে একটা সুবিধা পাচ্ছি, চ'লে আসব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আসতে পার। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য রাখবে, তুমি সৎসঙ্গের। আমার কথা fulfil (পূর্ণ) করতে যেখানে যেমনভাবে যা' করা লাগে তাই করবে। কাজকর্ম্ম যা' আছে কোনরকমে চালিয়ে যাবে। অবশ্য কোনরকমে না, যা' শিখবে তা' masterly way-তে (সুনিপুণভাবে) শেখা চাই। আগে হবে physician (চিকিৎসক), তারপর হবে expert (বিশেষজ্ঞ)। (একটু চিন্তা ক'রে বললেন)

—আমি ভাবছিলাম, অশোক (পূজ্যপাদ বড়দার জ্যেষ্ঠ পুত্র) যদি ডাক্তারী পড়ত তাহলে ও, অশোক, সোনা (পূজ্যপাদ বড়দার দ্বিতীয় পুত্র), কাজলা (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র), আর এর মধ্য-দিয়ে যদি আর দু'চার জন বেরোয় তাহলে এদের সবাইকে নিয়ে এক দঙ্গল হ'ল। হয়তো চ'লে গেল ভিয়েনায়, কি ইংলণ্ডে। (পণ্ডিতদাকে দেখিয়ে) এই পণ্ডিতের conception (বোধ) আমি দেখি, সকলের চাইতে বেশী। ওরে আমি কই, politics (রাজনীতি) শেখ্। মানে, বইপড়া politics (রাজনীতি) না। কথা কেমন ক'রে কইতে হয়, কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয় সব শিখবে। অবশ্য বইও পড়তে হয়।

কেষ্টদা—মানুষকে কী ক'রে খুশি রাখতে হয় তা' ও জানে।

কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন। তারপর কুতনদার দিকে ফিরে বললেন—তুই তোর বাবার কাছে শেক্স্পীয়র বা ঐসব একটু প'ড়ে নিতে পারিস্ না ?

কুতুনদা—আজ্ঞে পারি, পড়ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেখি, বিনোদাবাবু যা' জানেন সেটুকু বেশ thorough and perfect (পূর্ণাঙ্গ এবং ত্রুটিশূন্য)। লোকটার 'পরে আমার admiration (শ্রদ্ধা) আছে। Constituent-এর (উপাদানের) idea (ধারণা) নেই, এমনতর অনেক বড় পণ্ডিত আছে। যেমন, একটা ওষুধ আছে। কোন্ জিনিসের সাথে কোন্ জিনিস কতটা পরিমাণে মিশিয়ে ওটা হয়েছে তা' না জানলে তো ওষুধটার constitution (সংগঠন) জানা হ'ল না। সব-কিছু এ-রকমভাবে জানা চাই, masterly deal (সুনিপুণভাবে ব্যবহার) করা চাই। পণ্ডিত যদি ও-রকম হ'য়ে ওঠে।

তারপর মান্তুনের (কেষ্টদার চতুর্থ পুত্র)-র দিকে তাকিয়ে বললেন—মান্তুন ! একটা গান কর্ দেখি। দেখি, গান শুনতে-শুনতে তামাক খাই।

তামাকের কথা শুনে হরিপদদা (সাহা) তামাক সাজতে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বিমলদাকে বললেন—তোর বিলেত যেতে ইচ্ছে করে না ?

বিমলদা—তা' তো করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে ঐ যা' বললাম, ক'রে ফেলা। একটা এম-ডি ডিগ্রী নিয়ে ফেলা। আর ঐ যে physician (চিকিৎসক) হওয়ার কথা বললাম, সেটা হবে চলতি রকমে নয়। তোমার একটা হাসিতে, একটা কথায় যদি মানুষের রোগ সেরে না যায় তাহলে আর হ'ল কী ? আবার, কেউ হয়তো আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিবিরোধী কথা বলছে, তুমি যদি তার opposition (প্রতিবাদ) কর তো এমন ক'রে করবে যে তার একেবারে "কানের ভিতর-দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ"

হ'য়ে ওঠে। এগুলি culture (অনুশীলন) করবে। (বিদেশের কথা উল্লেখ ক'রে) ঐ-সব দেশে যেয়ে যখন কথা বলবে, সবাই যেন দেখে—একটা মানুষ কথা কচ্ছে। সেইজন্য কেমন ক'রে কথা কইতে হয় তাও শেখা লাগে। আর, বৌয়ের সাথে friendship (বন্ধুত্ব) থাকুক, তার উপর দরদ থাকুক, কিন্তু দেখো, ছাওয়াল-পাওয়াল বেশী না হয়। ছাওয়াল-পাওয়াল বেশী হ'লে valour (পরাক্রম) ক'মে যায়।

ইতিমধ্যে হরিপদদা তামাক সেজে এনে দিয়েছেন। গড়গড়ার নলটি নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্তুনকে গান আরম্ভ করতে বললেন। তাঁর তামাক খাওয়া শেষ হ'লে মাস্তুনের গাওয়া শেষ হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে বললেন—বাঃ। ওর গলাটা কেমন রে বনবিহারী?

বনবিহারীদা (ঘোষ)—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ masculinely sweet (পুরুষোচিত রকমে মধুর), তাই না? তবে ঐ-সব গলার দোষ কী—?—অনেকে প্রেম করতে আসে। সাবধান হ'য়ে চ'লো। মা-বোনের মত দেখো সবাইকে। কোথাও ঢ'লে-ট'লে প'ড়ো না। অবশ্য কুতুনদা সাথে থাকলে ভয় নেই। কিন্তু সাথে না থাকলেও তুমি ঐভাবে চ'লো। (তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন)—

ঠাকুর ভ'জে চাইলি মাগী
ছিলি মানুষ হ'লি ছাগী।

কথায়-কথায় নয়টা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বু থেকে উঠে এসে বড় দালানের বারান্দায় বসলেন। বাইরে থেকে প্রচুর চিঠি আসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে। নানারকম সমস্যার কথা লিখে মানুষ তার সমাধান জানতে চায়। তেমনই একখানা চিঠির বিষয়বস্তু তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন ক'রে বললাম—যে-সব চাষী গৃহস্থ, একেবারে পাড়াগাঁয়ে থাকে, জমিতে ধান না হ'লে তাদের টাকা রোজগারের আর কোন পথই খোলা থাকে না তাদের যদি একবার ধান না হয়, খুব অভাবের মধ্যে পড়ে, অথচ বাড়ীতে অনেক লোক থাকে তাদের, তারা কী করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা এই seasonal (মরশুমী) চাষগুলি করতে পারে। মানে, শসা, ঢ্যাঁড়স, কুমড়ো, খরমুজ, লঙ্কা, যখন যেটা হয় আর কি! আর, বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই ঐ কাজে নিয়োগ করা লাগে। লিখে দিতে হয়, তোমরা বি-এ-ই পাশ কর আর এম-এ-ই পাশ কর, সবাই এই কাম কর। আর, সাথে-সাথে জমি বাড়াবারও চেষ্টা করতে হয়।

সুনীল (করণ)—অনেকে বলে, অনেক পাপ করলে বাড়ীতে চুরি হয়। তার

চাইতেও বেশী পাপ করলে বাড়ীতে আগুন লাগে। কিন্তু দেখা যায়, এগুলি হয় অসাবধানতাবশতঃ। কোন্ কারণটা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসাবধানতাই একটা পাপ। আর, পাপের যা' ফল হওয়ার তা' হবেই।

সুনীল—অনেক সময় দেখি, যথেষ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও চুরি হ'ল। যেমন অনেক বাড়ীতে সবসময় পুরুষ মানুষ থাকে না, শুধু মেয়েরা থাকে। তারা এ বিষয়ে কী করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ীতে পারিবারিক কৃষ্টির অনুশীলন করা হয় না। যথাবিহিত প্রস্তুতিও থাকে না। প্রয়োজনের পূর্ব্বে প্রস্তুতি থাকা চাই। Carelessness (অসাবধানতা) থাকলেই alertness (সতর্কতা) থাকে না। আর, alertness (সতর্কতা) না থাকলে প্রস্তুতিও থাকে না। বাইরে থেকে দেখা যায় যে এ-সব অসাবধানতার জন্য হচ্ছে। কিন্তু অসাবধানতার পেছনে আবার যে কতকগুলি কারণ থাকে।

এর পর আর বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হওয়ায় সবাই উঠে পড়লেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ১৩।৬।১৯৫৮)

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা নিয়ে থাকেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ননীমা অন্যতমা। আজ সকাল থেকেই কোন কারণে ননীমা অভিমানাহত, মুখ ভার ক'রে আছেন। কথাবার্ত্তা বলছেন না। প্রায়ই এ-রকম হয়। সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন।

দয়াল ঠাকুর তামাক খেতে-খেতে ননীমার দিকে তাকিয়ে বললেন—অভিমান হ'ল নিজের হামবড়াই। ওর পিছনে থাকে অহঙ্কার। কিন্তু আমি এই বংশের ছেলে কি এই বংশের মেয়ে বা আমার বংশ এমনতর উঁচু, এই বোধ হ'ল মান। মান যদি থাকে, পাঁচজনে তোমার পরিচর্য্যা করবে। আর অভিমান থাকলে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়বে। তাই ব'লে অবশ্য মানের ভিখারী হওয়া ভাল না, নিজের ব্যক্তিত্বে মানের পরিচর্য্যা রাখা ভাল না।

খবর এসেছে, কলকাতায় পূজ্যপাদ বড়দার শরীর অসুস্থ। গত কাল বেশ জ্বর ছিল। পেটও খারাপ ছিল। সারা দিনে-রাতে পনের বার পায়খানা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এজন্য খুব উদ্বিগ্ন। সকাল থেকে ফোন করার কথা বলছেন। ফোন-লাইন ভাল না থাকায় একটু দেরী হ'ল। সাতটার সময় ফোন পাওয়া গেল বটে, কিন্তু দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করতেই আবার লাইনে গোলমাল হ'ল। বেলা সাড়ে আটটায়

আবার লাইন পাওয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে শ্রীশ্রীবড়মা স্বয়ং ফোনে পূজ্যপাদ বড়দার স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। জানা গেল, আজ পূজ্যপাদ বড়দা অনেকটা সুস্থ। পেট ভাল। জ্বর ৯৯'৬ ডিগ্রী।

বিকালে আজ আবার পুলিশের গাড়ী এল। পুলিশ ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে অনেককে ডেকে যজ্ঞেশ্বরের (পাচক) মৃত্যু সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করল। সন্ধ্যা নাগাদ ওরা সব ফিরে গেল।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৫। ৬। ১৯৫৮)

সকালে তাম্বুতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া বললেন—

তুমি যেমন রামের প্রতি
রামও তোমার তেমনি,
ভাল করলে ভাল পাবে
মন্দেও মন্দ সেমনি।

বেলা হ'তেই অনেকে এসে বসলেন। ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) এসে খবর দিলেন—কলকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ তাপস বোস গত পরশু পঞ্চাশ বছর বয়সে গ্যাস্‌ট্রিক আল্‌সারে মারা গেছেন।

তাপসবাবু এখানে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকেও দেখে গেছেন। তাঁর এই অকালমৃত্যুর কথা শুনে ব্যথাহত স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন—কয় কী? বড় shocking (বেদনাদায়ক) খবর।

আজ দুপুরে সবাই যখন বিশ্রাম করছে তখন হঠাৎ পুলিশের গাড়ী এসে ঢুকল ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে। এ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গেল ডাঃ প্যারী নন্দী, ভগীরথ সরকার, যোগেন সিং, পীযূষ চ্যাটার্জী, বিভূতি ভৌমিক, ব্যোমকেশ রায়, অনিল সরকার, নগেন দে ও খগেন তপাদারকে। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রাম ক'রে উঠে সব শুনলেন। খুব চিন্তান্বিত তিনি। তা'ছাড়া প্যারীদা কাছে না-থাকাতে তাঁর ওষুধপত্রাদিও ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না। এতেও শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ অসুবিধা বোধ করছেন। তাঁর সারা শরীর উদ্বেগ ও অস্থিরতায় যেন ছেয়ে আছে।

এই দুঃসংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত আশ্রমে ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে একটা অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা বিরাজ করছে। আজ সান্ধ্য প্রণামে আশ্রমের মায়েরা ও শিশুরা অনেকেই আসেননি। আশ্রমের ভিতরে ও বাইরে একটা থমথমে অবস্থা।··· রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কোনরকমে দুটি ঝোলভাত মুখে দিলেন নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে। তারপর শুলেন বটে, কিন্তু ঘুম ভাল হ'ল না। সারারাত্রি প্রায় ছটফট ক'রে কাটালেন।

১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ১৬। ৬। ১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তাকুলচিত্ত। সুশীলদা (বসু), বনবিহারীদা (ঘোষ), হরিপদদা (সাহা) ও সরোজিনীমা কাছে আছেন। পণ্ডিতমশাই (গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থ) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী খবর গিরিশদা।

পণ্ডিতমশাই—এইতো কলকাতা থেকে এলাম। অণুকার বিয়ে ভালভাবেই মিটে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকা কেমন আছে ?

পণ্ডিতমশাই—শরীরে আর কোন অসুবিধা নেই। এখন ক্রমশঃ সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন। আমি যাই, পুজো-আচ্চা সারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলে পণ্ডিতমশাই বাড়ীর দিকে গেলেন।

অজয় গাঙ্গুলীদার মাসতুত ভাই ডঃ রাজেন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর এক সহকর্ম্মী শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এসেছেন। রাজেনদা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই সময় ওঁরা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। অজয়দাও সাথে আছেন।

কথায়-কথায় রাজেনদার বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন—একটা জিনিস true (যথার্থ) না hallucination (ভ্রান্তি) তা' কী ক'রে বোঝা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জন্য বিষয় বা বস্তুকে তত্ত্বতঃ জানতে হয়। তত্ত্ব মানে thatness (তৎ+ত্ব)। যেটা যেমন, সেটাকে ঠিক সেইভাবে জানাই হ'ল তত্ত্বতঃ জানা। গীতায় আছে—"যো মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" আর, তত্ত্বতঃ জানতে হ'লে সেটা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে জানতে হয়। সংশ্লেষণের মধ্যে বিশ্লেষণ আছেই। এইভাবে জানাটা হ'লে তখন সেটা hallucination (ভ্রান্তি) কিনা বোঝা যায়।

প্রশ্ন—আমার এখানে আসার আগে রাজেনবাবুর সাথে কথা হ'ত। তখন ঐ ও-পাশের কাঠের ঘরটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। ওঁকেও আমি বলেছিলাম, আশ্রমে এইরকম একটা ঘর আছে নাকি ? এটা কী ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়। কল্পনা ক'রে অনেক কিছু দেখা যায়। আবার শুধু কল্পনা কেন, চিন্তাতেও দেখা যায়। তবে যাই করি, যাই দেখি, তার একটা material basis (বাস্তব ভূমি) থাকেই। সেটাকে অস্বীকার ক'রে আমাদের জানাটা হয় না।

প্রশ্ন—আমি চোখের সামনে অনেক ছোট-ছোট spark (স্ফুলিঙ্গ) দেখি। কিন্তু সেগুলি যে কী বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও দেখি। ছোটবেলা থেকেই দেখছি। সব জায়গায় দেখা যায়। ভাবতাম আমার চোখের দোষ, অথবা কোন কিছু cosmic power (মহা-জাগতিক শক্তি)। সবসময় যেন shoot করে (বিচ্ছুরিত হয়)।

ঐ ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সমর্থন জানিয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, shoot করে (বিচ্ছুরিত হয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে যখন দেখে তখন বুঝতে পারি এটা একটা imagination (কল্পনা) না।

রাজেনদা—আমি তো দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখার কায়দা আছে। আলোর পিছনে যেখানে অন্ধকার পড়ে সেখানে দেখা যায়। তা'ছাড়া অন্যত্রও দেখা যায়।

প্রশ্ন—অনেকে বলেন, ধর্ম্মপথে যে-সব ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, সেগুলি নাকি উন্নতিতে বাধা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে আলদা একটা কিছু না। যা' আমাদের ধারণ করে, ধৃতি-সম্বেগ—life-urge, ধর্ম্ম হ'ল তাই। এ-ধর্ম্ম সবারই আছে। একটা পিতলের গেলাস, ঐ কাগজখানা, সবারই ধর্ম্ম আছে। আর, ঐশ্বর্য্য হ'ল ঈশ্‌-ধাতু থেকে, মানে আধিপত্য। আধিপত্যের মধ্যে আছে ধারণ-পালন। তাহ'লে ধর্ম্মটাকে যদি এই ধারণ-পালনের পথে manipulate (বিনায়িত) করতে পারি এমনতর রকমে, তখনই আসে বিভূতি। তাই বিভূতি মানেও সম্যকভাবে হওয়া।

প্রশ্ন—বিভূতিগুলি কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুক্ত হ'য়ে চলতে থাকলে বিভূতি আপনা থেকেই আসে।

রাজেনদা—অনেকে ঐ বিভূতিতেই আটকে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন উন্নতিও stopped (স্তব্ধ) হ'য়ে যায়।

রাজেনদা—ওটাকে এড়াবার কী উপায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় যুক্ত হ'য়ে থাকা। যুক্ত হ'য়ে থাকাটাই যোগ। আর, বিভূতি হ'ল বিহিতপথে হ'য়ে ওঠা। যোগ থেকেই বিভূতি হয়। তাকে কয় যোগ-বিভূতি। এটা অর্জ্জন করতে গেলে চাই আচার্য্য। তাঁতে লক্ষ্য রেখে তাঁরই প্রীত্যর্থে সমস্ত জগৎটাকে বিন্যাস ক'রে তুলতে হয়। সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যকে রক্ষা ক'রে যদি না চলি তাহলে কিছুই হয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাথরুমে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সবাই প্রণাম ক'রে উঠলেন। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বললেন—শরীর আমার এত খারাপ হয়েছে যে তা' আর কওয়ার নয়।

চোখেমুখে তার গভীর ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার ছাপ।

৭ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২২।৬।১৯৫৮)

গত কয়েকদিন ধ'রে গরমটা একটু কম। গতকাল থেকে আকাশে জমাট মেঘ, কিন্তু বর্ষা নেই।

কাল সন্ধ্যায় চারুদা (করণ) আশ্রমে এসেছেন। তিনি বেশ কিছু মানুষ নিয়ে জীপে ক'রে আসছিলেন। রাস্তায় জীপ এ্যাকসিডেন্ট হয়। কয়েকজনের আঘাত বেশ গুরুতর। চারুদা নিজেও আহত হয়েছেন। মোটরের সামনের কাচে গুঁতো লেগে মাথা কেটে গেছে। ভক্ত ঘোষদার আঘাতই সব চেয়ে বেশী। তাঁর ডান কাঁধের সংযোগস্থলের হাড়খানা স'রে গেছে। ডাঃ ননী মণ্ডলদা সবার কথা এসে জানালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদাকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছেন চিকিৎসার জন্য। সেই নির্দ্দেশ-অনুযায়ী দুলাল মজুমদার ও জ্যোতি হালদার কাল রাতেই ভক্তদাকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছেন।

আজ সকালে ননীদা এসে খবর দিলেন, আহতরা সকলেই এখন আরোগ্যের পথে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

গত রাত্রে চন্দ্রেশ্বরদার (শর্ম্মা) জ্বর হয়েছে। সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর তার খোঁজ নিচ্ছেন। ছ'টার পর জগদীশনারায়ণ শ্রীবাস্তব এসে জানালেন, চন্দ্রেশ্বর এখন ঘুম থেকে উঠল। এখন টেম্পারেচার ৯৯।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ বনবিহারীদাকে (ঘোষ) বললেন—এই দেখ্, চন্দ্রেশ্বরের অসুখ হয়েছে। ভাল ক'রে ওষুধ দিয়ে সারায়ে দে।

বনবিহারীদা উঠে গেলেন চন্দ্রেশ্বরদাকে দেখতে।

দুমকা থেকে এসেছেন তারাদা (গুপ্ত) ও নির্ম্মলদা (ঘোষ)। তাঁরা এখন এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীদাকে (বসু) লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমি তারাকে ক'লেম, আমার জন্য দুমকায় একটা বাড়ী ঠিক ক'রে দিতে।

তারাদা এ ব্যাপারে চেষ্টা করবেন ব'লে জানালেন।………গতরাত্রে বিহারের ভূতপূর্ব্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল বলদেব সহায় পাটনা থেকে এসেছেন। হাউজারম্যানদাও এসেছেন। বলদেববাবু এখানে এলে পূজ্যপাদ বড়দার বাড়ীতেই ওঠেন। সেখানেই উঠেছেন। ওঁদের এখন আসার কথা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেজন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন। এখন গৌর মণ্ডলদাকে ডাকতে বললেন। গৌরদা এলে তাঁকে বললেন—দেখ্, দুটো ভাল টিনে মধু পুরে ভাল ক'রে 'সীল্' করে রাখ্, এখনই, যাতে বলদেববাবু যাওয়ার সময় সাথে দিয়ে দেওয়া যায়।

গৌরদা ঐ কাজে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুশীলদা law (আইন) সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতির থেকে যা' আসে তাই-ই পরম আইন।

সুশীলদা—আজ মানুষের মনই যেখানে corrupted (ব্যতিক্রমদুষ্ট), সেখানে আর কী আশা করা যেতে পারে ?

এ কথার উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যখন বিপন্ন হয় তখন সে প্রকৃতির কাছ থেকে help (সাহায্য) পেতে চায়। কিন্তু কেউ বিপন্ন হ'লে যদি আবার তাকে torture (অত্যাচার) করা যায় তখন তার কেমন লাগে ? আপনি law (আইন) পড়েননি ?

সুশীলদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'বছর ?

সুশীলদা—তিন বছর। তারপর তো চ'লে এলাম। আর পরীক্ষা দিলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাশ করা থাকলে কামে লাগত।

সুশীলদা—Law (আইন) যতই perfect (নিখুঁত) হোক, তার মধ্যে এমন ফাঁক থেকে যায়—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি প্রকৃতির যে law (আইন) সেখানে কিন্তু এতটুকু ফাঁক হ'লেই ধরা পড়ে। এতটুকু ফাঁক হলেই তার effect (ক্রিয়া) হয়।

সুশীলদা—মানুষই যদি corrupted (ব্যতিক্রমদুষ্ট) থাকে তাহলে আইন perfect (নিখুঁত) হ'য়ে কি কোন লাভ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইন perfect (ত্রুটিমুক্ত) থাকলে অযথা অত্যাচার করতে পারে না। Law perfect (আইন ত্রুটিমুক্ত) হওয়া মানেই তা' harmless হওয়া (ক্ষতিকর না-হওয়া)।

বেলা প্রায় ন'টার সময় বলদেব সহায় এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় যেয়ে ব'সে তাঁর সাথে 'প্রাইভেট' কথা বলতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলছেন—Evil (অসৎ) মানুষকে তিনরকম ক'রে ফেলতে পারে—আর্ত্ত, শঙ্কিত ও প্রবৃত্তি-প্ররোচিত। আর্ত্ত যে তাকে বাঁচাও। শঙ্কিত যে তার শঙ্কা দূর কর, সাহস দাও তাকে, ভরসা দাও। আর, প্রবৃত্তি-প্ররোচিত যে তার অন্যায়টাকে প্রতিহত কর, তার মধ্যেকার সৎটাকে বাড়িয়ে তোল।

১৮ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ৩।৭।১৯৫৮)

আজ কয়েকদিন ধ'রেই নানারকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কাতর। প্রায়ই রাতে ঘুম হয় না। চুপচাপ ব'সে অথবা শুয়ে থাকেন। সকালে তাঁর চোখেমুখে ক্লান্তি, সারা শরীরে অবসাদের ছাপ দেখা যায়। ব্লাড প্রেসারও মাঝে-মাঝে ওঠা-নামা করছে। তাই কলকাতায় ডাঃ জে. সি. গুপ্তকে ফোন করা হয়েছে আসার জন্য। তিনি আজ শেষ রাতে এসে পেঁছেছেন।

দেওঘরের নানারকম গোলমালের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলায় কোথাও যেয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিছুদিন ধ'রে কলকাতার আশপাশে নানা জায়গায় অনেকটা জমিসহ একখানা বাড়ীর খোঁজ করা হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী গঙ্গানদীর পশ্চিম পারে কতকগুলি বাড়ী দেখা হয়েছে। বাড়ীগুলি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনছেন—কোন্‌টার কতটা কী সুবিধা, কতটা অসুবিধা। এখনও কোন বাড়ী পাকাপাকিভাবে নেওয়া হয়নি, দেখাশুনা চলছে। তবে তাঁর আগ্রহ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, দেওঘর থেকে তাঁর যাত্রাকাল আসন্ন।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে তাম্বুর মধ্যে ব'সে আছেন। চোখেমুখে সেইরকম ক্লান্তির ছাপ। শরীরের অবসাদের জন্য মাঝে-মাঝে কাতরাচ্ছেন। আনমনাভাবে দু'একবার তামাক খাচ্ছেন।

রাঁচী থেকে এসেছেন কালোদা (ডাঃ দেবব্রত বসু)। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐরকম অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—খুব কষ্ট হ'চ্ছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Anxiety (উৎকণ্ঠা) বড় বেশী। Anxiety (উৎকণ্ঠা) হলেই কষ্ট হয়।

স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতকারী পুলিশের সাথে হাত মিলিয়ে সৎসঙ্গ-আশ্রম তথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিব্রত করে তুলেছে। আশ্রমের কিছু কর্ম্মীকে পুলিশ 'এ্যারেস্ট' ক'রেও নিয়ে গেছে। সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই মানসিক কষ্ট পাচ্ছেন। ওসবের কথা উল্লেখ ক'রে সুশীলদা (বসু) বললেন—এরা তো কয়েকদিন এমন করবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো করবে। কিন্তু আর পারা যায় না।

দুটি দাদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কোথা থেকে এলে ?

ওঁদের মধ্যে বড় যিনি উত্তর দিলেন—খড়দা থেকে। আমার সম্প্রতি একটা বড় বিপদ গেছে। সেইজন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বিপদ্ ?

উক্ত দাদা—আপনার অনুমতি নিয়ে একটা দোকান আরম্ভ করেছিলাম। আজ ক'দিন হ'ল সে-দোকান লুঠ হ'য়ে গেছে। কেন আমার এমন হ'ল? আমি তো কারো সাথে তঞ্চকতা করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসের দোকান?

উক্ত দাদা—সোনারুপার দোকান। নাম ছিল কমলা জুয়েলারী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে তোর নাম আছে কেমন?

উক্ত দাদা—তা' আছে। (গলা ধরে এসেছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(তেজের সাথে) ঘাবড়াস্ ক্যা? আবার জোর ক'রে আরম্ভ কর, যাতে তোর ওখানে তো না হয়ই এবং আর কারো বাড়ীতেই যেন ডাকাতি না হয় এমন ক'রে তুলবি। চল্, আমিও ওদিকে যাচ্ছি একগাট্টা হ'য়ে থাকা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে দাদাটি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। পূজ্যপাদ ছোড়দা পাশেই একখানা পীঁড়িতে বসেছিলেন। তিনি দাদাটিকে হাতমুখ ধুয়ে আসতে বললে দাদাটি উঠে গেলেন।

ইতিমধ্যে খবর এল, ডাঃ জে. সি. গুপ্ত সকাল সাতটায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে আসছেন। উনি পরমপূজ্যপাদ বড়দার বাড়ীতেই উঠে থাকেন। এবারও তাই উঠেছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাতটা বাজার আগেই চ'লে এলেন খড়ের ঘরে। একটু পরেই এসে পেঁছালেন ডাঃ গুপ্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরের সমস্ত অবস্থা ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আরো কিছুক্ষণ গল্প ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন। এরপর দয়াল আবার এসে বসলেন প্রাঙ্গণের তাম্বুতে।

একটু পরে জ্ঞানদা (গোস্বামী) এলেন। তাঁর সাথে অনেকক্ষণ ধ'রে গোপন কথাবার্ত্তা চলল। বর্ত্তমান পুলিশী গোলযোগের ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমা কোন ধারায় যেতে পারে, সে-বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য জ্ঞানদা বেলা এগারোটায় দুমকায় রওনা হয়ে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে যেয়ে স্নানাহার সমাপন করলেন।

১৯শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ৪।৭।১৯৫৮)

আজ রাত দশটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওঘর ছেড়ে চ'লে যাওয়ার কথা। তদনুযায়ী সারাদিন ধ'রেই প্রস্তুতি চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি যা'-যা' প্রয়োজনে লাগতে পারে সব নিপুণ হাতে গুছিয়ে দিচ্ছেন শ্রীশ্রীবড়মা। তাঁর নিজের-টুকুও ঐ সাথে গুছিয়ে নিচ্ছেন। গাড়ু, পিকদানী, তামাক, টিকে, সুপারির কৌটা, জল খাওয়ার ঘটি, দাঁতখোঁচানি, কমোড ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস সুন্দরভাবে

কাঠের বাক্সে প্যাক করে দিলেন গৌর মণ্ডলদা। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর খাতাগুলি ও আনুমানিক যেসব বইয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে তা' একটি বড় ট্রাঙ্কে করে গুছিয়ে নিলেন প্রফুল্লদা (দাস)। সাথে কে কে যাবেন সেকথা পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও অনুমানে অনেকে তৈরী হ'য়ে নিচ্ছিলেন এই ভেবে যে, যদি যাওয়ার আদেশ হয় তাহলে যেন পিছিয়ে না পড়তে হয়। লরীতে সমস্ত মালপত্র ওঠানো হয়েছে। অন্যান্য গাড়ীগুলিও আশ্রম-প্রাঙ্গণে সার বেঁধে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সারাটা দিনই আশ্রমে বেশ লোকের ভীড় ছিল। বিকাল হতে না হতেই সারা সৎসঙ্গ আশ্রমের মানুষ ঠাকুরবাড়ীতে ভেঙ্গে পড়ল। সবারই কথা, প্রভু কতদিনের জন্য দূরে চ'লে যাচ্ছেন। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? সবাই এসেছেন তাঁকে প্রণাম ক'রে একটু দর্শন করে যেতে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি দেওঘর সহরের অনেক নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। দয়াল ঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা হাতলওয়ালা চৌকিতে ব'সে আছেন। সারা প্রাঙ্গণে মানুষ গিজগিজ করছে! সবাই নীরবে দর্শন করছে তাঁর মোহন দিব্য তনু। অনেকে ভাবী অদর্শনের ব্যথায় কাতর হয়ে নিঃশব্দে চোখের জল মুছছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও পূজনীয় ছোড়দা, কখনও জ্ঞানদাকে ডেকে প্রয়োজনীয় কথা বললেন নিম্নস্বরে।

সন্ধ্যার পর বৈদ্যনাথধামের পাণ্ডা ডাকুবাবু (খাওয়ারে) ও রামানন্দবাবু (ঝা) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে চেয়ারে বসলেন। আশ্রমের বর্ত্তমান গোলযোগ সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনা ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকুবাবুকে বললেন—আপনি আমার বংশের পাণ্ডা, আমাদের তীর্থগুরু, তাই আপনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যাচ্ছি।

এ-কথা শুনে ডাকুবাবু বার-বার শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ করতে লাগলেন যাওয়া স্থগিত করার জন্য। বললেন—আপনি যাবেন না ঠাকুর, আমি পনের দিনের মধ্যেই সব ঠিক ক'রে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখি আমার যদি থাকা সম্ভব হয় থাকব। নতুবা আপনি যা' করার তা' করবেন।

ডাকুবাবু—আপনি চ'লে গেলে আমাদের মনের জোর ক'মে যাবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদাকে বললেন এফ. আই. আর. টা ডাকুবাবুকে দেখাবার জন্য। ডাকুবাবু ওটা সবটা ভালভাবে দেখে বিদায় নিলেন। রামানন্দবাবুও এই সময় চ'লে গেলেন।

রাত ন'টা। এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বহু লোক। তিনি জ্ঞানদা ও হাউজার-ম্যানদার সাথে অনেকক্ষণ নিরালায় কথা বললেন। রাত সাড়ে দশটার সময় ঠিক হ'ল,

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ যাবেন না। কয়েকদিন দেখে তারপর যাবেন। এই খবর ওদিকে জানাবার জন্য সুশীল দাসদাকে বর্দ্ধমানে পাঠানো হ'ল। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে হাতমুখ ধুয়ে আহারে বসলেন। আশ্রমের ভীড় ধীরে-ধীরে পাতলা হ'য়ে এল।

২০শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ৫। ৭। ১৯৫৮)

ঠাকুরবাড়ীতে প্রস্তুতিপর্ব্ব দেখে আশ্রমবাসিগণ ধারণা ক'রে রেখেছিলেন যে গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর ছেড়ে চ'লে যাবেন এবং আজ সকালে আর ঠাকুরপ্রণাম করা যাবে না। কিন্তু রাতের মধ্যেই তাঁর না-যাওয়ার খবর সর্ব্বত্র বিদ্যুদ্‌বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই, আজ সকালে প্রায় সমস্ত আশ্রম আবার ভেঙ্গে পড়েছে ঠাকুরবাড়ীতে। তাঁর সন্নিধানে উপস্থিত সবারই মুখে হাসি, মনে আনন্দ—ঠাকুর আমাদের ছেড়ে যাননি।

আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্তের চাপ ও নাড়ীর গতি স্বাভাবিক আছে। কিন্তু পেটে অস্বস্তি বোধ করছেন। একবার পায়খানা থেকে এসে বসলেন।

ডাঃ কালীদা (সেন) দেওঘর শহর ও বাজারের মানুষের সৎসঙ্গ-সম্বন্ধে কে কিরকম ধারণা পোষণ করে তা'র বিবরণ দিচ্ছেন। এ-কাজ তিনি প্রায় রোজই ক'রে থাকেন। কিছুক্ষণ শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই খানিকটা জমি দেখ্‌ দু'হাজার একরের মত। বাংলায় হ'লেই ভাল হয়। Locality-র (জনবসতির) সাথে কোন touch (সংযোগ) থাকবে না। Touch (সংযোগ) না থাকলে আর এইসব গণ্ডগোল হ'তে পারে না।

কালীদা—কিন্তু পাবনায় তো আমরা দূরেই ছিলাম। তবুও গণ্ডগোল হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, সেখানেও town-এর (শহরের) সাথে যোগাযোগ ছিল। (দূরে দারোয়ার পশ্চিম পাড় দেখিয়ে বলছেন) ঐ, ওখানকার মত হওয়া চাই, যার ধারে-কাছে কোন বসতি নেই। এইরকম না হ'লে আমার পক্ষে মুশকিল।

এই সময় শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল আর গেলাম না। দেখলাম গেলে ওদের কথার দাম দেওয়া হবে নানে। ওরা অসন্তুষ্ট হ'তে পারে।

শরৎদা—দেখা যাক্‌ কয়েকটা দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর 'হুঁ' ব'লে চুপ করলেন।

২১শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ৬। ৭। ১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে আছেন। সকালের প্রণাম হওয়ার পরে জ্ঞানদা

(গোস্বামী) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কিছু গোপন কথা ব'লে গেলেন।

ঠাকুরবাড়ীর পূর্বদিকে থাকেন উপেন দোবে। তিনি কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। জ্ঞানদা চ'লে যাওয়ার পর এগিয়ে এসে বললেন—ঠাকুর, আপনি নাকি চ'লে যাচ্ছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার না যেয়ে উপায় কী বল ? যদি দেখতাম এখানে আমাকে আগলে রাখার মত তেমন বান্ধব আছে তাহ'লে যেতাম না। একজন লোক ম'রে গেল, তাকে বলে murder (হত্যা)। ধর, আমার যে অসুখ-বিসুখ হবে না তা' তো বলা যায় না। অসুখে মরতেও পারি আমি। এখন মরলেই যদি কয় murder (হত্যা) করা হয়েছে তাহ'লে তো মুশকিলের কথা।

উপেন দোবে—আপনি চ'লে যাবেন শুনে আমার ভাল লাগল না। তাই এলাম। আগে আসিনি। কারণ, ভাবছিলাম—লোক তো আছে, তদ্বিরও হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বান্ধব যে তাকে ডাকা লাগে না। বিপদের সময় সে আপনিই এগিয়ে আসে। তাকেই তো কয় বান্ধব। আমার তো অন্য কোন সম্বল নেই। আমার সম্বল তোমরা। তোমরা যদি সেইরকম শক্ত হ'তে তাহলে এসব হ'তেই পারত না। আমি অপরের ভাল ছাড়া করি না। আর, আমার পেছনে এমন ক'রে লাগে। (কণ্ঠে বেদনার সুর)। কিন্তু আমি যে কারো ভাল করি ব'লে ধন্য মনে করি নিজেকে তা' নয়। ও না ক'রে আমি পারি না। কারণ, আমি নিজে ভাল থাকতে চাই।

উপেন দোবে—কারা এত অন্যায় করছে তাদের কিছু নাম জানতে পারলে ভাল হ'ত। আমাদের চেষ্টায় কী হবে জানি না। তবে আমি ওদের সাথে কথা বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-সব তো আমি জানিনে। তার জন্য ঐ জ্ঞানের সাথে কথা কওয়া লাগবে। জ্ঞান এদিকে আছে এইসব নিয়ে।

'আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন আসি' ব'লে উপেন দোবে প্রণামান্তে বিদায় নিলেন। একটু পরে মেদিনীপুরের চারুদা (করণ), গগনদা (শিকদার), বর্দ্ধমানের মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

গগনদা মেদিনীপুরে ওকালতি করেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—জ্ঞানের দু'জন ভাল assistant (সহকর্ম্মী) না হ'লে তো হয় না। এ আমি কতদিন থেকে কচ্ছি। Assistant-দের (সহকর্ম্মীদের) একজন হয়তো দিল্লী গেল, একজন হয়তো রাঁচীতে থাকল। এইরকম ক'রে করা লাগে। তা' না হ'লে জ্ঞান একা, আবার সেক্রেটারী। তার পক্ষে কত সম্ভব ? আমার এখানে তো সবরকম লোকই আসে। তুমি তো law (আইন) ক'রে দিতে পার না যে শুধু ভাল লোক আসবে, খারাপ লোক এখানে আসবে না। সেইজন্য বলছিলাম, ঐ-রকম

মানুষ যদি জোগাড় ক'রে না দাও তখন বাধ্য হ'য়ে তোমাদের টান দেওয়া লাগে মাঝে-মাঝে। এ আমি মনোরঞ্জনকে বলেছি, চারুকেও বলেছি, তোমাকেও বললাম। আর, ও-রকমভাবে যদি প্রস্তুত হ'য়ে না ওঠ তাহ'লে এই সব হাঙ্গামা পোয়াবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকা লাগে। তাই লক্ষ্মি, জ্ঞানের দু'জন hand (সাহায্যকারী) দাও—তোমার মতন। একটা বামুন আর একটা কায়েত হ'লে ভাল হয়। তিন বামুন ভাল না, তিন কায়েতও ভাল না।

গগনদা—আচ্ছা আপনি যে স্বস্তিঅর্ঘ্য আর যোগঅর্ঘ্যের কথা বলেছেন, ওগুলি কী ব্যাপার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ইষ্টভৃতির কয়েকটা রকম করেছি। এমনিতে তো ইষ্টভৃতি সকলেই করে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা দৈনন্দিন এক টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করবে। সেটা হ'ল স্বস্তিঅর্ঘ্য। তার চেয়েও যারা সামর্থ্যবান তারা দৈনিক পাঁচ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করবে। এর নাম যোগ-অর্ঘ্য। এইভাবে যে অর্ঘ্যের জোগাড় হবে তা' দিয়ে নিজেরা কয়েকটা কাগজ-টাগজ বের কর। আমার কথাগুলি সব জায়গায় ছড়ায়ে দেও। আর, এই তোমার মত অন্ততঃ আড়াই শ' মানুষ দাও যারা এগুলি নিয়ে-নিয়ে চারায়ে দেবে।

গগনদা—সমাজে criminal-এর (অপরাধীর) সংখ্যাও খুব বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, আজকের গভর্ণমেণ্টে criminals (অপরাধী) আছে। কিন্তু সে-তুলনায় সৎসঙ্গের মধ্যে criminal-দের (অপরাধীদের) সংখ্যা ঢের কম। যা'ও দু'একটা ছিল, তারাও যে কিভাবে ঘুরে যাচ্ছে তা' বলার নয়।

এরপর যজ্ঞেশ্বর পাচকের মৃত্যু নিয়ে যে পুলিশবাদী মামলা হ'তে চলেছে সেই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থরু হ'ল।

কিছুক্ষণ পর ঐ-সব কথা শেষ হ'ল। তামাক সেজে দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মুখ্যু হ'য়েই মুশকিল হয়েছে। তা' না হ'লে বিনা পয়সায় এই সব কাজ নিয়ে দেখিয়ে দিতাম, পুলিশ কেমন হওয়া উচিত। আগে এসব গণ্ডগোলে পুলিশ দেখলে ভরসা লাগত।

হরিদা (গোঁসাই)—আর এখন পুলিশ দেখলে ভয় লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু মুখ্যু হ'য়ে একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে এই যে আমার অবদান যেগুলো সব un-adulterated (ভেজালবিহীন)। আগে পণ্ডিত দেখলে কথা বলতেই ভয় লাগত। ভাবতাম, কিসে কী ক'য়ে ফেলব। সেইজন্য আগের থেকেই ক'য়ে নিতাম, আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কিন্তু কিছু জানি না। এখনও কই।

২৪শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ৯। ৭। ১৯৫৮)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে মামলাসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চলছে। তিনি বেশ উদ্বিগ্ন। আশ্রম থেকে যাদের পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে তাদের জামিনের জন্য গতকাল দুমকায় আর্জি পেশ করা হয়েছে। শুনানী হ'য়ে গেছে। আজ রায় বেরোবার কথা।

দেওঘরে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে এরকম বিপদে পর-পর চারবার পড়তে হ'ল। প্রতিবারই স্থানীয় দুষ্কৃতকারী পুলিশের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁকে বিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে। কথাপ্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বার-বার চারবার। প্রথম বার কোন 'কেস্' করেনি। কিন্তু পরের তিনবারই করেছে। আমরা এখানে বারো বছর আছি, তার মধ্যে চারটা হ'ল। তার মানে, তিন বছর অন্তর একটা ক'রে।

সুশীলদা (বসু)—হ্যাঁ, গড়ে তাই। আর প্রতিবারেই সেই একই লোক-গুলি করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেবারে। (একটু থেমে) আমরা জানিই না how to deal with the people (মানুষের সাথে কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয়)। (সুধীর চৌধুরীদাকে) তুই 'ল' পড়িস্‌নি ?

সুধীরদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালভাবে 'ল' প'ড়ে সব জেনে রাখতে হয়, কেন বার-বার আমরা এ-রকম বিপদে পড়ি।

সুশীলদা—'ল' প'ড়ে কী হবে ? এখানে অনেক গ্রামের লোকেও উকিলের চেয়ে ভাল 'ল' জানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাবনায় এ-রকমটা ছিল না। পুলিশের সাহায্য পাওয়া যেত। সব চাইতে অসুবিধা করেছিল ঐ শক্তিমন্দির। আমি গ'ড়ে প্রায় এনেছিলাম। ওরাই ভেঙ্গে দিল। ওরা যদি সাহায্য করত, আরো কয়েকঘর হিন্দু এনে বসাতে পারলে পাকিস্থানই হ'ত না।

ইতিমধ্যে ডাঃ কালীপদ সেন এসে তাঁর দৈনন্দিন 'রিপোর্ট' পেশ করতে লাগলেন। বললেন—মানুষে বলে, ঠাকুর যেখানে যাবেন সেখানেই শয়তান আছে। ওদের বিরুদ্ধে লাঠি নিয়ে দাঁড়াতে না পারলে ওরা জব্দ হবে না। সৎসঙ্গের মত এখানকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও নানা দুর্ভোগ ভোগ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (তামাক খেতে-খেতে)—দণ্ডকারণ্যে গেলে হয়।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে উপস্থিত সবাই সশব্দে হেসে উঠলেন। একটু পরে গগনদা

(শিকদার) ও চারুদা (করণ) এসে বসলেন। কথায়-কথায় গগনদা বললেন—কম্যুনিষ্টরা ভগবান ব'লে কিছু মানে না। অথচ তাদের আদর্শের জন্য তারা যথেষ্ট করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'ভগ' কথাটা এসেছে ভজ-ধাতু থেকে। ভজ্ মানে love (ভালবাসা), serve (সেবা করা), cultivate (অনুশীলন করা) and enjoy (এবং উপভোগ করা)। এইগুলি যার থাকে সে হ'ল ভজবান। আর ভজবানই ভগবান। যেমন, তুমি উকিল, মানে উকিলবান। আমাদের যেমন বলা হয়, ভগবান মনু কহিলেন, ভগবান বশিষ্ঠ আসিলেন। এঁরা হলেন ঐ ভজনবান। আবার যেমন বলে, ঈশ্বর। ঈশ্বরের ঈশ্-ধাতুর মধ্যে আছে আধিপত্য। আধিপত্যের মধ্যে আছে ধা ও পা ধাতু, অর্থ—ধারণ-পালন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে বাঁচার tendency (প্রবণতা)। ঐ হ'ল ধারণ-পালনী সম্বেগ, ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্য। এই ধারণ-পালনী সম্বেগ যাঁর মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তিনিই ঈশ্বর। ধর, তুমি উকিল আছ। তুমি যদি ওকালতিতে ঐশ্বর্য্যবান হ'তে চাও তাহ'লে তোমার একজন ideal (আদর্শ) মানুষ থাকা লাগবে, তাঁর সেবা করা লাগবে, তাঁর ইচ্ছামত চলা লাগবে, তিনি যেভাবে চান সেইভাবে তোমার চলনগুলিকে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) করা লাগবে। Ideal (আদর্শ) কিন্তু শূন্য থাকলে হবে না। Flesh and blood-এ (রক্তমাংসে) থাকা লাগবে। মনে রেখো, "Beware of the man whose God is in the skies" (সে-লোকের কাছ থেকে সাবধান থেকো যার ভগবান আকাশে বিরাজ করেন)।

২৯শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ১৪।৭।১৯৫৮)

গত কয়েকদিন ধ'রেই আকাশ মেঘলা। মাঝে-মাঝে জোর বর্ষা হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমগ্র আশ্রম-পরিবেশও বিষাদভারাক্রান্ত। মিথ্যা ষড়যন্ত্রের জালে প'ড়ে আজ অনেকের প্রিয়জন হাজতে আবদ্ধ—তবু সান্ত্বনা এই যে সবার পরম আশ্রয় দয়াল প্রভু নিকটেই রয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ উদ্বিগ্ন। দিনে-রাতে কোন সময়েই তাঁর ভাল ক'রে ঘুম হয় না। আহারের অবস্থাও তদ্রূপ। আশ্রমে সর্ব্বত্র একটা থমথমে ভাব।

আজ বিকালে হঠাৎ পুলিশের এক বড় গাড়ী এসে ঢুকল ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে। ডি, আই, জি-র নেতৃত্বে একদল পুলিশ আবার 'এন্‌কোয়ারীর জন্য' এসেছে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কিছু দুষ্কৃতিকারীকে পুলিশের গাড়ীর আশপাশে ঘুরতে ও ওদের সাথে কথা বলতে দেখা গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে আশ্রমের কিছু লোককে নানা

বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে, গাড়ীখানা যেমন অতর্কিতেই এসেছিল তেমনি অতর্কিতেই বেরিয়ে গেল। সাথে-সাথে দুষ্কৃতিকারীর দলও উধাও হ'ল।

পরম দরদী শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। খুবই উদ্বিগ্ন তিনি। পুলিশ চ'লে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর তাঁর 'পাল্স্' ও 'প্রেসার' দেখতে বললেন। দেখা হ'ল, পাল্স্—১১৬ এবং প্রেসার ১৭৫।১১০। মুখ-চোখ লাল টক-টক করছে। সারা শরীরে বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন।

৪ঠা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২০।৭।১৯৫৮)

বর্ষাকালীন ঋত্বিক্-অধিবেশন সুরু হয়েছে। আজ দ্বিতীয় দিবস। বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্ম্মীরা এসেছেন। আজও অনেকে আসছেন। মেঘলা আকাশ থেকে টিপটিপে বৃষ্টি ঝরা সত্ত্বেও চারিদিকে খুশির আমেজ। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত বদনে সবার কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁকে আজ অনেক ভাল এবং সুস্থ দেখাচ্ছে।

সম্প্রতি বীরেন মিত্রদার বিয়ে হয়েছে। গত রাত্রিশেষে তিনি স্ত্রী কমলাদেবী-সহ আশ্রমে এসেছেন। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) বাড়ীতেই উঠেছেন।

ঋত্বিক্-অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে প্রাতে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে সমবেত বিনতি-প্রার্থনা হয়। প্রণাম হয়। তারপর অধিবেশনের অন্যান্য অনুষ্ঠান চলতে থাকে। আজ সমবেত প্রার্থনা। ভোর থেকেই সমাগত সৎসঙ্গীবৃন্দসহ কর্ম্মীগণ সমবেত হচ্ছেন সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় তাম্বুটির নীচে সমাসীন। বর্ত্তমানে যেখানে পার্লারঘর, আগে এখানেই ছিল এই বড় তাম্বু। যথাসময়ে কেষ্টদা এসে নিবেদন করলেন—এখন তো বিনতি হবে।

সে-কথার দিকে কোন লক্ষ্য না ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর অনিল সরকারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, তুই বীরেনের বৌ দেখিছিস্ ?

অনিলদা—আজ্ঞে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি কেষ্টদার দিকে ফিরে বললেন—আপনি যান, আগে বীরেনের বৌকে নিয়ে আসেন।

কেষ্টদা—আজ সকালে আপনার সামনে সমবেত প্রার্থনা হ'বার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর (জোরের সাথে)—আরে, আগে তো আপনি বীরেনের বৌ নিয়ে আসেন। বৌ দেখা হোক আগে। এরা সবাই দেখবে নে।

আর কোন কথা না ব'লে কেষ্টদা উঠে বাড়ীর দিকে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলদাকে বললেন—কিছু দিয়ে দেখিস্। পকেটে আছে তো ?

অনিলদা—তাই দেখব। পকেটে আছে।

তাম্বুর ঘেরার বাইরে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন আকুল আগ্রহ নিয়ে। প্রত্যেকের প্রতিই শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন ও মৃদু-মৃদু হাসছেন।

কিছুক্ষণ পর কেষ্টদা বীরেনদার স্ত্রীকে সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। পেছন-পেছন এলেন কেষ্টদার বাড়ীর মায়েরা ও ছেলেমেয়েরা সবাই। ওঁরা তাম্বুর মধ্যে ঢুকতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাসে যেন ফেটে পড়লেন। তাঁর এই আনন্দের অভিব্যক্তি উপস্থিত সকলের মনে যে কী অনির্ব্বচনীয় পুলকের দোলা দিয়ে গেল তা' ব্যক্ত করতে এ লেখনী অক্ষম।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুধামাকে আদেশ করলেন—বীরেনের বৌকে এখানে সামনে দাঁড় করা।

সুধামা সেইরকমভাবে ঘোমটা একটু তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। প্রথমে অনিল সরকারদা এগিয়ে এসে নববধূ কমলাদেবীর হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানালেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে একে-একে অনেকেই এগিয়ে এলেন। যার যেমন সাধ্য পাঁচ টাকা, দুই টাকা বা একটাকা নতুন বৌদির হাতে দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ এমনতর উত্তপ্ত অভ্যর্থনায় সেই নবাগতা অভিভূত, হয়তো বা বিস্মিতও। কারণ, একেই নববধূদের এ-জাতীয় অভ্যর্থনা কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। তারপর তা' আবার সংঘটিত হচ্ছে স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে, তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায়। অবাক দুটি চোখ মেলে হাত দু'খানি খুলে নববধূ শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সেই খোলা হাত দু'খানিতে ক্রমশঃ জমে উঠছে টাকার স্তূপ। এক সময়ে তা' হাত উপচে আঁচলে এসে পড়ল। পরমদয়াল স্মিতহাস্যে উপভোগ ক'রে চলেছেন স্বয়ংসৃষ্ট এই অনুপম লীলাবিলাস।

তাম্বুর বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভেতরে না এসে বাইরের থেকেই কেষ্টদার বাড়ীর মায়েদের হাতে টাকা দিয়ে হাত তুলে নতুন বৌকে নমস্কার জানালেন। ঐ মায়েরা আবার সে টাকা এনে ঢেলে দিলেন নতুন বৌয়ের আঁচলে।·········এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর নববধূকে বাইরের দিকে ফিরে দাঁড়াতে বললেন, যাতে সবাই ভাল করে বৌ দেখতে পান। উনি সেইভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন।

এই সময় মন্মথদা (দে) একখানা ছোট বেঞ্চি নতুন বৌয়ের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এখানে বসুক। সকলের দেখতে সুবিধা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিষেধ ক'রে বললেন—না, না, প'ড়ে যাবে।

তারপর আসামের রবীনদাকে (রায়) ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—রবি! বীরেনের বৌ দেখিছিস্ ?

রবিদা—আজ্ঞে—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর তো আর বৌ-টৌ নেই।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে ফেললেন। রবীনদা মৃদু-মৃদু হাসছেন। সমস্ত পরিস্থিতিটা প্রিয়পরমকেন্দ্রিক এক মিষ্টি আমেজে ভরপুর। এ প্রাণমন দিয়ে উপভোগ করার ব্যাপার, ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করার নয়। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুধামাকে বললেন—মম্মথদাকে প্রণাম করালি নে?

কেষ্টদা—আগে ঠাকুর-প্রণাম।

বীরেনদার স্ত্রী এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তারপরে মম্মথদাকে প্রণাম ক'রে কেষ্টদাকে প্রণাম করলেন। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাও।

মায়েরা নতুন বৌ নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়ার পর কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে আবাহনী দিলেন। বিনতি সুরু হ'ল। এখন ৬-৪৫ মিঃ।

বিনতি শুরু হ'তেই ঝির-ঝির ক'রে বর্ষা নামল। ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই একটু-একটু ভিজে গেলেন। প্রার্থনা শেষ হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে তাড়া দিয়ে বললেন—এই যা, বৃষ্টিতে ভিজিস্ নে।

সবাই স'রে যেয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়ালেন।

৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২২।৭।১৯৫৮)

সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে ব'সে বললেন—গগন (শিকদার) তো খুব লেগে গেছে। ও Law (আইন)-এর কয়েকখানা বই recommend (সুপারিশ) করল। বলল, বইগুলি এখানে থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই আনায়ে নেন।

কেষ্টদা—কয়েক শ' টাকার ব্যাপার। মেলা টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেলা টাকা। ভিক্ষা করলেই তো হ'য়ে যায়। (সুধীর সমাজদার-দাকে দেখিয়ে) ঐ যে, ও একাই পারে। ওর অসাধ্যি কাম নেই।

কেষ্টদা—হ্যাঁ পারে। কিন্তু আমার দরকার পনের দিনের মধ্যে। তা' পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না পারলে আর কী হ'ল? কিন্তু আমি শুনেছি ওর কথা। খুব নাকি কাম করছে। ওর যজমানরাও বেড়ে উঠছে। ও ইচ্ছা করলে এটা পারে।

সামনে যামিনীদা (রায়চৌধুরী) ব'সে আছেন। তাঁকে দেখিয়ে কেষ্টদা বললেন—যামিনীদাও এসব কাজ অনেকখানি পারেন। কিন্তু ওঁর দু'বার হার্ণিয়া

অপারেশন হয়েছে। এখন rest (বিশ্রাম) নেওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আবার কী কথা! এ তো কোনদিন শুনিনি। ভাল ক'রে দেখা।

কেষ্টদা—উনি বলেন, rest (বিশ্রাম) নেবারও উপায় নেই। এত কাজ আছে যে এখন rest (বিশ্রাম) নেওয়াই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা সত্যি কথা। সেটা সত্যি কথা আবার ওটাও সত্যি কথা। শরীর ঠিক না থাকলে কাজই তো হবে না।

আবার গগনদার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ গগনের মত মানুষ যদি আপনার জন বারো হয় তাহলেই এই সব কাম চলতে পারে।

কেষ্টদা—একজনের যদি যাওয়া-আসা থাকে এখানে আর সে interested (অন্তরাসী) হ'য়ে ওঠে তাহলে আর ঐ দশ-বারো জন জোগাড় করা অসম্ভব হয় না। তা'ছাড়া, মাঝে-মাঝে এদের কোন কাজ থাকে না ব'লে অসুবিধাও হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ যখন থাকে তখন তো থাকেই। তা'ছাড়া অন্য time-এ (সময়ে) এই সব নিয়ে পড়াশুনা করল।

দাদারা অনেকে ঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। কেউ বা তাম্বুর বাইরে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নয়নে দর্শন করছেন পরমারাধ্যতমের দৈবী তনু।

গিরিশ (কাব্যতীর্থ) পণ্ডিতমশাই এসে প্রণাম করলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাল রাতে ভাবছিলাম, গিরিশদাকে দিয়ে ছোট একখানা পকেট সাইজের পঞ্জিকা তৈরী করাব। গিরিশদাকে তো সব সময়েই দরকার। সময় ঠিক ক'রে তো আর এসব কাজ চলে না। গিরিশদা এখানে আমার কাছাকাছি থাকলে ভাল হয়।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার ছিল ১৭০/১১০, সন্ধ্যার দিকে আর একটু বেড়ে দাঁড়াল ১৭৫/১১০। চুপচাপ শুয়ে আছেন। কাছে লোকজন কম।

সন্ধ্যা উতরে গেলে কেষ্টদা ও গগনদা এসে বসলেন। গগনদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—মানুষ জোগাড় কর, তোমার পরমপিতার দেশের মানুষ—বারো জন। তা' এখান থেকেই হোক, আর ভারত বা ভারতের বাইরের থেকেই হোক। এই তোমার মতন হ'লেই হয়। কেষ্টদা কয়, এত বই, কিন্তু পড়ার লোক নেই। উকিল, ডাক্তার, scientist (বৈজ্ঞানিক) সবারই কিন্তু পড়ার দরকার আছে। আর এখানে থাকতে হ'লে শিষ্য-mentality-র (মনোভাবের) লোক প্রয়োজন। Servant-mentality-র (দাস-মনোবৃত্তির) লোক হ'লে হবে না। এ দু'য়ের মধ্যে ফারাক আছে। শিষ্য যারা তাদের ব্যক্তিত্ব আস্তে-আস্তে গজায়ে ওঠে, আর

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

servant (দাস) যারা তাদের ব্যক্তিত্ব আস্তে-আস্তে নিকেশ হ'য়ে যায়। সব-কিছুর মধ্যে existential (সাত্বত) রকমটা ঠিক রাখা লাগবে। আবার, আর একটা কথা মনে হয়। এই যে বারো জন, এরা বিয়ে-করা মানুষ হ'লে ভাল হয়।

এরপর বিবাহ নিয়ে কথা উঠল। প্রতিলোমবিবাহ যে কতখানি ভয়ঙ্কর এবং বিশ্বাসঘাতকের স্রষ্টা তা' নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আলো কমিয়ে দিয়ে সবাই উঠে এলেন। সরোজিনীমা ও প্যারীদা তাঁর শ্রীঅঙ্গ সংবাহন ক'রে দিতে লাগলেন।

৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ২৩।৭।১৯৫৮)

কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। উনি সরকারী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ভাল জমি দেখে দিতে বলেছেন বর্দ্ধমানের কাছে। কিন্তু ভদ্রলোকটি গঙ্গার পূব পারে জমির কথা বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তা' অভিপ্রেত নয়। উনি আজই চ'লে যাবেন। সন্ধ্যায় এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। বললেন—আমি আপনার এই কাজে কিভাবে লাগতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, সে কি আমি ক'য়ে দেব ? আমার দরকারের কথা আমি বললাম। এখন তুমি চেষ্টা ক'রে দেখবে কিভাবে তা' পার।

ভদ্রলোক—জমি ক্যানিং-এর দিকে হ'লে আপনার অসুবিধা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে হ'লে তো রেলস্টেশন পাব নানে।

ভদ্রলোক—স্টেশন আছে, একটু দূরে। তা'ছাড়া ভাল রাস্তা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্দ্ধমানের দিকে হ'লে সুবিধা হয়। ওটা হ'ল central place (কেন্দ্র-স্থান)। তা' ছাড়া এখানে এখন ভারতের সব জায়গারই লোক আসে। সেজন্যেও রেল স্টেশন না হ'লে হবে নানে। পানাগড় স্টেশনও ওখান থেকে কাছেই।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ একটু ভাবলেন। পরে বললেন—আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার কাজে লাগতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর শ্রীকরপল্লব দুখানি সংযুক্ত ক'রে বললেন—পরমপিতার দয়া।

এরপর ভদ্রলোকটি বিদায় গ্রহণ করলেন।.........আজ বিকালেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড্ প্রেসার বেড়েছে। ১৭০ হয়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—শরীর কেমন লাগছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল না। সন্ধ্যে কি গ'ড়ে (গড়িয়ে) গেছে ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে কাত হই। (ডান কাতে শুলেন)।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কেষ্টদা—গা টিপে দেব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(বাম হাতখানি লম্বা করে দিয়ে)—দেন।

কেষ্টদা উঠে পরমদয়ালের শ্রীঅঙ্গে কর-সংবাহন করতে লাগলেন। দয়াল ঠাকুর তাঁর সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন।

ধীরে ধীরে রাত আটটা বাজল। গগনদা (শিকদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), ভাটুদা (পণ্ডা) প্রমুখ এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে থাকেন—গগনকে আমি যা' বলেছি তা' যদি ক'রে ফেলাতে পারে তাহলে ওঃ, বড় জবর কাম হ'য়ে যাবে নে। এইভাবে যদি লাগা হ'ত তাহলে এতদিনে সেই পনের-কুড়ি কোটি সংসঙ্গী হ'য়ে যেত। আপনি একবার হিসেব করেছিলেন, বছরে যেন কত ক'রে হ'লে পাঁচ বছরে কত হ'তে পারে। আর, এতটা যখন তোমরা হ'য়ে যাবে তখন তোমরা যেদিকে কাত, রাষ্ট্রও সেইদিকে কাত। Whole (সমগ্র) রাষ্ট্রই initiated (দীক্ষিত) হ'য়ে পড়বে।

৮ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৪।৭।১৯৫৮)

গতকাল প্রায় সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃষ্টি না থাকলেও আকাশে জমাট-বাঁধা মেঘ। শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছেন না। তিনি প্রাঙ্গণের নতুন তাম্বুটিতে অবস্থান করছেন। চোখে তাঁর কষ্ট হচ্ছে কয়েকদিন যাবৎ। সেইজন্য চোখ দেখতে এসেছেন কলকাতার খ্যাতনামা চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ নীহার মুন্সী। খবর এল, সকাল সাতটার পর ডাঃ মুন্সী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসবেন।

সকাল সাতটা কুড়ি মিনিটে এলেন ডাক্তারবাবু। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে উঠে এসেছেন। এখানেই চারিদিকের পর্দ্দা ফেলে ঘর অন্ধকার ক'রে ডাঃ মুন্সী শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ পরীক্ষা করলেন। পরে বললেন—তেমন কোন defect (দোষ) কিছু নেই। আমি একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে যাব। সেটা follow (পালন) করলে আর কোন অসুবিধা দেখা দেবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীবড়মা, ক্ষেপুকাকা, চানু (খেপুকাকার পুত্র), কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) চোখও দেখলেন ডাঃ মুন্সী।

বেলা ন'টার পর সব দেখা শেষ ক'রে খড়ের ঘরে এসে প্রেসক্রিপ্শন লিখতে-লিখতে ডাঃ মুন্সী শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমরা বেঁচে থাকলে আপনার আর ভাবনা কী ?

প্রাণের যেন সমস্ত দরদ ঢেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা বেঁচে থাকুন শ্রদ্ধাপূত নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে, এই আমার প্রার্থনা।

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে ওঠে। জ্ঞানদা (গোস্বামী) গগনদা (শিকদার) ও আরো অনেকে এসে বসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐতিহ্যের একটা দল সৃষ্টি করা লাগে, যারা কথায়, কর্ম্মে, আচরণে সর্ব্বতোভাবে ইষ্টকৃষ্টিকেই প্রতিষ্ঠা করবে। এই যেমন তুমি আছ, ডাক্তারবাবু আছেন, এইসব নিয়ে গঠন করতে হয়। তোমাদের তো কয়েক লাখ লোক আছে। ভারতের সব জায়গায় আছে তারা। চুনী বলছিল, আমাদের মধ্যে সবাই যে সাধু তা' নয়। এর মধ্যে ডাকাত, বদমাইশ, জুয়াচোর সবই আছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমাদের মধ্যে criminal (অপরাধী) অনেক কম।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে ফোন এল। জ্ঞানদা উঠে গেলেন ফোন ধরতে। পরে এসে বললেন—খবর পাওয়া গেল যে, কিছুদিন আগে কোলাঘাট স্টীমার লঞ্চে যে disaster (বিপদ) হয় তাতে প্রায় একশ লোক মারা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তার মধ্যে যাঁরা সৎসঙ্গী ছিলেন সকলেই প্রাণে বেঁচে গেছেন। আর খবর হ'ল, অশোকদা (পূজ্যপাদ বড়দার জ্যেষ্ঠ পুত্র) এবার বি, এ, পাশ করেছেন।

দু'টি খবর শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে ব'সে বললেন—দে, তাহলে আর একটু তামাক খাই।

১১ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৭।৭।১৯৫৮)

প্রাতে—নতুন তাম্বুতে। অল্প-অল্প বৃষ্টিঝরা সকাল। থেমে-থেমে বর্ষা পড়ছে। প্রাঙ্গণের নীচু জায়গাগুলিতে কিছু-কিছু জল জমছে। শ্রীশ্রীঠাকুর পাতলা একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে আছেন।

একটু বেলায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী,) নিরাপদদা (পণ্ডা) প্রমুখ এসে বসলেন।

ধর্ম্মপালন করতে গিয়ে মানুষ অলৌকিকত্ব-প্রত্যাশী হ'য়ে পড়ে, এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে-করতে কেষ্টদা বললেন—আমি দেখি, আজকাল ধর্ম্ম করতে-করতে মানুষ যেন common sense (সাধারণ বোধ)-হারা হ'য়ে পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের নামে চলতে-চলতে common sense (সাধারণ বোধ) তখই নিকেশ হ'য়ে যায় যখন মানুষ অলৌকিককে আশ্রয় ক'রে বিনা কাজে বড় হ'তে চায়, না ক'রে বড় হ'তে চায়। দেখবেন, এই একেবারে সব। Miracle-এর (অলৌকিকতার) কথা শুনলে আমার এখনও ভয় করে। যখনই শুনি তখনই তার মধ্যে কী, কেন, কেমন ক'রে—বের করার চেষ্টা করি। এগুলো জোগাড় করার

কথা আমি অনেক বলেছি। এগুলো জোগাড় ক'রে বই করা লাগে। ভাল ক'রে ব্যাখ্যা দিয়ে লিখতে হয়। লেখার সাথে শেষে একটুখানি যোগ ক'রে দিতে হয়, 'এ নয় তো? এ নয় তো?' এমনি ক'রে।

কেষ্টদা—একটা বিষয় explain (ব্যাখ্যা) করার শেষে যদি আপনি কন, কেষ্টদা আমাকে দিয়ে করিয়েছে, তাহলে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অজ্ঞই থাকতে চাই। ওটা ভাঙ্গতে চাইনে। অজ্ঞ যদি না থাকি তবে আমার মুশকিল আছে। সেইজন্যই তো কই, এমনতর বই লেখা লাগবে, কেন, কেমনতর, এই সব ব্যাখ্যা দিয়ে খুব ভাল-ভাল জিনিস জোগাড় করা লাগবে। এ করা কিন্তু ভাল। আমি অনেকদিন আগে বলেছি প্রফুল্লকে। ঐ যে এক টি, বি, রোগী এসেছিল। শুধু নাম করতে-করতেই তার টি, বি, সেরে গেল। এখানে সে-কথা গল্প ক'রে গেল। নাম করতে-করতে শরীর খুব heated (উত্তপ্ত) হয়। একবার নাম করতে-করতে থার্ম্মোমিটার ধরিছিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে পারদ ১১০-এ উঠে গেল।

শ্রীরামপুর থেকে এসেছেন বৈকুণ্ঠদা ও জগবন্ধুদা (চট্টোপাধ্যায়)। রাতে তাম্বুতে ব'সে তাঁদের সাথে নানা কথা আলোচনা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কথাপ্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠদা জানতে চাইলেন—জগতে কি এক ধর্ম্ম হতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম একই আছে। তোমরাই গণ্ডগোল কর, মানে আমরাই গণ্ডগোল করি।

বৈকুণ্ঠদা—ধর্ম্মপথে যাঁরা চলেন, তাঁদের সংসারের দিক থেকে বিশেষ সুখ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হবেই না। কিন্তু ধর্ম্মপথে চলাই লাগবে। ধর্ম্ম মানে তোমার সত্তাকে যা' ধ'রে রেখেছে। সেটাকে nurture (পোষণ) দেওয়া লাগে। যেমন বলি, গাছের ধর্ম্ম এই, সাপের ধর্ম্ম এই, বাটির ধর্ম্ম এই। তাই না? যে আচার, চিন্তা ও চলনের ভিতর-দিয়ে আমাদের সত্তা পরিপোষিত হয়, তা'ই ধর্ম্ম। এ সবারই—ঐ গ্লাসটার, গাছটার, বাঁশটার। (সামনে খুঁটির বাঁশ দেখিয়ে) এই বাঁশটা ম'রে গেছে। তার মানে, তার যে ধর্ম্ম সেটা disintegrated (বিযোজিত) হ'য়ে গেছে। আজকাল অলৌকিকতার বহরে প'ড়ে আমাদের ধর্ম্মের conception (ধারণা) ছেড়ে গেছে। কিন্তু ধর্ম্মটাকে maintain (রক্ষা) করতে হয় পালন-পোষণ পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে। সত্তাটাকে বাঁচাতে হয়, বাড়াতে হয় ওরই ভিতর-দিয়ে। সব জিনিসেরই centre of gravity (অভিকর্ষ-কেন্দ্র) আছে। নেই? পৃথিবীর যেমন আছে, তেমনি আমাদেরও আছে। জীবনের এই centre

of gravity (অভিকর্ষ-কেন্দ্র) যদি upset (বিপর্য্যস্ত) হ'য়ে যায় তবে আমাদের সত্তাটাও upset (বিপর্য্যস্ত) হ'য়ে যায়। ঐ centre of gravity (অভিকর্ষ-কেন্দ্র) ঠিক রাখতে গেলেই আমাদের চাই আচার্য্য এবং তাঁর উপর অস্খলিত নিষ্ঠা। না-থাকার কথা যা'-কিছু আছে সেগুলিকে overcome (অতিক্রম) ক'রে থাকাটাকে establish (প্রতিষ্ঠা) করতে হবে। তার জন্য আমার যদি উর্জ্জী উদ্যমী চলন না থাকে তাহ'লে হবে না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বাথরুমে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সবাই স'রে এলেন। তিনি ফিরে এলে আবার সবাই এসে বসলেন।

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়) প্রশ্ন করলেন—আমি যদি ব'সে-ব'সে পাঁচজনের পাঁচরকম কথা শুনি, সেটা কি ছন্ন ব্যক্তিত্বের লক্ষণ ?

শ্রীশ্রীঠাকর—ছন্ন ব্যক্তিত্ব হ'লে কথাতে ঢ'লেই পড়ে। আর, তা' না হলে ঐ পাঁচজনের কথা শুনে তার মধ্যে common factor (সামান্য সূত্র) বের ক'রে কোন্‌টা কাজের তা' ঠিক করতে পারবে। ঐ যে কবীর সাহেবের কথা আছে না—

"সবসে বসিয়ে, সবসে রসিয়ে, সব্‌কো লিজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহো বৈঠে আপনা ঠাম॥"

কিরণদা—আপনি বলেন, আশ্রিতের mentality (মনোবৃত্তি) না রেখে ভক্ত হ'তে। কিন্তু ভক্তেরও তো আশ্রিতের mentality (মনোবৃত্তি) থাকতে পারে। আর, উর্জ্জী ভক্তের লক্ষণই বা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উর্জ্জী ভক্ত চায় ইষ্টকে fulfil (পরিপূরণ) করতে, সেবানুচর্য্যা করতে। সে আশ্রিত তো বটেই। তার হয় ঐ 'শরণং ব্রজ' মানে রক্ষা ক'রে চলা। তারা হ'ল ভক্ত। আর আছে ভাক্ত, মানে ভাতুড়ে। সে আশ্রিতও না, অনুরক্তও না। সে শুধু ভাতের জন্য ঘোরে। এক মগ ভাত আর এক হাতা ডাল পেলেই সে সন্তুষ্ট। তাকে যখন-তখন যা' তা' বোঝানো যায়। তারা চলে লাট্টুর মত। তাদের নিজেদের stay (অবলম্বন) নেই, stand (স্থিতি) নেই। এ হ'ল ডাক্তারী পড়ার মত। সব দেখে-দেখে চলবে। মানুষ দেখে যাকে যেমন treat (চিকিৎসা) করার দরকার হয় তাই করবে। অসৎকে জানাও লাগবে, তাকে অতিক্রমও করা লাগবে। অসৎকে না জানলে পরে তোমার সৎ stable (সুদৃঢ়) হ'য়ে উঠবে না।

চুনীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন—অনেক সময় accident-এর (দুর্ঘটনার) মাঝে প'ড়েও মানুষ বেঁচে যায়। এগুলির ঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন যে বাঁচল সেটা যদি বের করতে না পার তাহলে হ'ল না।

কিজন্য, কোন্ সময়ে চাকাটা গড়িয়ে আসতে-আসতে থেমে গেল ?

চুনীদা—যেমন রেঙ্গুনে বোমা পড়ার সময় অনেক শোনা গেছে। কোন উপায় নেই। একমনে মানুষ ঠাকুরকে ডাকছে। হঠাৎ কে যেন dictate (আদেশ) করল 'এক্ষুণি বেরিয়ে যাও'। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্ত্তেই বোমার আঘাতে বাড়ী চুরমার হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Bid of conscience (বিবেকের অনুজ্ঞা) guide (চালনা) করে, যখন মানুষ ঠাকুর-centric (কেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে। ও না হ'লে আর এটা বেরোয় না।

১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২৯।৭।১৯৫৮)

রাত্রে নতুন তাম্বুটির মধ্যে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদা (হালদার), জ্ঞানদা (গোস্বামী), হাউজারম্যানদা প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের পাপ যেমন পরিবেশকে affect (আক্রমণ) করে, তেমনি পরিবেশের পাপও আমাদের affect (আক্রমণ) করে। অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে আমাদের well-equipped (সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত) হওয়াই লাগবে। তা' না হ'লে অসৎকে resist (প্রতিহত) করা যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নেই। Anxiety (উদ্বেগ) লেগেই আছে, বলছেন। একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলে তাঁকে বলছেন—আমার ঐ গানটি খুব মনে লাগে, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"। শুধু আমার না, বোধ হয় অনেকেরই ভাল লাগে। (তারপর সুরে গাইলেন)

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

(গান গাওয়ার পরে) কিন্তু কিছু করতে পারলাম না কেষ্টদা!

বড় দালানে টেলিফোন রাখা আছে। এই সময় টেলিফোনে রিং হওয়ার শব্দ ভেসে এলো। কেষ্টদা উঠছেন, ফোন ধরতে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—দৌড়ে যান। Important phone (জরুরী ফোন) হ'তে পারে।

কেষ্টদা জোর পায়ে হেঁটে গেলেন। ফোনের কথা সেরে এসে আবার বসলেন।··· রাতে মন্মথদা (দে) তাঁর ওকালতি জীবনের অনেক গল্প করলেন।

১৮ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ৩।৮।১৯৫৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজও ভাল বোধ করছেন না। সারাদিনই প্রায় শুয়ে রইলেন।

গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। আজও থেকে থেকে বৃষ্টি চলছে। আবহাওয়া স্যাঁতস্যাতে। রাতে ঘুমাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদার (সিং) সঙ্গে অনেকক্ষণ প্রাইভেট কথা বললেন। ফলে রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি।

১৯শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ৪।৮।১৯৫৮)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বিলম্বে শয্যাত্যাগ করেছেন। চোখেমুখে ভরা ক্লান্তির ছায়া। এদিকে বৃষ্টি সমানে চলেছে। চারিদিকে জলে জলময়। লোকজন খুব কমই আসছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

২০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৫।৮।১৯৫৮)

গতকাল বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার বেশী হয়েছিল। আজ সকালে ১৬০ আছে। শরীর তাঁর খুবই দুর্ব্বল। আজ আবার পেটও খারাপ। দু'বার পায়খানায় গেলেন। শ্রীশ্রীবড়মা প্রায় সর্ব্বক্ষণই কাছে আছেন। বৃষ্টি সমানে চলেছে—কখনও বড় বড় ফোঁটা, কখনও ইলশেগুঁড়ি।

২১শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ৬।৮।১৯৫৮)

গত কয়েকদিন যাবৎই শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল না। রক্তের চাপ বাড়তির দিকে। পেটও ভাল যাচ্ছে না। এর মধ্যে আবার বর্ষারও বিরাম নেই। কখনও টিপটিপ ক'রে, কখনও বা মুষলধারে ঝরছে শ্রাবণের ধারা।

দিনে-রাতে প্রায় সময়েই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে জরুরী 'প্রাইভেট্' কথাবার্ত্তা নিয়ে। বাইরে যেসব গুরুভাই ওকালতি করেন, আশ্রমের সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ের খবর পেয়ে তাঁরা অনেকে চ'লে এসেছেন। তাঁদেরকে নিরালায় ডেকেও কথা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

আজ প্রাতে বেশ দুর্ব্বল বোধ করছেন। ওষুধ দেওয়াতে রক্তের চাপ কিছু কমেছে। আজ নাড়ীর গতি—৬৪। একটু অম্বলের ভাবও আছে। ভোরে উঠে হাতমুখ ধুয়ে আবার শুয়ে পড়েছেন বড় দালানের বারান্দায় এসে। রাতে শুয়েছিলেন প্রাঙ্গণের বড় ছাউনিটার তলায়। শ্রীশ্রীঠাকুর নিদ্রিত থাকায় আজ সকালে আর সমবেত প্রণাম হ'ল না। ভক্তবৃন্দ দূর থেকে তাঁকে দর্শন ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। কাছাকাছি কোন শব্দ নেই।

অনেক বেলাতে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর চোখেমুখে জল দিলেন। তারপর বার-দুয়েক তামাক সেবন ক'রে স্নানে উঠলেন।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য চিড়াভাজা নিয়ে আসছিলেন শ্রীশ্রীবড়মা। রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে তাঁর বড় দালানের ঘরখানির পূবের দরজা দিয়ে উঠছিলেন। হঠাৎ চৌকাঠে পা বেধে গিয়ে প'ড়ে গেলেন। হাতের বাটি ছিটকে প'ড়ে খাবার ছড়িয়ে পড়ল। হাতে, পায়ে ও গালে খুব চোট পেলেন শ্রীশ্রীবড়মা। গালটা একেবারে খাটের কোণে পড়েছিল। মায়েরা যাঁরা রান্নাঘরে ছিলেন, ছুটে এসে তুললেন তাঁকে। হাঁকডাকে আরো বহু লোক এসে পড়ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে এ-কথা যেতেই তিনি অস্থির হ'য়ে উঠলেন। ডাক্তাররা এসে প্রাথমিক চিকিৎসা যা' করার সব করলেন। এর পর শ্রীশ্রীবড়মা ধীরে-ধীরে হেঁটে যেয়ে তাঁর ঘরের বারান্দায় চৌকিখানির উপর শয়ন করলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে একে-তাকে পাঠাচ্ছেন।

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে দুর্বলতা আছে।

২৩শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ৮।৮।১৯৫৮)

গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে শয়ন করেছিলেন। কাল রাত থেকে তাঁর পেটে একটা অস্বস্তি হচ্ছে। মাঝে-মাঝে পেটের ভেতর মোচড়াচ্ছে। ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে চ'লে এসেছেন বড় দালানের বারান্দায়। একটা বিস্কুট ও জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। তাঁর ঘুমের ভাব দেখে বারান্দার পাল্লাগুলি বন্ধ ক'রে পরদা টেনে দেওয়া হ'ল। কালিদাসীমা কাছে ব'সে তাঁর বরতনু ধীরে-ধীরে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন। সকাল ৬-১৫ মিনিট।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘুমের পর উঠে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। হাতমুখ ধুলেন, তারপর পায়খানায় গেলেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীবড়মা এসে পূবপাশের বড় চেয়ারখানিতে বসলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু), মন্মথদা (দে) প্রমুখ এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা থেকে এসে বিছানায় উপবেশন করলেন।

কেষ্টদা—কেমন লাগছে এখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘুমাইছিলাম বহুক্ষণ। স্বপ্ন দেখছিলাম, হিমাইতপুরে গেছি। পথঘাটগুলো যেন আর সে-রকম নেই। এক জায়গায় একটা গলি। সেখান দিয়ে যাব। কিন্তু যেতে যেয়ে দেখি সেখানে সে-গলি আর নেই। কিরকম একটা উৎসবের মত হ'চ্ছে। কাকে যেন আপনার কাছে বই দেবার কথা কচ্ছি। কচ্ছি—'এই, কেষ্টদার কাছে বই দিছিস্?' তারপর দেখলাম, ওখানে সব মুসলমান। কিন্তু আমি যেখানে যেতে লাগলাম, সেখানেই মানুষ এসে আমার কাছে দাঁড়াতে লাগল—

মেয়ে-পুরুষ সবাই। কোন লজ্জা নেই। সবার চোখে একটা আপ্যায়নী দৃষ্টি, অভ্যর্থনার রকম। একটা মানুষকেও আমি চিনতে পারলাম না। কিন্তু আমাকে ওরা চেনে। এত চেনে যে একেবারে গায়ের মধ্যে আসতে থাকল। আর, তাকায়েই আছে, তাকায়েই আছে—আমি যেন একটা universal (বিশ্বের) বড় মানুষ, খুব sweet (মিষ্ট)।

সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছেন এই অপরূপ স্বপ্ন-কাহিনী। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চাইলেন। তামাক দেওয়া হ'ল।

একটু পরে নৈহাটির মহাদেব পোদ্দারদা বললেন—বাইরে যখন কাজ করি তখন ভাল থাকি। মুশকিল হয় যখন বাড়ীতে আসি—এর অসুখ, তার অসুখ। আবার অফিসেই মেলা কাজ থাকে। তার জন্য অফিসার চটা। এই সব কারণে মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটাকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নিয়ে চলতে হবে। এমনি করতে-করতে honest active (সৎ সক্রিয়) হ'য়ে উঠবে। পিছিয়ে যাবে না কোন কাজেই। এইরকম কী একটা কথা বলেছি সেদিন—?

কয়েকদিন আগে দেওয়া, তাঁর এই প্রসঙ্গের বাণীটি পড়লাম—

Honest compassion,
Honest compliance,
Honest delivery,
with honest swiftness
and alert inquisitive zeal,
—these are the towers of honesty.

(তৎপর অনুসন্ধিৎসু উদ্যম এবং সৎ ত্বারিত্যের সহিত সৎ অনুকম্পা, সৎ বিনয়, সৎ কর্ম্মনিষ্পাদন—এইগুলি সাধুতার স্তম্ভস্বরূপ।)

মহাদেবদা মন দিয়ে শুনলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইগুলি ঠিক রেখে চলা লাগে।

২৫শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ১০।৮।১৯৫৮)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অনেকটা ভাল। পেটের অস্বস্তি অল্প আছে। আজও সকালের দিকে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

কলকাতা থেকে ডাঃ জে. সি. গুপ্তকে আনা হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবার জন্য। সকাল সাড়ে আটটায় ডাঃ গুপ্ত দালানের হলঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে

দেখলেন। কার্ডিওগ্রাফও নেওয়া হল। সব ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তারবাবু বললেন—বিশেষ অসুবিধা কিছু নেই। শরীর মোটামুটি ভালই আছে ঠাকুরের।

প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হ'লে ডাঃ গুপ্ত বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা জীপ-গাড়ী আনতে আদেশ করলেন। গাড়ী এলে ডাক্তারবাবু মন্দিরে রওনা হলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদা (গোস্বামী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), নিরাপদদা (পণ্ডা) প্রমুখের সাথে কিছু দরকারী কথা বলছিলেন। কথার শেষে জ্ঞানদাকে বললেন—'নিমিত্তমাত্রং' হ'তে হয়। নিমিত্ত মানে কী দেখ্ তো।

অভিধান দেখে বলা হ'ল, নিশ্চিত ধারণা। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যা' চাই সেইভাবে সব কিছু ক'রে তোলাই আমার নিমিত্তমাত্র হওয়া।

২৬শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ১১।৮।১৯৫৮)

কাল রাত্রে খুব জোর বর্ষা হয়েছে। এখনও অল্প-অল্প বর্ষা হচ্ছে। আকাশ মেঘে ভরা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

বেলা দশটায় বৃষ্টি থামল। দালানের বারান্দায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাবার্ত্তা বলছেন। শ্রীরামপুরে (হুগলী) গঙ্গার ধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের যাওয়ার কথা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী ওদিকে বাড়ী দেখা হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—তোমাকে যা' যা' বলেছি মনে রেখো। যদি আমি শ্রীরামপুরে যাই, সেখানে ছোট-ছোট বাড়ী যাতে ভাড়া পাওয়া যায় তা' ঠিক ক'রে রেখো।

শৈলেনদা—সে-রকম কয়েকখানা বাড়ী কি দেখে রাখব, না ভাড়া ক'রে রাখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাড়া ক'রে রাখা তো মুশকিল।

তারপর বীরেন মিত্রদার দিকে ফিরে বললেন—বিভিন্ন জায়গায় দু'তিনখানা newspaper (সংবাদপত্র) থাকা খুব ভাল। কিন্তু আমি ভাবি—কাগজে লেখবে কে? লেখার রকম যা' সব দেখি তাতে তো ভরসা হয় না। ধর, আমি দু'চার লক্ষ টাকা জোগাড় ক'রে দিলাম। তারপর দেখা গেল সব for nothing (শুধু শুধু) হ'য়ে গেছে, যা' আমাদের হ'য়ে থাকে আর কি।

কেষ্টদা—আমি বীরেনকে আর শৈলেনকে কই journalism (সাংবাদিকতা) প'ড়ে নিতে।

এর পর কেষ্টদা বীরেনদা, শৈলেনদা ও চুনীদার সাথে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে কাত হ'য়ে শুলেন। সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত। চোখ দুটি ঢুলুঢুলু। শ্রীচরণদ্বয় এগিয়ে দিয়ে

চুনীদাকে বললেন—দে। চুনীদা সেই রাতুল চরণযুগলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

একটু পরে কেষ্টদা বললেন—আমি নন্দদাকে (ঘোষ) বলছিলাম কলকাতা মন্দিরের charge (দায়িত্ব) নিয়ে থাকার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভালই। কিন্তু clash (সংঘর্ষ) না বাধে কোথাও এমন রকমটা থাকা চাই।

কেষ্টদা—মন্দিরের অনেক রেকর্ডও আছে, সেগুলি preserve (রক্ষা) করা দরকার ঠিকমত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেকর্ড আবার এমনভাবে রাখতে হয় যাতে কোনদিন কোনরকমে তা' আমাদের against-এ (বিরুদ্ধে) যেতে না পারে।

ইদানীং বিভিন্ন বিষয়ের উপরে অনেক বই ও পত্র-পত্রিকা আনা হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে। সবগুলিই তিনি কেষ্টদার কাছে রাখতে বলেন। ঐ কথা উল্লেখ ক'রে কেষ্টদা বললেন—রোজ দু'তিনখানা ক'রে বই আসছে। একখানা পড়তে গেলে আর দু'খানা বাদ প'ড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি হয়তো বই প'ড়ে গেলেন। প'ড়ে দাগায়ে দাগায়ে রাখলেন। তারপর যেমন চুনী আছে, চুনী সেগুলি এক জায়গায় collect (সংগ্রহ) করল—অমুক বইতে এই আছে, অমুক বইতে এই আছে, অত পাতায়, এইভাবে।

কেষ্টদা—তা' হয়, চুনী যদি interested (আগ্রহী) হয়। Brain-ই (মস্তিষ্কই) সব scattered (বিক্ষিপ্ত) হ'য়ে আছে আমাদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Interested (আগ্রহী) না হ'লে হবে কি ক'রে? আর, ঐ scattered (বিক্ষিপ্ত)-গুলোকে centralised (কেন্দ্রায়িত) করা লাগবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দু'বার পায়খানায় গেলাম। আবার এখন যাওয়ার ভাব হচ্ছে। এটাও সুস্থতার লক্ষণ না।

কেষ্টদা—তা' তো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খামাকা এর মধ্যে প'ড়ে গেলাম, আমাদের এই case এর (মামলার) মত। কী যেন খেতে দিল, তারপর থেকে এই অবস্থা। দে—

—ব'লে হাত পাতলেন। সরোজিনীমা একটি পান ও একখণ্ড সুপারি দিলেন। সেটুকু মুখে ফেলে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—দাগাবাজি মানে কী?

অভিধান দেখে বললাম—বিশ্বাসঘাতকতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখেমুখে মোহন ভঙ্গিমা হেনে সুর ক'রে গেয়ে উঠলেন—

"ছাড়িস্ যদি দাগাবাজি
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারিস্।"

কেষ্টদা—ভাগবতের প্রথমেও আছে, যারা কপট তাদের ধর্ম্মলাভ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ঠিক, ঠিক কথা।

২৯শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৪।৮।১৯৫৮)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে ছিলেন। সকালে প্রণামের পর চলে এসেছেন বড় দালানের বারান্দায়। আজ ভোর থেকেই তাঁর বার বার পায়খানা হচ্ছে। পেট ভাল নেই।

কাল প্রায় সারারাত ধরেই বর্ষা হয়েছে। আজ সকালে আকাশ একটু পরিষ্কার দেখাচ্ছে। একটু বেলায় জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে নিবেদন করলেন যে তাঁকে এখন দুমকায় যেতে হবে। স্থানীয় দুষ্কৃতকারীদের চক্রান্তে আশ্রমের যেসব কর্ম্মী বর্ত্তমানে পুলিশ-হাজতে রয়েছেন তাঁদের জামিনের জন্য আজ দুমকা কোর্টে আবেদন জানানো হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে হাত দু'খানা জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'জয়গুরু' ।

আজ দুপুরে ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশীক্ষণ বিশ্রাম করেননি। বালিশে কিছুক্ষণ মাথা রেখেই উঠে পড়েছেন। দুমকার খবর পাওয়ার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার আগেই জ্ঞানদার ফোন পাওয়া গেল—আজ ডাঃ প্যারীদার (নন্দী) জামিন মঞ্জুর হয়েছে। অন্য যাঁরা আটক আছেন তাঁদের জামিন দেওয়া সম্পর্কে কোর্ট বিবেচনা করবেন আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

অন্ততঃ একজনেরও জামিন হয়েছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন—এখন বাকীগুলোর হলে হয়।

এরপর ঐ প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), নিরাপদদা (পণ্ডা) প্রমুখের সঙ্গে। কথায়-কথায় সুশীলদা জানালেন দুমকার খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রীযুত মহেশ্বর প্রসাদ ঝা হঠাৎ গতকাল পরলোকগমন করেছেন। (ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সৎসঙ্গের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন)। একথা শুনেই দয়াল ঠাকুর ব্যথাহত স্বরে ব'লে উঠলেন—'তাই নাকি ?' মনটা তাঁর ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পর খবর এল, আজ দেওঘর কোর্টে কেষ্ট সাউদার জামিনের জন্যে যে আবেদন করার কথা ছিল তা' করা যায়নি। কারণ, পাব্লিক প্রসিকিউটর আজ অনুপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর এ-বেলাতেও বেশ খারাপ। মাঝে মাঝে পায়খানায় যাচ্ছেন।

তারপর বিছানায় এসে কাতরাচ্ছেন 'বাবা গো, মাগো' ক'রে। কাছে লোকজন আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

৩১শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৬।৮।১৯৫৮)

গতকাল দুপুরে প্যারীদা (নন্দী) পুলিশ-হাজত থেকে জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই আছেন তিনি। কাল সারাদিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের মাঝে-মাঝে পায়খানা হয়েছে। আজ অনেকটা ভাল বোধ করছেন। পায়খানার ভাবটা নেই। তবুও শরীরে অস্বস্তি আছে। সে-কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—মনটা কিরকম খারাপ হ'য়ে গেল সকালে উঠেই। প্রস্রাব করলাম, মনে হ'ল বুঝি বিছানায় পড়েছে, বিছানা বুঝি নষ্ট হ'য়ে গেল। অবশ্য তা' হয়নি।

একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), নিরাপদদা (পণ্ডা), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), সবাই এসে বসলেন। তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ সকালবেলায় উঠে আমার কতকগুলি কথা মনে হচ্ছিল। একটু হরিবোল-হরিবোল করলাম, খুব উৎসব করলাম, আর ধর্ম্ম হ'য়ে গেল? ধর্ম্ম আর তা' নয়। ধর্ম্ম কয়, আজগবী যা' সেগুলিকে তুমি জান, জট যেগুলি আছে সেগুলি ছাড়িয়ে দাও, পরিষ্কার কর। রাশিয়া কয়, তথাকথিত ধর্ম্ম মানি না তা' মানবে কেন? যা' পালন করলে মানুষ চিরকাল গরু হ'য়ে থাকবে তা' মানতে যাবে কেন? আমি বরং দেখি, ওরা ধর্ম্মের প্রকৃত রূপটা ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু ধরেনি। তারপর গীতার কথা ভেবে দেখলাম। গীতার কোথাও lawless (বেআইনী) কিছু, খাঁকতি কিছু নেই। সেখানকার বৈশিষ্ট্যই এই—কোন হাঙ্গামার মধ্যে না যেয়ে সহজ বিজ্ঞান, সহজ চলন, সহজ রকম নিয়ে চল। সেইজন্য অতটুকু বইখানা আজও টিকে আছে। এটা আমাদের জাতিরই wealth (সম্পদ)।

কেষ্টদা—টিকে আছে তো বটেই, তা'ছাড়া ক্রমাগত বহু ভাষায় translated (অনূদিত) হয়েই চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা যেন কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ। কেষ্টদার ঐ মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি বলছেন—সকালবেলায় উঠেই কতকগুলি খারাপ চিন্তা ঠেসে ধরল। কী করা যায়! আসল কথা, মানুষের অভাব। চারিদিকে বহু গোলমাল হ'য়ে আছে। মানুষ পেলে এগুলো আবার ঠিক করা লাগবে।

এরপর কেষ্টদা আধুনিক সমাজের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—বর্ত্তমানে ভক্তিচর্চ্চা প্রায় নেই বললেই চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি চাইলেই কি ভক্তি হয় ? খিদে লাগলে না খেলে কি খিদে মেটে ? ইষ্ট যা'-যা' বলেছেন সেইগুলি না ক'রে কৃপা চাইলে কৃপা পাওয়া যায় না। আজ-কাল অবস্থা হয়েছে কেমন ? চাকরী করলেম, কিছু টাকা পেলেম। বিয়ে করার তো কোন দরকার নেই। পাঁচিসকে পয়সা ফেলে দিলেম। প্রেম ক'রে চ'লে আসলাম। হয়তো ছেলেপিলেও কতকগুলি হ'ল। বিয়ে ক'রে খামাকা দায়িত্ব নিয়ে কাম কী ? আর, এতে কোন দায়িত্ব নেই—তা' ছেলেপিলে আমারই হো'ক আর যারই হো'ক।

কেষ্টদা—আজ কোটি-কোটি refugee (শরণার্থী) বেড়ে যাওয়ায় মানুষ আরো feeble-minded (দুর্ব্বলমনা) হ'য়ে গেছে। এসব খুব বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ যে আমরা জানি না তা' তো না। কওয়ার সময় এরকমভাবে কই, অথচ আবার আমরাই তা' করি। হয়তো আমার থেকেও কত ভাল ক'রে কতজনে কয়। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে পনের বছর পরে—তোমার বয়স যদি থাকে—হয়তো তোমার মেয়ের সাথেই তোমার বিয়ে হ'য়ে যাবে। তুমি কি চিনতে পারবে কোন্‌টা তোমার মেয়ে ? (অত্যন্ত বিষাদের স্বরে) ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর-বর্ণিত এই ভয়াবহ পরিণতির শরাঘাত প্রত্যেকের অন্তরের মর্ম্মস্থলে যেন বিদ্ধ হ'ল। সবাই নির্ব্বাক। সকলের বেদনাকাতর অসহায় দৃষ্টি জগৎত্রাতার শ্রীমুখমণ্ডলে নিবদ্ধ।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—গগন আর চিঠি লেখেনি ?

কেষ্টদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(নিরাপদদাকে) তুই একখানা লেখ্ গগনকে।

নিরাপদদা—লিখব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার পায়খানায় গেলেন। পায়খানা থেকে এসে হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় ব'সে শরৎদার দিকে তাকিয়ে বলছেন—সকালবেলায় উঠেই মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল। এতকাল ধ'রে আমরা করলাম কী ? হয়তো দু'খানা বই লিখলাম কি কয়েকটা বক্তৃতা দিলাম। কিন্তু জীবন দিয়ে তো কিছু করতে পারলাম না। সমাজের এই প্রবৃত্তিমুখী চলনকে ঠেকাতে তো পারলাম না। মানুষ কোথায় ? মোক্‌থা যা' জানা আছে তার এক আনাও যদি করতেন তাহলেও হ'ত। ধর্ম্ম মানে তো একটা আজগবী রকম না। এর মধ্যে আছে হাতেকলমে করা। বাবুগিরি যদি করেন, তার মধ্যে ভগবান নেই। যদি সিদ্ধ হ'য়ে ওঠেন তাহলে হয়। হয়তো আমার এ-কথা বিশ্বাস করবে না মানুষ। কিন্তু লাখবার এ-কথা ঠিক।

১৮ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ৩। ৯। ১৯৫৮)

গত সপ্তাহকাল যাবৎই শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ। কানের কাছে সবসময় ভোঁ-ভোঁ ক'রে একটা শব্দ হয়। তার জন্য সুনিদ্রা হচ্ছে না। তার সাথে নানারকম উৎকণ্ঠা তো আছেই। আজ সকালের দিকে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে একটু ভাল বোধ করছেন।

সন্ধ্যার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার (নন্দী) সাথে ওষুধপত্র নিয়ে আলোচনা করছেন। কেষ্টদা বললেন—আপনার শরীর ভাল হ'লে ওষুধ কমিয়ে দিতে হবে।

সে-কথা সমর্থন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাকে যদি herbal medicine (ভেষজ ঔষধ) দেয়, আর সেই medicine (ঔষধ) যদি diet (পথ্য) হয় তাহলে ভাল হয়। তা' করার এদের ক্ষমতাই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বসবাসের জন্য শ্রীরামপুরে যে বাড়ী নেওয়ার কথা চলেছে সেই বিষয়ে এখন কলকাতায় ফোন করা হবে। চুনীদা ফোন করতে উঠছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ভালভাবে জিজ্ঞাসা করিস্, ওখানে ক'খানা ঘর, কতজন থাকা যাবে, ক'টা পায়খানা, জলের ব্যবস্থা ঠিকমত আছে কিনা ইত্যাদি।

চুনীদা একটু হেসে বললেন—আপনার থাকার মত জায়গা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুর তো আর একলা না। ঠাকুরের হাত-পা থাকার জায়গা আছে কিনা ?

চুনীদা উঠে গেলেন ফোন করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন—এই, কেষ্টদাকে ফোনের সময় কাছে রাখিস্। তারপর কেষ্টদার দিকে ফিরে বললেন—ও আপনি না থাকলে হবে নানে।

কেষ্টদা উঠে গেলেন ফোনের কাছে।

১৯শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ৪। ৯। ১৯৫৮)

আজ সকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশির উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। খড়ের ঘরে ছিলেন রাতে। সকালে ওখানেই সমবেত প্রণাম হ'ল। তারপর বড় দালানের হলঘরে এসে বসেছেন।

প্যারীদা (নন্দী) ছাড়া আর যে নয়জন আশ্রমকর্ম্মী পুলিশ-হাজতে আছেন, আজ তাঁদের জামিনে বেরিয়ে আসার কথা ছিল। দুপুরের পর খবর এল, আজ

হ'ল না, তারিখ আবার পড়েছে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর। ......বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছেন না।

সন্ধ্যায় খড়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর-সান্নিধ্যে সমবেত হয়েছেন শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ। পশ্চিমের দিকে ছোট চৌকি-খানিতে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন শ্রীশ্রীবড়মা। সুষমামা, চারুমা, প্রফুল্লমা, সুনীতিমা প্রমুখ কয়েকজন তাঁর কাছে ব'সে গল্প করছেন।

শরৎদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একই বাবা যেমন বহু ছেলে হ'য়ে জন্মায়, তেমনি এক পরমপুরুষ বহু হয়েছেন। একটা সাপের সাথেও কিন্তু আমার ঠাকুরের সম্বন্ধ আছে। কোন্ synthesis-এর (সংশ্লেষণের) মধ্য-দিয়ে সাপটা সাপ হ'ল আর ঠাকুর ঠাকুর হ'য়ে উঠল, তা' বের করা লাগবে।

শরৎদা—কিন্তু একটা সাপের সাথে ঠাকুরের co-ordination (সঙ্গতি) কী ক'রে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে গীতায় আছে "যো মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"। তত্ত্বতঃ জানতে হবে। সাপের মধ্যে যা'-যা' আছে, আপনার মধ্যেও তা'-তা' আছে। কিন্তু একটা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকে আপনি adjust (নিয়ন্ত্রিত) করতে পারেন। আর, তার adjustment (নিয়ন্ত্রণ) নেই। সে ফোঁস করে। আবার দেখেন, ফোঁস আপনিও করেন। কিন্তু আপনার সে করার রকম আলাদা।

কথার মাঝে যতীনদা (দাস) এসে বললেন—আমি একটু মণিদার (পূজনীয় ছোড়দার) ওখানে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা। (তারপর শরৎদাকে) মণি এইসব নিয়ে আলোচনা করে নাকি?

শরৎদা—আপনার কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করছেন খুব। চরিত্র-বিনায়নার দিকেও লক্ষ্য এসেছে। একটা ভুল হ'য়ে গেলে নিজেই সেটা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকমটা খুব ভাল।

কিছুক্ষণ পরে বালিশটা টেনে নিতে-নিতে বলছেন—আমি একটু কাত হই।

শরৎদা 'আজ্ঞে' ব'লে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকের দিনটা আমার কিরকম যে গেল। দুপুরে ঘুম হ'ল না কেন?

প্যারীদা—রাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(আগ্রহের সুরে) কী? কী?

প্যারীদা—দুপুরে হয়নি, রাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) হ্যাঁ, কথায় তো হয়।

এরপর আর কোন কথাবার্ত্তা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর কাত হ'য়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আর একটু রাতে জ্ঞানদা (গোস্বামী) এলেন। তাঁর সাথে অনেকক্ষণ যাবৎ নিরালায় কথাবার্ত্তা বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভোগের সময় হ'য়ে আসতে জ্ঞানদা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

২০শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ৫।৯।১৯৫৮)

বড় দালানের বারান্দায় শুভ্র শয্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রাম নিচ্ছেন। চুপ ক'রে শুয়ে আছেন। চোখ দুটি বোঁজা। বোধহয় ঘুমাচ্ছেন। কয়েকদিন পেটের গোলমাল চলতে থাকার পরে আজ ভাল আছেন তিনি।

সকাল গড়িয়ে গেলে উঠে বসলেন। হাতমুখ ধুয়ে গামছায় মুখ মুছে বিছানার এক পাশে রাখলেন। রেণুমা তামাক সেজে এনে দিলেন। এক ঢোক জল খেয়ে এক কুচি সুপারি ও লবঙ্গ মুখে ফেলে তিনি গড়গড়ার নলটি ওষ্ঠাধরে সংযোজন করলেন।

হাউজারম্যানদা ও রামেশ্বরদা (সিং) আজ সকালে পাটনা থেকে এসেছেন। ওঁরা এখন এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নলে শেষ সুখটানটি দিয়ে রামেশ্বরদার দিকে তাকিয়ে বললেন—কাল তো ওদের bail (জামিন) দিল না। এইরকম করতে লাগলে এখানে থাকা যায় না! এইবার নিয়ে পর-পর চারবার হ'ল। একবার case (মামলা) হয়নি। আর তিনবারই হয়েছে।

হাউজারম্যানদা—কোথায় গেলে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি দেখা লাগে। বর্দ্ধমানের কাঁকসা ক্যাম্প যদি পাওয়া যায়। হয় বর্দ্ধমানের এই সব অঞ্চলে যাওয়া লাগে, নতুবা North Bihar-এ (উত্তর বিহারে) যাওয়া লাগে—গঙ্গার ওপারে।

সন্ধ্যায় খড়ের ঘরে জ্ঞানদা (গোস্বামী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন। আলাপ-আলোচনা চলছে বিভিন্ন বিষয়ে। একসময় শ্রীশ্রীঠাকুর 'mongrel' শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করলেন। অভিধান দেখে বলা হ'ল—সংকর জাতি। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শিয়াল, হায়না, এরা প্রায়ই নিজেদের society (সমাজ) ছাড়া breed (সন্তান-উৎপাদন) করে না। আবার পাখীরা সবসময় নিজেদের society (সমাজ) বজায় রাখে; কখনও mixed society (পরস্পর মেশানো সমাজ) করে না। কতকগুলি পাখী আছে, তারা animal diet (প্রাণিজ খাদ্য) খায়

না। প্রত্যেকেই খাদ্যটা নেয় তার inner growth (অন্তঃস্থ বৃদ্ধি) অনুযায়ী অর্থাৎ instinct (সংস্কার)-অনুযায়ী। আমরাও যদি mixed (মেশানো) রকমের না হ'তাম তাহলে আমরাও খাদ্যাখাদ্য ব্যাপারে selection (নির্বাচন) ক'রে চলতে পারতাম। কিন্তু mixed (মেশানো) রকমের হওয়ার জন্য আজ আমরা অনেক কিছু মাথায় নিতে পারি নে। দেখ না, আজকাল আমেরিকা বা রাশিয়ায় যারা মানুষের মঙ্গলের জন্য research (গবেষণা) করে, তাদের সংখ্যা খুবই কম।

জ্ঞানদা—না, কম কেন? অনেক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) কেডা ক'ল? ওরে আমার বঁধু রে!—তা' না।

জ্ঞানদা—না, এখন তো অনেক বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ-কেউ সে চেষ্টা করছে বটে। কিন্তু তারা ভাবে, আমি ম'রে গেলে আমার পরে এটা ধরবে কে! আবার শুনেছি, তারা থাকেও খুব নিষ্ঠার সাথে regulated way-তে (নিয়ন্ত্রিত রকমে)। যেমন কতকগুলি অখাদ্য খেয়ে আসল, মানে সাধারণ লোকে যা' করে, সেরকম বা mongrel man (সংকরশ্রেণীর মানুষ)-এর মত কখনও চলে না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ব'লে চললেন—আমার মনে হয়, ইউরাল অঞ্চল, জার্মানি, রাশিয়া, ককেশাস অঞ্চল, এই সব জায়গাতেই যারা আছে তারা ইন্দো-এরিয়ান। কিন্তু একটা মজা আছে। এরা প্রায় নিজেদের stock-এই (ধারাতেই) মেশে। এখন আবার অনেকে নিগ্রো বিয়ে করছে। Original stock (মূল বংশধারা) যাদের ঠিক আছে তারা নাকি এদের পাত্তাই দেয় না। Indian (ভারতীয়) গোঁড়াদের চেয়ে ওরা গোঁড়া বেশী। (আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন) কেষ্টদার কাছে গল্প শুনেছিলাম আমাদের সাথে ইউরোপের মিল অনেক।

এই সময় জ্ঞানদা উঠে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সত্য মানে কী?

জ্ঞানদা একটু ভেবে জবাব দিলেন—"সত্যং লোকহিতপ্রোক্তম্……।"

শ্রীশ্রীঠাকুর সে-কথা সানন্দে সমর্থন ক'রে ব'লে উঠলেন—ঐ। তাহলে আমরা ছেলেবেলায় দ্বিতীয় ভাগে যে পড়েছি 'সদা সত্য কথা কহিবে', তার মধ্যে কি ঐ ভূতহিত বা সত্তাসম্বন্ধীয় এই ভাব বোঝা যাবে? অনেক সময় লোকে সত্য কথা বলতে বাস্তব কথা বোঝে। তা' কিন্তু না। অস্তিত্বধর্মী যা' তাই সত্য। সেটা কেমন? হয়তো এমন একটা কথা ক'লে যে-কথাটার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে না। সেটা কিন্তু সত্য নয়। সেইজন্য 'সাত্বত' কথাটা

ভাল। সাত্বত মানে সত্তাসম্বন্ধী। আর, যা' সত্তাসম্বন্ধী তাই সত্য। সেইজন্য কয়, বারো বছর সত্য কথা বললে বাক্‌সিদ্ধ হয়। কারণ, সত্য কথা বলতে হলেই লোকহিতের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কিসে হিত হবে, এইদিকে হিসেব ক'রে কথা কইতে-কইতে বাক্‌সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত বলদেব সহায়ের এক পুত্রকে সাথে নিয়ে হাউজারম্যানদা এসেছেন। এই ভদ্রলোক ইংল্যাণ্ডে থাকেন। ওঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ড্রুইড্‌দের খাদ্যখানা, আচার-ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। ভদ্রলোক 'ড্রুইড্' জাতি সম্পর্কে ব'লে তারপর জানতে চাইলেন—Why Thakur is interested about the Druids ? (ঠাকুর ড্রুইডদের সম্বন্ধে এত উৎসুক কেন ?)

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ওরা Dravidians (দ্রাবিড় জাতি)। ওদের সাথে Indian culture-এর (ভারতীয় কৃষ্টির) খুব মিল আছে।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে বললেন—তক্ষশীলায় যে excavation (খননকার্য্য) হয়েছে তার থেকে জানা গেছে, সেখানে নাকি পশুপাখীদের ভাষা পর্য্যন্ত শেখানো হ'ত। আমার শরীর ভাল থাকলে আমি একটু যেয়ে দেখে আসতাম। রাধারমণ (জোয়ারদার) আমার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু কত শক্ত। আমারও শরীর এ-রকম ছিল না। প্যারালিসিস্ হ'য়েই এ-রকমটা হ'য়ে গেছে।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, এই সব report (খবর) কে দেয় যে পশুপাখীর ভাষা শেখানো হ'ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে report (খবর) দেয় কেষ্টদা, বই-টই প'ড়ে।

জ্ঞানদা—Ancient Indian Literature-এ (প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে) বহু story (গল্প) আছে যাতে দেখা যায়, মানুষ পশুপাখীর ভাষা বুঝত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর আজ আমরা কত down (অধঃপতিত) হ'য়ে গেছি। অবশ্য তার কারণও আছে। ভারতবর্ষে কতবার invasion (আক্রমণ) হ'ল। অন্তর্বিদ্রোহ হ'ল। ভেতরে defect (খুঁত) অনেক হ'য়ে গিয়েছিল। মনে ক'রে দেখ, ঝাঁসির রাণী যখন দাঁড়াল, তার পাশে কেউ এল না। এ তো সেদিনকার কথা। সেইজন্যে অসৎ যখন rise করে (মাথা তোলে), তখন elite-রা (জ্ঞানালোকপ্রাপ্তরা) একগাট্টা হ'য়ে যদি তার oppose (বিরোধিতা) না করে, তাহলে বড় সাংঘাতিক কথা। India-র (ভারতের) আজ এই অবস্থা। আমরা যদি ঠিক হ'তে না পারি, প্রত্যেকটা মানুষকে যদি individually and scientifically (ব্যক্তিগতভাবে ও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে) ঠিক ক'রে তুলতে না পারি—বিধিমাফিক, তাহ'লে অবস্থা ফেরাবার

ঢের দেরী। এই যে এত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এ নেবে কে? সব যদি under-man (মনুষ্যেতর)-না কী কয়?—

জ্ঞানদা—Sub-man.

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব যদি sub-man (মনুষ্য-গুণ থেকে হীন) হ'য়ে যায়, তাহলে এ-সবের কোন দামই থাকবে না। জাতির সমস্ত সঙ্গতি দাঁড়ায় tradition-এর (ঐতিহ্যের) উপর। সমস্ত building-টা (প্রাসাদটা) এর উপর গ'ড়ে ওঠে। তখন বাড়ে পারস্পরিকতা, inter-interestedness (পারস্পরিকতাপূর্ণ আগ্রহান্বিত চলন)। কিন্তু ওটা ভেঙ্গে দিলেই হয় সর্ব্বনাশ।

জ্ঞানদা—Tradition কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐতিহ্য, যা' আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ধারক।

জ্ঞানদা—সেগুলো ভাঙ্গি তো আমরাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ভাঙ্গ', অন্যের কথায় ট'লে গিয়ে। এই দেখ, Hinduism-এর (হিন্দুমতের) সাথে Christianity-র (খ্রীষ্টমতের) কোন পার্থক্য নেই। তুমি গোঁসাই মানুষ। বাইবেল পড়েছ তো? মিলিয়ে দেখো, Vaishnavism (বৈষ্ণবমত) আর Christianity-র (খ্রীষ্টানমতের) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (হাউজারম্যানদাকে দেখিয়ে) ওকে আমি কখনও কইনি, 'তুমি Christianity (খ্রীষ্টানমত) ছাড়।' ও কাপড় পরার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছে? আমি বলেছি, তোমার যা' tradition (ঐতিহ্য) তাই রেখে চল।

জ্ঞানদা—আমার tradition (ঐতিহ্য) তো গাছের ছাল পরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য এখনও পূজা-টুজার সময় পট্টবস্ত্র পরার নিয়ম আছে। Tradition (ঐতিহ্য) মানলে তো মানুষ পিছিয়ে পড়ে না, বরং আরো evolved (বিবর্ত্তিত) হ'তে-হ'তে এগিয়ে চলে।

জ্ঞানদা—আমাদের তো অনেক সময় প্যাণ্টও পরতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যাণ্ট পরাটা যে পাপের তা' তো কচ্ছি নে। কাপড় পরলেও যে পাপ হ'য়ে যাবে তাও তো কচ্ছিনে। কাপড় পরারও আবার কত রকমারী আছে। এই যে আমি এইভাবে পরি (দেখালেন কোঁচার অংশটা মাজায় বাঁধা), সেইজন্য বড় খোকাও ঐভাবে পরে। আমার নাতিরাও পরে। কাজলও (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র) কয়েকদিন ঐভাবে প'রে কলেজ গেছে।

জ্ঞানদা—কিন্তু tradition (ঐতিহ্য) প্রত্যেকের আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজাতীয় instinct (সংস্কার) যাদের, সেই instinct (সংস্কার) যাতে তাজা হ'য়ে থাকে, তেমন রকমে চলাটাই তাদের tradition (ঐতিহ্য)।

তোমার মতন তোমার ছাওয়াল (ছেলে) না। তোমার মতন তোমার ছাওয়ালের (ছেলের) চেহারাও না। আবার তোমার নাতির আর একরকম। কিন্তু সবই এক group-এর (গোষ্ঠীর)। আবার, তোমার একরকম, ক্ষত্রিয়ের আর একরকম, বৈশ্যের অন্যরকম। আগেকার দিনে এইগুলি ঠিক রেখে চলা হ'ত ব'লে তেমনি eminent (বিখ্যাত) মানুষও জন্মাত। এই যে প্রকৃতিতে এত variety (বৈচিত্র্য) আছে, এগুলিও নষ্ট করা ভাল না। নষ্ট ক'রে যদি একসা করা হয়, তত কিন্তু নিকেশের দিকে এগিয়ে যাবে। Tradition (ঐতিহ্য) কথাটা হ'ল বিরাট। কৃষ্টিগত এক একজনের এক-একরকম। তুমি গোঁসাই মানুষ। লেখাপড়া শিখেছ। তোমার নিজস্ব রকমটা কিন্তু থাকাই ভাল। আবার, তোমার সকলেই গোঁসাই পরিবারের হ'লেই তোমার মধ্যে একরকম, তোমার কাকার মধ্যে একরকম, তোমার বাবার মধ্যে আর একরকম।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, একটা জিনিস আমার পক্ষে ভাল, কিন্তু ওর পক্ষে আর একটা ভাল। তাহ'লে আমাদের tradition-এর (ঐতিহ্যের) মিল হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যখন রোমে থাক তখন রোমের law (বিধি)-অনুযায়ী থাকতে হবে। তুমি cold climate-এ (শীতল জলবায়ুতে) থাক। আমি tropical-এর (ক্রান্তীয় অঞ্চলের) মানুষ। আমার cold climate-এ (শীতল জলবায়ুতে) থাকতে হ'লে ঐভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে থাকা লাগবে। (বলদেববাবুর ছেলেকে দেখিয়ে) ও ইংল্যান্ডে থাকে, ওর ওখানে ঐ দেশের মত ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে থাকা লাগে। এই যে তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমার থাকার রকম অনেকটা tropical climate-এর (ক্রান্তীয় জলবায়ুর) মতো হ'য়ে এসেছে।

জ্ঞানদা—আমার দেশের tradition-এ (ঐতিহ্যে) divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা) নেই। কিন্তু ওদের দেশের tradition (ঐতিহ্য) হ'ল divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা)। এর সঙ্গতি কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tradition (ঐতিহ্য) কী? সে তো পরে ওরা করল। Christ (খ্রীষ্ট) divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করতে বলেননি। আমাদের tradition (ঐতিহ্য) হ'ল বেদ।

কেষ্টদা—আমাদের শাস্ত্রে এত contradictory (বিরোধী) কথা আছে যে, করণীয় কোন্‌টা তা' অনেক সময় ঠিক পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ঐ বৈদিক line-এই (পথেই) যাব।

কেষ্টদা—কিন্তু কিভাবে কী করব তার জন্য তো research (গবেষণা) করা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' লাগবে না ? ফাঁকি দিয়ে কি কাজ হয় ? (কিছুটা বিরতির পর) আমাদের বেদও নষ্ট হ'য়ে যায়নি, গীতাও নষ্ট হয়নি। গীতা হ'ল বেদের summary (সংক্ষিপ্ত রূপ)। সেটাকে তোলা লাগবে।

কেষ্টদা—যার কিছুই নেই তাকে তোলে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেই কী ? না থাকলে আছেন কী ক'রে ?

কেষ্টদা—এখানে আমরা যারা আছি তারা দশবিধ সংস্কার ক্রমশঃ ছেড়ে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার প্রবর্ত্তন করা লাগে। ছাড়া কি ভাল ?

কেষ্টদা—অনেকে বলেন, এ-সব করা লাগবে না। ঠাকুরের কাছে দুটো টাকা পাঠিয়ে দিলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো আর তা' কইনি। আমি তো কইনি যে আর সব পূজো-টুজো ছেড়ে দাও।

কেষ্টদা—এখন দাদারা অনেক কথার উত্তরই দিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আমার এদের মধ্যে গলদ ঢুকেছে।

এই সময় বলদেববাবুর ছেলে বিদায় গ্রহণ করলেন। হাউজারম্যানদা ওঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আর একবার তামাক খাচ্ছেন। তামাক খেতে-খেতে বলছেন—কাল স্বপন দেখছি, বড় খোকার বাড়ী যাচ্ছি। কেষ্টদার ফতুয়াটা পরেছি। আমার মা পেছনে দাঁড়ায়ে সেইরকম ক'রে তাকায়ে আছে যেরকমক'রে আগে তাকাত। মা'র পরনে একখানা ছাপানো শাড়ী। মা'র পেছনে আরো বহু মেয়ে-পুরুষ। আমি যেন বলছি, চল্ যাই, এই যেমন ব'লে-ট'লে থাকি।

কেষ্টদা—এ-বেলায় কেমন আছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালকের থেকে ভাল। কিন্তু পেটের মধ্যে অস্বস্তি আছে। একটা হাগা-হাগা ভাব লেগেই আছে।

২১শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ৬।৯।১৯৫৮)

আজ সন্ধ্যার পর থেকেই খড়ের ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), চক্রপাণিদা (দাস) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

কথায়-কথায় comparative philology-র (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের) প্রসঙ্গ

এল। কেষ্টদাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ওটা বেশ ভাল লাগে। আপনি ঐ যে একটা কথা বললেন, 'আভরণ' গ্রীকে হয়ে গেছে 'এফেরন'। এইরকমভাবে খুঁজলে দেখা যাবে যে জার্মান, লিথুয়ানিয়ান, গ্রীক, সব ভাষারই মূল ঐ এক সংস্কৃত। তাহলে দেখেন, আমাদের root-tradition (মূল ঐতিহ্যধারা) যদি মেনে চলি তাহলেই সব এক। সেদিক দিয়ে আমাদেরও যা', ইউরোপেরও তাই। এমন-কি, যেসব Aryan-রা (আর্য্যরা) মুসলমান হ'য়ে গেছে তাদের মধ্যেও তা' আছে। দেখেশুনে মনে হয়, একসময় আমরা এক পাড়াতেই ছিলাম। আবার, কাব্যে-সাহিত্যে যা' দেখি, আপনাদের কাছে যা' গল্প শুনি, তাতে মনে হয়, এখন যা'-কিছু হচ্ছে সেগুলি আগেকার দিনে অনেক ভাল model-এ (রূপে) ছিল। India-র (ভারতের) প্রাচীন পুঁথি-টুঁথি যা' ছিল সেগুলি অন্য দেশ নিয়ে গেল। তারপর সেখানকার scientist-রা (বৈজ্ঞানিকরা) তা' কাজে লাগিয়ে একে-একে কত কিছু বার করতে লাগল। সুশীলদার কাছে গল্প শুনেছি, কোন্ একটা শিলালিপি আমাদের দেশের পণ্ডিতরা পড়তে পারল না। তারপর ওরা নাকি সেটা খুলে নিয়ে যায়।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, এ-রকম বহু জিনিস নিয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কাছে বেদ সবটা আছে?

কেষ্টদা—অথর্ব্ববেদ সবটা ছিল না। আজ অর্ডার দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদ কিন্তু India (ভারত), ইউরোপ সবারই property (সম্পদ) ছিল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠীমার সাথে রান্নার বিষয় গল্প করতে লাগলেন।

২২শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ৭।৯।১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় আছেন। সুশীলদা (বসু) প্রণাম করতে এলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার মনে হয়, 'Necessity knows no law' (প্রয়োজন নিয়মকানুনের ধার ধারে না)—এর চাইতে ভাল কথা হ'ল, Necessity always tries to direct the law in favour of it, by hook or by crook, because it is the mother of invention (প্রয়োজন, যে-কোন উপায়ে, বিধানকে তার অনুকূলে চালিত করার চেষ্টা করে, কারণ তা' হ'ল নূতন উদ্ভাবনের জননী)।

তারপর তরুমার মেয়ে ফুলটুনদিকে জিজ্ঞাসা করলেন—ফুলটুন! তোর অম্বল কেমন রে?

ফুলটুনদি—এখন আর অম্বল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই সাবধান থাকিস্। তোর মা'র অম্বলের রোগ আছে কিনা।

একটু বেলা হ'তে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও আরও অনেকে এসে বসলেন।

হরিনন্দনদা জনৈক ভদ্রলোককে যাজন করছিলেন। সেকথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করেছেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ও ভদ্রলোক কী কয়?

হরিনন্দনদা—ভালই। Miracle-এর (অলৌকিকত্বের) উপর ঝোঁক বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ভেঙ্গে দেওয়া লাগে। Miracle-কে miracle (অলৌকিককে অলৌকিক) ব'লে ধরতে দিতে নেই। দেখতে হয় how it occurs (কিভাবে এটা ঘটে), আর, বোধের মোড়ও সেইভাবে ঘুরিয়ে দিতে হয়। তোমার যজমানের খাতা নেই? List (তালিকা) নেই?

হরিনন্দনদা—না, দীক্ষাপত্রের রসিদটা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বাবা! খাতা না থাকলে তুমি তোমার যজমানদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের প্রতি যা' করণীয় তা' তো করতে পারবে না। এ-কথা আমি অনেককে বলেছি। কেউ রাখে কিনা জানি না।

কেষ্টদা—যতীনদা রাখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ঐ একজন আছে।

কেষ্টদা—আমারটা আমার কাছে নেই। অফিসে আছে। প্রায় তিন হাজার যজমান। যখন দরকার হয় অফিস থেকে নিয়ে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ও নিজের কাছেই রাখা ভাল।

কেষ্টদা—তিন হাজার যজমানকে nurture (পোষণ) দিতে হ'লে তো সারা বছরই ঐ নিয়ে থাকা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার hands (সহকর্ম্মিগণ) দিয়েই তা' পারেন।

এই সময়ে শ্রীযুত বলদেব সহায়ের জনৈক আত্মীয় শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। ইনি এখানকার পি, ডব্লিউ, ডি, অফিসে কাজ করেন। প্রণাম ক'রে ব'সে নিবেদন করলেন যে, দু'মাস হ'ল তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। মন ভাল নেই। আরো কিছু পড়াশুনা করার জন্য বিলাত যেতে চান।

সান্ত্বনা দিয়ে বললেন প্রেমময় ঠাকুর—আমার মনে হয়, ঘোরা ভাল, বেড়ানো ভাল। নানারকমের ভিতর-দিয়ে মন diverted (পরিবর্ত্তিত) হয়। এ তো আর ভুলতে চাইলেই ভোলা যায় না। ভুলতে চেষ্টা করলে আরো ঠেসে ধরে। আর, ভুলবই বা কেন? যাতে সইতে পারি তাই হওয়া চাই।

২৩শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ৮।৯।১৯৫৮)

স্থানীয় দুষ্কৃতকারীদের জঘন্য ষড়যন্ত্রে আশ্রমের যেসব কর্ম্মী দীর্ঘকাল যাবৎ পুলিশ-হাজতে রয়েছেন, আজ দেওঘর কোর্টে তাঁদের জামিনে বেরিয়ে আসার কথা। সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত। জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও বৈকুণ্ঠদাকে (সিং) ডেকে সবদিকে ভাল ক'রে নজর রেখে কাজ করতে আদেশ দিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদিও দান করলেন। সকালের দিকে তাঁর একটু কাশির ভাব আছে।

দুপুরে ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় বসেছেন। আজ আর বিশ্রাম করতে যাননি। কোর্টের সংবাদ জানার জন্য তিনি স্নেহময়ী জননীর মত উচ্চকিত হয়ে ব'সে আছেন। মাঝে-মাঝে তামাক সেজে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তামাক খাওয়ার দিকে আজ আর মন নেই। দু'এক টান দিয়ে গড়গড়ার নল রেখে দিচ্ছেন। দূরে কোন মানুষ দেখতে পেলেই খবর পাওয়ার ব্যগ্রতায় জিজ্ঞাসা করছেন—ও কে? এইভাবে সময় পার হ'য়ে যায়।

বেলা সাড়ে বারোটার পর ফটুদা (অরবিন্দ পণ্ডা) খবর নিয়ে এলেন—সবারই জামিন হ'য়েছে। খবর শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ থেকে উৎকণ্ঠার ছবি তিরোহিত হ'ল। আমাদের এখান থেকে কে-কে কোর্টে গেছে, ওরা কতক্ষণে এসে পেঁছাবে, ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। একজন খবর নিয়ে এলেন, সব কাজ মিটিয়ে ওদের বেরিয়ে আসতে বিকাল হ'য়ে যাবে।

এরপর একটু জল খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে পড়লেন। সামনের ও পাশের পর্দাগুলি টেনে দেওয়া হ'ল। চোখেমুখে তাঁর একটা তৃপ্তি ও স্বস্তির আবেশ। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠলেন বিকাল প্রায় সাড়ে চারটার সময়।

এর মধ্যে হাওয়ার বেগে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে আজ বিকালে সবাই জামিনে ছাড়া পাচ্ছে। বিকাল হ'তে না হ'তেই সমস্ত আশ্রমে লোক আর ধরে না। ঠাকুরঘরের আশেপাশে প্রিয়জনদের দর্শনের জন্য উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা করছেন বহু বালক-বৃদ্ধ নরনারী। কিন্তু এত ভিড়েও সর্ব্বত্র বিরাজ করছে এক প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে দু'একজনের সাথে কথা বলছেন।

সন্ধ্যার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালান থেকে চ'লে এলেন খড়ের ঘরে। একটু পরেই দেওঘর শহরের ডাকুবাবু ও রামানন্দ পাণ্ডা এসে পেঁছালেন। এলেন স্থানীয় আরো অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকুবাবুকে দেখেই বললেন—কই ডাকুবাবু, ওরা যে এখনও আসে না।

ডাকুবাবু—আসছে, এখনই এসে পড়বে।

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিরতা সময়ের সাথে-সাথে বেড়েই চলে। বার-বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন আর চঞ্চল হ'য়ে উঠছেন। তাঁর সাথে-সাথে সবারই দৃষ্টি পথের দিকে। ডাকুবাবু মাঝে-মাঝে মৃদুস্বরে কথা বলছেন।

রাত্রি সাতটা বাজতে আর দু'তিন মিনিট দেরী। একজন দৌড়াতে-দৌড়াতে এসে খবর দিলেন—ওরা এইমাত্র এসে পৌঁছাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাকুল দৃষ্টি রাস্তার দিকে নিক্ষেপ ক'রে ব'লে উঠলেন—কই ?

ঠাকুরঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে সাতটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই এতক্ষণের অভিলষিতরা এসে সামনে দাঁড়াল। একবার তাঁর শ্রীমুখ দর্শন ক'রেই সবাই আভূমি প্রণাম করল। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন পরম দয়াল—কি রে, এত দেরী হ'ল ক্যা রে ?

খগেনদা (তপাদার) উত্তর দিলেন—এস, ডি, ও, সাহেব বাড়ীতে গেছিলেন ব'লে একটু দেরী হ'ল।

এরপর সকলে পাশে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদার দিকে তাকিয়ে বললেন—বৈকুণ্ঠ যা' করেছে, অসম্ভব। বৈকুণ্ঠ! এবার বাকী সব-কিছু ঠিক ক'রে দাও। আমি একটু বেড়িয়ে আসি। এবার বড় কষ্ট পেয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। পরমপ্রেমময় দয়াল ঠাকুর থেকে স্বতঃ-উৎসারিত স্নিগ্ধ করুণা-কিরণে প্রতিপ্রত্যেকের অন্তর ধন্য ও পুলকিত হ'য়ে উঠছে। বিমল আনন্দের ঝরণাধারা সমগ্র পরিবেশকে ক'রে তুলেছে আনন্দময়।

একটু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে খগেনদা বললেন—যাই, সবার সাথে একটু দেখা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, সকলের সাথেই দেখা ক'রো। যারা প্রণম্য তাদের প্রণাম ক'রো।

ওরা ওঠার পরে সবাই একে-একে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণ ক্রমশঃ ফাঁকা হ'য়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

২৪শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৯।৯।১৯৫৮)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল দেখাচ্ছে। স্মিত প্রশান্ত বদনে সবার সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন। একটু বেলা হ'তে রমণের মা এসে উপস্থিত। কালী-ষষ্ঠীমা ইদানীং তাকে কিছু খাবার জিনিস দিয়েছেন। তাতে রমণের মা'র মেজাজ খুব খুশি। বলছে—কালীষষ্ঠী খুব ভাল। ওর ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণের মা'র দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বললেন—এই শোন।

কথা যায় উড়ে
কাম রাখে ধ'রে।

মুখে-মুখে লক্ষ্মী ক'লে হয় না। ওর জন্য কর। তোমার বাড়ীতে কোন একটা ভাল জিনিস হ'লে সেটা কালীষষ্ঠীকে দাও। ওর জন্যে বাস্তবে কিছু কর। তবেই তো ভালবাসা হ'ল। কালীষষ্ঠী দেখ না তোমারে কত ভালবাসে। সকলের দুধ বন্ধ ক'রে দেয়, কিন্তু তোমার দুধ বন্ধ করে না।

এই সব কথার মধ্য-দিয়ে বেলা বেড়ে ওঠে। সাড়ে আটটার সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। হাতে কতকগুলি মোটা বই। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন—Law-এর (আইনের) এই বইগুলি এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখলেন। তারপর আইন-সংক্রান্ত নানা কথাবার্ত্তা হ'তে লাগল কেষ্টদার সঙ্গে। একটু পরে বিষ্ণুদা (রায়) এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেদিন বিষ্ণুর বাবা আইছিল। বিরানব্বই বছর বয়স। কথাবার্ত্তাগুলি এত normal (স্বাভাবিক)। আর নিজেও খুব শক্ত। সে গল্প আমি সবার কাছেই করি।

বিষ্ণুদা—কাল তো সবাই এসে গেছে। (পুলিশ-হাজত থেকে জামিনে বেরিয়ে আসার কথা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এখন বাকীগুলোকে ঠিক ক'রে দাও।

বিষ্ণুদা—আপনার দয়াতে সব ঠিক হবে।

২৬শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১১।৯।১৯৫৮)

সন্ধ্যার পর, খড়ের ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুর শচীন গাঙ্গুলীদার সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—শচীনদা যদি ঘুরে বেড়ায়, টুকটাক কাজকর্ম্ম করে, তাহলে ঠিকই থাকবে। এত অসুখ, শোকও তো কম পায়নি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এখনও কত strong (শক্তিমান)।

শচীনদা—শুধু পরমায়ু নিয়ে কী হবে ঠাকুর? মানুষের মতন বাঁচতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুত নিয়েই জন্ম। ভুত নিয়েই স্থিতি।

শচীনদা—কিন্তু আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি অনেক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না। আমিও বুড়ো, আপনিও বুড়ো।

শচীনদা—এখানে এসে কেঁদে দাঁড়িয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন, আর কোথায় যাবেন? আমার কাছেই থাকবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাবেন আর কোথায় ? আমার কাছেই থাকবেন। যেখানে খুশি যাবেন। এখানেই থাকবেন।

শচীনদা—তাই যেন পারি ঠাকুর (কেঁদে ফেললেন)। (একটু সামলে নিয়ে) বামুনের হাতে খেতে আপনি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ছেলেদের বাসায় বামুনে রাঁধে। তা' ছাড়া সেখানে কোন আচার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার রাখা ভাল। "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ।" আমার যদি এই ব্যারামটা না হ'ত তাহলে আমিও বোধ হয় প'ড়ে যেতাম না। আমিও বোধ হয় আপনার সাথে ঘুরে বেড়াতাম।

শচীনদা—(অতুল বোসদাকে দেখিয়ে)—Atulda looks younger than me (অতুলদাকে আমার থেকে যুবক দেখায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিও কম young (যুবক) না। আমি একেবারে গেছি।

শচীনদা—এখানে বনমালী ঘোষের কাছে ভাল ঘি পাওয়া যায়। সেটা খেতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(টেনে বললেন) হ্যাঁ—। দৈ-এর থেকে যে মাখন তোলে, তা' জ্বালায়ে যে ঘি হয়, সেটা ভাল, আর ঘোল খাওয়ার যদি ব্যবস্থা করতে পারেন তো খুব ভাল হয়। ঘোল অমৃতোপম। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে এক গেলাস ঘোল খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই পারেন। আয়ুর্ব্বেদে বলে, ঘোল অমৃতোপম।

বসাওনদা (সিং)—সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে—

দিনান্তে চ পিবেদ্ দুগ্ধং
নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং
কিং বৈদ্যস্য প্রয়োজনম্ ?॥

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্লোকটি শুনে আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন—তাই নাকি ? তারপর সামনে উপবিষ্ট বিজয় রায়দাকে নিয়মিত ঘোল খেতে আদেশ করলেন।

বিজয়দা—সকালে জল ও রাতে দুধ খাচ্ছি। দুপুরে ঘোলটা হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করিস্ নে ক্যা ? করলেই হয়। তাতে ঐ বনমালীও nurtured (পরিপোষিত) হয়, আমাদেরও কাজ হয়।

বৃদ্ধা রমণের মা এতক্ষণ বসেছিল। এবার উঠে বলল—ঠাকুর, আমি যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রমণের মা যদি দুপুরে ঘোল খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাহলে ওঃ, যৌবন একেবারে ফুটে বেরোবে। (তারপর আবার বিজয়দাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন) বিজয় ইচ্ছে করলেই খেতে পারিস্। একটু নুন দিয়ে খাওয়া লাগবে।

বিজয়দা—কতটুকু খেতে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই এক গেলাস। বেশী না। এই, আমার গেলাসটা দেখা তো! (রেণুমা গেলাসটা এগিয়ে দিলেন। সেটা দেখিয়ে) এইরকম। শরীরকে ঠাণ্ডা করতে হ'লে বেশী জলের ঘোল ভাল।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিজয়দাকে বললেন 'দ্রব্যগুণ' বইতে ঘোলের গুণাগুণ দেখার জন্য। বিজয়দা উঠে গেলেন। অমূল্যদা (ঘোষ) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই অমূল্য! এখানে শরৎদা (হালদার)-দের এক গোয়াল আছে। সে ভাল ঘোল তৈরী করতে পারে। ওকে একটু দাঁড় করায়ে যদি দিতে পারিস তাহলে ভাল ঘোলও পাওয়া যায়, ঘিও পাওয়া যায়। দেখিস্, বুঝলি তো!

অমূল্যদা—আজ্ঞে দেখব।

বিশুদাকে (মুখোপাধ্যায়) ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশু! ঘোলের ব্যবস্থা কর্। বলিস্ ওকে, ঘোলের বিক্রীর ব্যবস্থা আমরাই ক'রে দিচ্ছি। তুমি ভাল ক'রে তৈরী কর। তোকে ক'লেম, অমূল্যকে ক'লেম।

শচীনদা—শরৎদা একটু সকলকে ব'লে দিলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে। তাহলেও ওরা ছেলেমানুষ। ভাল ক'রে organise (সংগঠন) করতে পারবে। সরোজিনীর পেটের ব্যথা লেগেই থাকত। এখন ঘোল খেয়ে ভাল হ'য়ে গেছে।

শরৎদা—ওতে বায়ুও কমে।

ইতিমধ্যে প্যারীদা (নন্দী) 'দ্রব্যগুণ' বইখানা নিয়ে এসে ঘোলের গুণাগুণ প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। এক জায়গায় লেখা আছে, বেশী জল দিয়ে একটু লবণ মিশিয়ে ঘোল খেলে সেটা অগ্নিবর্দ্ধক হয়। সবাই মন দিয়ে শুনছেন। পড়া হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বনমালী ঘোষের উল্লেখ ক'রে বললেন—ও যদি একটা মাপমতন বানায়, সেটা বাড়ীতে এনে যার যেমন প্রয়োজন তৈরী ক'রে নিতে পারেন।

এরপর অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হ'ল। একটি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

ভুত নিয়েই তোর আনাগোনা
ভুতেই যে তোর জীবন-পথ,
(এই) ভুতগুলির সুসঙ্গতি তোর
আত্মিকতার মহৎ রথ।

ছড়াটি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এটা বোধ হয় শঙ্করের theory-র against-এ (মতের বিরুদ্ধে) গেল। সর্পে রজ্জুভ্রম বলা হয়। কিন্তু আমি কই, সর্পই হোক আর রজ্জুই হোক আর ভ্রমই থাকুক, তাই নিয়েই

তো আমি চলছি। এখন, আমি যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে চলতে পারব তত আমার ঐ conception-গুলি (বোধগুলি) ঠিক হ'য়ে আসবে।

তারপর এই প্রসঙ্গে আরো একটি ছড়া লেখালেন—

হ'য়েছে যা' সবই যে ভূত
তাতেই যে তোর বসবাস,
ভূতেই যে তোর জীবন-স্ফুরণ
ভূতেই যে তোর প্রাণন-শ্বাস।

এর পর রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর অনেকগুলি ছড়া বললেন।

২৭শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ১২।৯।১৯৫৮)

দেওঘরের স্থানীয় অধিবাসী দীনেশ্বর প্রসাদ শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে এসেছেন। প্রণাম ক'রে ব'সে বললেন—আমি এতদিন আসিনি। কারণ, ভেবেছিলাম, জেলে যারা আছে সবাই ছাড়া না পেলে আসব না। এখন সবাই ছাড়া পেয়েছে, আমিও এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে মাথাটি ডান দিকে কাত ক'রে বললেন—"ভাল"। আরো কিছুক্ষণ ব'সে দীনেশ্বর বাবু বিদায় নিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে (গাঙ্গুলী) বলতে লাগলেন—জমি যদি পাই, খুব তাড়াতাড়ি সেখানে building (দালান) করতে পারবি নি তো? একেবারে সেই আলাদীনের গল্পের মত ক'রে করা লাগবে নে। Plan (পরিকল্পনা) ক'রে ছক ক'রে খুব তাড়াতাড়ি কাম সারতে হবে। অবশ্য জমি পাই ব'লে ভরসা নেই। যদি পাই তাহলে এই কাম করা লাগবে কিন্তু।

কিছুক্ষণ পর শরৎদাকে (হালদার) বললেন—বাংলা, ইংরাজী আর হিন্দী এই তিন ভাষায় যদি তিনখানা কাগজ বের করতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়। যে অঞ্চলে যেমন চলে, যেমন বাংলায় বাংলা, হিন্দী ভাষাভাষী যেখানে সেখানে হিন্দী কাগজ, আবার এই দু'টোর কোনটাই যেখানে চলে না অথচ ইংরাজীর চল আছে সেখানে ইংরাজী কাগজ, এইরকম ক'রে করতে হয়।

অনিল গাঙ্গুলীদা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ছেলে অরুণ বেনারস্ হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। কিছুদিন আশ্রমে কাটিয়ে চ'লে গেছে। তার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনিলের ছাওয়াল অরুণ এত ভাল! ওর সাথে আমার আগে তো আলাপ হয়নি। এবার অনেকদিন ছিল। রকম-সকমগুলি বেশ সুন্দর। কত বয়স হ'ল?

অনিলদা—এই তেইশ বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেইশ বছর। এখনও পড়ছে। তারপর পড়া শেষ ক'রে আমার এগুলি বুঝবে, করবে। ও যদি একটা ভাল লোকের সঙ্গে থাকে তাহলে খুব ভাল হয়।

তারপর অনিলদার দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে বললেন—এত অল্প বয়সে যে এইরকম ব্যবহার, এতে আমি অনিলের বাহাদুরী দিই।

বিকাল পাঁচটা। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। একটি ছড়া দিলেন—

উৎসর্জ্জনী ভাণ্ডারেরই
স্থির ও চরের লীলা থেকে
বিশেষ ধারায় বহুপুরুষ
বিশেষ পাকে উঠল জেগে।

তারপর শরৎদাকে ছড়াটি ভাল ক'রে দেখতে বললেন। শচীনদা (গাঙ্গুলী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চক্রপাণিদা (দাস) প্রমুখ সবাই মিলে এই ছড়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা ক'রে বুঝলেন, পরে বললেন—ঠিক আছে।

শরৎদা—পুরুষ ও নারীর মধ্যে কে active (সক্রিয়) এবং কে passive (নিষ্ক্রিয়)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্থাণু হ'ল 'পজিটিভ্', আর চর 'নেগেটিভ্'। নারী 'নেগেটিভ্'। সে দারা, মানে ভাগ ভাগ ক'রে দেয় (দৃ-ধাতু বিদারণ)। পুরুষ ভাগ করতে পারে না। সে তার static (নিশ্চল) অবস্থা নিয়ে থাকে। পুরুষ হ'ল static ও passive (নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়) এবং নারী dynamic ও active (সচল ও সক্রিয়)।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর আরো অনেকগুলি ছড়া দিলেন।

২৮শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৩।৯।১৯৫৮)

আজ সারাদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে ছড়া দিচ্ছেন। সন্ধ্যার পর খড়ের ঘরে তাঁর কাছে সমবেত হয়েছেন শরৎদা (হালদার), শচীনদা (গাঙ্গুলী), পঞ্চাননদা (সরকার), ভগীরথদা (সরকার), প্যারীদা (নন্দী), সুশীলামা প্রমুখ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—During my life time (আমার জীবৎকালে), আমি বেঁচে থাকতে-থাকতেই এই লেখাগুলির যদি ইংরাজী করা হ'ত Biblical language-এ (বাইবেলের ভাষায়), তাহ'লে খুব ভাল হত।

শরৎদা—Translation (অনুবাদ) হ'তে পারে। কিন্তু ও-রকমটা তো আর হবে নানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যতদূরই হোক।

তারপর ছড়া বললেন—

সুসঙ্গত অর্থেতে তুই
ভাব যা'-কিছুর পুষ্টি দিয়ে,
চল্ ওরে চল্ উদ্বর্ধনায়
নিষ্ঠাভরা হৃদয় নিয়ে।

শ্লোকস্থিত 'উদ্বর্ধনা' শব্দটি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। তারপর ঐ প্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চলার পথে meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গীত) থাকে না। তাই উদ্বর্ধনাও আসে না। জীবনও ভ'রে ওঠে না।

আবার পর-পর কয়েকটি ছড়া দিলেন। ফাঁকে-ফাঁকে কোন ছড়ার বিষয়বস্তু, কখনও কোন শব্দ নিয়ে প্রসন্নমুখে শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা করছেন পঞ্চাননদা, শরৎদা এঁদের সঙ্গে। শরীর আজ ভাল বোধ করছেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—কাল যেমন gloomy (বিষণ্ণ) ভাব ছিল, আজ তার থেকে অনেকটা bloomy (ফুটন্ত)।

একটু পরে শচীনদা বললেন—আজ এই বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম করার ইচ্ছা জাগে ঠাকুর!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো বেকুবী। ধর্ম্ম মানে ধৃতিপালন, ধৃতিপোষণ। এই ধৃতিপালন যদি আমি গোড়ার থেকে করি তাহ'লে বুড়ো বয়সে সেটা এস্তামাল হ'য়ে যায়।

শচীনদা—একটা কথা আছে 'বালানাং রোদনং বলম্'। আমি বলি, বৃদ্ধানাং রোদনং বলম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ একেবারে আমার কথা। আমি তো একেবারে স্থবির হ'য়ে গেছি। আপনি তো আমার কাছে young (ছেলেমানুষ)।

শচীনদা—আমি লম্বা মানুষ। কোমরে ব্যথার জন্য কষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে হরিপদর (ডাঃ হরিপদ সাহা) কাছে আছে সৈন্ধবাদি তেল। সেটা ভাল ক'রে মালিশ করা লাগে। তারপর নিশিন্দা-পাতার সেঁক দেওয়া লাগে। বেশীদিন ধ'রে করতে হয়। Daily (রোজ) করতে-করতে সেরে যায়। হয়তো পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে সেরে যায়। কিন্তু অনেকদিন ধ'রে maintain (পালন) করা লাগে।

এরপর একটি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

ধর্ম্মাচরণ, ধৃতিপোষণ
সব জীবনের শুভ আলো,
বুড়োকালে ধর্ম্ম করা—
যদিও খাঁকতি, তাও ভালো।
তাঁর কৃপা তো আছেই ওরে
থাকবেই চিরদিন,
কৃপা পাওয়ার করণ ছেড়ে
কেন হবি হীন ?

শচীনদা—অনেকে এমন আছে, দেখা যায়, কিছুই করল না কিন্তু পেয়ে গেল। সেটা এইভাবে explain (ব্যাখ্যা) করা যায় যে, তার পূর্ব্বজন্মে করা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ব্বজন্ম ধ'রে account (হিসাব) না করাই ভাল। আমি বলি, সে in a moment (মুহূর্ত্তের মধ্যে) যা' করল তাতেই পেয়ে গেল। তার ঐ করাটা right way-তে (ঠিক পথে) হ'ল।

শচীনদা—যেমন, জগাই-মাধাই শ্রীচৈতন্যের কৃপায় বদলে গেল।

শচীনদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন—জগাই-মাধাই বদলে গেল। কিন্তু আরো কত দুশমন ছিল, তারা কিন্তু বদলালো না।

২৯শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৪।৯।১৯৫৮)

সকাল থেকেই বড় দালানের বারান্দায় ব'সে অনেক লেখা দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। একসময় কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সুভাষবাবুকে (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু) আমি আমার কথাগুলি ব'লে বলেছিলাম, এগুলো করলে হয়। তিনি সব শুনলেন। তারপর বললেন,—হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি যে এ ছাড়া আর পথ নেই। কিন্তু আমি এতদূর এগিয়ে পড়েছি যে আর ফেরা মুশকিল।

বেল নয়টা বাজল। শরৎদা (হালদার) এসে বসলেন। তিনি নতুন প্রকাশিত বই 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' পড়ছেন। সেই সম্বন্ধে কথা তুলে বললেন—আপনার লেখাগুলি প'ড়ে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে, এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কোথায় ? সবই তো material (বস্তুতান্ত্রিক) জগতের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথাগুলিতে আধ্যাত্মিকতা একেবারে কানায়-কানায় ভরা।

শরৎদা—সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিকতার কথা ভাবতে গিয়ে চোখ তো একেবারে বুঁজে আসে। কিন্তু তা' যে চোখ মেলে চলার কথা সেটা আর কেউ বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতা মানেই হ'ল চলমানতাকে ধারণ, পালন ও পোষণ করা।

একটু পরে দেওঘর কলেজের প্রিন্সিপাল এলেন। তাঁর সাথে আরো দু'জন ভদ্রলোক। চেয়ার এগিয়ে দেওয়া হ'ল। ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নমস্কার জানিয়ে বসলেন। প্রিন্সিপাল একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন—উনি ভাগলপুরে একটা ইউনিভার্সিটি করতে চান। সেই উদ্দেশ্যে আপনার একটি লিখিত বাণী প্রার্থনা করছেন।

ইউনিভার্সিটির পরিকল্পনা সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র ওঁরা বের ক'রে দিলেন। শরৎদা সেগুলি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Education-এর (শিক্ষার) রকমও পালটানো ভাল। বর্ত্তমান রকমটা আমার ভাল লাগে না। নিজেদের tradition-এর (ঐতিহ্যের) উপর না দাঁড়ালে কিছু হবে না। ঐ যে বিক্রমশীলায় university (বিশ্ববিদ্যালয়) ছিল, ওটাকে ভাল ক'রে revive (পুনরুজ্জীবিত) করা দরকার। এইদিকে লক্ষ্য রেখে university (বিশ্ববিদ্যালয়) যত হয় তত ভাল। বিহার আমার ভালই লাগে। তীর্থক্ষেত্রের মতন মনে হয়। কিন্তু বারংবার আমাদের উপর এইরকম অত্যাচার হ'তে লাগলে তো সেখানে থাকাই কষ্ট।

কিসের অত্যাচার সে-বিষয় ওঁরা জিজ্ঞাসা করলে শরৎদা আশ্রমের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ও তৎসংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের কথা সংক্ষেপে বললেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আরো একটা কথা। আমাদের elite (শ্রেষ্ঠজন) যারা তারা কোন evil-কে resist (অসৎকে নিরোধ) করার ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হ'তে পারে না।

উক্ত ভদ্রলোক—মানুষের বুদ্ধিও খুব সীমিত। সব দেখতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার না দেখলেও চলে না। সেইজন্যই জীবনে দরকার একজন মানুষ, যাঁকে দেখে আমার সব ঠিক ক'রে নিতে পারব। তিনিই জীবনের প্রধান উপাদান। আবার, ধর্ম্ম করতে হ'লেও আমার বাঁচাবাড়া যাতে হয় তাই করা লাগবে। তার জন্যও ঐ অমনতর শিক্ষক-মানুষ না হ'লে হবে না।

এরপর ঐ ভদ্রলোকেরা হাত জোড় ক'রে বললেন—আচ্ছা, এইবার আমরা উঠি।

প্রশান্ত হাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার সুবিধা হ'লে আসবেন। এখন বুড়ো হ'য়ে গেছি। তা' ছাড়া আমি অসুস্থ। নড়তে পারি না, চড়তে পারি না। তবুও লালসা আছে—আপনারা আসেন, আপনাদের দেখি।

ভদ্রলোকেরা সম্মতি জানিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

আজ সারাদিনই থেকে-থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গীতার বিভিন্ন শ্লোক ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলছে। "নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা" (২।৬৬)-এর অর্থ নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তোমার যদি principle (নীতি) না থাকে তাহলে তোমার experience (অভিজ্ঞতা) হবে না। আর experience (অভিজ্ঞতা) না হ'লে কথার কোন সঙ্গতি থাকে না। আজ এক-রকম, কাল আর-এক রকম, এইরকম বুদ্ধি হ'য়ে যায়। আর, ভাবনা মানে তদ্‌গুণসম্পন্ন হ'য়ে ওঠা, তাও হয় না।

যতীনদা (দাস) জিজ্ঞাসা করলেন—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" (২।৬৯)—এ-কথার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা' দেখি, সংযমী যে, সে তেমন চোখে তা' দেখে না। আবার, সমস্ত ভূত (প্রাণী) যা' করে, সংযমী তা' করে না। সে জেগে থাকে, মানে সজাগ সতর্ক থাকে, ভাবে—কেমন ক'রে কী করব।

যতীনদা—সে কি ঐ বৈষয়িক ব্যাপারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ইত্যাকার যা'-কিছু সব।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ যে 'লোকসংগ্রহ' (৩।২০, ২৫) করার কথা বলছেন সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকসংগ্রহ তিনি করেনই। কারণ তিনি জানেন, লোকগুলি তাঁরই প্রতিকৃতি। লোকগুলি যদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হয় তাহলে তাঁর কাজ হয় না। তিনিই সবতা'র মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে আছেন। তিনি লোকপালী। এখানে লোক মানে শুধু মানুষ না, সৃষ্টির যাবতীয় যা'-কিছু। আবার, তিনি গোবর্দ্ধন-ধারী। গো মানে পৃথিবীও হয়, মানুষও হয়। তাই গোবর্দ্ধনধারী মানে মানুষকে যিনি বর্দ্ধন করেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার যে বাঁচা-বাড়ার ধর্ম্ম, তার মধ্যে কামের ধর্ম্ম, ক্রোধের ধর্ম্মও আছে। তোমার এ-ধর্ম্ম ও-ধর্ম্ম ছেড়ে দাও। আমি যেমন চলি, যেমন করি, আমার সেই রকমে চল। আমি যেন তোমাতে bedewed (বিশেষ-ভাবে সিক্ত) হ'য়ে উঠি।

যতীনদা—এ-ধর্ম্ম ও-ধর্ম্ম কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামের ধর্ম্ম যা' তোমাকে কামের দিকে নিয়ে যায়, ক্রোধের ধর্ম্ম যা' তোমাকে ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলি ছাড়। আমাকেই রক্ষা ক'রে চল। শরণ মানে কিন্তু রক্ষা।

এরপর আর আলোচনা অগ্রসর হয় না। বাইরে মুষলধারে বর্ষা নেমেছে। বর্ষা, ঝড় ও মেঘগর্জ্জনের শব্দ, সবটা নিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড সুরু হয়েছে প্রকৃতিতে। ঘরের ভিতরে দয়ালপ্রভুর সান্নিধ্যে এক স্নিগ্ধ বরাভয়দায়ী ধ্যান-আচ্ছন্ন পরিবেশ। এ এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি! সবাই নীরব।

কিছুক্ষণ এমন অবস্থা চলার পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিতে সুরু করলেন। পরপর অনেকগুলি বাণী প্রদানের পর তামাক চাইলেন। বৃষ্টি একটু ধ'রে এসেছে এই সময়। বাণীগুলি নিয়ে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সবাই একে-একে বিদায় গ্রহণ করলেন।

১লা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ১৭।৯।১৯৫৮)

গত দু'দিন যাবৎ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিবাত্যা, বন্যা হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে রেডিও মারফত। চারিদিকে কেমন একটা আতঙ্কজনক অবস্থা। শ্রীশ্রীঠাকুর সব খবরই মন-দিয়ে শুনছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। গতকাল তাঁর দাঁতের মাড়িতে যন্ত্রণা হচ্ছিল। ওষুধ দেবার পরে আজ ভাল আছেন। বাইরে ঝিম-ঝিম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু), লালদা (রামনন্দন প্রসাদ), প্যারীদা (নন্দী) ও হাউজারম্যানদা।

পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে জনৈক দাদা এসেছেন। তাঁরা এতদিন উদ্বাস্তু হিসাবে কাটাচ্ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। বর্ত্তমানে সরকার তাঁদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দিচ্ছে। ওঁরা সেখানে যাবেন কিনা জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দণ্ডকারণ্যে যাওয়া আমার ভাল লাগে না। তার থেকে বরং ভিক্ষা-সিক্‌কা ক'রে এদিকে বাংলায় থাকা ভাল। তা' না হ'লে কোথায় যাবে, কী করবে, কিছু ঠিক নেই।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ ক'রে আক্ষেপের সুরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর —এ-সব কিছু ঢেলে সাজাতে না পারলে হবে না। বাংলায় elite (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি) যারা আছে তারা সত্যিকারের elite (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) না। তাই যদি হ'ত তাহলে কি বাংলায় divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা) আসতে পারে? Divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) চালু হওয়ার ফলে সংসারগুলো ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়ছে। আজ যে একজনের বৌ, কাল সে আর একজনের বৌ হ'য়ে যাচ্ছে। ছেলেপেলেগুলিরও বা কী অবস্থা! মা নেই, বাপ নেই—কেমন একটা ছন্নছাড়া অবস্থা। ধর, আমি এখন

বুড়ো হ'য়ে গেছি। আজ যদি আমার ঐ অবস্থা হয়, তাহলে আমি থাকব কোথায়? গৃহ যাকে বলে, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—সেই গৃহই যদি unstable (অস্থির) হ'য়ে যায় তাহলে দাঁড়াবে কোথায়? Magnet-এর (চুম্বকের) দুটো pole (মেরু) আছে—'পজিটিভ্' ও 'নেগেটিভ্'। স্বামী হ'ল পজিটিভ্, স্ত্রী হ'ল নেগেটিভ্। স্ত্রীর হাতে সংসার ধরা থাকে। সে হ'ল গোড়া। সেই স্ত্রী যদি না থাকে, তার মানে গোড়া যদি ঠিক না থাকে, তবে বংশ, family (পরিবার) সব suffer করবে (কষ্টভোগ করবে)। তারপর দেখেন, বাংলায় যত divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ), বিহারে তত নেই। বিহার এদিক দিয়ে খুব ভাল। দিল্লীতেও এটা বেশ দেখা যায়। আবার, এগুলো বামুন-কায়েতের মধ্যেই বেশী। তারপর, আজকাল ছেলেপেলেরা লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু তাদের চাকরী ছাড়া যেন আর কোন গতি নেই। এত plan (পরিকল্পনা) হ'চ্ছে, কিন্তু family industry-র (কুটিরশিল্পের) কোন ব্যবস্থা তো হচ্ছে না। আজ দেশে চাকরী নেই, খাবার নেই। এখন যদি কেউ পেঁয়াজ-পটলও বিক্রী করে তারও দু'পয়সা ট্যাক্স্ দেওয়া লাগে। যা' বিক্রী করি তা' দিয়ে আমার পরিবারকে দু'পয়সা দিতে পারি না। তাহলে এই মরিচওয়ালা, পটলওয়ালা, এরা দাঁড়াবে কোথায়? ভাবতে গেলে মন খারাপ হ'য়ে যায়। আবার, চাকরী যারা করে, কোন একটা কারণ দেখিয়ে তাদের উপর একটা notice pass ক'রে (ঘোষণা চালিয়ে) দিলেই হ'ল—your service is no longer needed (তোমার আর চাকরী করার প্রয়োজন নেই)। তখন আবার ভয় আছে, চাকরী গেলেই বৌ ডাইভোর্স করবে। এমন দুরবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তা' আর কওয়ার না। আজ India-র neutral position (ভারতের নিরপেক্ষ নীতি) এত ভাল world-এ (পৃথিবীতে)। খুব ভাল। কিন্তু সে neutral (নিরপেক্ষ) থেকে কী হবে? তোমরা তোমাদের বর্ণাশ্রম ও বৈশিষ্ট্যের উপরে দাঁড়াবার কী ব্যবস্থা করছ? তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, এগুলিকে নষ্ট করলে কেন? এর নাম কী neutral (নিরপেক্ষ) থাকা? এ তো একপেশে চলন।

লালদা—কিন্তু যারা এগুলি করছে তাদের তো আমরাই select (নির্ব্বাচন) করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-রকম select (নির্ব্বাচন) কর কেন। তোমার নিজেকে মেরে যদি এইসব selection (নির্ব্বাচন) করতে হয় তাতে লাভ কী? অবশ্য চাকরী বজায় রাখার জন্য হয়তো অনেকে এইসব করে। কিন্তু সেটা তো slave mentality (চাকর-মনোবৃত্তি)। অবশ্য তোমাদের এই slave mentality (চাকর-মনোবৃত্তি)

হওয়ায় দোষ নেই। কারণ, বহু-বহু বছর ধ'রে slave (দাস) হ'য়ে আছ তোমরা। আমরা নাকি এখন স্বাধীন হ'লাম। কিন্তু সত্যিই কি স্বাধীন হয়েছি? স্বাধীন হ'য়ে আরো খারাপ হয়েছে মনে হয়। সত্যিকারের স্বাধীন করার তালেও তো কেউ নেই। এই চেতনা আনবে কে? তোমরা যারা elite (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি), তারাই তো? তোমাদের যদি এই দশা তাহলে করবে কে? ইংরাজরা এই দেশ শাসন করেছে। কিন্তু কখনও তোমাদের মা-বোনের গায়ে হাত দেয়নি। তারা oath (শপথ) ক'রে রাষ্ট্রশাসন করত—ধর্ম্মের গায়ে হাত দেবে না। তারা cultural conquest (কৃষ্টিগত বিজয়) করার চেষ্টা করত। আর তা' করেছেও। তোমাদের যা' সব সম্পদ ছিল তার মধ্যে কত বই ইংরাজরা, জার্মানরা নিয়ে গেছে। তোমাদের এখানে পুষ্পক রথ ছিল। আরো কত জিনিস ছিল। ভরদ্বাজের যে বিমানশাস্ত্র ছিল তা' এখন বেরোচ্ছে। তোমাদের জিনিস তোমরা খোঁজ কর না। এখন আমরা যদি ম'রে থাকি তা' কি আমাদের ভাল লাগে? দেশে আজকাল ধর্ম্মঘট চলছে—আরো কত রকমের ঘট। কিন্তু কৈ, পণপ্রথা নিবারণের জন্য তো তোমরা কিছু করলে না। এ তো একেবারে সেই সুরেনবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) আমল থেকেই চ'লে আসছে। আমি তখন থেকেই ক'চ্ছি। ইংরাজের হাত থেকে kingdom (সাম্রাজ্য) নেওয়ার জন্য তোমরা কত পরিশ্রম করেছ। কিন্তু তার চাইতে এ কাজগুলি করা খুব সোজা ছিল। অবশ্য এই না-করার দলের মধ্যে আমিও একজন। গাছে ব'সে ঘুঘুপাখী যেমন ঘু—ঘু ডাকে, আমিও সেইরকম ডাকছি। এখন, না-বাঁচার পথে কেমন ক'রে বাঁচা যায়, সর্ব্বত্র সেই চেষ্টা চলছে।

রাতে খড়ের ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—একটা লোক আপনার সামনে এলে সে কী বলতে চায় তা' আপনি বোঝেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আমিও পারি, আপনিও পারেন। অভ্যাস করলেই হয়। আশ্রমে তারাপদ ব'লে একজন ছিল। সে এইসব করত।

শরৎদা—এটা অভ্যাস করতে পারলে তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা অভ্যেস করার কাম নেই। যা' অভ্যেস করার তাই করবেন। ও-সব আপনার থেকে যা' হবার তাই হবে।

এরপর miracle (অলৌকিক ঘটনা) নিয়ে কথা উঠল। সে-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বস্মৃতি উল্লেখ ক'রে বলতে লাগলেন—পাবনার আশ্রমে ডিস্‌পেনসারির পেছনে একটা গাছ ছিল। একদিন তার দিকে তাকালাম। তাকালে পরে একখানা ডাল

মড়মড় ক'রে ভেঙ্গে গেল। তা' আমার ঐ রকমটা ছিল। Miracle (অলৌকিক ঘটনা) দেখলেই তার পোঁদে লেগে থাকা চাই। জানা চাই, কেমন ক'রে কী হ'ল। আপনাদেরও আমি বলি তাই। তারপর আর একদিন কেমিক্যালের ওখানে এক জামগাছের দিকে তাকালাম। তারও ডাল ভেঙ্গে গেল। তাই দেখে আমার ভয় ধ'রে গেল। ভাবলাম, শেষকালে কি যাদুকর-টর হ'য়ে যাব?

শরৎদা—তা' ডালভাঙ্গার কারণ কী পেলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও দিকেই আর মোটে মাড়ালাম না ভয়ে। ছোট থেকেই আমার ছিল আজগবীর ভয়, miracle-এর (অলৌকিক ঘটনার) ভয়। ওর মধ্যে যদি একবার মন মজে যায় তাহলে আসল কাম আর কিছু হয় না। ওর পাছে-পাছেই ছুটতে ইচ্ছে করে। এই যেমন অনেকে মা-কালীর কাছে পাঁঠা বলি দেয়, প্রার্থনা করে—'মা, আমার এই হোক, তাই হোক। এত টাকা যেন পাই।' ইত্যাদি। এতে তার energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) নষ্ট হ'য়ে যায়। বরং মা-কালীকে প্রণাম ক'রে কওয়া ভাল—'মা, আমি তোমার ছাওয়াল।' তাতে বুদ্ধি টক-টক ক'রে বেরোয়। আমার লেখার মধ্যে এ-সম্বন্ধে hint (ইঙ্গিত) দেওয়া আছে। নেই?

শরৎদা—হ্যাঁ, তা' আছে। মনটা যা'তে ওদিকে না যায় এবং সাত্বত বর্দ্ধনা না হ'লে যে কিছুই হয় না, এ-কথা আপনার লেখার মধ্যে খুব পরিষ্কার ক'রে আছে।

তারপর প্রসঙ্গ পালটে শরৎদা প্রশ্ন করলেন—অন্যান্য গ্রহে কি মানুষের মত প্রাণী আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই কি থাকে? আমাদের পৃথিবীর gravitation (মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি) যেমন, যেমন environment (পরিবেশ), আমাদের growth-ও (বৃদ্ধিও) হয় তেমনি। অন্যান্য গ্রহে অন্যরকম থাকতে পারে।

২রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৮।৯।১৯৫৮)

সকালে যথারীতি বড় দালানের বারান্দায় পরম দয়ালকে কেন্দ্র ক'রে ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছেন। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। কথায়-কথায় তথাকথিত শিক্ষিত ডিগ্রীধারীদের কথা উঠল।

হাউজারম্যানদা—ওদের ego nurtured (অহং পরিপুষ্ট) হ'লেই হ'ল। আর কিছু চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ego (অহং) যদি nurture আর fulfil (পোষণ আর পূরণ)

কর তাহলে satan will be nurtured (শয়তান পরিপুষ্ট হবে)। Nurture (পোষণ) যদি কিছু করতে হয় তা' হ'ল existence (সত্তা), যার উপর সব যা'-কিছু দাঁড়িয়ে আছে। এটা তো ঠিকই যে সবাই বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। ঐ যে প্লাবনের সময় একগাছে মানুষও ওঠে, সাপও ওঠে। কিন্তু তখন সাপ মানুষকে কামড়ায় না। কাল দশরথ (সিং) বলল, সে নিজে এ-রকম দেখেছে।

হাউজারম্যানদা—বিপদে পড়লে সবাই একরকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপদের কথা যদি মনে থাকে তাহলে অন্য সময়েও একরকম হ'তে পারে।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু ভাবছেন। অন্যমনস্কভাবে মৃদু-মৃদু টান দিচ্ছেন গড়গড়ার নলে। সুরভিত তাম্রকূটের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে তাঁর চারিপাশ আমোদিত। একটু পরে নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললেন—এত চিন্তা হয়। কোন একটা কিছু ঘটলেই আমার খারাপ দিকটাই খালি মনে হয়। গিরিশদার (পণ্ডিত মশাই) হাঁপানি হয়েছে শুনে আমি এত খারাপ ভাবি যে তা' আর কওয়ার না। বারে-বারে লোক পাঠাই। বলি—খবর নিয়ে আয়। ক'স্ নে কিছু। দেখে আয় কেমন আছে। এই যে ভাবনা, এর সাথে যদি মমতা না থাকত তো ভাল হ'ত। কিন্তু আমার মমতা এত বেশী যে তা আর কওয়ার না। ঐ যে গীতায় আছে "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা", এ পর্য্যন্ত বুঝি। কিন্তু "নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ"—এ-আর আমার হ'ল না। আমার কি-রকম মমতা—বিশ্রী! মেয়েলোকের চাইতেও বেশী। এটা কেমন একটা নিউরোসিস-এর মত।

পঞ্চাননদা (সরকার)—না, 'নিউরোসিস্' না। অতি মমতায় এ-রকম ক'রে তুলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই মমতাবশেই যার যাতে ভাল হয় তাই কই। অনেক সময় আবার কই না। ভাবি যে এরা তো আমার কথা শুনবি নানে। যা' ক'ব, আর একরকম করবে নে। শুভ কোন্‌টা তা' তো বোঝে না। অথচ আমার ইচ্ছে করে—ওরা ভাল থাকুক, বেঁচে থাকুক, দশজনে ওদের সুখ্যাতি করুক। আর আমার স্বার্থ তো এই-ই।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। হরিদা (গোস্বামী) অগ্রদ্বীপে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের বসবাসের জন্য জমির খোঁজ করতে। এখন ফিরে এসেছেন তিনি। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছ থেকে জমির সব খবর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনছেন। জিজ্ঞাসা করছেন গঙ্গা কতদূরে, রেললাইন কি-রকম, দিনে কতগুলি ট্রেণ চলে,

ইত্যাদি। সমস্ত শোনার পরে বলছেন—বর্ধমানের কাছাকাছি জমি হ'লে বড় ভাল হ'ত।

হরিদা—বর্ধমানের কাছে তো আবার জমি পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া অতটা land-ও (জমিও) ঠিক একসাথে চোখে পড়ে না।

কথা চলার ফাঁকে অশীতিবর্ষবয়স্কা রমণের মা হৈ-হৈ করতে-করতে এসে উপস্থিত। আশ্রমের কে-কে তাঁকে কতখানি জ্বালাতন করছে সে-কথা তারস্বরে ঘোষণা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সুরে বললেন—ওরা তোমাকে ভালই বাসে। তোমার পাছই ছাড়তে চায় না মোটে।

রমণের মা—ঠাকুর! আপনি যদি এখান থেকে চ'লে যান তাহ'লে আমি আর এখানে থাকতেই পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি যাই-ই তো যেমন আছ তেমনি থাকবা।

রমণের মা—তাহ'লে তো একেবারে দিনে-দুপুরে আমারে ইয়ে করবি (করবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু আমি যদি যাই তাহ'লে তো গুষ্টিশুদ্ধ নিয়ে যাওয়া যায় না।

রমণের মা—কিন্তু আপনার চরণছাড়া করবেন না ঠাকুর! আপনি বাংলায় যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা আমার সাথে না থাকলে নয় তারাই যাবে। তা' ছাড়া বাংলায় ঘরবাড়ী হ'লে তারপর যেও।

এর পর ছড়া দিলেন—

ঈশ্বরেরই কুকুর তুমি
নিষ্ঠা-শিকল গলায় বাঁধা,
ডাকলে তিনি কাছে আস
তাড়ালে থাক দূরে বসা।

কাছে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ছিলেন। বললেন—'বাঁধা' আর 'বসা' ঠিক মেলে না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ পংক্তিটি পালটে দিয়ে বললেন—তাড়ালেও তোমায় তিনিই স্বধা।

এটা মনঃপূত না হওয়ায় বললেন—এ-রকম করলে হয়; তাড়ালেও তিনি তোমার স্বধা।

শৈলেনদা—হ্যাঁ, এবার ভাল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু, নিষ্ঠা-শিকল গলায় বাঁধা থেকে গলায় পরা ভাল। তাহলে নীচে করতে হয়, তাড়ালে থাক দূরেই খাড়া।

শেষ পর্য্যন্ত এটা রাখাই ঠিক হ'ল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আরো কয়েকটি ছড়া

দিলেন। এই সময় কালীষষ্ঠীমা এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সোহাগভরে ডাকলেন—সুবাসিনি!

কালীষষ্ঠীমা—আজ্ঞে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না কালীষষ্ঠী?

কালীষষ্ঠীমা—তা' আপনি যা' কন! কালীষষ্ঠীই তো কন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আজ কী দিয়ে খালু (খেলি)?

কালীষষ্ঠীমা—এই চার রকমের ভাজা, ডাল, তরকারি। আর শেষে একটা পানতুয়া। আজ সন্দেশ-টন্দেশ খাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর পেট কেমন আছে?

কালীষষ্ঠীমা—এইতো খিদে নেই। পায়েস দিতি আসল। ক'লাম, ঐ একটু ছোঁয়ায়ে রা'খে যাও। খাতিই ইচ্ছে করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তোর পেট দেখায়ে আয়।

কালীষষ্ঠীমা—কার কাছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো প্যারী আছে।

কালীষষ্ঠীমা—কাল সকালে দেখাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। যা দেখায়ে আয়।

জোর দিয়ে বলতে কালীষষ্ঠীমা উঠে গেলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল কথা মনে হ'লেই তা' তখুনি করা লাগে, সম্ভব হ'লে।

গোপেনদার (রায়) সাথে এসে বসেছেন মাখন চক্রবর্ত্তী। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই, তোর খাওয়া হয়েছে? তোর নাম যেন কী? এই দেখ্, তোর নাম ভুলে গেলাম। শুনেছি, কিন্তু ভুলে গেলাম। তোর নাম কী?

মাখনদা—মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখ্, ভুলে গেছি। আমার এই অসুখ হ'য়ে এমন কাম হয়েছে। আমার চেয়েও তো কত বুড়ো লোক আছে।

ইতিমধ্যে কালীষ্ঠীমা আবার এসে বসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি, দেখালু?

কালীষষ্ঠীমা—হুঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী ক'ল?

কালীষষ্ঠীমা—লিভার ব'লে চার আঙ্গুল বড় হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! কমায়ে ফেলাও।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠলেন।

৩রা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ১৯।৯।১৯৫৮)

রাতে—খড়ের ঘরে। শচীনদা (গাঙ্গুলী), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কথায়-কথায় শচীনদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঘুমের কি কোন সময় বাঁধা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে dull (ভোঁতাবুদ্ধি) না হ'য়ে যান এমনভাবে ঘুমাবেন। তা' ছাড়া, বয়স হ'লে একটু ঘুম ভাল।

শচীনদা—কতক্ষণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বয়স যাদের বেশী হয়েছে তাদের আট-নয় ঘণ্টা ঘুম হলেই হয়। এইতো আমি আগে সাড়ে চারটায় উঠতাম। এখনও অবশ্য তাই জাগি।

শচীনদা তাঁর নিজের বাড়ী উত্তরপাড়ায় যাবেন। সে-কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শচীনদা, আপনি কবে যাবেন?

শচীনদা—আগামী বুধবার। গিরিশদা বললেন, ঐ দিন ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলেন, আমিও যাই।

শচীনদা—আপনার যাওয়ার কি দিন ঠিক হ'য়ে গেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, দিন কিছু ঠিক হয়নি। তবে শীগগীরই যেতে ইচ্ছে করছে।

শচীনদা—বড় খোকা বেরিয়ে না এলে তো আপনি যেতে পারবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কবে ছাড়বে কি জানি। কত দেরী করছে।

৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২০।৯।১৯৫৮)

সকালে বড় দালানের বারান্দায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর বহিরাগত জনৈক দাদার সাথে কথা বলছেন। ঐ দাদা প্রশ্ন করলেন—ভগবানের প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজন আছে বাঁচার জন্য। আমরা বাঁচতে চাই। মরতে চাই না। পশুপক্ষী, গাছপালা, সমস্ত জীবজগৎ বাঁচতে চায়। কিন্তু এই বাঁচার জন্যে চাই environment (পারিপার্শ্বিক)। কারণ, আমরা যে আছি তার impulse-টা (সাড়াটা) পাই environment (পারিপার্শ্বিক) থেকে। আবার, ভগবান মানে ভজমান। ভজ-র মধ্যে আছে সেবা। পারস্পরিক প্রীতি ও সেবার ভিতর-দিয়েই সবাই বাঁচে।

প্রশ্ন—পারস্পরিক সেবা লাগে কি জন্যে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sympathy (সহানুভূতি) বাড়াবার জন্যে। একটা রোগীর 'পরে যদি তুমি দরদী না হও তাহলে কি তুমি তার সেবা করতে পার? আবার, তোমার উপর দরদী যারা তাদের 'পরেও তোমার existential sympathy (সাত্বত সহানুভূতি) আছে। কারণ, তারা তোমার সুস্থির কারণ। আর, এই দরদ, সহানু-ভূতি কেমন ক'রে করতে হয় তা' জানেন গুরু। সেইজন্য আচার্য্য কয় গুরুকে। তিনি আচরণ ক'রে জানেন। হাতে-কলমে করিয়ে আমাকে এমন ক'রে goad (চালনা) করতে পারেন যাতে আমি বাস্তবতার পথে চলতে পারি।

প্রশ্ন—যারা মাছ খায়, মাছ মারার সময় কি তাদের কষ্ট লাগে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ভাবে, আমাদের খাদ্য। আমি ভাবি, আমি যদি মাছ হ'তাম তাহলে আমাকে ঐভাবে ধ'রে খেত। সেটা আমার কেমন লাগত? সেইজন্য আমি ভাবি, মাছকে আমি কতটা nurture (পোষণ) দিতে পারি। আবার, যারা মাছের ব্যবসা করে তারা কতখানি মাছের কথা ভাবে সন্দেহ। তারা হয়তো ভাবে, মাছটা আর একটু বড় হ'লে আমি বেশী দাম পেতাম। কিন্তু মাছটা জলে খেলে বেড়াক, আমি দেখে খুশি হই, এ কয়জনে ভাবে?

প্রশ্ন—মাছ-মাংস কেন খাওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাছ-মাংসে এ্যাসিড হয়। এ্যাসিড হ'য়ে longevity (আয়ু) কমিয়ে দেয়।

প্রশ্ন—ওদের দেশে তো অনেকে খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন খায়, কিন্তু ক'মে আসছে। আবার ওদের দেশে যারা বড় হয়েছে তারা খায় না। আইনষ্টাইন, নিউটন, হিটলার এরা খেত না। বড়-বড় actor-রাও (অভিনেতারাও) খায় না।

প্রশ্ন—Consciousness (চৈতন্য) কী করে বাড়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কর। Active service (সক্রিয় সেবা) দাও মানুষকে। হয়তো বই পড়বে না, কিন্তু এইভাবে করতে যেয়েই সব বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে দুষ্ট লোক কেমন, ভাল লোক কেমন, কে কী চায় ইত্যাদি।

প্রশ্ন—ভালটা বুঝব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল হ'ল তাই যা' propitious to our existence (আমাদের সত্তার পক্ষে মঙ্গলকর)। আমরা কাজ করি। ক'রে-ক'রে দেখি। তার মধ্যে যেটা ভাল সেটা ধরি, অন্যগুলো ছাড়ি। না কি?

প্রশ্ন—পুনর্জ্জন্ম কি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই শরীর আর জন্মায় না। কিন্তু সংস্কার থাকে বাবার মধ্যে।

সংস্কার হ'ল সম্যকপ্রকারে কৃত যা'। তুমি যা' করছ সেটা তোমার মধ্যে recorded (আলিখিত) হচ্ছে। তারপর spermatic cell-এর (রেতঃশরীরের) মধ্য-দিয়ে সেটা সঞ্চারিত হয়। তুমি বিয়ে করলে। তোমার intercourse-এর (যৌনসম্মিলনের) সময় sperm-এর (শুক্রের) মধ্য-দিয়ে ঐ সংস্কার গেল। তা' materialised (মূর্ত্ত) হ'য়ে ওঠে সন্তানের মধ্যে। তাই কয়, "সংস্কারসাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্"। সেইজন্য heredity-র (বংশানুক্রমিকতার) দাম এত। Heredity (বংশানুক্রমিকতা) ছেড়ে দেওয়া মানে নিজের বংশকে মেরে ফেলা।

মণিদা (চক্রবর্ত্তী)—প্রত্যেক sperm-এর (শুক্রকীটের) মধ্যেই কি পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আছেই।

মণিদা—কিন্তু একবারে তো অসংখ্য sperm (শুক্রকীট) বেরোয়। তার প্রত্যেকটিতেই সংস্কার থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো বটেই। সেইজন্য ঐ যে masturbation (হস্তমৈথুন) করা হয়, অনেক ছেলেই করে, তার মানে ঐ অতগুলো মানুষকে হত্যা করা।

এরপর উক্ত দাদাটি বললেন—ঠাকুর! আমি যাব এখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, আবার সুবিধা পেলেই চ'লে এসো।

উক্ত দাদা—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন ইষ্টপ্রাণ হই। আর কিছু চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবে না কেন ? আমাদের মুসলমান জগতে, খৃষ্টান জগতে সর্ব্বত্রই ঐ হওয়ার tradition (ঐতিহ্য) আছে।

এরপর ঐ দাদা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

আগামীকাল তালনবমী, তিথিপূজা। চারিদিকে সজ্জার সমারোহ। আলোকমালা, মঙ্গলঘট, পত্রপুষ্পে সেজে উঠছে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান-স্থলগুলি। প্রতিটি তোরণদ্বার সুসজ্জিত। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে মাঙ্গলিক ভক্তিগীতির সুরলহরী। পরমপুরুষের পুণ্য আবির্ভাবের আনন্দচ্ছটায় সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ উদ্ভাসিত।

৮ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ২৪।৯।১৯৫৮)

দেশবিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আগত কিছু সৎসঙ্গী সরকারের বিভিন্ন শরণার্থী-শিবিরে আশ্রয় নিয়ে আছেন। নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে জনৈকা মা এসেছেন আশ্রমে। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানতে চাইলেন—আমাদের তো সরকার দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে চায়। আমরা কি যাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, বাংলায় থাকতে পারলেই ভাল হয়। আর, অগত্যার পরে যদি যাওয়াই লাগে তাহলে সেখানে আবার সৎসঙ্গ-দণ্ডকারণ্য ক'রে নেওয়া লাগে।

উক্ত মা—আর, বাংলায় যদি পুনর্ব্বাসন পাই তাহলে তা' চব্বিশ-পরগণায় নেব না বর্দ্ধমানে নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চব্বিশ-পরগণা তো ওর কাছে হ'য়ে যায়।

পঞ্চানন সরকারদা—হ্যাঁ, সীমান্তের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্দ্ধমানে নিতে পারলেই ভাল হয়।

উক্ত মা—আর একটা কথা। আমার একটা ছেলে, থার্ড ক্লাসে পড়ে। পড়াশুনায় ভালই। কিন্তু এখন কী খেয়াল হয়েছে, সিনেমায় যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ঐ তো, সিনেমা-টিনেমা দ্যাখে। তার থেকে অমন হয়েছে। ভাল ক'রে পড়াশুনা করুক।

আপনি একটু দৃষ্টি রাখবেন—ব'লে মা-টি প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় ব'সে অনেকক্ষণ জ্ঞানদার (গোস্বামী) সাথে প্রাইভেট কথা বললেন। তারপর গৌর মণ্ডলদাকে ডাকতে বললেন। গৌরদা এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই গৌর!

গৌরদা—আজ্ঞে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর ট্রলি-গাড়ীর আবার কী কী পার্টস্ ব'লে চুরি হ'য়ে গেছে? (শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হচ্ছিল একখানা বড় কাঠের ট্রলি)।

গৌরদা—হ্যাঁ, কিছু গেছে। বাইরের কত লোক আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ বাইরের লোক না। এ তোমাদের ভেতরেরই লোক। বাইরের লোক এখান থেকে চুরি করবে কি-রকম?

গৌরদা—হ্যাঁ, ভেতরের লোকই মনে হয়। কারণ, আমাদের লোক না হ'লে তো ওটা খুলতেই পারবে না। তা' ছাড়া মণিদা (চট্টোপাধ্যায়) ওখানে শুয়ে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলেই বোঝ, তোমাদের inquisitive urge (অনুসন্ধিৎসু সম্বেগ) কতখানি dull (ভোঁতা)।

১০ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ২৬।৯।১৯৫৮)

রাতে—খড়ের ঘরে। ভাগলপুরের টীচারস্ ট্রেনিং কলেজের দু'জন প্রফেসর

শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এসেছেন। ওঁদের সাথে দুটি ছাত্রও আছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ওঁদের নিয়ে আশ্রমের সব-কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এলেন সবাই।

হরিনন্দনদা—ওঁরা আশ্রমের কাজকর্ম্ম দেখে খুব খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অধ্যাপকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখানে বড় গণ্ডগোল। হরিনন্দনের কাছে সব শোনেন।

অধ্যাপক—মহাপুরুষদের এ-রকম হয়ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু বাড়তে দিচ্ছে না মোটে।

এরপর নানা বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে।

প্রশ্ন—মনের চঞ্চলতা কিভাবে দূর করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চঞ্চলতা দূর করার জন্য ব্যস্ত হওয়া ভাল না। চঞ্চলতা দূর করার চেষ্টা করতে থাকলে চঞ্চলতা বেড়ে যায়। বরং নিজের ইষ্টকে ভালবাসা ভাল। Love-এর (ভালবাসার) সাথে আছে active service (সক্রিয় সেবা)। যদি কোথাও তা' না থাকে, বুঝতে হবে সেখানে love dull (ভালবাসা ভোঁতা)। আমাদের আদিম শিক্ষার মূল তুকই তো ঐ—আচার্য্যে নিষ্ঠা। তাঁর কথা শুনে বুঝে, তাঁর ইচ্ছামত সমস্ত কাজ এমনভাবে নিষ্পন্ন করা চাই যাতে কোন জায়গা একটুও defective (খুঁতো) না থাকে। এর ভিতর-দিয়ে নিষ্ঠা বেড়ে যেত, আমরা educated (শিক্ষিত) হ'য়ে উঠতাম, চরিত্র গঠিত হ'য়ে উঠত। আচার্য্যের কাছে দীক্ষিত হ'য়ে তাঁর নামজপ করতে-করতে হয়। নাম মানেই আনতি। তাঁতে inclined (আনত) হওয়া চাই। যাঁর নাম করি, তাঁর গুণগুলি ভাবতে ইচ্ছা করে, বলতে ইচ্ছা করে। তাঁর স্তব করতে ইচ্ছা করে। তারপর তিনি যেমন চান সেইভাবে চলতে ও করতে ইচ্ছা করে। আর, এইরকম করতে-করতেই সিদ্ধি আসে।

হরিনন্দনদা হিন্দীতে অনুবাদ ক'রে ভদ্রলোকদের সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এরপর অপর এক অধ্যাপক বললেন—দিনরাত কাজ করি, ব্যস্ত থাকি। কখনও-কখনও ঈশ্বরচিন্তা করি। কোন্ কাজ করলে আমার ঠিক growth (বর্দ্ধনা) হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন কাজ ক'রে চলা লাগে, তাই ভেবে চলা লাগে, যাতে আমাদের existence (অস্তিত্ব) বজায় থাকে, exalted (উদ্দীপিত) হ'য়ে ওঠে। আর, এরই জন্য চাই ইষ্ট। তিনি যেমনভাবে যা' চান সেগুলি ঠিকমত করব। এর ভিতর-দিয়েই আমি ঠিক ঠেলে উঠব। এর উল্টো যা' অর্থাৎ অস্তিত্বকে পাতিত, বিশীর্ণ ও জীর্ণ করে তাই হ'ল পাপ। তাতে আসে সাত্বত অধঃপতন।

প্রশ্ন—অনেকে existence (অস্তিত্ব) চায়, কিন্তু God-কে (ঈশ্বরকে) চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—God-এর (ঈশ্বরের) সাথে যুক্ত না হ'য়েও কেউ যদি আচার্য্যের সাথে যুক্ত থাকে তাহলেই হয়। আচার্য্য বলেন, তুমি পরিবেশের সবাইকে নিয়ে ইষ্টানুগ চলনে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ। পরিবেশের কথা তিনি বলেন, কারণ, আমি বাঁচতে গেলেই আমার পরিবেশকে বাঁচানো লাগে। পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমি বাঁচতে পারি না। পরিবেশের মধ্যে যারা বাস করে তারাও আবার যদি ব্যষ্টিগত-ভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য না করে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি সেবাপরায়ণ না হয় তাহলে তারাও বাঁচতে পারবে না। সেইজন্য আমার পরিবেশকেও ঐ অমনতর ক'রে তোলা দরকার।

প্রশ্ন—Sentiment (ভাবানুকম্পিতা) ও emotion-কে (ভাবাবেগকে) কিভাবে control (সংযত) করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলোর যেমন flow (স্রোত) থাকে, এগুলি তেমন feeling-এর flow (অনুভবের স্রোতধারা)। Sentiment-ও (ভাবানুকম্পিতাও) চাই, emotion-ও (ভাবাবেগও) চাই। কিন্তু যেহেতু আমাদের whole system-টাই (সমগ্র শারীর বিধানটাই) concentric (সুকেন্দ্রিক), সেইজন্য এগুলিকেও concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তোলা লাগে। আর, তা' হওয়া লাগবে আমার activity-র (কর্ম্মের) ভিতর দিয়ে। কিন্তু মানুষের যদি মাথার গণ্ডগোল থাকে তবে activity (কর্ম্ম) ভাগ-ভাগ হ'য়ে যায়। Concentric (সুকেন্দ্রিক) আর হ'য়ে ওঠে না।

প্রশ্ন—হ্যাঁ, দেখা যায়, এক-একজন অনেক রকম philosophy preach (তত্ত্ব প্রচার) করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, সেগুলি concentric (সুকেন্দ্রিক) নয়। সেখানে খাঁকতি আছে। আর, যেখানে এগুলি concentric হ'য়ে combined (সুকেন্দ্রিক হ'য়ে সংহত) হ'য়ে ওঠে, সেখানে খাঁকতি থাকে কম।

প্রশ্ন—আচ্ছা, রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসতেন। কিন্তু সামাজিক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হননি। সে প্রেম কি ঠিক হয়েছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ সমাজের কাজ করেছিলেন খুব বেশী। সবার হিতসাধন করেছিলেন। রাধা follow (অনুসরণ) করেছিলেন তাঁকে। তা'তে যা' হবার তা' হয়েছে।

এরপর ঐ ভদ্রলোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বললেন—এখন যাচ্ছি। পরে আবার আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা হ'লেই চ'লে আসবেন।

হরিনন্দনদা ওঁদের সাথে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেন। পাকুড় থেকে একটি দাদা এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর আত্মীয়স্বজন বাণ মেরে ও ঝাড়ফুঁক ক'রে তাঁকে দুর্ব্বল ক'রে মেরে ফেলতে চাইছে। এর কোন সমাধান আছে কিনা—দাদাটি জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকালবেলায় হাতে জল নিয়ে নাম ক'রে খাস্। তাহলে সারাদিন আর খারাপ করতে পারবে না। বরং যারা করতে আসবে তাদেরই খারাপ হবে। রোজ সকালে করবে। তুমি নাম নেছ?

উক্ত দাদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথাও নেওনি।

উক্ত দাদা—না, কোথাও নিইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক, ভগবানের নাম-টাম ক'রে ঐ জল খাওয়া লাগে। আর, শঙ্খপুষ্পী খাওয়া ভাল। শঙ্খপুষ্পী এখানে বোধহয় হরিপদর (ডাঃ হরিপদ সাহা) কাছে আছে। দেখেন তো শরৎদা।

শরৎদা (হালদার) ঐ দাদাকে নিয়ে হরিপদদার কাছে যাওয়ার জন্য উঠলেন। যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ দাদাকে আবার ডেকে ব'লে দিলেন—এ-সব কাউকে ক'য়ো না। আর ঠিকমত ক'রো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতে ব্যথা হয়েছে। কষ্ট পাচ্ছেন। এখন প্যারীদা (নন্দী) দাঁতে ওষুধ দিয়ে দিলেন। রাত আটটা। একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে ব'লে উঠলেন—কেষ্টদা আইছেন নাকি? বসেন।

কেষ্টদা প্রণাম ক'রে বসলেন। বলদেব মিশ্রদার ছেলে আশ্রমে থাকে। তার কথা উত্থাপন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার বলদেবের ছাওয়ালটা ভালই।

কেষ্টদা—মানুষ ভাল। কিন্তু ড্রাইভার ভাল না। একটু reckless (অসাবধান)। হঠাৎ গাড়ী মানুষের ঘাড়ে তুলে দেয় নাকি। তবে আস্তে-আস্তে ঠিক হ'য়ে যাবে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমানুষ তো! Train (শিক্ষিত) করতে হয়। হাত আসছে তো!

কেষ্টদা—একটা মানুষকে ভাল জানি। হঠাৎ যদি তাকে খারাপ চলতে দেখি তাহলে কি-রকম লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপের মধ্যে কতকগুলি আছে moulded (নিয়ন্ত্রিত) হয়, কতকগুলি moulded (নিয়ন্ত্রিত) হয়ই না। যারা টক ক'রে moulded বা

adjusted (নিয়ন্ত্রিত বা বিনায়িত) হয়, মনে হয়, তাদের জন্মধারা ভাল।

কেষ্টদা—এখনই ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে ঐ-রকম একটা ঘটনা শুনে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা!

কেষ্টদা—আপনার শরীর এবেলা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ আছে একরকম।

হরিদা (গোঁসাই) এসে সামনে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, অগ্রদ্বীপের জমির ম্যাপটা ঠিক ক'রে রাখিস্। (কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে) ওটা যদি হয়—। জমি ব'লে ও (হরিদা) দেখেছে।

এরপর কেষ্টদা হরিদার কাছ থেকে অগ্রদ্বীপের জমি সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ শুনতে লাগলেন।

১১ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৭।৯।১৯৫৮)

আজ সকালে শ্রীবলদেব সহায় এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে অনেকক্ষণ যাবৎ কথাবার্ত্তা ব'লে গেছেন। এ-বেলাতেও এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত মশাইকে (গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) বলদেব বাবুর ঠিকুজী তৈরী করতে বলেছিলেন। পণ্ডিত-মশাই এখন ঠিকুজী নিয়ে এসেছেন। বললেন—বলদেববাবুর নবমে বৃহস্পতি, স্বক্ষেত্রে, ধর্ম্মস্থানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে মানুষকে concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তোলে।

জ্ঞানদা (গোস্বামী)—কর্ম্মস্থানের অধিপতি কে?

পণ্ডিতমশাই—মঙ্গল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(ইঙ্গিতে বলদেববাবুর দিকে নির্দ্দেশ ক'রে) সেইজন্যে যা' ধরে, ঠেসে ধরে। বলদেববাবুর বয়স কত হ'ল?

বলদেববাবু—ছেষট্টি বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল, আপনি কিন্তু মধু খাওয়া ছাড়বেন না।

বলদেববাবু—না, মধু তো আমি এখান থেকেই পেয়ে যাচ্ছি।

তারপর সরকার সাহেবের ফটো দেখিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন বলদেববাবু।

জ্ঞানদা—ওঁর আদেশে জননীদেবী ঠাকুরকে দীক্ষাদান করেন। তাই, ঠাকুর ওঁকেই গুরু ব'লে জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এঁদের কাউকেই দেখিনি। মা'র কাছে এঁদের কথা শুনেছি। মা ওঁদের ভালবাসতেন। (একটু বিরতির পর) আমি রামকৃষ্ণ ঠাকুরকেও দেখিনি। তিনি আমার একবছর আগে বোধ হয় মারা গেছেন।

সুশীলদা (বসু)—না, দু'বছর আগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বিবেকানন্দকেও দেখিনি। এতে একটা সুবিধা হয়েছে, আমি uncoloured (অরঞ্জিত) আছি। সুশীলদার কোন জায়গা বাদ নেই। Whole India (সমস্ত ভারতবর্ষ) ঘুরেছে। বহু বড়-বড় সাধুদেরও দেখেছে। আপনি আফগানিস্থানে যাননি ?

সুশীলদা—খাইবার পাস্-এর বর্ডার পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম।

রাত আটটা বাজল। এই সময় বলদেববাবু বিদায় গ্রহণ করলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন-কোন লোক আছে, তাদের বয়স হ'য়ে গেলেও পনের কুড়ি বছরের মত দেখায়।

কেষ্টদা—বয়স দুইরকমের আছে, এক physical (শারীরিক), আর এক psychological (মানসিক)।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি জলহস্তী দেখেছেন ?

কেষ্টদা—আগের বারে চিড়িয়াখানায় দেখেছিলাম। আপনিও তো দেখেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেখেছি কিনা আমার মনে নেই।

কথায়-কথায় রাত নয়টা বেজে যায়। শরৎদা (হালদার) এলেন। সাথে তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকুমার-বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণোপান্তে মাথা নত ক'রে প্রণাম করলেন। পরে হাসিমুখে বললেন—কেমন আছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল না। এই paralysis (অবশ-অঙ্গ) ভাবটাও আছে। তা' আপনি কয়েকদিন থাকবেন শুনেছিলাম। এখন নাকি শীগগীরই চ'লে যাবেন ?

শ্রীকুমারবাবু—হ্যাঁ, সেইরকমই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ইচ্ছা ছিল, ঐ সুকচরে যেয়ে কিছুদিন থাকি। ওখানে আপনাদের সঙ্গেও কিছুদিন বেশ স্ফূর্ত্তি করা যেত। কিন্তু তা' আর হ'ল না। এখানে সব নানারকম গোলমাল। আমার বাড়ীর ঠাকুর মারা গেল টাইফয়েডে, আর এদের জড়ালো murder case-এ (হত্যা মামলায়)—বড় খোকা শুদ্ধ। সে অসুস্থ হ'য়ে কলকাতায় ছিল ব'লে এখনও হাজত খাটা লাগেনি। এখন অবশ্য সে অনেকটা improved (ভাল আছে)।

এরপর শ্রীকুমারবাবু সুকচর নামক স্থানটির ঐতিহাসিক বিশেষত্ব গল্প ক'রে শোনালেন। তারপর বললেন—আপনার শারীরিক অসুস্থতা এখন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঐ paralysis (অবশ-অঙ্গ) ভাবটা এখনও আছে। ভাব

আছে কি, তাই-ই আছে। এর পরে যদি কোন অসুখ হয়, যদি একটু জ্বর হয়, তাহলেই আমি একেবারে কাতর হ'য়ে পড়ি। মনে কোন anxiety (উদ্বেগ) হ'লে পরে আরো বেশী হয়।

শরৎদা—ঠাকুরের কষ্ট তো আমাদের নিয়ে।

শ্রীকুমারবাবু—এত যার ছেলে, তার কি শান্তি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেককে নিয়ে তো অনেক হয়, আর, অনেক বাদ দিয়ে তো চলা যায় না।

শ্রীকুমারবাবু—রাতে ঘুম-টুম হয় তো আপনার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কয়েকদিন হয়েছিল। এখন আবার দিন-তিনেক অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীকুমারবাবু—আচ্ছা, প্রণাম তো হ'ল। আপনার বোধহয় বিশ্রামের ব্যাঘাত করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, না। আমার ভালই লাগে। এ একটা টনিক।

শ্রীকুমারবাবু—আপনার শরীরটা তাড়াতাড়ি ভাল হ'য়ে উঠুক—এ আমাদের সকলেরই প্রার্থনা ভগবানের কাছে। তা' ছাড়া এত লোক আপনার উপর নির্ভর ক'রে আছে। এত ছেলেপেলে। আবার আমরাও যখন আসি, দর্শন যেন পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাসিমুখে) পরমপিতার দয়া। আমার তো ঐ-রকম মাতলামি করতেই ইচ্ছে করে।

শ্রীকুমারবাবু—তা' তো আর হবে না। এখন আর ছেলেদের সাথে মাতলে চলবে না। এখন নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করা চাই।

আরও দু'চারকথার পর শ্রীকুমারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনি আজ তাহলে বিশ্রাম করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে মাথা নুইয়ে প্রণাম ক'রে তিনি আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাত দু'খানি জোড় ক'রে স্মিতবদনে তাকিয়ে আছেন শ্রীকুমার-বাবুর দিকে। চুনীদা (রায়চৌধুরী) ও শরৎদা ওঁর সঙ্গে গেলেন। জামতলার ঘরের কাছে উঁচু বারান্দাওয়ালা ঘরটিতে শ্রীকুমারবাবুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। রাত দশটা হ'ল।

১২ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৮।৯।১৯৫৮)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক দেরীতে শয্যাত্যাগ করেছেন। এখন সকাল আটটা। আজ শ্রীশ্রীবড়মাকে নিয়ে অশোকদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র) কলকাতায় যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন কে কে যাচ্ছে।

অশোকদা—ঝাপু আর দীনদা যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিন বামুন যাস্‌নে।

সুধাংশুদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা) গতকাল বিকালে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—সুধাংশু, তুমিও যাও। তাহ'লে চারজন হবে নে। আর ঐ তো মানুষ। উঠতেও পারে না, হাঁটতেও পারে না।

সুধাংশুদা—তাহ'লে আমি যাব। আপনার শরীর কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর আমার মোটেই ভাল না। আজ চার রাত ঘুম হয় না। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘুম। শরীর বড় দুর্ব্বল লাগে। ওদের (ডাক্তারদের) কতদিন ধ'রে কচ্ছি। পেটের মধ্যে একটা কিরকম ব্যথা! মাথা ভার।

এই সময় মণি সেনদা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে তাঁকে বলছেন—বড় বৌ আজ কলকাতায় যাবে। টাকাপয়সা যা' লাগে, ঠিকমতো দিয়ে দিস্‌।

মণি সেনদা সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে চ'লে গেলেন। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদার কাছে জানতে চাইলেন—শ্রীকুমারবাবুর কাছে কে আছে?

সুধাংশুদা—আমি দেখে আসি। (ব'লে চ'লে গেলেন।)

বেলা সাড়ে আটটার পর শ্রীকুমারবাবু এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে বসলেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু জ্বরভাব হ'ল। টেম্পারেচার ৯৮·৬। সন্ধ্যার পর শরীর ভাল না থাকায় অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৩০।৯।১৯৫৮)

আজ শ্রীশ্রীবড়মা কলকাতা থেকে ফিরবেন। সকালেই ওঁদের রওনা হবার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বার বার খোঁজ নিচ্ছেন ওঁরা রওনা হলেন কিনা! ফোন ক'রে খবর নেওয়া হ'ল, শ্রীশ্রীবড়মা সবাইকে নিয়ে রওনা হয়েছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর চক্রপাণিদাকে (দাস) বললেন—এই যে যাত্রা-থিয়েটারে মুনি-ঋষিদের যা' দেখায়, তাঁরা ওরকম ছিলেন না। তাঁরা এই তোমার মতন, এদের মতন ভদ্রলোক ছিলেন।

গতকাল জনৈকা মায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—বাসন-টাসনগুলি ছাই দিয়ে মাজা ভাল। ছাইয়ের মধ্যে অনেকগুলি এ্যান্টিসেপ্‌টিক জিনিস আছে, সোডা আছে, পটাশ আছে, আরো কী কী যেন আছে! আবার, থালাবাসন মেজে রোদে রাখতে হয়। এ বিধান ছিল আমাদের।

১৬ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২। ১০। ১৯৫৮)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের মধ্যে বিছানায় অর্দ্ধশায়িত আছেন। কাছে এসে বসেছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ। চুনীদার (রায়চৌধুরী) সম্প্রতি একটি কন্যা হয়েছে। জাতাশৌচ ব'লে তিনি বারান্দায় ব'সে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—অশৌচ আর ক'দিন আছে ?

চুনীদা—আর তিনদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশৌচ পালনের ভিতর-দিয়ে পারস্পরিকতা বাড়ে, fellow-feelings (পারস্পরিক বোধ) আসে।

বীরেন ভট্টাচার্য্যদা এসে বসলেন এই সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্ববিজ্ঞান হওয়ার আগে একদিন স্বপন দেখলেম, বিশ্ববিজ্ঞান হ'য়ে গেছে। ঐ-রকম বিরাট দালান। আর তার মধ্যে বীরেনদা একা বসেছে। তখনই বুঝলাম, একটা জিনিস নিয়ে কোন একজনের লেগে প'ড়ে থাকতে হয়। তা' না হ'লে কাজে সিদ্ধি আসে না। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত হ'লও তাই।

সামনে বাইরের উঠানে একটি মা এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে একটি লোকের কাঁধে এক ঝুড়ি কুমড়া। শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কী আনিছিস্ রে ?

উক্ত মা—কুমড়ো।

পাশের ঘরে অবস্থিত শ্রীশ্রীবড়মাকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বড়বৌ ! ঐ দেখ, কুমড়ে আনিছে তোমার জন্যে, কুমড়ে।

আগত মা-টি আনন্দে ডগমগ হয়ে কুমড়োর ঝুড়ি নিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মার কাছে।

চুনীদা Human Destiny বইখানা পড়ছেন। কেষ্টদা সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে বললেন—ভাল ক'রে বইখানা পড়। তারপর কথাগুলি তোমার মত ক'রে সাজিয়ে নিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করা লাগবে, যেন তা' religio-scientific (ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান-সম্মত) হয়। লেখার মধ্যে আবার emotion-ও (ভাবাবেগও) থাকা চাই, sentiment-ও (ভাবানুকম্পিতাও) থাকা চাই। দুটো একসাথে না থাকলে একটা বিষয় ঠিকমত feel-ই (বোধই) করা যায় না। যেমন, বঙ্কিমবাবুর ঐ গান 'বন্দে মাতরম্'। ওতে কি-রকম emotion (ভাবাবেগ) আর sentiment (ভাবানুকম্পিতা)। আছে না ?

কেষ্টদা সে-কথা সমর্থন ক'রে বললেন—ওটা বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছিল। আমি বেঁচে থাকতে-থাকতে

কী ক'রে আমার লেখাগুলির ইংরাজী ক'রে ফেলা যায়।

কেষ্টদা—সে যারা পারে তাদের একজন লেগে থাকলেই হয়। বাংলা যখন থাকল তখন একদিন-না-একদিন এর ইংরাজী হবেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে এগুলির materialisation (বাস্তবায়ন) খুব দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ translation (অনুবাদ) আবার materialisation-এর (বাস্তবায়নের) সহায়তা করবে। Materialisation (চরিত্রগত করা) তো চাই-ই, একশ' বার। আর একটা কথা। ঈশ্বর সম্বন্ধে কত কথা চলিত আছে। কিন্তু ঐ যে আছে তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, এই বোধ এত চারায়ে গেছে যে তা' আর কওয়ার না। মানুষ যেন ভুলেই গেছে "কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

পঞ্চাননদা—God (ঈশ্বর) কথাটা সৃষ্টি ক'রে জগতের কী সুবিধা হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা goal (লক্ষ্য) ঠিক হ'ল তো!

কিছুক্ষণ নীরবে কাটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা নিজের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে worship (উপাসনা) করতে জানে না, তারা অন্যের কৃষ্টিগুলিকেও শ্রদ্ধা করতে পারে না। আর, সেগুলি কিভাবে গ্রহণ করতে হয় তাও জানে না।

অহৈতুকী কৃপা নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেমন আমি জলে প'ড়ে গেছি। হঠাৎ সামনে একটা কাঠ ভেসে এল। কাঠখানা ধ'রে ভাসতে-ভাসতে তীরে উঠে গেলাম। বললাম, ভগবান! তুমিই পাঠিয়ে দিলে। আবার দেখেন, হয়তো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আমার অনুসন্ধিৎসু চক্ষু নেই। তাই, রাস্তায় কিছু দেখতে পেলাম না। আর একজনের অনুসন্ধিৎসু চক্ষু আছে। সে যেতে-যেতে দেখলে রাস্তায় কী যেন চকচক করছে। আরো হয়তো পঁচিশ জন ওখান দিয়ে গেছে। কারো চোখে বাধেনি। ওর চোখে বেধে গেল। ভাবল সোনা নাকি! তুলে নিয়ে বাড়ী যেয়ে দেখল সোনাই তো! কোন চোর হয়তো সামলাতে না পেরে ফেলে দিয়ে গেছে বা হয়তো কারো হাত থেকে প'ড়ে গেছে। কিন্তু ঐ লোকটিই পেল।

২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৭।১০।১৯৫৮)

আশ্বিনের মাঝামাঝি পার হ'য়ে এসেছে। সকালের দিকে সামান্য ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করা যায়। গাছ-গাছালির পাতায়-পাতায় শিশিরের ঝরা। মাঝে-মাঝে বর্ষা হওয়ার জন্য আকাশ এখনও সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হ'য়ে ওঠেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। কাছে বিশেষ কেউ নেই। ননীমা

মাঝে-মাঝে তামাক-জল দিচ্ছেন। হরি গোঁসাইদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

ননীমা—যদি ভাল করলে ভাল ফল আর মন্দ করলে মন্দ ফল পাওয়া যায়, তাহলে আর ভগবানের দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Steam (বাষ্পশক্তি) যদি না থাকে তাহলে এঞ্জিনের বাবারও সাধ্য নেই যে একা-একা চলে। চলতে হ'লে ঐ steam-এর (বাষ্পশক্তির) উপাসনা করাই লাগবে। ভগবান মানেই হ'ল ভজমান। ভজ্-ধাতুর মধ্যে আছে সেবা, অনুরাগ, অনুশীলন, প্রাপ্তি, বিভাগ, দান, পাক। আর ভজনার মধ্যে ঐগুলি সবই আছে। ভগবানের উপাসনা মানেই সত্তার উপাসনা, যা'তে তুমি ভাল থাক তাই করা। আমরা ভগবানের উপাসনা করি কিন্তু ভগবানের তৃপ্তির জন্য নয়, আমাদের তৃপ্তির জন্য। তাই, ধর্ম্ম ক'রে আমাদের লাভ হয় ঐ আত্মপ্রসাদ।

ননীমা—কিন্তু আমি যদি সব সময় ভাল কাজ ক'রে চলি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলতে পার, কিন্তু তাতে ভগবানের উপাসনা নাও হ'তে পারে। যে মানে, সে জানে। যে মানে না, সে জানেও না। সেইজন্য ধর্ম্ম মানে হ'ল ধারণ, পালন ও পোষণ করা। এ করার শক্তি ঐ ঈশ্বরের। এইসবের কলকৌশল যে জানে তারেই ভগবান কয়। যেমন, ভগবান মনু, ভগবান বশিষ্ঠ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করা মানেই নিজেকে অস্বীকার করা, অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। ঈশ্বর মানে আধিপত্য। আর, আধিপত্যের মধ্যে আছে ধারণ-পালন। যাকে আমি ধারণ-পালন ক'রে চলি তার উপর আমার আধিপত্য গজায়। একটা গাছের যদি অসুখ হয়, তার যত্ন করতে হয়। কর না তুমি? একটু ভাল গৃহস্থ যারা তারা তো করেই। এইভাবে সেই গাছের উপর আসে আধিপত্য। মানুষ প্রভুকে কয় স্বামী। আবার মেয়েরাও তাদের বরকে স্বামী বলে! স্বামী মানে যিনি আমার অস্তিত্বের ধারক। তাঁকেই ভাবি আমার ঈশ্বরের মূর্ত্তি ব'লে। এরকম ভাবনা না থাকলে কি মানুষ বাঁচতে পারে? এ না হ'লে মানুষ তো কুত্তে-বিলেইর (কুকুর-বিড়ালের) মত হ'য়ে যায়।

হরিদা—আমার নিজের প্রীতির জন্যও ভগবানকে ডাকার একটা প্রথা আছে তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রীতির জন্য হ'লেই তেইশ মারা গেল। তাঁর তৃপ্তির জন্য হ'লেই ঠিক ঠিক হয়। তিনি সুস্থ, সবল, তৃপ্ত হয়েছেন দেখলে যেন আমার ভাল লাগে। তাঁর আত্মপ্রসাদই আমার স্বার্থ। এইরকম হ'লে ঠিক ভগবানের উপাসনা হ'ল।

এরপর এই বিষয় নিয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর কয়েকটি লেখা দিলেন।

২৪শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ১০।১০।১৯৫৮)

সকাল আটটা। পরমদয়াল বড় দালানের বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে সমাসীন। একটু আগে বাণী দিয়েছেন, তার মধ্যেকার বিষয় হ'ল—সুযোগ একবার হারালে আর আসবে না। তাই সুযোগ হেলায় হারানো উচিত নয়।

হাঁসখালির (নদীয়া) ডাঃ সুধীর বিশ্বাসদা কিছুদিন যাবৎ সপরিবারে এখানে আছেন। খুব আর্থিক অনটনের মধ্য-দিয়ে চলতে হচ্ছে ওঁকে। বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এসে বসেছেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও যে আমার সামনে এসে চুপচাপ ব'সে থাকে, এ আমার ভাল লাগে না। অবশ্য আমার কাছে থাকা আমার ভালই লাগে। কিন্তু এই যে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকা, এতে ওর ভাল হয় না। আমি ওকে টাকা দিয়েছি, মণি পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে, আরো কে কে যেন দিয়েছে। শেষকালে হয়তো এই টাকা খরচ ক'রে ফেলবে নে। আবার দেওয়া লাগবে নে। ওকে আমি কত বলেছি ঘোরার জন্য। সু-যোগ মানে শুভ যোগ। তার সাথে আমার যোগ ঘটানো চাই।

সুধীরদা--কিন্তু আমি যে কোন্ পথ ধরব তাই তো বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝবি কী? না করলে বোঝা যায় না। মানুষের সাথে মেলামেশা কর্, আলাপ-আলোচনা কর্, তাদের সেবা দে।

সুধীরদা—একটা ডিস্‌পেন্‌সরি যদি দিতে পারতাম—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ডিস্‌পেন্‌সরি দেয় তো ঘরের মধ্যে না, বাইরে দেয়। ঐ গোকুলের (নন্দী) সাথে ভাব ক'রে নেওয়া লাগে। ননীর (মণ্ডল) সাথে ভাব ক'রে নেওয়া যায়।

সুধীরদা—কিন্তু আমার তো নিত্য ভিক্ষা না করলে আমার family starve (পরিবার উপোষ) করে। একটা বেলাও ভিক্ষা না করলে চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু ব'সে থাকলে তো আরো খারাপ হবে। আমি একশ' টাকা দিয়েছি, মণি পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। এ নিয়ে লেগে গেলেই হ'ত। তুই তো qualified man (যোগ্য পুরুষ)। আরো কত unqualified (অযোগ্য) লোক এসে কেমন ক'রে দাঁড়িয়ে গেল।

ননীমা—যান, বুক ফুলিয়ে লেগে যান। ডিস্‌পেন্‌সরিতে বসেন। রাস্তায় মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন।

সুধীরদা—কিন্তু গেলে তো এদিকে চলে না। আমি তো suicide (আত্মহত্যা) করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যে তাই করতে চাচ্ছ।

ইতিমধ্যে ডাঃ গোকুল নন্দী এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে ডেকে বললেন দয়াল ঠাকুর—এই গোকুল! ওরে একটু চালায়ে নিতে পারিস্?

গোকুলদা—তা' উনি আমাদের ওখানে যেয়ে বসলেই হয়।

তারপর গোকুলদা সুধীরদাকে নিয়ে কথা বলতে-বলতে বাইরের দিকে গেলেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে অবস্থান করছেন। শরৎদা (হালদার) এসে বসলেন। বললেন—আপনি আলোচনা-প্রসঙ্গের অনেক জায়গায় বলেছেন, 'আমার একটা শুয়োরে গোঁ আছে'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সে গোঁ আমার এখনও আছে। তবে এখন চলচ্ছক্তিহীন হ'য়ে পড়েছি। এখন আপনাদের 'পরে ভরসা করি। আপনারা আবার যদি অতখানি না করেন, আমি যেমনটা চাই তেমনি হ'য়ে না ওঠেন, তাহ'লে খুব কষ্ট পাই। আর একটা রকম আছে আমার। কেউ যদি আমার কাছে আসে, তার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলিয়ে ফেলি। যেমন, আপনি যদি আমার কাছে কোন কাজে আসেন, আমি তখন ভাবি, আমি যদি শরৎদার কাছে এই কাজ নিয়ে যেতাম আর শরৎদা আমার জন্য কিছু না করত তাহ'লে আমার মনের কী অবস্থা হ'ত। সেইজন্য মানুষের জন্য ভিক্ষে করি। জন্মের থেকেই তো ভিক্ষের হাত নিয়ে জন্মেছি। তাই, ও আমার লেগেই আছে।

এরপর কথাবার্ত্তা বিশেষ হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথাটা ভার-ভার লাগছে বললেন। ডাঃ ননী মণ্ডল এলেন, তাঁকেও ঐ কথা জানালেন।

কিছুক্ষণ পর বিয়ে-থাওয়া নিয়ে কথা উঠল। ঐ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাগলের family-তে (পরিবারে) বিয়ে করতে নেই। আবার এক ধরনের আছে যারা ঠিক পাগল নয়, কিন্তু eccentric (খামখেয়ালী)। তারাও all-round activity (সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মপ্রবণতা) নিয়ে গজিয়ে উঠতে পারে না। যেখানে active (সক্রিয়) হওয়া উচিত সেখানে হয়তো হ'ল না। কিন্তু যেখানে active (সক্রিয়) হওয়া উচিত নয় সেখানে খুব হ'য়ে উঠল।

২৮শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ১৪।১০।১৯৫৮)

গত দু'দিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নেই। মাথা ভার, থেকে-থেকে কাশিও হচ্ছে, সারা শরীরে ক্লান্তি। এদিকে আকাশ সব সময়েই মেঘলা। বর্ষা প্রায় সারা-দিনই লেগে আছে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) কলকাতায় গিয়েছিলেন। আজ সকালে অনেক জিনিসপত্র

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নিয়ে ফিরলেন। সব রেখে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি আগে সব সেরে-টেরে আসেন। তারপর গল্প শুনবেনে।

কেষ্টদা—তাহ'লে চান-টান ক'রে আসি।

কেষ্টদা উঠে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ প্যারীদাকে (নন্দী) বলছেন—সকালে উঠেই আমার কেমন anxiety (উদ্বেগ) লাগে।

প্যারীদা—এখন তো অসুখ কিছু নেই। এত বড় anxiety (উদ্বেগ) থাকলে শরীর ভাল থাকা মুশকিল।

সাব-জজ্ হরিনন্দন প্রসাদ এসেছেন। রাতে খড়ের ঘরে ব'সে তাঁর সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় খোকাকে পূজার আগেই bail (জামিন) কিংবা release (খালাস) দিয়ে দিলে ভাল হয়। সে এখানে এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারে।

হরিনন্দনদা—আচ্ছা, innocent-রা (নিষ্পাপরা) suffer করে (কষ্ট পায়) কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Innocent (নিষ্পাপ) suffer করে (কষ্ট পায়) তখনই যখন country-র (দেশের) রকম খারাপ হ'য়ে যায়। অসৎ লোকেরা চায় ওদের suffer (দুঃখভোগ) করিয়ে to squeeze money (অর্থ আদায় করতে), not to serve them (তাদের সেবা করার জন্য নয়)। আবার, innocent-রা (নিষ্পাপরা) যখন suffer করে (কষ্ট পায়) তখন elite-দের (বিদ্বজ্জনদের) সংহত হওয়া লাগে, হ'য়ে ঐ suffering (কষ্ট)-টা resist (প্রতিহত) করা লাগে।

এই সময় কেষ্টদা এলে তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সকাল বেলায় কাশি হয়। বিকাল বেলায় কোনদিন কাশি হয়নি। আজ বিকালে এমন কাশি হ'ল। আর, বার বার এই হাক্-থু হাক্-থু করা লাগে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। রামানন্দ পাণ্ডাজী এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাবা বৈদ্যনাথের চরণামৃত দিলেন। তারপর যুক্তকরে বললেন—যদি হুকুম হয় তো আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(প্রতিনমস্কার জানিয়ে) জয়গুরু।

পাণ্ডাজী চ'লে গেলেন। কেষ্টদা কথায়-কথায় বললেন—যেদিন থেকে আমাদের বক্তৃতার যুগ আরম্ভ হয়েছে, সেইদিন থেকে deterioration (অধোগতি) সুরু হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কওয়াটা যদি করার ভিতর দিয়ে materialised (বাস্তবায়িত) না হয় তাহ'লে সেটা মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন ক'রে তোলে।

কেষ্টদা—অনেকে মনে করে, আমার পালা হ'চ্ছে কওয়া, করা নয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে, কওয়ার সঙ্গেই যে করা আছে।

এর পর বাণী দিলেন—

তুমি যাজনই কর আর প্রার্থনাই কর,
তা' যতক্ষণ
বাস্তব কর্ম্মের মধ্য দিয়ে ফুটন্ত না হ'য়ে উঠল—
সমস্ত পরিবেশকে স্পর্শ ক'রে,
ততক্ষণ তা' অর্থান্বিতই হ'য়ে উঠবে না।

৬-৪০ পি. এম.

৩০শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৬। ১০। ১৯৫৮)

প্রাতে—বড় দালানের বারান্দায়। আশ্বিনের শেষ। দেওঘরে এখন সকালের রোদ মিষ্টি লাগতে আরম্ভ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত বদনে কথাবার্ত্তা বলছেন। চারিদিকে শান্ত আবহাওয়া। কারখানার দিক থেকে মিস্ত্রীদের কাজের ও কথাবার্ত্তার শব্দ ভেসে আসছে। গাছে গাছে পাখীদের কলকাকলী।

শরৎদা (হালদার) এসে বসলেন। প্রশ্ন করলেন—যেমন সীতা-রাম শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি রুক্মিণী-কৃষ্ণ তো শোনা যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলেও রুক্মিণীকে এখনও দেশ ভোলেনি। যেমন সীতারাম কয়, তেমনি অবশ্য রুক্মিণী-কৃষ্ণ নয়, রাধাকৃষ্ণ। এটা আমাদের ভাগবতের নির্দ্দেশ। ঐ নির্দ্দেশ-অনুপাতিকই চলা উচিত। রুক্মিণী যেন elite (উচ্চশ্রেণীর)। তাঁকে যারা জানে তারা জানে। রাধা কৃষ্ণের ভজনা করতেন। Mass people (সাধারণ মানুষ) সেই রাধাকে জানে। রাধার কথা নাকি ভাগবতে নেই। প্রধানা গোপিনী ব'লে আছে। তিনিই আরাধনার আদর্শ। এইভাবে রাধার কথা এসেছে।

শরৎদা—অন্যান্য যেসব গোপিনী ছিলেন তাঁরা যেন অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের রূপমুগ্ধ ছিলেন ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাধা কি মুগ্ধ নয় ? তিনি যে রূপমুগ্ধ ছিলেন না তা' নয়। তিনি যে গুণমুগ্ধ ছিলেন না তাও নয়। তিনি যে রাগমুগ্ধ ছিলেন না তাও নয়।

শরৎদা—ভক্ত হিসাবে অর্জ্জুন ও হনুমানের মধ্যে যেন অনেক পার্থক্য। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজ করতে রাজী করাতে হয়েছিল। কিন্তু হনুমানের রকমই আলাদা। তিনি রামচন্দ্রের ইচ্ছা বুঝে নিয়ে তাঁর আদেশের অপেক্ষা না রেখেই কাজ ক'রে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য অর্জ্জুনের রথ হ'ল কপিধ্বজ। কপি হ'ল হনুমান। আর

ধ্বজ মানে চূড়া। অর্জ্জুনের leading goad of the রথ (রথের অগ্রণী চালক-শক্তি) হলেন হনুমান।

কিছু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শাস্ত্র ও আইন সম্পর্কে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শাস্ত্র মানেই তো আইন। শাস্ত্র তাই যার দ্বারা অনুশাসিত হয়। আগে ব্রাহ্মণের হাতে ছিল শাস্ত্র। তাঁরাই ছিলেন শাসক। তাঁরা নিজেরাই নিজদিগকে শাসন করতে জানতেন। এতখানি control (নিয়ন্ত্রণী শক্তি) না থাকলে পরে শাসক হ'তে পারত না। শাস্ত্র, আচার, চরিত্র, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি যদি থাকে তবেই একটা জাত উঠতে পারে।

প্রফুল্লদার (দাস) শরীরটা আজ ক'দিন যাবৎ ভাল যাচ্ছে না। এখন এসে দাঁড়ালেন। চোখেমুখে একটা ক্লান্ত ভাব। পরমদয়াল স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কেমন ছিলি রে কাল?

প্রফুল্লদা—কাল ভাল ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী খাইছিলি?

প্রফুল্লদা—চিড়ে কাঠখোলায় ভেজে নিয়ে একটু ছানা আর তরকারি দিয়ে খেয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঐ চিড়েভাজা যখন খাই, সাধারণতঃ সকালে ও বিকালে খাই, তখনই আমার কাশি ক'মে যায়।

৪ঠা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২১। ১০। ১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। একজন দু'জন ক'রে যথারীতি মানুষের ভিড় হয়েছে তাঁর চারপাশে। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) সমস্তিপুরের এক উকিল ভদ্রলোককে সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। বললেন—উনি কিছু কথা বলতে চান।

দয়াল ঠাকুরের অনুমতি পেয়ে ঐ ভদ্রলোক সামনে ব'সে বললেন—আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস ক'রে কাজ করি, অথচ ঠিকমত ফল পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ক'রে কাজ করলে কাজটা করা চাই thoroughly and accurately (পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল-ভাবে)। কারণ, ঈশ্বর স্বয়ং thorough and accurate (পূর্ণ ও ভ্রান্তিহীন)।

প্রশ্ন—আমি তো মনে করি, accurately (নির্ভুলভাবে) কাজ করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তো mathematics-এর (অঙ্কের) মত। Accurately (নির্ভুলভাবে) করলে ফলে মিলবেই। কাজ করতে গেলে প্রথম প্রথম ভুল হয়।

তারপর করতে করতেই ঠিক হ'য়ে যায়। ফলেও মিলে যায়।

প্রশ্ন—কাজ ক'রে ফল না পেলে বিশ্বাস থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরের 'পরে আমার বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, তাতে ঈশ্বরের কিছু আসে যায় না। বিশ্বাস থাকলে আমারই লাভ। আর, বিশ্বাস মানে একটা indolent conviction (অলস প্রত্যয়) নয়কো, বরং active energetic volition (সক্রিয় উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি)।

প্রশ্ন—আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর একজন আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Faith-এর (বিশ্বাসের) সঙ্গেই আছে love (ভালবাসা)। তাঁকে যদি আমি ভালই বাসি, তাহলে ভালবাসলে যেমনভাবে চলা লাগে তা' আমি চলবই। তাঁর প্রীতিকর কর্ম্ম করবই। আর, ঈশ্বরকে ভালবাসতে গেলেই ইষ্টকে ভালবাসা লাগে। কারণ, ঈশ্বরকে তো আমরা চিনি না। ঈশ্বর মূর্ত্ত হন ঐ ইষ্ট যিনি, আচার্য্য যিনি, তাঁর মধ্য দিয়ে।

প্রশ্নকর্ত্তা হিন্দীতে প্রশ্ন করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলায় উত্তর দিচ্ছেন। হরিনন্দনদা দোভাষীর কাজ করছেন। প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতাকে অনুবাদ ক'রে বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

প্রশ্ন—আমার যা'-কিছু হয় তা' কি একেবারে decreed (বিধিনির্দ্দিষ্ট) হ'য়ে আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই যদি অদৃষ্টের লেখা হয় তাহলে ওখানেই তো আমার full stop (পূর্ণ বিরতি) হ'য়ে গেল। আমার আর বাড়ার কোন পথ থাকে না। কর্ম্মেরও কোন দরকার নেই। যা' ঘটবার তা' তো ঘটবেই। কিন্তু fate হ'ল ভাগ্য। আবার, ভাগ্য এসেছে ভজ্-ধাতু থেকে, মানে ভজনা করা, সেবা করা, to serve accurately (নিখুঁতভাবে সেবা করা)—অনুরাগের সহিত।

প্রশ্ন—আপনি যা' বলবেন তা' আমি করব। এখন আমি জানতে চাই, কী করলে, কেমনভাবে চললে আমার ভাল হবে, কাজও নিখুঁত হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেসব কাজ পারি, তার ভিতর-দিয়ে তাঁর সেবা করব অনুরাগের সহিত। সেজন্য ইষ্টের কাছে দীক্ষা নিতে হয়। দীক্ষার ভিতরে দক্ষ আছে। দীক্ষাবিধি ঠিকমত অনুশীলন ক'রে চলতে-চলতে আমরা দক্ষ হ'য়ে উঠি।

এই সময় উক্ত ভদ্রলোক হরিনন্দনদাকে নীচু স্বরে কিছু বললেন। মাথা তুলে হরিনন্দনদা জানালেন—উনি বলছেন, দীক্ষা নিতে চান। কার কাছ থেকে নেবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কাছ থেকেই নিতে পারেন।

হরিনন্দনদা—এঁর wife (পত্নী) এসেছেন। তিনিও তো নিতে পারেন ?

ঘাড় দুলিয়ে চোখের মোহন ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন দয়াল ঠাকুর—হ্যাঁ।

কাছে বসা ছেলেটিকে দেখিয়ে হরিনন্দনদা বললেন—ওঁর এই ছেলে 8th. class-এ (অষ্টম শ্রেণীতে) পড়ে। ও জানতে চায় Science (বিজ্ঞান) পড়বে না Arts (কলা) পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Science (বিজ্ঞান) পড়া ভাল। কিন্তু তার সাথে-সাথে Arts-ও (কলাও) জানা ভাল। Mixed course (মিশ্রিত পাঠ্যতালিকা) কিন্তু খুব ভাল। তাহ'লে Arts-এর (কলার) মধ্যে Science (বিজ্ঞান) কতখানি আছে, আর Science-এর (বিজ্ঞানের) মধ্যে Arts (কলা) কতখানি আছে তা' জানতে পারে। কিন্তু এখনকার যা' ব্যবস্থা তাতে আর তা' জানার উপায় নেই। Science (বিজ্ঞান)-ওয়ালা কয় আমি Science-এর (বিজ্ঞানের) মানুষ। Arts (কলা)-ওয়ালা কয় আমি Arts-এর (কলার) মানুষ।

এরপর হরিনন্দনদা ওঁদের নিয়ে উঠে গেলেন। রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। আগামীকাল বিজয়াদশমী। বিভিন্ন জায়গা থেকে সৎসঙ্গীরা আসতে সুরু করেছেন। আশ্রমে ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ। দয়াল ঠাকুরের কাছেও ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছেন।

পূজনীয় কাজলদা সামনে বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, কেমনভাবে চললে মানুষের কাছে ভাল হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা কওয়া লাগে খুব rationally, lovingly (যুক্তিসহকারে, দরদের সাথে), respect (শ্রদ্ধা)-সহকারে, আপ্যায়না নিয়ে। কোন মানুষকে দেখে হয়তো স্ফূর্ত্তিতে puffed up (স্ফীত) হ'য়ে উঠলে। তাই ব'লে বেশী মাখামাখি করলে কিন্তু ভাল হয় না। আবার, বেশী ফাঁকাফাঁকিও ভাল না।

কাজলদা—বেশী বেশী করলে মানুষ মনে করে, আমাকে তেল দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের প্রয়োজনের সময় যতখানি পার করবে honourable distance (সম্মানজনক দূরত্ব) বজায় রেখে। বিনয়ের বেশী বাড়াবাড়ি ভাল না। সব সময় normal (স্বাভাবিক) থাকা ভাল।

কাজলদা—আচ্ছা, সব মানুষের physical constituent (শারীরিক উপাদান) তো একই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মধ্যে difference (পার্থক্য) আছে। তা' হ'ল ধাতু। সেইজন্য ডাক্তারী করতে গেলে ধাত বুঝে ওষুধ দেওয়া লাগে। যেমন, এ্যাজমার একটা ওষুধে যে সব এ্যাজমাই ভাল হবে তার কোন মানে নেইকো। অসুখ হয়েছে। তখন যদি সুস্থ অবস্থার বিধি চালাও তাহলে আর অসুখ সারবে না। যে বিধিতে

অসুখ সারে সেই বিধিতে চলা লাগবে। চলতে-চলতে অসুখটাকে তাড়ানো লাগবে। সব সময় একটা protective measure (আপদ্‌নিরোধী পদ্ধতি) নিয়ে চলা লাগে! নতুবা জ'মে যাব একেবারে।

এই সময় জনৈক দাদা প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর! আপনার পথে চলতে-চলতে সংঘাত আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংঘাত তো আসেই। সংঘাতকে অতিক্রম ক'রে চলতে-চলতে অভিজ্ঞতা বাড়ে, বুদ্ধি আসে।

উক্ত দাদা—কিন্তু আমি বড় দুর্ব্বল। চলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার থেকেও দুর্ব্বল লোক আছে। চাই সতেজ ইচ্ছাশক্তি, সতেজ কৃতিদীপনা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

৫ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ২২।১০।১৯৫৮)

আজ বিজয়া-দশমী। বিকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আশ্রমবাসী ও বহিরাগত দাদা ও মায়েরা সমবেত হচ্ছেন। আজ বিজয়ার প্রণাম। সন্ধ্যা ৬টায় প্রণামের সময় স্থির হয়েছে। এই আনন্দের প্রাণপুরুষ, পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। সমস্ত আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দ-কোলাহলের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত।

খড়ের ঘরের ভিতরে পূবের দিকে স্বর্গত হুজুর মহারাজ, স্বর্গত সরকার সাহেব, স্বর্গত পিতৃদেব ও স্বর্গতা মাতৃদেবীর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। ৬টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর শুভ্র শয্যা থেকে নেমে এসে প্রতিটি প্রতিকৃতির সম্মুখে একে-একে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীবড়মা সব সময় পেছন দিক থেকে তাঁকে ধ'রে ছিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) পাশে দাঁড়িয়ে প্রণামী-অর্ঘ্য তুলে দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে। শ্রীশ্রীঠাকুর একে-একে প্রতিকৃতির সম্মুখে নিবেদন করছেন ঐ অর্ঘ্য। বিরাট জনতা খড়ের ঘরের আশপাশে ঝুঁকে পড়েছে এই দিব্য দৃশ্য সন্দর্শন করার জন্য। কিন্তু কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। শিশুরাও নিস্তব্ধ কৌতূহলে নিরীক্ষণ করছে এই দুর্লভদর্শন ঘটনাবলী।

প্রণামের শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় এসে বসলেন। তারপর শ্রীশ্রীবড়মার সাথে ঠাকুর-পরিবারের সকলে ও সৎসঙ্গিবৃন্দ প্রণাম নিবেদন করলেন দয়ালের রাতুল চরণে। এইবার বাইরে সুরু হ'য়ে গেল প্রণাম ও প্রীতি-আলিঙ্গনের পালা। স্বস্তি ও শান্তির এই মহামিলনক্ষেত্র, পুরুষোত্তম-শ্রীপাদপীঠ হিল্লোলিত হ'য়ে উঠল আনন্দ-জোয়ারে। স্বয়ং বিশ্ববিধাতা শ্রীপুরুষোত্তম সম্মুখে উপবিষ্ট। তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই আজকার

এই মিলন-উৎসব। তাই, এ উল্লাসের কোন তুলনা নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্নেহক্ষরা নয়ন দিয়ে যেন আশীর্ব্বাদ করছেন সবাইকে।

আজ সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে সৎসঙ্গ-অধিবেশন হয়েছে। শেষ হ'ল রাত প্রায় ৯টায়। এখন সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনরত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এখনও কেউ-কেউ এসে প্রণাম করছেন। তাঁরা সন্ধ্যার দিকে আসতে পারেননি। ধীরে-ধীরে রাত বেড়ে যায়। তাঁর ভোগের সময় হ'ল।

৬ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৩।১০।১৯৫৮)

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে অবস্থান করছেন। দক্ষিণাস্য। একটু আগে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া হয়েছে। সান্ধ্যপ্রণামও হ'য়ে গেছে। এই সময় স্থানীয় ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্স্‌ অফিসার বেদানন্দ ঝা তিনজন ভদ্রলোককে সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। ওঁদের সাথে এলেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও শরৎদা (হালদার)।

সামনের বারান্দায় তাড়াতাড়ি সতরঞ্চি পেতে দেওয়া হ'ল। ওঁরা সেখানে বসলেন। কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর ধীরে ধীরে আলোচনা সুরু হয়।

উপস্থিত ভদ্রলোকদের একজন বললেন—একজন লোক হয়তো খুব active (কর্ম্মঠ) না। কিন্তু সে বড় হয়ে গেল। আবার একজন খুব খেটেও fate-এর (ভাগ্যের) হাতে পরাজিত হ'ল। এ কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ছোট বুলেট অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে পারে। তার ভেতরের জোরে সে চলে। আমাদের ভেতরেও যদি fixity of purpose (উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তা) থাকে তাহলে ঐরকম জোর আসে। Determination and urge (স্থিরসঙ্কল্প এবং সম্বেগ) থাকা চাই। নতুবা ঐ Jack of all trades, master of none (বহু কাজের মধ্যে থাকে অথচ কোনটাই আয়ত্ত করতে পারে না) হ'য়ে পড়ে। দুটো জিনিস খুবই দরকার। একটা fixity of purpose (উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তা) আর একটা হ'ল volitional urge (উদ্যমী সম্বেগ)। ঐ যে বন্দুকের উদাহরণ দিলেম, তার মধ্যে এই দুটোই আছে। এক জায়গায় একজন পি, এইচ, ডি, ছিল। কিন্তু সে ভাল চাকরী পায়নি। অথচ তার চাকরের মাইনে ছিল দেড়শ' টাকা। চাকরটাকে এ সম্বন্ধে বললে সে বলত, 'বাবা, এ বিদ্যে আলাদা আর ও বিদ্যে আলাদা।' সে আর একটা কথা কইত। 'বাবু! টাকার তো দাম নেই, আছে মানুষের দাম।' আবার বলত, 'সুযোগ কি সব সময় আসে বাবু! যখন আসে তার তালে থাকতে হয়।' ওখানেও আছে ঐ fixity of purpose (উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তা)।

হরিনন্দনদা—Volitional urge (উদ্যমী সম্বেগ), determination (স্থিরসঙ্কল্প) এসব থাকা সত্ত্বেও যদি concentricity (সুকেন্দ্রিকতা) না থাকে তাহলে কি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারই জন্যে তো দরকার ঐ fixity of purpose (উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তা)।

প্রশ্ন—ভগবান আমাদের শীত-বর্ষা প্রভৃতি hardship (কষ্ট) দিয়েছেন। এভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের কষ্ট দেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Hardship-এর (কষ্টের) ভিতর-দিয়ে তিনি আমাদের fit (যোগ্য) ক'রে নেন, ঠিক ক'রে নেন। ওর ভিতর-দিয়ে একটা মানুষ make up (তৈরী) হ'য়ে ওঠে। তা' ছাড়া, এই hardship-গুলিকে (কষ্টগুলিকে) অতিক্রম করার ভিতর-দিয়ে অভিজ্ঞতা বাড়ে, ওগুলি জয় করার বুদ্ধি খোলে।

জ্ঞানদা (গোস্বামী)—কিন্তু ভগবান ঐভাবে কষ্ট দেন তা' তো ঠিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে তিনি আমাদের able (সক্ষম) ক'রে তোলেন।

প্রশ্ন—অদৃষ্টের কোন এক অদৃশ্য বাধা আমাদের সৎ-ইচ্ছাকে ঠেকিয়ে রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অদৃষ্টকে দৃষ্ট করতে পারি না তো। তা' যত পারি, বাধাও তত স'রে যায়।

তারপর উপস্থিত ভদ্রলোকদের একজন বললেন—আমি কি ঠাকুরকে একটা ভজন শোনাতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভজন মানে সেবা, অনুরাগ, আশ্রয়, দানের কথা। এ যদি না থাকে তবে তা' আর ভজন হ'ল না। আবার, ভিক্ষাও ঐ ভজ্-ধাতুর থেকে হয়েছে। যদি ভজন না করি তাহলে ভিক্ষা করার অধিকার জন্মায় না। Begging আর ভিক্ষা করা এক কথা কিনা জানি না। ভিক্ষার মধ্যে ভজন আছে, তাই তা' respectful (সম্মানজনক)। Serve (সেবা) করবে—কিন্তু প্রত্যাশা নিয়ে নয়কো। তোমার সেবার বিনিময়ে environment (পারিপার্শ্বিক) তোমাকে ভালবেসে যা' দেয় তাই নাও।

ঐ ভদ্রলোক বললেন—এ তো খুব উপরের কথা। সবাই এটা পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আমরা টাকা উপায় করতে যাই মানুষ বাদ দিয়ে। সেইজন্য পারি না। অথচ আমাদের শিক্ষার basis-ই (ভিত্তিই) ছিল ঐ। আমাদের উপবীতের সময় বলা হয় "ভৈক্ষ্যং চর"। আমাদের ভিতরে আছে love (ভালবাসা)। Love-এর (ভালবাসার) ভিতরে আছে service (সেবা)। ঐ

service (সেবা) দিয়ে কেউ আমাকে উপায় করছে, আমিও আবার কাউকে উপায় ক'রে চলেছি।

হরিনন্দনদা—বুদ্ধদেবের যে ভিক্ষু সম্প্রদায় তাঁরাও কি এই করতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষার basis-ই (ভিত্তিই) এই। এ যদি তাঁরা ক'রে থাকেন তাহলে তাঁরা তাই!

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে বললেন—গুরুকে যত পারি দেব। গুরুর কাছ থেকে নেবার কোন কথাই নেই। তাঁর কাছ থেকে নেব তাঁর নির্দেশ। আর, সেটা জীবনে মূর্ত্ত করব।

আরো কিছু কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোকরা বিদায় নিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাত জোড় ক'রে বিনয়ের সুরে বললেন—আবার চ'লে আসবেন। দয়া ক'রে আসবেন।

১০ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ২৭। ১০। ১৯৫৮)

গতকাল ঋত্বিক্-অধিবেশন শেষ হয়েছে। অনেকে আজ বিদায় নিয়ে বাড়ী রওনা হচ্ছেন। তা' সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বেশ ভিড়। কর্ম্মীরা অনেকেই আছেন। সকালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি লেখা দিলেন। তারপর সেই প্রসঙ্গে বললেন—তোমার behaviour (ব্যবহার) হওয়া চাই pleasing as moonlight (চন্দ্রালোকের ন্যায় মনোমুগ্ধকর)। আর, বিক্রমে হবে সূর্য্য।

কেষ্টদা—মহাদেবের নাম যেমন শিব, আবার রুদ্রও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বিক্রমের বেলায় রুদ্র।

এরপর আরো কয়েকটি বাণী প্রদান করলেন।·········

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাশি হ'তে থাকে। কাশতে-কাশতে খুবই কাতর হ'য়ে পড়ছেন। চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠছে। বারংবার গলা টানছেন। মাঝে মাঝে শুয়ে প'ড়ে কাতরাচ্ছেন।

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবড়মার বাসগৃহে লক্ষ্মীপূজা হ'ল। পূজা করলেন গিরিশ পণ্ডিত মশাই। বহু মায়েরা পূজার জন্য ভোগের উপকরণ ও প্রণামী নিয়ে এসেছেন। নিবেদন করছেন শ্রীশ্রীবড়মার নিকটে। তাঁর কাছে বেশ ভিড় জমেছে। পূজা-অন্তে প্রসাদ বিতরণ করা হ'ল। তারপর শ্রীশ্রীবড়মা খড়ের ঘরের ভিতর এসে বড় চেয়ারখানিতে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার পূজো-পালি হ'য়ে গেছে ?

শ্রীশ্রীবড়মা—হ্যাঁ।

এই সময় দেওঘরের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দির থেকে রামানন্দ পাণ্ডাজী বৈদ্যনাথের চরণামৃত নিয়ে এলেন। রোজই উনি এই সময়ে চরণামৃত নিয়ে আসেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মাথা নুইয়ে রামানন্দ ব'লে উঠলেন—ব্যোম বৈদ্যনাথ, ধর্ম্মাবতার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জয়গুরু।

তারপর হাতমুখ ধুতে ধুতে বলছেন—আপনি বৈদ্যনাথকে ডাকেন। আমি 'জয়গুরু' কই। কারণ, গুরু না হ'লে বৈদ্যনাথ আসেন না।

রামানন্দ—হ্যাঁ, সে তো ঠিকই হুজুর।

হাতমুখ ধোওয়া হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁ করলেন। রামানন্দজী এগিয়ে এসে তাঁর কমণ্ডলু থেকে একটু চরণামৃত ঢেলে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে। তারপর প্রণাম জানিয়ে চ'লে গেলেন।

ইতিমধ্যে জনৈক কর্ম্মী তাঁর এক বন্ধুকে সাথে ক'রে এনে বললেন—আমার এই বন্ধুটি সোস্যালিষ্ট ওয়ার্কার। এখানে থাকলে আমাদের সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ তো। তা' একজন হ'ল। আর একজন জোগাড় কর। উনি এইসব ঝামেলা সহ্য ক'রে থাকতে পারবেন তো! কত রকমের লোক। কত রকমের affair (বিষয়)। অবশ্য পারবেন মনে হয়—সোস্যালিষ্ট ওয়ার্কার যখন ছিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ খারাপ বোধ করতে থাকেন। ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এলেন। প্যারীদা (নন্দী) এসে টেম্পারেচার দেখলেন—১০০'৬। চোখমুখের অবস্থা ভাল দেখাচ্ছে না। মনে হ'চ্ছে খুব কাতর। শুয়ে পড়লেন।········ রাতে ন'টার পর উঠে শুধু এক চুমুক সাবু খেলেন। আর খেতে পারলেন না। টেম্পারেচার দেখা হ'ল। থার্মোমিটারের পারদ ১০৩ ডিগ্রী স্পর্শ করেছে।

২৯।১০।১৯৫৮ঃ—আজ সকালে হাতমুখ ধুয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অল্প একটু সাবু খেলেন। এখন টেম্পারেচার ১০২'৩। সকাল ন'টার পরে বেশ খারাপ বোধ করছেন। এখন টেম্পারেচার ১০৩'২। প্যারীদা (নন্দী), বনবিহারীদা (ঘোষ), গোকুলদা (নন্দী), ননীদা (মণ্ডল), সূর্য্যদা (বোস) প্রমুখ ডাক্তারবৃন্দ কাছে আছেন। প্যারীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের হার্ট ও পালস্ পরীক্ষা ক'রে অন্য ডাক্তারদের কাছে এসে নীচুস্বরে বললেন—'মাঝে মাঝে beat-গুলি (স্পন্দনগুলি) খুব feeble (দুর্ব্বল) হ'য়ে আসছে।' শ্রীশ্রীবড়মা প্রায় সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছেন। এর পরে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই প্রসঙ্গে ডাক্তাররা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন।······রাতে ২।৩ বার পায়খানায় গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর জ্বরও কমে আসে এবং তিনি একটু ভালভাবে ঘুমাতে পারেন।

৩০।১০।১৯৫৮ ঃ—আজ সকালে জ্বর ৯৯˚ ১/২। কাশি আছে। আলজিভ বেড়েছে। কলকাতা থেকে ডাঃ হিমাংশু রায়কে আনা হয়েছে আজ। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা ক'রে বললেন—একটু ব্রঙ্কাইটিস্ মতন হয়েছে। ওষুধ দিচ্ছি, সেরে যাবে।

৩১।১০।১৯৫৮ ঃ—আজ অনেকটা ভাল বোধ করছেন পরমদয়াল। টেম্পারেচার ৯৭·৬। কিন্তু এদিকে রক্তের চাপ অত্যন্ত নেমে গেছে, মোটে ১১৫/৮০। Heart-beat-ও (হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও) খুবই feeble (ক্ষীণ)। ডাঃ হিমাংশু রায় ওষুধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা সব লিখে দিলেন। উনি আজই কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেলেন।.........

......সন্ধ্যার পর টেম্পারেচার দেখা হ'ল ৯৭·৪। সন্ধ্যায় একজন প্রণাম করতে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং বললেন—"আমার অসুখ, প্রণাম করতে নেই।" তাঁর ইচ্ছাক্রমেই আজ কয়েকদিন যাবৎ সকাল ও সন্ধ্যার প্রণাম বন্ধ আছে। ডাঃ হিমাংশু রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের খাওয়াদাওয়ার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে যাননি। তাই, রাতের দিকে একটু খিদের ভাব হওয়াতে লুচি খেলেন অল্প একটু তরকারি ও পরে মিষ্টি দিয়ে। ভোগের পর পরমদয়াল শয়ন করলেন বটে। কিন্তু এত কাশি হ'তে থাকল যে বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলেন না। প্যারীদা তাড়াতাড়ি কাশির ওষুধ দিলেন। তবুও কাশির ধকল কমতেই চায় না। রাত একটা পর্য্যন্ত এইরকম কষ্ট চলল। দেড়টার পর কাশি বন্ধ হ'ল। তখন ঘুমাতে পারলেন।

১।১১।১৯৫৮ ঃ—সকালে একটু দেরীতেই ঘুম থেকে উঠলেন। উঠে পায়খানায় গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। নরম পায়খানা হ'ল। পায়খানা থেকে এসে হাতমুখ ধুয়ে বসলেন। কাশির জন্য গলার স্বর খুব ব'সে গেছে। প্যারীদা টেম্পারেচার দেখলেন ৯৭·২, পাল্স্ ৭৪ এবং ব্লাড প্রেসার ১২৫/৯০। অল্প কিছু খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন দয়াল ঠাকুর। শ্রীশ্রীবড়মা কাছেই ব'সে আছেন।...... রাতে টেম্পারেচার একটু বেড়ে ৯৮ পর্য্যন্ত হ'ল। কাশির দমকটাও বাড়ে। ফলে ভাল ঘুম হ'তে পারেনি।

২।১১।১৯৫৮ ঃ—আজ সকালে অল্প কাশি আছে। কিন্তু জ্বরটা সম্পূর্ণ ছেড়ে গেছে। প্রেসার আছে ১৩৬/৯০। সকালে ছানা, নারকেলের টুকরা দিয়ে মুড়ি খেলেন।.........বিকালে আবার টেম্পারেচার উঠল ৯৮ পর্য্যন্ত। কাশিও আছে অল্প। পূজনীয়া পিসিমা (গুরুপ্রসাদী দেবী) শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে এসে পৌঁছালেন আজ সন্ধ্যায়।

৩।১১।১৯৫৮ ঃ—আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকটা ভাল বোধ করছেন।

মুখচোখের চেহারাও ভাল। টেম্পারেচার ৯৭.২। তবে খুব দুর্ব্বল। কাশি আছে সামান্য। মাঝে-মাঝে উঠে ব'সে কথাবার্ত্তাও বলছেন। গলার স্বর ভার। পেটে অস্বস্তি বোধ করছেন। সারাদিনেই বেশ করেকবার পায়খানায় গেলেন।............ সন্ধ্যায় ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার, বেদানন্দ ঝা শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। অসুস্থতা দেখে বেশীক্ষণ না ব'সে উঠে পড়লেন। উনি যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ যদি বড় খোকার এই গণ্ডগোল মিটে যেত, আর আমি কলকাতার দিকে যেতে পারতাম, তাহলে আমার এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটা counteract (প্রতিরোধ) করতে পারতাম।

৪।১১।১৯৫৮ ঃ—গত রাতেও কাশির উৎপাত বেশ ছিল। ফলে ভাল ঘুম হয়নি। এ ক'দিন শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই ছিলেন। সকালে চ'লে এলেন বড় দালানের হল্‌-ঘরে। একটু জলযোগের পর অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুমালেন। এই ঘুমের পরে শরীর অনেকটা ঝরঝরে বোধ করছেন।

১১।১১।১৯৫৮ ঃ—গত কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতা ক্রমশঃ কমে এসেছে। আজ প্রায় সর্বদিকেই ভাল আছেন। গলার স্বর অনেক পরিষ্কার। সকালে কয়েকটি ছড়া লেখালেন। তবে দুপুরে ও রাতে সবদিন ভাল ঘুম হচ্ছে না। আজ তাঁর ব্লাড প্রেসার ১৪০/৯০। প্রণাম এখনও সুরু হয়নি। গত পরশু কলকাতা থেকে ডাঃ অজিত মুখার্জীকে আনা হয়। তিনিও শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালভাবে দেখে কিছু বিশেষ ব্যবস্থাপত্রাদি দিয়ে যান। সেইমত চিকিৎসা চলছে।

ঠাকুরবাড়ীখানি পূর্ব্বে বড়াল-বাংলো নামে পরিচিত ছিল। এই বাড়ীর সর্ব্বশেষ মালিক ছিলেন ভবেশ মল্লিক। তাঁর কাছ থেকেই সৎসঙ্গ বাড়ীটি ক্রয় করে। আজ সন্ধ্যার পর সেই ভবেশবাবুর ভাইপো, বৌদি ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বাড়ীটি দেখতে আসেন। ভিতরে-বাইরে সর্বদিকেই ঘুরে ফিরে ওঁরা বাড়ীটি দেখলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ শুনে তাঁর কাছে আর এলেন না। তারপর ওয়েস্ট-এণ্ড-হাউস্‌ ঘুরে দেখে পরে আর একদিন আসবেন ব'লে চ'লে গেলেন।

১৫।১১।১৯৫৮ ঃ—আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক। টেম্পারেচার আর হয়নি। আজ সকালে প্রেসার ১৪৫/৯০। প্যারীদা ও সূর্য্যদা দু'জনেই তাঁর বুক-পিঠ পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন—লাংস্‌ একেবারে পরিষ্কার। কোন শ্লেষ্মার ভাব নেই।.........আজকাল প্রত্যহ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানে চলে যান। বারান্দায় বসেন মাঝের চৌকিখানিতে। দুপুরে হল্‌ঘরের ভিতর বিশ্রাম করেন। আবার বিকাল চারটা বাজতেই চ'লে আসেন খড়ের ঘরে। রাতের বিশ্রাম এখানেই হয়।

২রা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ১৮।১১।১৯৫৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে অবস্থান করছেন। বেশ কয়েকদিন অসুখভোগের পর তিনি ইদানীং একটু ভাল আছেন। শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। যাজনের রীতি নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Feeling with enthusiasm and valour (উদ্যমী উৎসাহ ও শৌর্য্যসমন্বিত বোধ) দিয়ে যদি কথাগুলো put করতে (উপস্থিত করতে) পারেন, cent percent (শতকরা একশ' ভাগ) ক্ষেত্রে win (জয়লাভ) করবেন। আর, এই win (জয়লাভ) করাটা কিন্তু তার মঙ্গলের জন্যই। কথা যখন কারো সাথে ক'বেন, আগে feeling (বোধ) এনে তারপর word (শব্দ) ঠিক করা ভাল। নতুবা, word (শব্দ) ঠিক ক'রে সাজিয়ে নিয়ে কথা বলতে বা লিখতে গেলে তা' প্রায়ই মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে না। ঐ যে আমি কই, ভাববৃত্তি দেবতা। দেবতার মধ্যে দ্যুতি আছে। তার প্রথমেই কিন্তু ভাব। ভাবের অনুরণনেই কথা বেরোয়।

কথা চলাকালীন জ্ঞানদা (গোস্বামী) এলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দুর্বৃত্তরা আশ্রমে যে গোলযোগের সৃষ্টি করে, তার জন্য কয়েকজন আশ্রমকর্ম্মী পুলিশ-হাজতে আছেন।

দুর্বৃত্তদের কুটিল ষড়যন্ত্রে পূজ্যপাদ বড়দাকেও পুলিশ ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু বর্ত্তমানে পূজ্যপাদ বড়দা পশ্চিমবাংলার শুকচর (২৪ পরগণা) নামক জায়গায় অসুস্থ হ'য়ে আছেন ব'লে এখনও তা' সম্ভব হচ্ছে না। এইসব ব্যাপার নিয়ে জ্ঞানদা প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসেন, নিরালায় কথা বলেন ও প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি নেন। এখনও জ্ঞানদা আসতেই আমরা সবাই স'রে এলাম। নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা হ'তে থাকে।

কিছুক্ষণ কথা চলার পরে, বোধহয় কোন একটা বিষয় ঠিকমত বুঝতে না পেরে জ্ঞানদা একটু উঁচু স্বরে ব'লে ওঠেন—ঠাকুর! আপনি ক'ন বটে, কিন্তু logically (যুক্তিসঙ্গতভাবে) দেখতে গেলে ওটা হয় না।

অধিকতর জোর গলায় এবং তেজের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন—আমি যদি তোমার মত লেখাপড়া জানতাম তাহলে ধুলো নাচাতে পারতাম। গোঁসাই! শুধু logic (যুক্তিতর্ক) নিয়ে থাক, magic (যাদু) জান না। Logic and magic must be combined (যুক্তি ও যাদুর সম্মিলন ঘটানো চাই)।

তারপর আবার সস্নেহ স্বরে জ্ঞানদাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—কোন কাজ করতে হ'লে আগে দেখতে হবে আমার target (লক্ষ্য) কী? তারপর দেখতে হয়, সেই target কি ক'রে achieve করব (লক্ষ্যে কি ক'রে পেঁছাব), affair-টাকে

(বিষয়টাকে) কি ক'রে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করব। এই যেমন এখনকার case-এ (মামলায়) বড় খোকাই হ'ল main factor (প্রধান বিষয়)। বড় খোকাই ওদের target (লক্ষ্য)। তাই তাকে আগে free (মুক্ত) করার চেষ্টা কর। তাকে free (মুক্ত) করতে পারলেই আর যেগুলো আছে সব আপসে হ'য়ে যাবে। এই একটা নিয়ে deal (কাজ) কর। সব আপনা থেকে ঠিক হ'য়ে যাবে। আমি যত কাজ করেছি, সবার আগে আমার ঐ জিনিসটা ছিল—উদ্দেশ্য ঠিক করা।

এরপর জ্ঞানদা আরো দু'একটি কথাবার্ত্তা ব'লে বিদায় গ্রহণ করলেন। জ্ঞানদা চ'লে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজী ও বাংলায় পর-পর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

বাণী দেওয়া শেষ হ'তে-হ'তে সুশীলদা (বসু) এসে বসলেন। বললেন—ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজের (ক্যালকাটা) প্রফেসর শশাঙ্ক সরকার বারীন ঘোষকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন, Normal parent-দের abnormal child (স্বাভাবিক দম্পতির অস্বাভাবিক সন্তান) হ'তে দেখা যায়। কিন্তু তা' যে কেন হয় তা' বোঝা যায় না। মনে হয়, হঠাৎই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে করুন, এক বাপের পাঁচটি ছেলে। তার মধ্যে তিনটি বেশ ভাল হ'ল। আর দুটি অন্য প্রকৃতির হ'ল। যে ক'টি ভাল হ'ল তাকে আপনি হয়তো বললেন 'chance' (দৈব)। কিন্তু তা' নয়কো। ঐ ভাল হওয়ার পেছনে পর-পর কয়েক generation (পুরুষ) ধ'রে effort (প্রচেষ্টা) হ'তে-হ'তে এসেছে, যার জন্য এই generation-এ (পুরুষে) তার ফল দেখা গেল তিনটিতে। সেই effort-টা (প্রচেষ্টাটা) আপনি count (গণনা) করলেন না বা দেখলেন না। বললেন, এটা হয়েছে suddenly by jerks (আকস্মিক উল্লম্ফন-ক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে)।

সুশীলদা—রুইদাস যে নীচু পরিবার ও পরিবেশে জন্মেও এত বড় ও ভাল হলেন তার কারণও কি তাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(জোরের সাথে) নিশ্চয়ই। তার জন্মাবার আগে কতদিন ধ'রে যে effort (প্রচেষ্টা) চলেছে, যার ফলে রুইদাসের জন্ম হয়েছে, তা' তো আমরা জানি না।

সুশীলদা—তাহলে প্রকৃতিতে গাছপালার ভিতর যে sudden change (হঠাৎ পরিবর্ত্তন) দেখা যায়, যেমন crad apple-এ (বুনো আপেলে) একটা sudden mutation (হঠাৎ পরিবর্ত্তন) হ'য়ে অন্য variety-র (রকমের) ফল দেখা দিল, এটাও কি বলতে হবে প্রকৃতির effort-এর (প্রচেষ্টার) ফলেই হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিশ্চয়ই তাই। প্রকৃতিও যে effort (প্রযত্ন) করতে-করতে চলে, তা' তো আমরা দেখতে পাই না।

সুশীলদা—তাহলে কি সবই কার্য্যকারণ-সম্পর্কান্বিত? Chance (দৈবঘটিত) ব'লে কি কিছুই নেই?

সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অজয়দা (গাঙ্গুলী)। তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর 'chance'-এর মানে দেখতে বললেন।

অজয়দা অভিধান দেখে জানালেন—To fall out (আপতিত হওয়া)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fall out মানে to happen (আপতিত হওয়া মানে সংঘটিত হওয়া)। তাহলে দেখুন, যেটা ঘটছে, তার পিছনে তার কারণ অবশ্যই আছে। সেটা আমরা জানি না। তাই, যাকে chance (দৈবঘটনা) ব'লে ব্যাখ্যা করছি সেটা ignorance (অজ্ঞতা) ছাড়া কিছুই না।

সুশীলদা—তাহলে পাতঞ্জলে যে আছে "নিমিত্তম্ অপ্রযোজকম্ প্রকৃতীনাং বরণ-ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" (কৈবল্যপাদ, ৩), সেটা কী? প্রকৃতি যা' করছে তার জন্য সে তো নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতিতে যে পরিবর্ত্তন ঘটছে তার জন্য সে বাইরের কোন নিমিত্তের বা কারণের অপেক্ষা রাখে না। External (বহিঃস্থিত) কোন কারণের চাপে এটা হয় না।

সুশীলদা—আপনি যা' বলছেন তাই ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে। কারণ, পাতঞ্জল এর আগেই বলেছেন "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ" (কৈবল্যপাদ, ২)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, প্রকৃতির আপূরণের মধ্য-দিয়ে জাত্যন্তর লাভ হয়। কিন্তু এই আপূরণের জন্য লাগে পারিবেশিক পরিস্থিতি। বাঁচাতে হলেই যেমন খাওয়ার প্রয়োজন আছে, তেমনি নতুন কিছু ঘটতে গেলেই পরিবেশের প্রয়োজন আছে। সেইজন্য আমি environment-এর (পরিবেশের) উপর অত জোর দিই। মনে করুন, কেউ অনেকগুলি noble quality (মহৎ গুণ) নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। কিন্তু environment favourable (পরিবেশ অনুকূল) না হওয়ার জন্য তার সবগুলি বিকশিত হবার সুযোগ পেল না।

সুশীলদা—কিন্তু আদি অবস্থায় তো সবই এক ছিল, তখন তো আর পরিবেশ ব'লে কিছু ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি individual-এর (ব্যষ্টির) প্রকৃতিই পরিবেশের প্রকৃতির সাথে বাঁধা। আদিতে যদি একটাই ছিল, তার থেকে এতগুলো হ'ল কী করে? হয়তো ক'বেন মায়া। মায়ার সাহায্যেই সব সৃষ্টি হয়েছে। মায়া মানে যা'

পরিমাপিত করে। সেই primeval force (আদিম সম্বেগ) আবর্ত্তিত হ'য়ে পরিমাপিত হ'তে-হ'তে environment (পরিবেশ) সৃষ্টি করে। যে-জীব যে-রকম environment-এ (পরিবেশে) থাকতে অভ্যস্ত, সেখানেই সে সুস্থিতি লাভ করে। সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলে হয়তো তার বাঁচাটাই ব্যাহত হ'তে পারে। যেমন দেখেন, সমুদ্রের তলায় জঙ্গল আছে। সেখানে নানারকমের প্রাণী আছে। তারা সেখানে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। সমুদ্রের তলায় থাকতে গেলে যে কলাকৌশল দরকার হয় তা' তার আছে। সমুদ্রের উপরে নিয়ে আসলে কিন্তু সে আর বাঁচে না। সেইজন্য আমি কই, কারণ সব-কিছুরই আছে তা' আমি জানি বা না-জানি। What is unknown to me but causes effect, may be called an accident (যে কার্য্য হয় অথচ তার কারণ আমার অজানা, তাকে দৈব ঘটনা বলা যায়)।

সুশীলদা—তাহলে তো nothing happens uncaused (কিছুই বিনা কারণে ঘটে না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো তাই মনে হয়। যেই chance-এর (দৈবের) কথা ব'লে ফেললেন অমনি full-stop (পূর্ণচ্ছেদ) হ'য়ে গেল।

সুশীলদা—আমি হয়তো রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ প'ড়ে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, রাস্তায় চলাকালীন আপনি সপরিবেশে এমন ছিলেন যা' আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য unmindful (অন্যমনস্ক) ক'রে তুলেছিল।

৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ২১।১১।১৯৫৮)

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর হঠাৎ খারাপ হ'য়ে পড়ে। মাথা ভার লাগছিল, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়, একটু টেম্পারেচারও ওঠে। আজ বিকালেও আবার ঐ-রকম ভাব। ঘুমের জন্য ওষুধ খেয়েছেন, তবুও ভাল ঘুম হচ্ছে না। আজ সকাল থেকেই বারে-বারে পায়খানায় যাচ্ছেন।

ওদিকে শ্রীশ্রীবড়মাও অসুস্থ। তাঁরও জ্বর। সেজন্যও শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত। শ্রীশ্রীবড়মার খবর নিয়ে আসতে বললেন ডাঃ সূর্য্যদাকে (বসু)। তারপর বললেন—বড় বৌয়ের কাছে আমি শুধু আমার কথাই কই। ওর কী হইছে তা' আর জিজ্ঞাসা করি না। বড় বৌয়ের অসুখ হ'য়ে পড়লে তো মুশকিল।

তারপর নিজের শরীরের কথা ব'লে বলছেন—এ আমার কী হ'ল! এমন তো আগে ছিল না।

এই অবস্থার মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক বাণী দিয়ে চলেছেন।

৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২২। ১১। ১৯৫৮)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করেছেন। ভোরের আলো এখনও ফোটেনি। পূব আকাশে ঊষারাণীর সোনালী আঁচল আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে। গাছে-গাছে পাখীরা জেগে উঠে কলরব করতে সুরু করেছে। বাইরের আবহাওয়ায় হেমন্তের হিম ঝরছে।

খড়ের ঘরের ভেতরে সব আলোগুলিই জ্বালা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন ক'রে শুভ্র শয্যায় এসে উপবেশন করেছেন। গায়ে তাঁর সাদা ফতুয়ার উপরে বড় সুতির চাদরখানা জড়ানো। আজ তিনি অনেকটা ভাল বোধ করছেন সব দিক দিয়ে!

কাছে যেতেই বললেন—এই কথাগুলো লিখে রাখ—হে বরেণ্য! আমাদিগকে কল্যাণকৃতী ক'রে তোল। সুস্বাগতং স্বস্তিপুরুষ!

ধীরে-ধীরে সকাল হ'ল। একে-একে অনেকে আসছেন, প্রণাম করছেন। টাটানগরের অমিয় ঘোষদা এসে প্রণাম করলেন। সঙ্গে তাঁর দু'জন লোক। সবার কাঁধেই বিরাট আকারের বই তিন-চারখানা ক'রে। দেখে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন দয়াল ঠাকুর—ও কী মাল রে?

অমিয়দা—এই আপনার জন্যে অক্স্‌ফোর্ড ডিক্‌শনারি নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতগুলো?

অমিয়দা—হ্যাঁ এই তের volume-এ (খণ্ডে) complete (সম্পূর্ণ) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা! শীগগীর কেষ্টদারে ডাক্।

একজন দৌড়ে গেল কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) বাড়ীতে। একটু পরে কেষ্টদা আসতেই তাঁকে বইয়ের পাহাড় দেখিয়ে বললেন—ঐ দেখেন, ও নিয়ে আইছে। নিয়ে যান। যত্ন ক'রে রাখবেন।

কেষ্টদা বইগুলি একটু নেড়েচেড়ে দেখে অমিয়দা ওঁদের সহযোগিতায় নিয়ে গেলেন বাড়ীতে লাইব্রেরীতে রাখার জন্য।

সকাল সাড়ে ছ'টা। বই রেখে কেষ্টদা আবার ফিরে এসেছেন। পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গেই আছেন। কেষ্টদা এসে বসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—শ্রীবাবু (বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ) তো দেওঘরে আসছে। জ্ঞান (গোস্বামী) কচ্ছিল, রাস্তার উপরে যে কয়টা gate (তোরণ) হবে তার মধ্যে একটা সৎসঙ্গের ক'রে দিতে হবে। তা' আমি ভাবলাম, gate-এর (তোরণের) উপরে এই কথা কয়টা থাকলে কি খারাপ হবে নে? আজ সকালেই কথা কয়টা মনে হ'ল। কী রে?

আজ ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর যা' বলেছেন, খাতা খুলে সেটা প'ড়ে শোনালাম কেষ্টদাকে।

কেষ্টদা—হুঁ। পরের টুকু যেমন বেদমন্ত্রের ঢং-এ হয়েছে, আগের টুকুও ঐ-রকম ক'রে দিলে হয়।

আবার সবটা পড়া হ'ল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সংস্কৃত ভাষাতে বললেন—

ভো বরেণ্য! কল্যাণকৃতিনো নঃ ক্রিয়তাম্।

সুস্বাগতং স্বস্তিপুরুষ!

তারপর বললেন—জ্ঞান আস্‌লে ওটা দিস্। এটা থাকবে gate-এর (তোরণের) উপরে। আর এক পাশে বাংলায় লেখা থাকবে—তুমি সুদীর্ঘজীবী হও, আর একপাশে সংস্কৃতে থাকবে সুদীর্ঘজীবী ভব। কী ক'ন কেষ্টদা!

কেষ্টদা—হুঁ। ঠিক আছে।

জ্ঞানদা একটু বেলায় এলে তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা বুঝিয়ে লেখাগুলি দিয়ে দেওয়া হ'ল।

বিকালেও খড়ের ঘরেই আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আজ বিকালেও তাঁর একটু টেম্পারেচার বাড়ে—৯৮ ডিগ্রী। সন্ধ্যার কাছাকাছি কেষ্টদা এসে বসলেন, সাথে পণ্ডিতদা। কেষ্টদা প্রণাম ক'রে বসলে তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ দুপুরে ঘুম থেকে উঠে পায়খানায় গেলাম। পায়খানা ভালই হ'ল। তারপর কাশি বেশি হয় না, কিন্তু হাক্-থু হাক্-থু ক'রে গলা টানতে-টানতে অস্থির হ'য়ে পড়লাম। ঐ দেখে বড়-বৌ চিড়ে-ভাজা আর বাদাম এনে দিল। বলল, পেট খালি হ'য়ে গেছে, তাই ঐ-রকম হচ্ছে। বড়-বৌ আবার ডাক্তারীও করে। আজ আবার বড় বৌয়ের ৯৮½ জ্বর হয়েছে। আমারও একটু হয়েছে। (একটু থেমে) আমার ছোলাভাজা খেতে বড় ইচ্ছা করে।

এই সময় ডাঃ সূর্য্য বোসদা এলেন। তাঁকে বললেন—ও সূর্য্য! তুমি ছোলা ভাজতে পার? ছোলাভাজা খেয়েছ?

সূর্য্যদা—খেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ভেজে ফেলাও। (সকলের হাসি)

সূর্য্যদা—ছোলাভাজা কি সহ্য হবে? এখন কাজু বাদাম খেতে পারলে ভাল হয়। কাঁঠালবীচিও ভাল। আমরা তো ছোটবেলায় চিড়ের সাথে কাঁঠালবীচি ভাজা দিয়ে খেয়েছি।

অত্যন্ত উল্লাস প্রকাশ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন—ও হো হো! অসময়ে কী কথা উচ্চারণ করলে তুমি! আর ক'য়ো না, আর ক'য়ো না।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর কেষ্টদাকে বললেন—

কেষ্টদা! আলুর পাঁপড় পাওয়া যায় না এখানে? খেতে ইচ্ছা করে।

কেষ্টদা—পণ্ডিত! দেখে আয় না বাজারে যেয়ে। (পণ্ডিতদা উঠে যাচ্ছেন) এখনই খাবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, পরে দেখিস্।

কেষ্টদা—কাল সকালে খোঁজ নিস্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ঠিক পারবে নে। ওর ভাববৃত্তি দেবতা ঠিক আছে।

৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৩।১১।১৯৫৮)

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আজ দেওঘরে আসবেন। তার জন্য এদিকে সর্ব্বত্র প্রস্তুতিপর্ব্ব সমাপ্ত। শ্রী-বাবু (শ্রীকৃষ্ণ সিংহ) স্থানীয় ডাকবাংলোয় এসে উঠবেন। ডাকবাংলোর প্রবেশপথেই রয়েছে সৎসঙ্গ-কর্তৃক নিৰ্ম্মিত তোরণটি।

আজ সকাল থেকেই ওদিক দিয়ে যে আসছে, তার কাছেই শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ নিচ্ছেন 'গেট্ কেমন হ'ল, অন্যান্য সব ব্যবস্থা কেমন হচ্ছে' ইত্যাদি।

বেলা সাড়ে সাতটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Gate (তোরণ) ব'লে খুব ভাল হয়েছে?

কেষ্টদা—হ্যাঁ। আমি দেখে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী ডাকবাংলোর সুরকী-বিছানো লালচে রাস্তার দু'ধারে সৎসঙ্গিগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়েছেন—শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি সহকারে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

শ্রী-বাবু এসে পেঁছিবার কিছুক্ষণ পরে বিহারের ঋত্বিক্ জগদীশ নারায়ণ শ্রীবাস্তবদা এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তাঁকে দেখেই দয়াল পুলকিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর?

জগদীশদা এক গাল হেসে বললেন—খুব ভাল। একেবারে বিয়ের মত ব্যাপার। আমার মনে হয়, এবারে যা' হ'ল, এরকম reception (অভ্যর্থনা) শ্রীবাবু বোধ-হয় তাঁর life-এ (জীবনে) পাননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো হ'ল। (সাম্প্রতিক কেস্ সম্বন্ধে) আমার কতদূর?

জগদীশদা—সে হ'চ্ছে। সব ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকেও free (মুক্ত) ক'রে দাও, তুমিও free (মুক্ত) হও। সব-কিছুর মধ্যে আমার তো ঐদিকেই লক্ষ্য।

জগদীশদা আবার বেরিয়ে গেলেন। কেষ্টদা বললেন—আপনার জন্য পাঁপড় আর ছোলাভাজা আনতে কলকাতায় খবর দেওয়া হয়েছে।

তারপর পুরানো স্মৃতি উল্লেখ ক'রে বলতে লাগলেন—আপনি কলকাতায় একবার ডালমুট কিনে খেয়েছিলেন। সেদিন হরিতকীবাগান লেনে খুব ভিড় ছিল। হঠাৎ আমাকে নিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, চলেন যাই। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত হাঁটতে-হাঁটতে এসে একটা দোকানে ঐ দেখে বললেন, ঐ কেনেন। কিনলাম। তারপর খেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুরভাবে হাসতে-হাসতে বললেন—সুখের দিনের কথা আর মনে থাকে না। দুঃখের দিনের কথাই শুধু মনে পড়ে।

সুশীলদা (বসু) এসে বললেন—ব্রজগোপালদা তো খুব বিপদে প'ড়ে গেছেন। ফুল (মা) এখানে থাকত। সে ওঁকে একটা কাজের জন্য ধরে। উনি ফুলকে ম্যাট্রিক পাশ ব'লেই জানতেন। ওঁর আত্মীয় এক স্কুল-মাষ্টারের কাছে লিখে দেন ফুলকে চাকরী দেবার জন্য। ব্রজগোপালদার কথায় বিশ্বাস ক'রে তিনি চাকরী দিয়েও দেন। ফুল নিজেকে ম্যাট্রিকুলেট ব'লেই পরিচয় দেয়। পরে জানা গেছে ও নন্-ম্যাট্রিক। এখন আশ্রমের নামেই বদনাম পড়ছে। ও ছোটবেলা থেকে আশ্রমে মানুষ। তাই ব্রজগোপালদাও খুব বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও মা! সে কী কথা! আপনি ফুলকে ডাকান।

সুশীলদা—সে তো বর্দ্ধমানে চাকরী করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কী হয়েছে? এখনই ডাকান। এ তো কৈফিয়তের কিছু না। আমার কাছে একটা insulting (অপমানকর) মত লাগছে। মিথ্যে কথা বলল।

সুশীলদা—তাকে না হয় সমঝে দেওয়া গেল। কিন্তু যে গণ্ডগোলটা হ'ল তার এখন কী করা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সকালবেলায় মাথাটা পাতলা ছিল, এখন এই কথা শুনে ভার হ'য়ে গেল। এই সব ইল্লতি শুনলে আমার খুব খারাপ লাগে। এখন আমার পাল্‌স্ বোধহয় ৯০ কি ১০০-তে বেড়ে গেছে। আপনি এখনই ফুলকে ডাকায়ে বিহিত ব্যবস্থা করেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার উঠে প্রস্রাব করলেন। মাঝে-মাঝেই বলছেন—সকালে উঠেই মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাইটোলজি' বিভাগের অধ্যাপক জনৈক দত্ত দেওঘরে এসেছেন। একটু বেলায় সুশীলদা তাঁকে নিয়ে এসে বসলেন।

সুশীলদা—উনি ডি, এস, সি-র জন্য 'থিসিস্' দেবার চেষ্টা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

দত্ত—আমার মনে হয়, nature-এ (প্রকৃতিতে) একটা conscious effort (চেতন প্রচেষ্টা) সব সময়েই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তাই মনে হয়। আমাদের এই শরীরের মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ্, iron (লৌহ) সবই আছে। এরা সবাই মিলে cell (কোষ) গঠন করে বাঁচার জন্য এত প্রয়াস করছে যে তাতে আমরা আর conscious (চেতন) নেই। আমরা unconscious (সজাগ নই)। কিন্তু ঐ effort-গুলি conscious (প্রচেষ্টাগুলি সচেতন)।...... দুনিয়ায় যা-কিছু সবই হ'ল অমৃতসন্ধানী। সবাই থাকতে চায়। মরতে চায় না কেউই। সেইজন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে 'অমৃত-অমৃত' ব'লে চীৎকার ক'রে গিয়েছেন, সেটা হ'ল ঐ বাঁচার আকুতি।

কেষ্টদা—আপনি কন, ঐতিহ্য, আচার, এগুলিকে সব ঠিক রাখতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি ঠিক না থাকলে সর্ব্বনাশ। Fall ক'রে যাবে (পতন এসে যাবে)। এই যে বিয়ে-থাওয়া—সদৃশ ঘরেই করা ভাল। আজকাল আমরা যে ডাইভোর্স্ চালু করেছি, এর ফল কিছুতেই ভাল হয় না। আমি দেখেছি, মুসলমানদের বাড়ীতে তালাক দিত। ঐ তালাক দেওয়া মেয়েটার পরের পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া সন্তানের shape (আকৃতি)-এর সাথে আগের স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সন্তানের shape-এর (আকৃতির) অনেকখানি মিল আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, male-এর sperm (পুরুষের রেতঃ) যেমন কাজ করে, female-এর ova-ও (নারীর ডিম্বকোষও) ঐ-ভাবে adjusted (বিন্যস্ত) হ'য়ে ওঠে। শুধু এই একটিই কারণ নয়। আরো কারণ আছে। আমি তো লেখাপড়া জানি না। চোখে যা' দেখেছি তাই কই। ঐরকম করতে থাকলে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। এগুলিকে জানাই হ'ল বড় ডিগ্রী। এর থেকে বড় ডিগ্রী আর নেই। লোক যদি পান, দলকে দল এর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে যান। মনে থাকে যেন, আমাদের বাঁচতে হবে, বাড়তে হবে। বাঁচার আবার দুটো factor (উপাদান)। এক হ'ল, অস্তিত্বকে রক্ষা করা। আর একটা হ'ল, অস্তিত্ববিরোধী যা' তাকে নিরোধ করা। আবার, প্রত্যেকটি individual (ব্যষ্টি) বাঁচে তার environmental impulse (পারিপার্শ্বিক সাড়া) দিয়ে। সেইজন্য বাঁচতে গেলে পরিবেশের সেবা আমাদের করাই লাগবে। ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। সেইজন্য individual (ব্যষ্টি) বাদ দিয়ে society-র (সমাজের) কোন মানে নেই। আজ বিদ্বৎমণ্ডলী যদি compact (সংহত) না হয়, পারস্পরিকতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠে-পড়ে না লাগে, তবে এ ঢেউ ঠেকানো মুশকিল আছে। কারণ, তাদেরই আচার-আচরণ অন্য সকলে follow (অনুসরণ) করে। ঐ যে আছে—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"।

এর পর গাছপালা ও ইতর প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আম গাছের মধ্যে ল্যাংড়া আছে, ফজলি আছে। ওরা আবার বট, জায়ফল ইত্যাদির pollen (রেণু) নেয় না। সমান group-এর (শ্রেণীর) pollen (রেণু) ছাড়া ওরা নেয়ই না। বক দেখেছেন? বকের মধ্যে সাদা, কালো, গোলাপী নানা রঙের আছে। এদের খাদ্য কিছু এক, কিছু আলাদা। কিন্তু যখন ওড়ে, সাদাগুলি একসাথে ওড়ে, কালোগুলি আলাদা দল বাঁধে। শিয়ালের সাথে হায়েনার মিল আছে। কিন্তু ওদের রকম ঠিক-ঠিক এক না। আবার, কুকুর-শিয়ালে breed (সন্তান-উৎপাদন) করানো যেতে পারে। কিন্তু তাতে আর কুকুরটা কুকুর বা শিয়ালটা শিয়াল থাকবে নানে। দুটো মিলে হ'য়ে যাবে একটা আলাদা class (শ্রেণী)। সেইজন্য class (শ্রেণী) ভাঙ্গার যে কথা চলছে, তাতে চলবে না। Class (শ্রেণী) ভাঙ্গলে সব zero (শূন্য) হ'য়ে যাবে নে।

সুশীলদা—ওঁর thesis-এর (গবেষণার) বিষয় cytogenetic of Jute.

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। ঐ Jute ধরেছেন তো! ওর থেকেই কত চ'লে আসবে নে তার ঠিক নেই। আমার এ-সব খুব ভাল লাগে। তবে এখন বুড়ো হ'য়ে গেছি। তারপর অসুস্থ হ'য়ে স্থবিরও হ'য়ে গেছি।

তারপর পূর্ব্বতনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা প্রসঙ্গে বলছেন—পুরাতনের প্রতি কৃতিমান শ্রদ্ধা যেটা, সেটা নবীনে evolved (বিবর্ত্তিত) হ'য়ে ওঠে। আমার বাপ, বড় বাপ, এই পুরাতনের প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে তো আমি এগোতে পারব না। আমার বাড়ার chain (সংযোগ) নষ্ট হ'য়ে যাবে। Fittest man (যোগ্যতম লোক) যদি পান, আমার মনে হয়, এখনও ঠেলা দিয়ে সব ঠিক ক'রে দিতে পারেন। পূর্ব্বপুরুষের সাত্বত ব্যতিক্রম হ'তে দিতে নেই। Tradition (ঐতিহ্য) ভাঙ্গলে সাত্বত ব্যতিক্রম হয়। সাত্বত ব্যতিক্রম কী? Existential—?

সুশীলদা—Existential deviation.

শ্রীশ্রীঠাকুর—Stupid (নির্ব্বোধ) কই আমরা। Stupid-এর মধ্যে stupon (বিহ্বলতা) আছে। ঐ ব্যতিক্রম ঘটানোর মধ্যে দিয়ে আমাদের instinct-গুলির stupon (সহজাত সংস্কারগুলি হতবুদ্ধি) হ'য়ে যায়। তখন হই আমরা stupid (বুদ্ধিহীন)। আমাদের কিন্তু সমস্ত আশ্রম ছিল—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। আশ্রম মানে তো institution (সংস্থা)। প্রতিটি পরিবারই ছিল school (বিদ্যালয়)। সামাজিক সংস্থাগুলিও ছিল এক-একটা school (বিদ্যালয়)।

কেষ্টদা—এখন তো মোটে কাজ না ক'রে খেয়ে বাঁচা যায় যেখানে তার নাম আশ্রম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আমাদের foolishness (বোকামি)। আমাদের vital current (জীবনস্রোত), যার নাম blood (রক্ত), তা যদি affected (দুষ্ট) হ'য়ে যায় তখনই ঐ দশা হয়। সেইজন্য সদ্‌ংশ ঘরে বিয়ে দেবার একটা tendency (প্রবণতা) আমাদের বরাবরই ছিল।

সুশীলদা—ইনি বলছেন, প্রতিলোম যেগুলি হবে, সেগুলিকে segregate (পৃথক) ক'রে রাখা যায়। মানুষ তো আর মেরে ফেলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেরে ফেলবেন কেন? প্রতিলোমদের বলত বাহ্যজাতি। লোকালয়ের বাইরে এদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ত। তারপর তাদের experiment (পরীক্ষা) ক'রে-ক'রে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে ঠিক করতে হয়।

অধ্যাপক দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি সব স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। ফাঁকে-ফাঁকে আবার কেষ্টদা ও সুশীলদার সাথে আলোচনাও করছেন। Equality (সমধর্ম্মিতা) নিয়ে কথা চলছিল। তা' শুনে দয়াল ঠাকুর বললেন—Equal (সমান) তো হয়ই না। Equitable (যার যেমন, তার তেমন) হ'তে পারে। ভগবানের রাজত্বে equal (সমান) হয় না। একজন আর একজনের মত হ'তে পারে। কিন্তু একজন আর একজন সেইজনই হয় না। কেষ্টদা যদি সবাই হ'ত, তাহলে কেষ্টদার অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির মধ্যেই তা' নেই। যদি আমরা জোর ক'রে সব equal (সমান) বানাতে চাই তাহ'লে গণ্ডগোল হবেই। ঈশ্বর এক, তাই তাঁর সৃষ্টির সব-কিছুই এক একটি পৃথক একক। এই বৈচিত্র্য হ'ল প্রত্যেকের environment (পরিবেশ)। মানুষের বাঁচতে গেলে environmental impulse (পরিবেশিক সাড়া) বিশেষ দরকার। একটা লোককে নাকি এরোপ্লেনে খুব বেশী উপরে যেতে দিলে, সেখানে যদি সে কোন environment (পরিবেশ) না পায়, সে নাকি পাগল হ'য়ে যায়।

সুশীলদা—ওরকম হ'লে enjoyment (উপভোগ) ব'লেও তো কিছু থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না তা' কি থাকে?

ভগবান আছেন কিনা এবং তাঁর স্বরূপ কী?—অধ্যাপক দত্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান মানে ভজমান। যিনি ভজন করেন, তিনিই ভগবান। তিনি মানুষকে সেবা করেন, ভালবাসেন। অবশ্য যারা চাকরী করে তারাও সেবা করে, ভালবাসে। কিন্তু মানুষের প্রতি কল্যাণের আগ্রহ নিয়ে তাদের জন্য অমনতর করা আর চাকরীর জন্য করা অনেক পার্থক্য। ঈশ্বর মানে আধিপত্য। আধিপত্যের

মধ্যে ধারণ-পালন আছে। আমাদের existence (সত্তা) যাঁর দ্বারা আপালিত ও আপূরিত হয়, তিনিই তো ঈশ্বর ? না কী ক'ব ?

অধ্যাপক দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সমর্থন করলেন। এই সময় বিষ্ণুদা (রায়), জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও হাউজারম্যানদা এলেন। তাঁরা বর্ত্তমানের গোলযোগ সম্পর্কে কিছু কথাবার্ত্তা নিবেদন করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তারপর দয়াল স্মিতহাস্যে বললেন—এক গল্প শুনেছিলাম, হিমালয়ের উপরে এক সাধু ছিল। যোগে তার শরীর একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন খালি কয়, ফেকো, পয়সা ফেকো। তা' আমারও ঐরকম। তোমরা এত করছ। তার মধ্যেও কই আমার কথা, আমাকে free (মুক্ত) ক'রে দাও।

এরপর ওঁরা বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। শ্রীদত্তের সাথে আলোচনা চলতে লাগল। ইউরোপ প্রসঙ্গে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, ওরা আর আমরা একই stock (পরিবার)। আমরা 'দেশ' কই। দেশ এসেছে আদেশ থেকে। ওরা কয় country (দেশ)। ওকথাটা এসেছে contrary (বৈপরীত্য) থেকে। তার মানে যেখানে বৈচিত্র্য আছে, বিরোধ আছে। আমার বিশ্বাস, হেমিটিক বা এ্যাসিরিয়ান যারা তারা মেয়ে চুরি ক'রে নিয়ে যেত, ডাকাতি করত। ওদের মধ্যে zew (ইহুদী) আছে। সংস্কৃতেও বোধ হয় যু আছে।

কেষ্টদা—হুঁ, যু মিশ্রণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি বলেছিলেন, এখন বেদ শিখতে হ'লে ওদের দেশে যাওয়া লাগবে। আমরা সময়ও পাইনি। পর-পর আক্রমণ। শক, হুন প্রভৃতি এল। তার মধ্য দিয়েও পণ্ডিত মশাইরা, বুঝুন আর নাই বুঝুন, যেটুকু ধ'রে রেখেছিলেন তাই এখনও আছে। ঐ যে আপনি একদিন বলেছিলেন, সংস্কৃত আভরণ, গ্রীকে হ'ল efferon (এফেরন্)। এসব দেখে মনে হয়, stock (বংশ) আমরা একই। আবার, কতকগুলি common custom (সাধারণ প্রথা) যা' আমাদের মধ্যে আছে, তা' ওদের মধ্যেও রকমারিভাবে আছে। এই যে মুসলমানদের দেখেন। যেসব মুসলমান হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক হিন্দু custom (প্রথা) আছে। আর, আমাদের দেশের যারা, তারা প্রায় সবই তো তাই। আমি আরো দেখেছি, যেসব হিন্দু মেয়েকে মুসলমানেরা বের ক'রে নিয়ে গেছে, তাদের issue (সন্তান) মাতৃকুলের উপরে খুব cruel (হিংসাপরায়ণ) হয়। লেখাপড়ার দিক দিয়ে যদি খুব বড়ও হয় তাহলেও ঐ cruelty (হিংসাপরায়ণতা) থাকে। ওদের মধ্যে পাগলও বেশী, unbalance-ও (সঙ্গতিহীনতাও) বেশী।

কেষ্টদা—Genius-ও (প্রতিভাবানও) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Genius (প্রতিভাবান) হ'লেও ঐদিকেই তার দৃষ্টি কিভাবে আপনাদের tradition-গুলি (ঐতিহ্যগুলি) ভেঙ্গে ফেলা যায়। কিন্তু মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম বলে, তুমি বাঁচ, তুমি থাক। তুমি না বাঁচলে আমি বাঁচি কী ক'রে?

দেশের dictator (রাষ্ট্রনায়ক) কেমন হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বাঁচতে বাড়তে চাই সর্ব্বতোভাবে। বাঘ হ'য়ে যেতে চাই না। এই বাঁচা-বাড়ার চাহিদাকে যে dictate করতে পারে (সুস্পষ্টভাবে ব'লে দিতে পারে), সেই-ই dictator (রাষ্ট্রনায়ক) হওয়ার উপযুক্ত।

এই সময় শ্রীদত্ত হাত জোড় ক'রে বললেন—আচ্ছা, আজ উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা হ'লেই আসবেন।

দত্ত—মঙ্গলবার সকালবেলায় আসব।

উনি চ'লে যাওয়ার পর ডাঃ সূর্য্যদা (বসু) এসে বললেন—কলকাতায় ফোন করেছিলাম। সব খবর ভাল। প্রফুল্লদা (দাস) বললেন, চিঠি যাচ্ছে। আর কিছু বললেন না।

প্রফুল্লদার শরীর কিছুদিন যাবৎ বেশ খারাপ চলছিল। চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতায় গেছেন। তাঁর খবর পাওয়ার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত আছেন। সূর্য্যদার ঐ উক্তি শুনে বললেন—কিছুই বলল না?

সূর্য্যদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিন্তিত দেখে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে কিছু বলল না, এতে কি খারাপ বুঝতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি জিজ্ঞাসা করলে বলত। যান, আপনি আবার ফোন করেন।

কেষ্টদা—কিছু বলার থাকলে তো বলতই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, না। আপনি যান। ভালভাবে প্রফুল্লর কথা জিজ্ঞাসা করেন।

কেষ্টদা উঠে ফোন করতে গেলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদাকে ডাকতে বললেন। জ্ঞানদা এলে তাঁর সাথে নিরালায় কথা বলতে লাগলেন।

৯ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২৫।১১।১৯৫৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি খড়ের ঘরেই আছেন। সকাল সাড়ে সাতটা। পণ্ডিতদাকে (ভট্টাচার্য্য) সাথে ক'রে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাকে ল্যাবরেটরির যে প্ল্যান দিছিলাম তা' মনে আছে?

কেষ্টদা—Details (বিশদ বিবরণ) মনে না থাকলেও principle-টা (আদর্শটা) মনে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলেই হবে নে। ওর থেকেই ঠিক ক'রে নেবেন। স্কুল, কলেজ, ইত্যাদি কোন্‌টা কেমনভাবে করতে হবে সবই তো বলা আছে আমার।…ভোরবেলায় স্বপন দেখছি, গোপাল (৺গোপাল মুখার্জী) এসেছে। ঘুরেফিরে সব দেখছে যেমনভাবে দেখত আর কি! আর বলছে, ঠাকুর! এ সবকিছু হ'য়ে যাবে। আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার ইচ্ছা, না হ'য়ে কি পারে? আমি তো মরিনি। স'রে ছিলাম। তারপর আরো ক'চ্ছে, আমাদের valour (শৌর্য) নেই, ভেতরে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) নেই। তাই, আপনার ইচ্ছাগুলি ঠিকমত পূর্ণ ক'রে তুলতে পারি না।—আমি তার language (ভাষা) ঠিকমত বলতে পারছি না। কিন্তু ভাবটা এইরকম। দেখি, যদি সুস্থ হয়ে, আপদমুক্ত হ'য়ে, আবর্জ্জনাশূন্য হ'য়ে উঠি, তাহ'লে পরমপিতার দয়ায় কী হয়।

সুশীলদা (বসু)—হ্যাঁ, আসল কথাই তো তাই।

আশ্রমের প্রাক্তন কর্ম্মী গোপালদার কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—গোপাল শয়তানও ছিল কম না।

পণ্ডিতদা—আচ্ছা, আপনি যে গোপালদাকে দেখলেন তা' কি ঐ আঠারো বছর আগেকার চেহারা, না আঠারো বছর পরে যে চেহারা হ'তে পারত সেই চেহারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(চিন্তা ক'রে) না, আমি তাকে যেমন দেখতাম, সেই চেহারাই দেখলাম। হাত নাড়া, চোখের ভঙ্গী, সব সেইরকম।

এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত দত্ত (যিনি গত পরশু এসেছিলেন) এসে পৌঁছালেন। ওঁকে আসতে দেখেই উল্লাসভরে ব'লে উঠলেন দয়াল ঠাকুর—ঐ যে সেই দাদা এসে গেছে।

কেষ্টদা—দাদা, বসেন।

শ্রীযুত দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে একটি টাকা নিবেদন ক'রে প্রণাম ক'রে বসলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমার শরীর খারাপ। বুড়োও হ'য়ে গেলাম। আর ক'দিন বাঁচব তাই-ই ঠিক নেই।

এইসময় পূজ্যপাদ বড়দার বাড়ীর গরুগুলি দল বেঁধে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরের সামনে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চ'লে যাচ্ছে। ওখানে ওদের জন্য ভাতের ফেন ও তরকারির খোসার ব্যবস্থা আছে। নিত্যই ওরা এইভাবে আসে। কোনদিন ভুল হয় না। ছোট-বড় সবরকম গরুই আসে। এই দলের মধ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট সাদা রংএর একটা গাভী, সে-ই দলনেত্রী। তার নাম আদুরী। আজ যেতে-যেতে আদুরী থমকে দাঁড়াল। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল পেছনের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুর-সহ উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। একটু পরে দেখা গেল দুটি বাছুর আস্তে-আস্তে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ দেখ্, ও ওর বালবাচ্চা নিয়ে আসে। দু'জন পেছনে প'ড়ে আছে। দাঁড়িয়ে তাদের নিয়ে তারপর এগোচ্ছে।

বাছুর দুটি যথারীতি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আদুরী ওদিকে না যেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের কাছে এসে বারান্দার ভিতরে খানিকটা মুখ বাড়িয়ে দিয়ে উঠানেই দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'চ্ছে, ও বোধহয় ওর প্রাণের ঠাকুরকে কিছু বলতে চাইছে। পরম দয়ালও স্নেহক্ষরা নয়নে তাকিয়ে আছেন আদুরীর দিকে। এই অবোলা জীব ও বিশ্বপিতার নয়নে নয়নে যে কী ভাষার বিনিময় হ'ল তা' তাঁরাই জানেন। আদুরী তার ভরাট মুখখানা দু'একবার নাড়ল। তারপর আস্তে-আস্তে চ'লে গেল রান্নাঘরের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আদুরীর গমনপথের দিকে। তারপর বলছেন—ওদের কেমন একটা community-life (সঙ্ঘবদ্ধ জীবন) হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের হ'তে চায় না।

এতক্ষণ সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে নীরবে উপভোগ করছিলেন এই দৈবী লীলা-মাধুর্য্য। সমস্ত পরিবেশ ঐ লীলারসে যেন দ্রবীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তিতে আবার ফিরে এল স্বাভাবিকতা।

এরপর অধ্যাপক দত্তের সাথে আলোচনা সুরু হ'ল। সুশীলদা পূর্ব্বদিনের আলোচিত প্রতিলোম-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তাতে দয়াল ঠাকুর বললেন—প্রতি-লোম-জাতকদের tendeney (ঝোঁক) হয় পিতৃকুলে সব divert করার (ঘুরিয়ে নেবার)। মাতৃকুলের উপরে তারা ক্রুদ্ধ থাকে। সাপের মধ্যে কেউটে কিন্তু ঐ জাতীয়। আর, জাত সাপ, যার মাথায় মানুষের পায়ের মতন ছাপ আছে, সোনালী বা রূপালী রঙের, ওরা কেউটের মত অত ferocious (হিংস্র) না। ঐ পায়ের ছাপকেই বলা হয় কেষ্ট ঠাকুরের কালীয় দমন করার চিহ্ন। কিন্তু কেউটে সাপ নাকি তাড়া ক'রে যেয়ে কামড়ায়। ভাল ক'রে দেখবেন এ-বিষয়ে। Plant (গাছপালা), পশু ও মানুষ, এই তিন জগতের যদি প্রতিলোমের কুফল দেখাতে পারেন তবে ঠিক দাঁড়ানো যায়। আমরা এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করি। আমি কই, পঞ্চবার্ষিকী করি আর লাখবার্ষিকীই করি, আগে চাই মানুষ। মানুষ না থাকলে এগুলি উপভোগ করবে কে? Agriculture, industry, marriage আর education (কৃষি, শিল্প, বিবাহ আর শিক্ষা), এই কয়টা pillar-এর (স্তম্ভের) উপরই kingdom (রাষ্ট্র) থাকে। এই pillar (স্তম্ভ) কয়টা ভেঙ্গে ফেললে আর কিছু করার উপায় থাকে না। তখন সে-জাতিকে ধ্বংস করতে আর war (যুদ্ধ) লাগে না। সেখানকার যে-কোন লোকই betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করতে পারে।

শ্রীদত্ত—হিন্দু সমাজ যদি আজ সংগঠিত হত—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দু সংগঠন হবে কী ক'রে? হিন্দুর আচরণ নেই, বিবাহ ঠিক নেই, মুরগী খাবে, যা' তা' খাবে, এ ক'রে কি হয়? এতে কি কোন জাতি rise (উন্নতিলাভ) করে? প্রকৃতির অনুশাসন ভেঙ্গে উন্নতি করা যায় না। আর, প্রকৃতির অনুশাসন মানে পুরুষের অনুশাসন, মানে পরমপুরুষের অনুশাসন। তাকে আরো-আরো ক'রে বাড়ানো লাগে। তাই তিনি পূজ্য, সাধনার যোগ্য। সাধনা মানে ব'সে-ব'সে খালি 'হ্রীং ফট্' উচ্চারণ করা না। (দত্তকে দেখিয়ে) ঐ দাদারা যা' করে, ঐ হ'ল সাধনা, একটা জিনিস নিয়ে culture (অনুশীলন) করা, তার mechanism (যান্ত্রিক কলাকৌশল) বোঝা। মাথা ঘেমে যায় তা'তে। তা' না ক'রে, কেবল শুধু-শুধু জটাজুট রেখে বাবা-বাবা ক'রে ঘুরে বেড়ালাম, ও-সব হ'ল মানুষকে deceive করার (ঠকানোর) বুদ্ধি। ও হ'ল পরিশ্রম না ক'রে কী ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তার বুদ্ধি। আমাদের কথা আছে, 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'। ঋষি হচ্ছেন এই আপনারা। ঋষ্ দর্শনে। আর, মন্ত্র হ'ল clue (তুক)—মননাৎ ত্রায়তে।

সুশীলদা—আজকাল ঋষি বা তাপস বলতে তাদের বোঝায়, যারা সংসার ছেড়ে দিয়ে বনে যেয়ে দিনরাত ভগবান্‌কে ডাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ভগবানকে কলা দেখায় নিত্যি। নিজেরাও পায় কলা। (তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে) ও তুই দেখালি কলা, পেলিও কলা।········· তাপস জাতি যারা তাদের characteristics-ই (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই) হ'ল, তাপস তৈরী করা। এ তারা ভেবেচিন্তে করে না, করে normal urge-এর (স্বভাব-আকুতির) বশে। সাধু হ'তে হ'লেই আমার প্রথমেই দেখা লাগবে, আমি কত সকালে কোন্ কাজ কেমনভাবে নিষ্পন্ন করতে পারি। দাঁত মাজা, পায়খানা করা থেকে আরম্ভ ক'রে সব-কিছুতেই এই রকমটা চাই। সব ব্যাপারেই যার এটা থাকে, সে normally (স্বাভাবিকভাবেই) সাধু হ'য়ে ওঠে।

সুশীলদা—এঁরা তো তপস্যাই করছেন। এঁরা যদি সদ্‌গুরুর দীক্ষা নিয়ে নামধ্যানপরায়ণ হ'য়ে চলেন তাহলে তো আরো ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম মানেই হ'ল আনতি। ইষ্টের উপর সেই আনতি নিয়ে চলা লাগে। নামকে বীজও কয়। একটা লাউ কি কুমড়োগাছের বীজ দেখেন না কতটুকু। তারপর সেটাকে মাটিতে ফেলে জল দিয়ে সার দিয়ে ঠিকমত বাড়ায়ে তুললে কত বড় গাছ হয়, কত ফল ফলে।

তারপর আবার সাধুদের প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন—এ-রকম ঘটনা অনেক শোনা যায় যে খেতে-খেতে হয়তো একটা কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে,

'মলিকিউল্' কয়টা এভাবে adjust (বিন্যাস) না ক'রে যদি ঐভাবে করি তাহ'লেই তো আমি যা' চাই হয়। অমনি খোলা কাছা নিয়েই হয়তো দৌড় মারল। ঐ জাতীয় লোক, একজন common (সাধারণ) মানুষের কথাকেও ignore (অবহেলা) করে না। সে হয় ভিক্ষুকের মতন। সবার কাছ থেকেই পেতে চায়। সে ভাবে, কখন কার কাছ থেকে কী পাওয়া যায় কি জানি।.........আমি এক কবিরাজ মশাইয়ের গপ্পো শুনিছি। তিনি যদি শুনতেন কোন সাধু বা মহামহোপাধ্যায়ের অসুখ করেছে, তখনই সেখানে ছুটে যেতেন। আর, তাদের কাছ থেকে কোন fees (দর্শনী) নিতেন না। এখন শুনে হয়তো মানুষ ভাববে, এ-কী আজগবী কথা! কিন্তু আমি কল্পনায় সেই দিনের কথা ভাবি। আবার যদি ফিরায়ে আনা যায় তাহলে দেখা যাবে সেটা কী সুখের দিন, কী আনন্দের দিন! মানুষ বোধ করতে পারবে না যে তার আপন কেউ নেই। এ কি সোজা কথা?...... নিজের বংশের পূর্ব্বপুরুষের সাত্বত tradition-এর (ঐতিহ্যের) বৈশিষ্ট্যগুলি কখনও ত্যাগ করতে নেই। তা' ত্যাগ করলে মানুষ ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে পড়ে। আপনি তো আপনার ঠাকুর্দারই gene (জনি)। না কী? আমরা প্রত্যেকেই তাই। আমি যদি সেখান থেকে deviate (ব্যতিক্রম) করি তাহলে বুঝতে হবে সেখানে প্রকৃতিগত অর্থাৎ মাতৃগত দোষ আছে। ঐ দোষটা কেমন ক'রে হয়? এই যেমন, কেউ হয়তো প্রতিলোম বিয়ে করেছে বা ঐরকম একটা type (রকম) করেছে। তখন সেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়, গণ্ডগোল হয়। দেখেননি? আর, স্বামী-স্ত্রীর এ-রকম বেমিল থাকলে তাদের সন্তানও দুষ্ট ও বিকৃত হ'তে বাধ্য।

সুশীলদা—পূর্ব্বপুরুষের ঐ-রকম প্রতিলোম করার ফলে আমি আজ হয়তো suffer (দুঃখভোগ) করছি। এটা কাটাবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, কাটাতে পারা যায়। (দত্তকে দেখিয়ে) ওঁদের এ-রকম কথা আছে কিনা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়, স্মৃতিতে যেমন ব্যবস্থা আছে, সেইভাবে প্রতিলোমজাতকদের বাহ্যজাতি ক'রে লোকসমাজের বাইরে রাখতে হয়। রেখে নানারকম কাজের ভিতর ফেলে তাদের experiment (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করতে হয়। Genetics-এর (জনন-বিজ্ঞানের) পণ্ডিত যাঁরা তাঁরা যদি দয়া করেন তাহলে হয়তো কারো দশ পুরুষে, কারো বা আরো কম সময়ে পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। গাছপালা ধ'রে test (পরীক্ষা) করলে অনেক তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। প্রতিলোমগুলি আবার infect করে (সংক্রামিত হয়) খুব বেশী। Infect করে sexually (যৌনগতভাবে সংক্রামিত হয়)। সেইজন্য বাহ্যজাতি করার কথা আছে, যাতে তাদের থেকে অন্যের মধ্যে আর কোন infection (সংক্রমণ)

না আসে। এই যে আপনার এখানে দোপাটি ফুলের গাছ ছিল। তার দু' একটার ফুল ছিল হলদে! কয়েকদিনের মধ্যেই সব ফুলগুলোর রং হলদে হ'য়ে গেল। ছোট animal (প্রাণী) ধ'রে-ধ'রে test (পরীক্ষা) করলে পরে আপনি টক্ ক'রে একটা root (গোড়া) পেয়ে যেতে পারেন। আবার পুরুষানুক্রমে ইণ্টানুগ সাত্বত চলনের মধ্য-দিয়ে যেসব প্রতিলোমজাতকদের পরিবর্ত্তন আসতে থাকল, আমরা যারা uninfected (অদুষ্ট), তারা আবার কত পুরুষ পরে তাদের বিয়ে করতে পারি, সেটাও এই সঙ্গে determine (নির্দ্ধারণ) করা যায়।

শ্রীদত্ত—সঙ্গে-সঙ্গে environment-ও change (পরিবেশও পরিবর্ত্তিত) করা দরকার। নতুবা হবে না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুত দত্তকে আলোচনা-প্রসঙ্গে, কথাপ্রসঙ্গে ও ইসলাম প্রসঙ্গে বইগুলি এনে দিতে বললেন। তাঁর আদেশে সুধীর বকসীদা পাবলিশিং হাউস থেকে বইগুলি তাড়াতাড়ি বেঁধে এনে দিল। বইগুলির দিকে ইঙ্গিত ক'রে দয়ালঠাকুর বলছেন—আমি উর্দুও জানি না, আরবীও জানি না, বাংলাও জানি না। মানুষের কাছ থেকে শুনে-শুনে যা' কই তা' হ'ল ঐগুলি।

সুশীলদা—আপনি এগুলি প'ড়ে-ট'ড়ে যদি আমাদের article (প্রবন্ধ) দেন, তাহলে কথাগুলি মানুষের পক্ষে বোঝা আরো সহজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ঐ দেখেন। ব্যবসাদারী কথা কয়। মানে, তাহলে বই-টই বেশী বিক্রি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ধরণে সবাই হেসে উঠলেন। শ্রীদত্ত-ও হাসতে-হাসতে বললেন—আমার অত বিদ্যা নেই।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে থাকেন—মানুষ চায় তার সত্তার তৃপ্তি। হামবড়াই দিয়ে সে বাঁচতে বা বাড়তে পারে না। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। ভাল কাজে শতেক বাধা। আবার, ঐ বাধাই আমাদের আরো বাড়িয়ে দেয়। আপনার সমজাতীয় সাধক যেখানেই থাকুক তার বিপদ দেখলেই ছুটে যাওয়া চাই—যে যত খারাপ ব্যবহারই করুক না কেন। ভুলে যাবেন না, prophets are never honoured in their own country (প্রেরিতগণ কখনও নিজভূমিতে সম্মানিত হন না)। আপনার colleague (সহকর্ম্মী) যদি আপনাকে বুঝতে না চায়, কিছু মনে করবেন না। Education (শিক্ষা) হ'ল character (চরিত্র)। প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব কুলকৃষ্টি, সেটাকে জাগিয়ে তোলা। শুধু কতকগুলো fact (তথ্য) মুখস্থ করা না। tradition-ওয়ালা (ঐতিহ্যবান) মানুষের চালচলন, কথাবার্ত্তা, সবই হয় magnetic (আকর্ষণী)।

সে যেখানেই যায় সেখানেই সবাইকে attract (আকর্ষণ) করতে পারে। বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি কেউ দাঁড়ায় তাহলে একটা রাখাল বা একটা বেশ্যা বা একটা ভদ্রঘরের ছাওয়ালও মুগ্ধ হ'য়ে যাবে। সি, আর, দাস যখন মারা গেলেন তখন নাকি একজন বেশ্যা একেবারে রাস্তায় শুয়ে পড়েছিল। (খেদোক্তিসহকারে) সি, আর, দাস মারা গেলে যা' হয়েছিল! তিনি ঐ বয়সে মারা যাওয়া মানে বাংলার দুর্ভাগ্য! (একটু থেমে) Genetics-এর (জননবিজ্ঞানের) বই পড়বেন। কিন্তু তাতে coloured (রঞ্জিত) হ'য়ে পড়বেন না। ওর মধ্যে আপনার wealth (সম্পদ্) কতখানি পান তা' দেখা লাগবে।

সুশীলদা—না দেখলে আমি ঐ-সব theory-র (মতবাদের) দ্বারা carried out (চালিত) হ'য়ে যেতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-রকম হওয়াটা কিন্তু education (শিক্ষা) নয়। বরং ওগুলি আপনার education-কে (শিক্ষাকে) কতখানি pilot (চালনা) করতে পারল তাই দেখা লাগবে।

এই সময় তামাক সেজে আনা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক সেবন করছেন। সবারই নীরব দৃষ্টি তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলে নিবদ্ধ। সমগ্র ঘরখানি যেন এক উৎসমুখী চৈতন্যের অদৃশ্য শক্তিতে পরিপূর্ণ।

তামাকে সুখটান দিয়ে গামছায় মুখটি মুছে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে আরম্ভ করেন—ধারণপালনী আগ্রহ কিসের মধ্যে নেই? এই যে বিড়ালটা মানুষের সাথে ভাব করতে চায় কেন? কারণ, ও মানুষ হ'তে চায়। সে চায় না, আমি অনন্তকাল ধ'রে বিড়াল থাকি। আবার, এই বিড়ালের মধ্যে mutation (হঠাৎ পরিবর্ত্তন) আছে। Mutation-এর (হঠাৎ পরিবর্ত্তনের) ভিতর-দিয়ে একটা বিড়াল হয়তো বাঘ হ'য়ে গেল। এই বাড়ার দিকে যেমন যায়, তেমনি নীচের দিকেও যেতে পারে। আবার দেখেন, পায়রার মধ্যে আর একরকম মজা। ওরা ওদের family (নিজ গোষ্ঠী) ছাড়া intercourse (সঙ্গম) করে না। যদি কোনরকমে করানো যায়, তাহলে তারা down হ'য়ে (নেমে) যায়। ঐ যে কী পায়রা আছে তাকে দিয়ে যদি মেয়ে লক্কাকে breed (সঙ্গম) করানো যায় তাহ'লে তার বাচ্চা লক্কার পেটে হ'য়েও আর লক্কা হয় না।

কথার স্রোতে সকালবেলা যে কখন বেলা দশটায় পেঁছে গেছে, কারো খেয়াল হয়নি। হঠাৎ শ্রীশ্রীবড়মা এসে জানালেন—স্নানের সময় হ'য়ে গেছে।

সবাই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর ওঠার উদ্যোগ করছেন। শ্রীযুত দত্ত বইয়ের প্যাকেটটি তাঁর থলেতে ভ'রে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন—

আসবার সময় আমার এই থলেতে শুধু দু'খানা বই এনেছিলাম। এখন যাওয়ার সময় এক থলে বই যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা পেলেই আসবেন।

এরপর সবাই উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঘরের পর্দা টেনে দেওয়া হ'ল।

১১ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৭।১১।১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। সুশীলদা (বসু), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী) প্রমুখ কয়েকজন কাছে আছেন। প্যারীদা (নন্দী) জিজ্ঞাসা করলেন—আমি হয়তো একজনের কিছু করিনি। সে শুধু-শুধু আমাকে wound (আঘাত) করল। তখন আমার কী করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাকে wound (আঘাত) করলেও তুমি আবার ফিরে wound (আঘাত) ক'রো না। তাকে ব'লো, 'ভাই। আমি তোমার ভালই চাই। সব সময়ে তো পারি না, যখন যেমন যা' জোটে তাই দিই—দিতে ইচ্ছাও করে। তুমি আমাকে শুধু-শুধু wound (আঘাত) কর কেন? তোমাকে যদি কেউ wound (আঘাত) করতো তাহলে আমি বোধ হয় চুপ ক'রে থাকতাম না।' এই হ'ল নিজের বেলায়। আবার কেউ যদি অন্য কাউকে wound (আঘাত) করে তখন তাকে বলবে, 'ভাই! তুমি ওকে wound (আঘাত) করছ কেন?' এইরকমটা একেবারে স্বভাবগত হওয়া চাই। প্রতিধ্বনির মতই ওটা বেরোয়। যেমন, চোখে যদি ঝাপটা আসে, অমনি চোখ বন্ধ করি। অবশ্য একদিনে হয়তো হয় না। অভ্যাস করতে-করতে হয়। ভাববৃত্তি তো সবার মাঝেই আছে। যেমন করতে থাকবে, হ'য়েও উঠবে তেমনি।......(একটু পরে সুশীলদার দিকে তাকিয়ে বলছেন) বড় খোকার এই ব্যাপারটায় আমি তো ভালই চাই। তারপর আবার ভেবে রাখি, খারাপ যদি হয়ই তার আর কী করা? তবে আমার internal (আভ্যন্তরীণ) চাহিদা তো ভালই চায়।

সুশীলদা—আপনি তো খারাপটা ভেবে রাখতে বলেন। এখন বোধ হয় অসুখের পরে এরকমটা বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, অসুখের পরই দুর্ব্বল হ'য়ে গেছি। আমি চিন্তিত হই। রামচন্দ্র তো কেঁদেই ভাসাতেন। শ্রীকৃষ্ণও খুব কষ্ট পেয়েছেন।

সুশীলদা—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এঁদের মধ্যে strongest (শ্রেষ্ঠ-শক্তিমান)। তিরাশী বছর বয়সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অনেকখানি ঠিক থাকতাম যদি আমার এই অসুখ না হ'ত।

চ'লতে-ফিরতে যদি পারতাম—। (নিজের কাপড় ধ'রে) এই যে ধরেছি, ঠিক পাচ্ছি নে। কিন্তু (টান দিয়ে) এই টান দিলে বুঝতে পারি।

এর পর বর্ত্তমান দেশনেতাদের কার কত বয়স হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সুশীলদা, শৈলেনদা ও জ্ঞানদা উত্তর দিতে থাকেন এক-এক ক'রে। হঠাৎ দয়াল প্রভু বললেন সুশীলদাকে—আপনি এবার যেয়ে নেহেরুজীকে বলবেন, 'আপনি কত লোককে কত present (উপহার) দিলেন। ঠাকুরকে তো কোন present (উপহার) দিলেন না। এবার এমন একটা জিনিস দেবেন যাতে তিনি বেশী exalted (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠেন।'

সুশীলদা—আজ্ঞে বলব।

জ্ঞানদা—আপনি যে ভাববৃত্তি কথাটা বলেন, ওর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব মানে হওয়া, বৃত্তি মানে থাকা। ভাববৃত্তি মানে হওয়ায় থাকা, হ'তে হ'তে চলা। I exist to become (আমি বাঁচি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য)। প্রতিটি জীবের মধ্যেই আছে এই ভাববৃত্তি। সবাই বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। আবার, এই বাঁচাবাড়ার জন্য তোমার পরিবেশও যাতে বাঁচে বাড়ে সেদিকে নজর রাখতে হয়। অপরকে মেরে নিজে বাঁচতে গেলে নিজের বাঁচাটাও hampered (ক্ষতিগ্রস্ত) হয়।

জ্ঞানদা—কিন্তু আমরা তো nature-এ (প্রকৃতিতে) দেখি, বড় মাছ ছোট মাছকে খায়। এইভাবে অপরকে নষ্ট ক'রে তার existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর ছোট মাছ কী করে? (জ্ঞানদা মাথা চুলকাতে লাগলেন। সবাই হাসছেন) ছোট মাছকে যখন বড় মাছ তাড়া করে, ছোট মাছ কিন্তু দৌড়ে বাঁচতে চায়। এই বাঁচার ইচ্ছা সবার মধ্যেই আছে।

এই সময় কালীষষ্ঠীমা এসে সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই আদরের সুরে ব'লে উঠলেন দয়াল ঠাকুর—ক্যাম্‌বা রে কুচলু? ('কুচলু' আদরের ডাক। ক্যাম্‌বা—কেমন)।

কালীষষ্ঠীমা—শরীর কেমন আছে? এই বিকালের দিক বড় কষ্ট হয়। তা' আমি কয়দিন একটু কলকাতা থেকে ঘুরে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমারে কো'স্ ক্যা? এতকাল এখানে থেকে কি এই বুদ্ধি হ'ল? বুঝিস্ নে কিছু না। যখন যাওয়ার ইচ্ছে করবে, আমারে না ক'য়ে উই দিক দিয়ে উই দিক দিয়ে চ'লে যাবি।

এর পর বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, ঐ ইউরোপের ওরা আর আমরা একই stock

(পরিবার)। ককেশাস্ region-এ (অঞ্চলে) ছিলেন আপনারা সবাই। এক ধারা ভারতের দিকে এলেন, আর এক ধারা ওদিকে চ'লে গিয়েছিলেন। বেদের চর্চা ওরাও করত, আপনারাও করতেন। তবে আমাদের classification-টা (শ্রেণী-বিভাগটা) যেমন scientific (বৈজ্ঞানিক), এমনটা আর কারো নেই। অবশ্য এখন আমরা অনেকখানি rigid (অনমনীয়) হ'য়ে আছি। (শৈলেনদাকে) এখন ওদের দেশে যারা clergyman, priest (ধর্ম্মযাজক, পুরোহিত), তাদের মেয়ের সাথে যদি তোমার বিয়ে হয় সব দিক দেখে, আমার মনে হয় খারাপ হবে নানে। কারণ, সবাই একেবারে এক stock (বংশ)। আমার আরো মনে হয়, ওখানে বর্ণাশ্রম ছিল। মহাভারত খুঁজে দেখলে পরে পাওয়া যায়।

১৩ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৯।১১।১৯৫৮)

অঘ্রাণের সকাল। এখন এখানে বেশ শীত। এই অসুস্থ শরীরেও অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ক'রে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। খড়ের ঘরের মধ্যে শুভ্র শয্যায় উপবেশন ক'রে তামাকের নলে মৃদু-মৃদু টান দিচ্ছেন আর কথা বলছেন।

তাঁর রোদে বসার জন্য বড় তাম্বুর পূর্বদিকে অশথতলায় একটি ছাউনি করা হয়েছে। সেখানে বিরাট চৌকিতে বিছানা পাতা। আশপাশের চারদিক ঝাঁট দিয়ে গোবর নিকিয়ে ঝকঝকে ক'রে পরিষ্কার করা। শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির দক্ষিণ দিকে শ্রীশ্রীবড়মার সিংহাসনখানি রাখা আছে, যদি তিনি এসে বসেন। সামনের দিকে ও পাশে ছোট-বড় কয়েকখানি পীঁড়ি, টুল, জলচৌকি ও হাতলওয়ালা চেয়ার সাজানো। এসবই করা হয়েছে পরম দয়ালের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী। তিনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন, সেই সময়ের মধ্যে যদি এক বা একাধিক বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগত আসেন তাহ'লে তাঁকে বসতে দেবার ব্যবস্থা যেন প্রস্তুত থাকে। সেইজন্য নিয়মিত চব্বিশ-খানা টুল, বেঞ্চি ইত্যাদি এনে সাজিয়ে রাখতে হবে, এই তাঁর নির্দ্দেশ। আজ থেকেই সেইমত রাখা সুরু হ'ল।

সকাল ৭-২৫ মিঃ। খড়ের ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসলেন অশথতলার এই ছাউনিতে। শ্রীশ্রীবড়মা সঙ্গে-সঙ্গে এসে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার) এসে বসলেন সামনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বাস্য হ'য়ে বসেছেন। পূবগগনে সূর্য্য গাছগাছালির প্রায় উপরে উঠেছে। সামনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণটি রোদে ভ'রে গেছে। অশথগাছে পাখীদের কলরব। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করছেন। সামনেই যতি-

আশ্রম, তার ওপাশে কেষ্টদার বাড়ী, পাঁচিলের কাছে বড় ই঳দারা, তার দক্ষিণে জামতলা-প্রাঙ্গণ। চারিদিকে দেখে প্রশান্ত বদনে কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—জায়গাটা ভালই হয়েছে। কী ক'ন কেষ্টদা!

কেষ্টদা একথায় সমর্থন জানালেন। পূজ্যপাদ বড়দা বর্ত্তমানে শুকচরে অবস্থান করছেন। পূর্ব্বকথিত আশ্রমের গোলযোগ-সংক্রান্ত মামলার দিন সামনে। কর্ম্মীদের মধ্যে তথা সারা আশ্রমেই উৎকণ্ঠা। এমনতর পরিস্থিতিতে আগামী ডিসেম্বরের ঋত্বিক্-অধিবেশন কোথায় করা যায় তা' নিয়ে কথা তুললেন কেষ্টদা। পরে বললেন—সময় তো বেশী নেই। তাহ'লে কোথায় হবে সেই জায়গার নাম না দিয়ে প্রোগ্রামটা তৈরী ক'রে ফেলা যায় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করতে পারেন।

এর পর কেষ্টদা বেদের বিষয়বস্তু ও বেদমন্ত্র নিয়ে আলোচনা তুললেন। ঐ প্রসঙ্গে বললেন—ইতরার পুত্র ঐতরেয়। কেউ-কেউ বলেন, উনি নাকি শূদ্রাণীর পুত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তব পারশব যদি কেউ থাকেন, তাঁরা ঐতরেয়। আপনি যদি শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন, তার সন্তান ঐতরেয় হবে।

কেষ্টদা—বেদে একটা মন্ত্র লেখা আছে, সেটা পাঠ করলে বৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্ত্র পাঠ করলে বৃষ্টি হবে সেটা আমি আর ধরি না। আমি বুঝি, মন্ত্রের মধ্যে clue (তুক) দেওয়া আছে how to bring water from মেঘ or otherwise (মেঘ থেকে অথবা অন্য কোন উপায়ে কেমন ক'রে জল আনা যায়)। মন্ত্রটার কী meaning (মানে) তা' না বুঝে বিনিয়োগ করলাম আর কাজ হ'য়ে গেল, তা' তো হয় না।

কেষ্টদা—আবার যেমন অঘমর্ষণ মন্ত্র আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আমি যদি ঐ মন্ত্রের অর্থ ভাববৃত্তিতে ধ'রে নিয়ে, সত্তায় গেঁথে চলতে থাকি এবং আস্তে-আস্তে ঐ মন্ত্রটার দ্বারা বোধায়িত হ'য়ে যাই তাহলে আমার অঘমর্ষণ (পাপমোচন) হ'তে পারে।

শৈলেনদা—শুনেছি, কিশোরীদারা কীর্ত্তন করতে থাকলে যদি বৃষ্টি নামত, তখন বৃষ্টিকে থামতে বললে থেমে যেত।

কেষ্টদা—সেটা কাকতালীয়বৎ কিনা দেখা লাগবে তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার, ওরকম অনেক হ'তেও দেখা যায়। ঐ যে হ'ল ওটা কি কোন মন্ত্রের জন্য হ'ল না accidentally (দৈবক্রমে) হ'ল? আর, যদি হয়েই থাকে তাহলে how (কিভাবে)? অলৌকিক একটা কিছু ঘটলে পরেই তাকে

pursue (অনুসরণ) কর জানার জন্য।

শৈলেনদা—অলৌকিক হ'তে পারে। অলীক নয় তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ব্যাপার ঘটল। তাকে অলীক কই কি ক'রে? যেটা হ'ল তার কারণটাকে discern (বেছে বের) কর।

এর পর শরৎদা behaviour এবং dealings শব্দ দুইটির পার্থক্য জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Behaviour (ব্যবহার) মানে আমি কই be and have (হও এবং পাও)। ওটা হ'ল innate urge (অন্তঃস্থ সম্বেগ)। আর dealings-এর (আচরণের) root-meaning (ধাতুগত অর্থ) কী?

অভিধান দেখে বলা হ'ল—to share (অংশগ্রহণ করা)। আর অর্থের জায়গায় লেখা আছে friendly communication (বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ)।

সবটা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Dealings (আচরণ) হ'ল উপরসা। (কেষ্টদাকে) আপনি যেমন পণ্ডিতকে ভালবাসেন, ওটা হ'ল behaviour (ব্যবহার)।

কেষ্টদা—কন্ফুসিয়াস্ বলতেন, দরজা বন্ধ ক'রে তুমি তোমার ছাদের কাছে থাক। তখন তুমি যা' কর, তুমি তেমনতর মানুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাদের কাছে থাকলেও impulse (সাড়া) না পেলে কিন্তু behaviour-টা (ব্যবহারটা) ফুটে বেরোয় না। আমরা dealings-ও (আচরণও) জানি কম, behaviour-ও (ব্যবহারও) জানি কম। Deal (আচরণ) করতে হ'লে পরে common sense-এর (সাধারণ জ্ঞানের) দরকার খুব। কখন কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে, কাকে কী বলতে হবে, এসব হ'ল dealings (আচরণ)।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। দুমকা থেকে কালিদা (গুপ্ত), তারাদা (গুপ্ত) ও অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) সপরিবারে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। ওঁরা প্রণাম করার পর দয়াল ঠাকুর সবার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর সুশীলদাকে বললেন—আপনি কালি আর বৈকুণ্ঠকে (সিং) আপনার ঘরে নিয়ে ব'সে সব গল্প করেন।

সুশীলদা ওঁদের নিয়ে উঠে গেলেন। অরবিন্দদা খড়ের ঘরেই রইলেন। ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা সব দুমকা থেকে এসেছে। আবার রাতে চ'লে যাবে। ওদের খাওয়ায়ে দেবা। ব্যবস্থা কর।

ননীদা রান্নার কাজে গেলেন যতি-আশ্রমে। কথায়-কথায় অরবিন্দদা বললেন—হাঁপানি রোগটা কি সারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্যিগুড় ভাল ক'রে তৈরী ক'রে খাওয়ায়ে দেখলে হয়।

অরবিন্দদা—আমাদের কালিদার তো বেশ শরীর খারাপ। লিভারের দোষ, অম্বল, নিঃশ্বাসেও কষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই প্যারী! কালির ব'লে শরীর খারাপ। ভাল ক'রে শুনে একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ক'রে দিস্‌। (অরবিন্দদাকে) তা' ছাড়া আর একটা জিনিস করতে পার। নিমগুলঞ্চ রাতে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে তার এক বা দুই আউন্স আন্দাজ সকালে খালিপেটে খেলে হয়। গুলঞ্চ খুব ভাল। ওটা নাকি বয়ঃস্থাপক। বয়সটা ঠিক রেখে দেয়। ওগুলি শুকিয়ে ফাইলে ভ'রে রাখা লাগে। আগে ভাল ক'রে wash ক'রে (ধুয়ে) নিতে হয়। এই খাওয়ার অভ্যাসটা ক'রে নিলেই হয়।

অরবিন্দদা—অসুখ ছাড়াও তো ওটা খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ও মুঠো-মুঠো খেলেও কিছু খারাপ হয় না।

১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ৩০।১১।১৯৫৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি খড়ের ঘর থেকে এসে বসেছেন অশথতলায় পূর্বদিকের তাম্বুতে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বীরেনদা (মিত্র) প্রমুখ আছেন। নানা আলোচনা চলছে।

কথায়-কথায় কেষ্টদা বললেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,

'আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন।
তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আমারে ঈশ্বর যদি ভাব, তাহলে আমার attributes (গুণাবলী) তোমার মধ্যে যাবেই।

কেষ্টদা—কোন্‌ বৈষ্ণব যেন আপনাকে শিখিয়েছিল হীন ভাবার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সে এসে বলেছিল, নিজেকে বড় ভাবলে অহঙ্কার হয়। ভগবানের কাছে নিজেকে হীন ভাবতে হয়। তারপর ঐরকম ভাবতে-ভাবতে মনে হ'ত আমি বুঝি গেলাম। মেয়েলোকের দিকে তাকাতে পারতাম না। ভাবতাম, কী ভাববে নে। লোকের ঘরে ঢুকলে মনে হ'ত, যদি আমারে চোর ভাবে! এইরকম যখন অবস্থা তখন একদিন পদ্মার পাড়ে গেলেম। তখন সূর্য্য ডুবছে। পদ্মার জল লাল হ'য়ে গেছে। হঠাৎ কী যেন মনে হ'ল। চীৎকার ক'রে বললাম, না পরম-পিতা! আমি তোমার সন্তান। আমি হীন নই, পাপী নই। এইরকম কত কথা

বললাম মনে নেই। তারপর মনে হ'ল, বুকের ভাঙ্গা চাঁদখানা যেন জোড়া লেগে গেল। সে বৈষ্ণব কিন্তু ভাল লোক ছিল।

তারপর অন্যান্য কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে বললেন—ইসলাম-প্রসঙ্গের হিন্দী translation (অনুবাদ) ক'রে ফেললে হয়। ইসলাম-প্রসঙ্গে, আলোচনা-প্রসঙ্গে সব।

হরিনন্দনদা—আলোচনা-প্রসঙ্গের হিন্দী হচ্ছে; লাল করছে।

এরপর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'তে থাকে। প্রণাম করা নিয়ে কথা উঠল। অসুস্থ অবস্থায় প্রণাম করা সম্বন্ধে দয়াল বললেন—আমাদের নিয়ম আছে, প্রণম্য জন অসুস্থ থাকলে তাঁকে প্রণাম করে না। অসুস্থ থাকার সময় কেউ যদি প্রণামী দিয়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলেই প্রণাম করা হ'ল। অসুস্থ অবস্থায় ঐ হ'ল প্রণাম।

এরপর একখানি চিঠির কথা তুলে আমি বললাম—অনেকে জানতে চান, বাড়ী করার জন্য কোন্ জমি সব চাইতে ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব জমিই ভাল। যে জমিতে কোনদিন বাস হয়নি, সেই জমি হ'লে আরো ভাল হয়। আরো দেখতে হয়, ঐ জমি সম্পর্কে কিংবদন্তী কিছু না থাকে। বাড়ীর জমি সম্পর্কে কিংবদন্তী থাকলে মানুষ ঐসব শোনে আর ভাবতে থাকে। তারপর সেখানে নানারকম দেখতে থাকে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। টাইম্স্ অফ্ ইণ্ডিয়ার নিজস্ব ক্যামেরাম্যান বিশু চক্রবর্ত্তী এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। সুশীল বসুদা সাথে ক'রে নিয়ে এসেছেন। এখানে আসার আগে সুশীলদার সাথে বিশুবাবুর শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছে।

কুশল বিনিময়ের পর বিশুবাবু বললেন—আপনার লেখাগুলি আমি অনেক পড়েছি। বুঝতে পারছি, It is a decorated garden (এ একটা সুসজ্জিত উদ্যান)। এখনও কিছু scattered (বিচ্ছিন্ন)। সাজিয়ে তুলতে পারলে বিরাট কাজ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন নিয়ে কথা উঠল। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন তখনকার সময়ের Living Ideal (জীবন্ত আদর্শ)। এই Ideal (আদর্শ-পুরুষ) যখনই যেখানে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে সঙ্গতি আছেই। কারণ, সকলেই এক ঈশ্বরের অবতার। ঈশ্বর তো আর দু'জন নয়। আর,

ঈশ্বর এক ব'লে ধর্ম্মও এক। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কারো ধর্ম্মমতের নিন্দা করেন নি।

বিশুবাবু—তাহ'লে সব মানুষ তো এক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কী ক'রে হয়? এই দেখ না, আমার সাথে তোমার সাথে অনেক পার্থক্য। আমরা দু'জনেই মানুষ। কিন্তু আমার চেহারা একরকম, তোমার চেহারা আর একরকম। তোমার বৈশিষ্ট্য একরকম। তার থেকে আমরটা আলাদা। কিন্তু love (প্রেম) হ'য়ে গেলে তখন তুমি ছাড়া আমি থাকতে পারি না। Love (প্রেম) থেকেই আসে সংহতি। আবার, তোমার আমার মধ্যে এই যে এতটুকু পার্থক্য, সেটা কিন্তু enjoyable (উপভোগ্য) হ'য়ে ওঠে। আমি যদি একেবারে তুমি হ'য়ে যেতাম তাহলে আর উপভোগ হ'ত না। সেইজন্য বৈষ্ণবরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যেতে চায় না, কয়—'তুমি প্রভু, আমি দাস'।

একটু পরে বিশুবাবু বললেন—আপনার জীবনী ও বাণী নিয়ে আমি একটি full length film (পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র) করতে চাই। এঁদের active help (সক্রিয় সাহায্য) যদি পাই তাহলে আমি কলকাতায় যেয়ে ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে পারি।

সুশীলদাকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানকার কর্ত্তা আছেন ওঁরা। ওঁরা যতদূর যা' পারেন তাই করেন।

আর দু'একটি কথাবার্ত্তার পর বিশুবাবু বিদায় গ্রহণ করলেন।......রাত আটটা বাজে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন দেওয়া বাণীগুলি নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—এসব কথা বোঝার মত লোকেরই অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা মাঠে মারা যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু India (ভারত) যদি তার rhyme-এর (চলনতালের) উপর দাঁড়ায় তাহলে সবারই লাভ। (একটু চুপ ক'রে থেকে) আমার এই সব নেশা কেমন ক'রে হ'ল কি জানি! খ্যাপার ওসব বেশী নেই। বাদলারও এসব বাই নেই। তবে ওর আছে আচার-বিচারের দিক দিয়ে, ছোঁয়াছুঁয়ির বা খাওয়া-খাদ্যের দিক দিয়ে। আশ্রমের সেই প্রথম আমলেও কত লোক খেত। লোক খাওয়ানোতে বাবা দুঃখিত হতেন না। কিন্তু মানুষ যখন জলের মত ডাল দিয়ে ভাত খেত তা' দেখে কষ্ট পেতেন।

কেষ্টদা—কর্ত্তা (শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা) আমাকে ডেকে-ডেকে দুধের সর খাওয়াতেন। মায়ের (শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী) কথায় বলতেন, ওকে কখনও বিশ্বাস ক'রো না। যেমন মা তেমনি ছাওয়াল। এতগুলি লোক ডাকছে, খাওয়া-দাওয়ার কোন ভাল ব্যবস্থা নেই।

তারপর আশ্রমের বর্ত্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা উঠল। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন জায়গায় বাস করতে হ'লে দুই রকমের সাহায্য দরকার হয়, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ হ'ল, যারা সব সময় পাশে থেকে দেখেশুনে করে। আর পরোক্ষ বান্ধব তারা যারা দেখা না হ'লেও আমার জন্য করেই। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ, এ সকলেরই লাগে। একটা বড় family (পরিবার) নিয়ে থাকতে হলেও এ লাগে। না হ'লে আমাদের মত pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হয় তারা। আর, এই বান্ধব পাওয়ার জন্য সেবা-সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে আপন ক'রে তোলা লাগে। পরিবেশের সাথে হৃদ্য অথচ শিষ্টসুন্দর ব্যবহার করতে হয়। শুধু টাকায় কিন্তু মানুষ পাওয়া যায় না। আপনি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকাও দেন তাতেও কিন্তু মানুষ interested (অন্তরাসী) হবে না। জানতে হবে how to make one interested (কিভাবে একজনকে অন্তরাসী ক'রে তোলা যায়)। আজ আমরা কেমন আছি? এই ভোলানন্দ গিরি বা ঐরকম সাধুদের আশ্রমের কথা যেমন শুনি, সেইরকম দূরে একটা আশ্রম ক'রে থাকার মত আছি আর কি!

১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২।১২।১৯৫৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় এসে বসেছেন সকালে। কাছে আজ লোকজন কম। আশ্রমের সাম্প্রতিক কষ্ট ও উৎকণ্ঠার কারণ সৃষ্টি করেছে যারা তাদের মধ্যে একজন এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। এ আগে সৎনামে দীক্ষিতও হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে কাছে ডেকে কথা বলছেন। সস্নেহ ভাষণে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, প্রতিটি মানুষই বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। নিভে যেতে চায় না কেউই। তারপর একজনের নাম ক'রে বললেন—এই যে ও বিপক্ষে সাক্ষী দিল, তাহলে তো তাকে মুছে ফেলা লাগে। কিন্তু আমার তো তাতে চলবে না। তাকে বাঁচাতে হবে। তুমি যখন দীক্ষা নাও তখন তোমার কত দোষ আছে বলেছিলে। আমি কলেম, আমার কাছে কওয়ার দরকার নেই। কারণ আমি জানি। আমি জানি যে, মানুষের মধ্যে দোষও আছে, গুণও আছে। কিন্তু দোষের জন্য তোমাকে তো ঠেলে ফেলে দিলে হবে না। তুমি যে আমার। তোমাকে বাদ দিয়ে রাখলে তো তোমার দোষগুলি দূর ক'রে তোমাকে মানুষ করা যাবে না।

আর কিছু কথাবার্ত্তার পর ঐ ভাইটি চ'লে গেল। তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। ধূমপান করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বি, এ, পরীক্ষার্থী একটি ছেলে চিঠি লিখেছে। তার বক্তব্য এখন নিবেদন করলাম দয়ালের শ্রীচরণে। ও জানতে চায়, কয়েকটা পেপার পরীক্ষা হওয়ার পর যদি বোঝা যায়, ভাল হচ্ছে না, পাশ সম্বন্ধে

সন্দেহ আছে, তখন কি পরীক্ষা বন্ধ করা উচিত না সবটাই দিয়ে শেষ করা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় সবটাই দেওয়া ভাল, যেমনই হোক। যদি খারাপও হয় তাতে টের পাওয়া যায়, কতখানি খারাপ হ'ল, কোন্‌দিক দিয়ে হ'ল। নিজের ওজন বোঝা যায়।

বেলা সাড়ে আটটা হ'ল। শচীন গঙ্গোপাধ্যায়দা এসে প্রণাম ক'রে সামনের একটি চেয়ারে বসলেন। ব'সে বললেন—করোনারি থ্রম্বসিস্ খুব হচ্ছে আজকাল। আমাদের এক আত্মীয়, ২৫।২৬ বছর বয়স, হঠাৎ ঐ রোগে মারা গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি রোজ একটু ক'রে মধু খাবেন।

শচীনদা—আমি তো খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ভাল। ও খেলে নাকি থ্রম্বসিস্ হয়ই না। নিমগুলঞ্চর পালো পেলে আপনাকে খাওয়াতাম। ওটা লিভার, intestine (অন্ত্র) সব দিক দিয়েই ভাল। General tonic (সাধারণ সালসা)।

শচীনদা—নিমগুলঞ্চে আর কোন্-কোন্ দিকে উপকার হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Heart weak (হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল) বা slow fever (ঘুসঘুসে জ্বর) যদি থাকে তাদের পক্ষেও নিমগুলঞ্চ খুব ভাল।

একটু পরে মুখে মৃদু হাসির রেশ ফুটিয়ে বলছেন—কাগজে মাঝে-মাঝে দীর্ঘায়ু মানুষের কথা বেরোয়। কেউ একশ', কেউ দেড়শ' বছর বেঁচে আছে। ঐসব মানুষকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট জলচৌকিখানাতে বসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—Daily (রোজ) একটা account (হিসাব) আমার মাথার মধ্যে থাকত—আমার কী করা উচিত ছিল, কী করিনি আর কী করতে হবে। এসব কথা বলি, এইজন্য যে, যদি কেউ এর দ্বারা infused (সিক্ত) হয়, normally inspired (স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রেরণাপুষ্ট) হয় তাহলে সে যা' ইচ্ছে তাইই করতে পারে। ইচ্ছাশক্তির উপর এতখানি দখল এসে যায়। আমি ভাবি, আমি যদি মুখ্যু না হতাম তবে এইগুলিকে মানে আমি যা' বলি বা বলছি এই সবগুলিকে pursue (অনুসরণ) করতে পারতাম না। Coloured (রঙ্গিল) হ'য়ে থাকতাম। আমার এ কথাগুলি কেমন একটা inquisitive play of life (জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু লীলায়িত সঞ্চালনা)। (একটু পরে, অন্য-মনস্কভাবে) আমার ভাবতে-ভাবতেই শেষ হ'য়ে গেল—কী হবে! মানুষও পেলাম না।

এরপর কেষ্টদা comparative philology (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব) নিয়ে

কথা তুলে বললেন—সব ভাষাতেই শব্দগুলির মধ্যে একটা সাধারণ সুর লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য কয়েকটা ভাষা শিখলেই বাকীগুলি মানুষ টক-টক ক'রে ধ'রে নিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শব্দগুলির wave-এর (তরঙ্গের) একটা আবর্ত্তন আছে। এ যেন অসংখ্য আবর্ত্তনের সমুদ্র। তাদের এক-একটা phase (ক্রমোন্নতির ধাপ) আছে। সেগুলি আবার shooting (উদ্‌গত হ'য়ে-হ'য়ে চলেছে)। ঐ আবর্ত্তনগুলি সবসময় উপরের দিকে। কিন্তু যত fine থেকে finer-এ (সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরতে) যায়, তত difference (পার্থক্য) আর পাব না। তখন বাহ্যিক difference (পার্থক্য) আমাদের conception-এর (ধারণার) কাছে nil (শূন্য) হ'য়ে যাবে।

কেষ্টদা—এর থেকেই বোধ হয় দেশাতীত, কালাতীত, অনন্ত প্রভৃতি ধারণার উদ্ভব হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, অনন্ত মুহূর্ত্ত কয়।

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে ওঠে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ছাউনি থেকে উঠে খড়ের ঘরে যেয়ে বসলেন।

২২শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ৮। ১২। ১৯৫৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বদিকের তাম্বুতে সমাসীন। সুশীলদা (বসু) খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি পড়ে শোনাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মন দিয়ে শুনছেন সংবাদগুলি। একসময় সুশীলদা বললেন—নেহেরুজী এখন তৃতীয় পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখছেন।

তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরিকল্পনার প্রথমেই থাকা উচিত agriculture, education, industry আর marriage (কৃষি, শিক্ষা, শিল্প আর বিবাহ)। আমি হ'লে এইগুলি আগে ঠিক রাখতাম। এক ইঞ্চি জমিও ফাঁক রাখতাম না। আমি হ'লে দেখতাম, অন্ততঃ তিন বছরের খাবার যেন মজুত থাকে। এখন tradition (ঐতিহ্য) রক্ষা ক'রে চলার কথা বলা হয়। কিন্তু tradition-এর (ঐতিহ্যের) first and foremost (প্রথম ও প্রধান) কথাই হ'ল দেশের প্রতি ভালবাসা ও জাতীয়তাবোধ; আবার, এই জাতীয়তাবোধ দাঁড়ায় কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাসার উপরে।

সুশীলদা—মুসলমানদের দেশ তো আরব।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। ঐভাবে ওদের trained (শিক্ষিত) করে। শোনেননি, পাবনাতেও মুসলমানরা বলত, আমরা আগে আরবে ছিলাম। (একটু হেসে) আরবের মুসলমানরা ওদের সাথে খায়ও না বোধ হয়।

হরিনন্দন প্রসাদ—খায় না। ওদের সাথে বিয়ে-সাদীও করে না।

এরপর চা-খাওয়ার কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চা যারা খায়, তারা কেমন যেন ও না হ'লেই পারে না, নেশা হয়ে যায়। আমি একমাস চা খাইছিলাম। কিন্তু আমার কোন নেশা হয়নি।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর দেশের পরিকল্পনা ও রক্ষা-ব্যবস্থার উপর খুব বড় একটি লেখা দিলেন। লেখাটি দেবার মাঝে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), অজয়দা (গাঙ্গুলি), হাউজারম্যানদা প্রমুখ এসে বসলেন।

মেয়েদের চলন সম্পর্কেও কথা রয়েছে বাণীটির মধ্যে। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েরা এখন পুরুষের সাথে সমান তালে চলছে। আইন-টাইন এমনই হচ্ছে যাতে ঘরের বৌগুলিকে টেনে বের করা যায়। (একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন) শাসনযন্ত্রের গোড়াতেই ঘুণ ধরে গেছে।

এই সময় জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কি রে, খেয়েছিস্ কিছু?

জ্ঞানদা—হুঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল একাদশী করেছিল, চা-টা খায়নি। ওর সাহস কম না। চা খাওয়ার against-এ (বিরুদ্ধে) দাঁড়িয়েছিল।

সুশীলদা—চা না-খাওয়ার জন্যেই মাথা ধরেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবুও সাহস আছে ওর। চা-খোররা ব'লে ভাবতেই পারে না চা না-খেয়ে থাকার কথা। নাঃ, ও যা' পাড়ি দেছে! রাতে খাস্‌নি তো?

জ্ঞানদা—রাতে খাইছিলাম। দেখলাম, মরে যাব গিয়া। তখন খাইলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই করেছ। কিন্তু অর্দ্ধেক নম্বর পেলে।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একবার প্রস্রাব করে এসে বসলেন। তারপর বলছেন—সকাল থেকে এই চারবার পেচ্ছাপ করলাম, কেষ্টদা! পেচ্ছাপ চাপলে তো মোটেই দেরী করতে পারি নে। এ কী হ'ল আমার? একটা কিছু বের করেন তো যাতে এই পেচ্ছাপটা কমে। পেচ্ছাপ চাপলেই মনে হয় কাপড় নষ্ট হয়ে গেল।

কিছু পরে অন্য প্রসঙ্গে কথাচ্ছলে বলছেন—যে সব হিন্দু মেয়ে মুসলমানকে বিয়ে করেছে তারা অনেকে আমার কাছে বলেছে, 'আগে আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগত। কাছে শুত, ঠোঁট কামড়ায়ে ধরত। তখন খারাপ লাগত। অবশ্য তখন আমি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

মুরগী-টুরগী খাই। তারপর আস্তে-আস্তে ভাল লাগতে লাগল।'

কেষ্টদা—আমার এই রসুন খাওয়ার অভ্যাস থেকে বুঝেছি। প্রথম-প্রথম কী কষ্ট হত! গা দিয়ে গন্ধ বেরোত। তারপর একটা দ্রব্যগুণ বইয়ে দেখি, যেন তেন প্রকারেণ অভ্যাস করাই লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ঐ, ঠিক ঐরকম।

কেষ্টদা—চারিদিকের দুষ্ট স্রোত এমনভাবে এগিয়ে চলেছে যে এটা নিরোধ করা মনে হয় next to impossible (প্রায় অসম্ভব)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি able man (সক্ষম মানুষ) হতাম, আর আপনি যদি Prime Minister (প্রধানমন্ত্রী) হতেন, ওগুলি একেবারে নিকেশ করে ফেলতে পারতাম।

কেষ্টদা—ঐ 'যদি'র সমুদ্রই তো পাড়ি দেওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঐ হ'ল আসল কথা।

কেষ্টদা—এর জন্য এখন সেই 'ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্' না হ'লে আর উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে সেই একেবারে কল্কি অবতারের মতন সব উলটো চলনের নিকেশ করে ফেলি। (ক্ষণেক নীরব থেকে) মনে করতে হয়, সেই তিনি আছেন। এর ভিতর-দিয়ে কখন কী জেগে ওঠে তার ঠিক নেই।

কেষ্টদা—বাঙ্গালীর এখনও মাথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা আছে কিন্তু spine (মেরুদণ্ড) নেই। সব কেমন একটা servitude (চাকরবুদ্ধির) রকম। একটা বিদেশী ভাবধারায় টক করে yield ক'রে (নত হ'য়ে) বসে। আবার, power of resistance-ও (নিরোধশক্তিও) কম।

বেলা প্রায় দশটা হ'ল। বিহারের ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার আর, এস, মিশ্র, আই, সি, এস, আরো কয়েকজন ভদ্রলোকের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। চেয়ার দেওয়া হ'ল। ওঁরা সবাই বসলেন।

যুক্তকরে ওঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মধুর হেসে দয়াল ঠাকুর বললেন—আমার মহাভাগ্য, ব'সে ব'সেই আপনাদের দেখলাম। নড়তে পারি না। তারপর আবার প্যারালিসিস্ হ'য়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি।

প্রশ্ন—আপনি কি বরাবর এখানেই থাকেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আজকাল তো অশক্ত হ'য়ে গেছি। আপনি এখানে কোথায় আছেন?

প্রশ্ন—এই ডাকবাংলায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ডাকবাংলায়? ভাল। দেওঘরে আসা হ'লে আমি দেখা পেলে খুশি হব।

প্রশ্ন—চেষ্টা করব এখানে আসতে। আজ আমাদের দেরী হ'য়ে গেল। আপনাকে কষ্ট দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তাতে আর কী?

প্রশ্ন—আপনার যদি আজ্ঞা হয়, আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি। আমি বাংলা জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি তো বাংলা ভালই বলছেন। আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি। আর, হিন্দী ভাল জানিও না।

প্রশ্ন—আমরা গৃহস্থ মানুষ। চাকরী করি। কেউ এসে আমাকে একটা কাজ করে দেবার অনুরোধ করল। আইনের দিক থেকে আমি জানি যে কাজটি করতে পারব না। অথচ 'করব' ব'লে তাকে একটা false (মিথ্যা) আশ্বাস দেওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো লেখাপড়া জানি নে। অত বুদ্ধিও আমার নেই। আমি যা' বুঝি, প্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে আমার existence-এর (সত্তার) প্রতি। সাত্বত দিকটার প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে কোন কথা দেব। ভাল মানেও তো তাই। এমন-ভাবে চলা, এমনভাবে বলা, এমন করা দরকার যাতে আমার existence (সত্তা) অর্থাৎ being and becoming active, energetic ও educated (জীবন ও বৃদ্ধি ক্রিয়াশীল, উদ্যমী ও সুশিক্ষিত) হ'য়ে ওঠে। আবার ধৃতিকে ধ'রে রাখে, power of resistance-কে (প্রতিরোধী শক্তিকে) বাড়িয়ে দেয়। আর, তাইতো ধর্ম্ম। Law (আইন) যদি আমার সত্তাকে ধারণ না করে তাহলে সেটা defective (খুঁতযুক্ত)। প্রকৃতির law (বিধান) কিন্তু তা' নয়কো। সে law (বিধান) তাই করে যাতে আমরা বাড়তে পারি।

প্রশ্ন—কিন্তু দেশের law-কে (আইনকে) রক্ষা ক'রে তো আমাদের কাজ করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেরকম বিশেষ ক্ষেত্রে আপনারা lawmaker-দের (আইন-প্রণেতাদের) জানাতে পারেন কিন্তু তাঁরাও যে একেবারে defective (খুঁতদুষ্ট) নয় তা' তো নয়। আমরা যেমন বাঁচতে বাড়তে চাই, তেমনি চাই power of resistance (অসৎনিরোধী শক্তি)। কোন কাজে আমার ভাল হ'ল, কিন্তু তাতে অন্যের খারাপ হ'ল, এতে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভাল হওয়াটা ব্যাহত হ'ল। Law

(আইন) অন্ততঃ এতখানি হওয়া চাই যাতে আমাদের ভাল হ'য়েও অন্যের ভাল-হওয়াটাকে ঠিক রাখে। আপনি তেমনতর favour (অনুগ্রহ) আমাকে করতে পারেন যাতে আমার ভাল হ'য়েও আপনার ক্ষতি না হয়।

প্রশ্ন—কিন্তু কাজটা ঠিকমত না হওয়ার জন্য ঐ লোক হয়তো আমার higher officer-এর (উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর) কাছে যেয়ে আমার নামে নালিশ করল। আমার বদনাম করল। তাতে তো খারাপ হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা বলুক। তাতে কিছু আসবে যাবে না। মানুষটির উপর যদি আমার ভালবাসা থাকে, আমি দেখব তার কাজ ক'রে দিতে পারি কিনা। যদি না পারি ব'লে দেব, আমি পারছি না। তুমি অমুকের কাছে যাও। আমি ছোটবেলায় যখন পড়তাম তখন এক কাপড়ের দোকানদার দেখেছিলাম। সে লোকজনকে খুব আপ্যায়িত করত। একদিন কাপড় কিনতে গেলে বলল—এই কাপড় আপনি আমার কাছে পাবেন সাড়ে চার টাকায়। আর ঐ দোকানে গেলে চার টাকায় পাবেন। তাতে আমার আবার বুদ্ধি হ'ল, আট আনা sacrifice (ত্যাগ) করেও ওরটাই নেওয়া ভাল। আর একবার এক টাকা তের আনা নিয়ে গিয়েছিলাম এক জুতোর দোকানে জুতো কিনতে। দোকানদার ঐ দামে আমাকে একখানা মোটে চটি দিল। ব্যবহার এমনই। মাসখানেকের মধ্যেই দেখলাম তার দোকান-টোকান উঠে গেছে। কোন অবস্থায় প'ড়ে আমি হয়তো মানুষের খারাপ ক'রে ফেলতে পারি। কিন্তু খারাপের 'পরে যদি আমার ভালবাসা থাকে তা' বড় বিশ্রী। কেউ কোন কাজ নিয়ে এলে আমার পক্ষে যদি তা' সম্ভব না হয় তাহলে তাকে মিষ্টি ক'রে ব'লে দেওয়া ভাল—ভাই! এটা আমার jurisdiction-এ (এক্তিয়ারে) নেই। তুমি অন্যত্র বা অমুকের কাছে দেখ।

প্রশ্ন—অর্থাৎ আপনি বলছেন, disease (রোগ) সারাতে মদিরা ভাল। কিন্তু মদিরার জন্য মদিরা ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই না ? Medicine (ওষুধ) হিসাবে অনেক অখাদ্যও খাওয়া যায়। ডাক্তাররা কী কী যেন দেয়। সেইজন্য আমাদের ওষুধ খাওয়ার সময় নারায়ণের স্মরণ করার কথা আছে—'ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুম্'।

কথায়-কথায় ক্রমশঃ বেলা বেড়ে যায়। চারিদিকে রোদের তাপ বেড়েছে। সমাগত ভদ্রলোকদের মাথায় খানিকটা রোদ এসে পড়েছে। সেদিকে লক্ষ্য পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওঁদের মাথায় রোদ্দুর লাগছে। চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিলে হয় বা মাথায় একটা ছাতা ধরলেও হয়।

উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি একটা ছাতা খুলে ধরলেন ভদ্রলোক-

দের মাথার উপরে। তারপর কমিশনার সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন—আমরা কখনও ট্রেনে, কখনও বা বিদেশে থাকি। পূজা-আচ্চার সময় পাই খুবই কম। এতে কি ভগবান পাওয়ার পক্ষে সুবিধা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূজা মানেই হ'ল বর্দ্ধনা। আমি আপনার পূজা করছি মানে আপনার গুণ চিন্তা করছি এবং নিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ গুণগুলি আমার চরিত্রগত ক'রে তুলছি, আমার ভিতরে বাড়িয়ে তুলছি। এই হ'ল নিষ্ঠা। তা' ট্রেণে ব'সেও হয়, ঘরে ব'সেও হয়। স্তব করি মানে গুণবর্ণনা করি। তা' কিন্তু শুধু মুখে বা মনে-মনে করলেই হবে না। প্রতিদিনকার অভ্যাস ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে ঐ গুণগুলি আমার চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা চাই।

এইবার ঐ ভদ্রলোকরা বিদায় নিচ্ছেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে বললেন—আচ্ছা, বহু সৌভাগ্য। দর্শন হ'ল। এবারে উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা হ'লেই যেন দেখা পাই। সকলকেই কচ্ছি কিন্তু।

এরপর সবাই একে-একে বেরিয়ে গেলেন। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বদিকের তাম্বুতে এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার) ও শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) উপস্থিত হতেই ওঁদের সকালের বড় লেখাটি পড়িয়ে শোনাতে বললেন।

শোনাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Plan (পরিকল্পনা) করতে হ'লে প্রথমেই অস্তিত্বরক্ষার plan (পরিকল্পনা) করতে হয়। ওটাই হ'চ্ছে ভূমি। ওর উপর দাঁড়িয়ে সম্বৃদ্ধির plan (পরিকল্পনা) করা যায়। মানে ঐ অস্তিত্বের সম্বৃদ্ধি। এ না হ'লে তো ঠেলা দিলে প'ড়ে যাবে। আর, সম্বৃদ্ধি না থাকলে অপরের আহার্য্য (শিকার) হওয়া ছাড়া গতি কী?

কিছুক্ষণ পরে দয়াল উঠে এলেন খড়ের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে এলেন সবাই। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। সান্ধ্যপ্রণামের পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। তিনি যে বিয়াস্ সৎসঙ্গে গিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। তারপর tradition (ঐতিহ্য) নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশোকের সময় থেকে tradition-টা (ঐতিহ্যটা) ভেঙ্গে গেছে।

কেষ্টদা সেকথা সমর্থন ক'রে পরে বললেন—বৌদ্ধদের জীবহিংসায় দোষ আছে। কিন্তু কেউ যদি গরুর মাংসও রেঁধে দেয় তাও খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি এমনই হয় তাহলে কেউ বিষ দিলেও তো প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা উঠল। পাকিস্তানের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা আয়ুব

খাঁ সম্পর্কে কথা উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আয়ুব যে বুদ্ধিশুদ্ধি করছে তা' ভাল ব'লে মনে হয় না।

সতীশদা (দাস) আশ্রমেই থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে তিনি নানারকম ভেষজ গাছগাছড়া জোগাড় করেন পাহাড় থেকে, জঙ্গল থেকে। বহুদিন থেকেই একাজ করছেন। সৎসঙ্গ রসৈষণাগারে একটি ওষুধ তৈরী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কেষ্টদা সতীশদার কথা উল্লেখ করে বললেন—অনেক শিখে ফেলেছে সতীশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও এইসব নাড়তে-নাড়তে কম শেখেনি। ও খুব sincere, active (খাঁটি, কর্ম্মঠ)। ঐ যে কথা আছে 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। সেবা করতে হ'লে যা' যা' করা লাগে তাই ক'রে ক'রেই ও অনেক শিখে ফেলেছে।

একটা ওষুধে নিমগুলঞ্চ লাগবে। হরিপদ সাহাদা বললেন, নিমগুলঞ্চ মিলছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানেই ছিল। তার তেইশ মেরে দিল খগেন। কেটে ফেলে দিল।

আশ্রমে পাহারা দেবার কাজ করার জন্য বিহারের বিভিন্ন জায়গা থেকে শক্ত-সমর্থ বারো জন মানুষ আনা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের জন্য কম্বল, চাদর ও লাঠি আনতে বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এখন সেগুলি এসে পেঁছাল। শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে ডাকালেন। সবাই আসার পর দশরথ সিংদাকে ডেকে জিনিসগুলি সকলের হাতে-হাতে দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। সবাই হাতে নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি ভাল হয়েছে!

ওরা 'হাঁ' বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—আচ্ছা, মন দিয়ে কাজ ক'রো। এরপর law (আইন) সম্পর্কে ইংরাজীতে একটি বাণী দিলেন। দিয়ে বললেন—যা, এখনই ঠিক ক'রে ফেলা। ইংরেজী ঠিক করিস্। দেরী করিস্ নে। দেরী করলে মাথায় resonance-টা (অনুরণনটা) ক'মে যায়।

২৩শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৯।১২।১৯৫৮)

আজ বিকালেও শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি এসে বসেছেন অশথতলার নবনির্মিত ছাউনিতে। এখন ৫-১৫ মিঃ। শীতের বেলা, অন্ধকার নেমে আসছে। একটু আগে সান্ধ্য-প্রণাম হ'য়ে গেছে।

কাল থেকে ডাঃ প্যারীদার (নন্দী) জ্বর হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদাকে ডেকে বললেন—এই, দেখে আয় তো প্যারী কেমন আছে।

বঙ্কিমদা—এখন তো আপনার এখান থেকে ওঠার সময় হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ'য়ে গেছে। কিন্তু জেনেই উঠতাম।

বঙ্কিমদা তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন খবর আনতে। এসে বললেন—জ্বর কমেছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এলেন খড়ের ঘরে। সুশীলদাকে (বসু) ডাকতে বললেন। ডাকা হ'ল। তারপর তাঁকে বলছেন—সুশীলদা, ভাবছিলাম ঐ লেখাটার বাকীটুকু লেখব। সে তো আপনি না থাকলে হবে না। কথা ক'বেন। ময়ান দেবেন। ঠিক ক'রে দেবেন।

সুশীলদা এসে বসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে আরম্ভ করলেন—

তারপর তাকিয়ে দেখ,

আর কী করেছি আমরা আমাদের.........

লেখাটি চলতে থাকে একটানা প্রায় চল্লিশ মিনিট ধ'রে। দেশ ও সমাজ-ব্যবস্থায় বর্ত্তমানে কী কী গলদ ঢুকেছে, কিভাবে তার নিরাকরণ হ'তে পারে এবং নিরাকরণ না করারই বা পরিণাম কী, এই প্রসঙ্গেই সম্পূর্ণ লেখাটি। কথাগুলি পরমপুরুষের শ্রীমুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল বজ্রগম্ভীর স্বরে। মনে হচ্ছিল, সমস্ত পরিস্থিতিটা চোখের সামনে দেখে তিনি বলছেন, সাথে-সাথে ঘোষণা করছেন তাঁর কথা অমান্য করার ভয়ঙ্কর পরিণতি। কথাগুলি বলার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল এবং তাঁর বরতনু প্রচণ্ড আবেগে থর-থর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল যেন একখানা ট্রেণ তীব্রগতি বুকে নিয়ে দুরন্ত শক্তিতে ছুটে চলেছে।

লেখা চলার মাঝেই এসে বসলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), অজয়দা (গাঙ্গুলী), বিষ্ণুদা (রায়), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), শচীনদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ। লেখাটি শেষ হবার পরে বহুক্ষণ ধ'রে এ প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে।

লেখা-সংক্রান্ত সুশীলদার একটি জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুনিয়ায় তো দেখিনে দোপাটি গাছ গাঁদা গাছ হ'য়ে গেছে। প্রকৃতির নিজেরই একটা law (বিধি) আছে। তার একটাকে ভাঙ্গতে গেলে সবগুলিই মারা পড়বে।

সুশীলদা—মানুষ কিন্তু তাড়াতাড়ি খারাপটাই ধ'রে নেয়! ভালটা ধরতে বড় দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপটা ধ'রে নিই মানে power of resistance (প্রতিরোধী শক্তি) কম থাকে। ব্যতিক্রমের পথে চ'লে-চ'লে life-urge (জীবনীসম্বেগ) যখন ক'মে যায় তখন ঐসব খারাপ ধরার বুদ্ধি আসে। আর ব্যতিক্রম মানেই তো উল্টো পথ, জাহান্নমের পথ।

ভারতে প্রতিলোম বিয়ে দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং এর জন্য সরকার থেকে উৎসাহও দেওয়া হচ্ছে, বলা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে কারো লাভ নেই। lower class-এরও (নিম্নশ্রেণীরও) লাভ নেই, upper class-এরও (উচ্চশ্রেণীরও) লাভ নেই। এর ফলে যে-সব সন্তান হবে, পরিণামে তাদের পা-চাটা হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। আস্তে আস্তে সবই সঙ্কর হ'য়ে পড়বে। (জ্ঞানদাকে লক্ষ্য ক'রে) তোমার মেয়ে হয়তো একটা কায়স্থের ছেলেকে বিয়ে ক'রল। আবার তার মেয়ে বিয়ে ক'রবে এক সাউকে। এইরকম করতে-করতে সব ভেঙ্গে যাবে।

সুশীলদা—এখানে যে-সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী আসেন, সবাই আপনার এ-সব কথা স্বীকার ক'রে যান। কিন্তু নেহেরুজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারেন না। কারণ, তাহ'লে হয়তো ছেলের চাকরীটা হবে না বা পারমিট্‌টা পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখেন, তার মানে servitude mentality already (গোলামী মনোবৃত্তি আগেই) ঢুকে গেছে।

কেষ্টদা—ভীষ্মকে তো দেবতা বলা হয়। কিন্তু তাঁকে দুষ্ট পক্ষ ত্যাগ ক'রে আসতে বলা হ'লে তিনি বললেন, "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ"।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখেন, তার spine of existence (অস্তিত্বের মেরুদণ্ড) কত দুর্ব্বল।

রাজা কেমন হবে তাই নিয়ে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে রাজা ছিলেন people-এর representative (জনতার প্রতিনিধি)। সবাই মিলেমিশে একটা লোক select (নির্ব্বাচন) করত। তিনি রাজা হতেন। আবার, ঐ people-ই (জনতাই) ইচ্ছা করলে রাজাকে তাঁর সিংহাসন থেকে নামিয়েও দিতে পারত। আমি কই, state মানে stay of everything (রাষ্ট্র মানে সবকিছুরই স্থিতিভূমি)।

বিষ্ণুদা—আগে রাজনীতি ছিল ধর্ম্মপ্রধান, এখন হয়েছে দলপ্রধান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দলপ্রধান হয়ে যদি ভাল হয় তো হোক। কিন্তু যদি মন্দ হয় তাহলে তো আমাদের সর্ব্বনাশ আমরাই করছি। মানুষের স্বার্থ থেকে দলের স্বার্থকে যারা বড় ব'লে মনে করে, উল্টো কাজ করছে তারাই। তারা ভোগকেই প্রধান করে রেখেছে। কিন্তু একটা মজা দেখো, তারাও কিন্তু বাঁচতে চায়। আর একদল আছে যারা জীবন-প্রধান, মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থই তাদের কাছে বড়। তারা যদি রাজা হয় তাহলে সেটা দেশের পক্ষে ভালই হবে।

বিষ্ণুদা—বর্ত্তমান রাজনীতিতে ধর্ম্মের free thinking (স্বাধীন চিন্তা) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমনতর free thinking-এ (স্বাধীন চিন্তায়) আমার ধৃতি বাদ যায়, existence (সত্তা) বাদ যায়, তা' ক'রে আমার লাভ কী? এই যে তুমি বেঁচে আছ, তোমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন, তোমার প্রজামণ্ডলী এই বাঁচাটাকে ধ'রে রেখেছে। আমি রাজা হয়ে যদি সেটাকে ভাঙ্গতে থাকি তাহলে ঐ রাজত্ব আর থাকবে না। দেশের tradition (ঐতিহ্য) এখনও কিছু-কিছু ঠিক আছে ব'লে এখনও জহরলালের মত লোককে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাচ্ছ। কিন্তু যে-হারে ভাঙ্গন চলেছে তাতে পরে আর পাবে না। অন্যের কবলিত হ'য়ে পড়তে হবে। হয়তো অন্য কোন শক্তিমান দেশের হাতে গিয়ে পড়া লাগবে।

বিষ্ণুদা—সাধারণ মানুষ যেন ধর্ম্ম চায় না, বাঁচতে চায় না, চায় কেবল পয়সা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কী চাই? তুমি কী চাও? বাঁচতে চাও না মরতে চাও?

বিষ্ণুদা—বাঁচতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে যা' চাও তাই কর। বাঁচার পথে চলাই তো ভাল। যা'তে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় তাই হওয়াই কি ভাল না? আর যারা তা' চায় না, তাদের দেখে আমার ভয় হয়। ঐভাবে তারা মরণের কাছে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বিষ্ণুদা—এখন আমরা যা' বুঝি সেটা যদি নেতাদের বোঝাতে পারি তাহলে তাঁরা সেটা করবেন আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখনও যদি তোমরা না জাগো, তোমরা যদি না কর তাহলে হবে না।

বিষ্ণুদা—গণ-জাগরণের জন্যই ভারতে স্বাধীনতা এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে বোঝ, সেই গণ যদি মরার পথে চলতে চায় তাহলে কতখানি degradation (অধঃপতন) হ'য়ে গেছে। এই গণকে যদি বাঁচার পথে জাগিয়ে তুলতে হয় তবে গণেশ যিনি, জনগণের representative (প্রতিনিধি) যিনি, তাঁকে ধর। তিনি যদি আবার তাঁর আদর্শকে, তাঁর জীবনকেন্দ্রকে না ধরেন তাহলে কিন্তু তাঁকে ধ'রে এই গণজাগরণ হ'য়ে উঠবে না। গণেশ যেমন তাঁর মাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরেছিলেন, ঐ মা-ই তার পৃথিবী, নেতারও তেমনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে চলা লাগবে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ১২।১২।১৯৫৮)

আজ সকাল থেকেই আকাশে জমাট মেঘ। সূর্য্যের মুখ দেখা যায়নি। বেলা বাড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘর থেকে বাইরে চ'লে এলেন। প্রাঙ্গণে তাম্বুটির নীচে

এসে বসলেন। কাছে সুশীলদা (বসু) আছেন।

নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে। একসময় কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দ্বিচারী প্রভু ভাল না। দ্বিচারিণী স্ত্রীও ভাল না। দ্বিচারী ভৃত্যও ভাল না। দ্বিচারী সন্তান-সন্ততিও ভাল না। দ্বিচারী মানে double-minded, দুইমনা। একবৃত্তি-পরায়ণই শ্রেষ্ঠ। তার উদাহরণ যেমন রত্নাকর। যখন ডাকাতি করত তখন ডাকাতিই করত। আবার যখন ছাড়ল তো ছাড়লই। যাদের বন্ধুত্ব হয় আবার ভেঙ্গে যায়, হয় আবার ভেঙ্গে যায়, তারা লোক ভাল না। আবার, যাদের কথায়-কাজে মিল নেই, যারা নিতে পারে দিতে পারে না, আর যারা নিয়ে সবার কাছে কয় 'আমি পেলাম না', এ সবগুলিই কিন্তু worst (খুব খারাপ)। ঐতিহ্য ও আদর্শ-হারা মহাপুরুষ, সাধু বা আচার্য্য যারা, তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। মুখে হয়তো বেদের কথা কচ্ছে, কিন্তু আচরণে বেদগর্হিত কর্ম্ম করছে। এ-সব লোক dangerous (বিপজ্জনক)। আপনি যদি Christian (খ্রীষ্টান) হতেন, কি Mohammedan (মুসলমান) হতেন তাহলেও কখনও ঐ-রকম কৃষ্টিহারা কাজ করতেন না।

কথাবার্ত্তা হ'তে-হ'তে বেলা নয়টা বাজল। এখন মেঘ স'রে যেয়ে একটু রোদ উঠেছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসেছেন। সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে-করতে একসময় কেষ্টদা বললেন—Bachelor (অবিবাহিত) থাকলে organisation-এর (সঙ্ঘের) কাজ করার সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়। কিন্তু বিয়ে হোক আর না হোক, ভাববৃত্তি এই রকম থাকলেই হয়। বিয়ে করার চাইতে বিয়ে না-করার বিপদ আরো বেশী। মঠের মোহান্ত যারা হবে তাদের বিবাহিত হওয়াই ভাল।

এর পর ঠিকমত মাত্রায় ওষুধ দেবার কথা উঠলে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি খাওয়ানোর নিয়মাবলীতে লেখা থাকে half to one drum (আধা থেকে এক ড্রাম) তাহলে $\frac{১}{৪}$ ডোজ থেকে সুরু করবেন।

কেষ্টদা—তাতে কি কাজ হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবে। প্রয়োজন হয়, আর একটু বাড়াবেন। কিন্তু আপনার লক্ষ্য রাখা লাগবে, কত minimum dose-এ (কম মাত্রায়) cure (আরোগ্য) করতে পারেন। আমার ছিল ঐ বুদ্ধি, কত কম ডোজে রোগীকে active (কর্ম্মক্ষম) ক'রে তুলতে পারি। তাহ'লে শরীরটা drugged (ঔষধ-জর্জ্জরিত) হ'য়ে উঠবে না। Half to one drum (আধা থেকে এক ড্রাম) দেবার কথা থাকলে ঐ $\frac{১}{৪}$ ড্রাম কখনও-কখনও miracle-এর (অলৌকিকের) মত কাজ করে। কুইনাইন দেবার সময় এক গ্রেনকে চার দাগ ক'রে দেন বা ছয় দাগ করে দেন। এতেও জ্বর বন্ধ হয়ে যায়।

কাজ হয়। টক ক'রে gallop (লাফ দিয়ে পার হওয়া) ক'রে ফেললে হবে না। একটা considerate channel-এ (বিবেচনাসমন্বিত রাস্তায়) চলা লাগবে। আমাদের লক্ষ্য সব সময় রাখতে হবে, কত minimum dose এ (কম মাত্রায়) কত maximum result (বেশী পরিমাণ ফল) আনতে পারব।

কেষ্টদা—অনেক ওষুধ এক ড্রামে এক ফল, কিন্তু আধা ড্রামে ফল হয় অন্যরকম। এখন কেউ যদি $\frac{1}{4}$th drum-এর ($\frac{1}{8}$ ড্রামের) result (ফল) আনতে যেয়ে $\frac{1}{8}$th drum ($\frac{1}{8}$ ড্রাম) দেয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাও দেওয়া লাগে। আবার, কোন্ ওষুধ কতটুকু মাত্রায় কোথায় দেব, সে-জ্ঞানটা অভ্যাস করতে-করতেই হয়। দেখতে-দেখতেই অভিজ্ঞতা আসে।

কেষ্টদা—আচ্ছা, দিশী গাছগাছড়ার যদি ভাল গুণ দেখি, সেটা ব্যবহার করা কি ভাল না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিশ্চয়ই। দিশী গাছগাছড়ার গুণ ঠিকমত জানার পরেও যদি সেগুলি অবহেলা করি এবং ছাপমারা বোতলের ওষুধকেই বড় ব'লে মনে করি, তাহলে বুঝতে হবে, ঐ servitude mentality (দাসমনোবৃত্তি) এসে গেছে। ঐ যে এক বুড়ো ছিল। সে একজনকে বলেছিল, দুধের মধ্যে হিঙের রস দিয়ে খেও বাবা! যাকে বলল সে ভাবল, ও আবার কেমন খাওয়া ? সে খেল না। কিন্তু বুড়োর কথা শুনে একজন খেল। একমাস খাওয়ার পরে তার চেহারাই একেবারে পালটে গেল। সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল।

তারপর রোগনির্ণয় করা প্রসঙ্গে বললেন—রোগীর feeling-কে (অনুভূতিকে) কখনও বাদ দিতে নেই। Feeling (অনুভূতি) যা' বলতে পারে, তা' অনেক সময় instruments-ও (যন্ত্রও) পারে না। আবার ঐ feeling-টা (অনুভূতিটা) study ক'রে (অনুশীলন ক'রে) তার cause-টাও (কারণটাও) বের ক'রে ফেলা লাগে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলেশ্বরের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায় আজ এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), এঁদের সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়েছে। সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন খড়ের ঘরে সমাসীন, তখন ওঁরা চিন্তামণিবাবুকে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও কথা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হ'ল।

তারপর দয়াল ঠাকুর বললেন—আমরা এইগুলি যদি আগের থেকে ঠিক রাখতাম,

ঐ ঠাকুরকে যদি ধরতাম, ষোল আনার এক আনাও যদি ঠিকমত করতাম, তাহ'লে বোধহয় আমাদের এই দুর্দ্দশা আসত না।

কিছুক্ষণ বসার পর চিন্তামণিবাবু উঠে শৈলেনদার সাথে বাইরের দিকে গেলেন।

২৭শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৩।১২।১৯৫৮)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি পূবদিকের নতুন ছাউনিতে এসে আসন গ্রহণ করেছেন। গাছগাছালির পেছন থেকে পূর্ব্ব দিগন্তে রক্তিম সূর্য্য দেখা যাচ্ছে। তার কিরণজাল ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে।

কিছুক্ষণ কাছে বসার পর শ্রীশ্রীবড়মা উঠে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। সরোজিনীমা দয়ালের হাতে এক টুকরো সুপারি-লবঙ্গ দিয়ে তামাক সেজে এনে দিলেন।

সামনে একটা পীড়িতে সুশীলদা (বসু) ব'সে আছেন। বললেন—"তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি", এ তো আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা স্বীকারই করতে চায় না। অথচ তাদের সাধনাই হ'ল সবকিছু জানা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব জানা মানেই ঈশ্বরকে জানা, ধর্ম্মকে জানা। এই ঈশ্বরত্ব বা ধর্ম্ম দুনিয়ার সব-কিছুর মধ্যেই আছে। তাই, সেই এককে জানলেই সব-কিছু জানা হয়। ঈশ্বর কথার মানেই হ'ল আধিপত্য। আবার আধিপত্য মানে ধারণ-পালন। যে ধারণপালনী সম্বেগ আমার মধ্যে থাকার জন্য আমি বেঁচে আছি, শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছি, তার সাথে কিন্তু বিশ্বদুনিয়ার সব-কিছুর সঙ্গতি আছে। সেই সঙ্গতি খুঁজে বের করা লাগবে। আবার দেখেন, ধর্ম্ম মানে যা' ধ'রে রাখে। এই ধর্ম্ম সবারই আছে। ঐ খুঁটিটার ধর্ম্ম আছে, যার জন্য খুঁটিটা খুঁটি হ'য়ে আছে। ঐ মাটিকণার ধর্ম্ম আছে। তার ফলে, মাটিকণা মাটিকণা হ'য়ে আছে। ঐগুলি হয়েছে উপাদানের মধ্য-দিয়ে। এদের মধ্যে যে spirit (জীবনীশক্তি) আছে তা' কিন্তু আমার মধ্যেও আছে আমার রকমে। আছে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারার মধ্যেও। এই spirit-এর flow (জীবনীশক্তির প্রবহমানতা) যতখানি perverted (বিকৃত) হ'য়ে যাবে, আমি ততখানি বুদ্ধ হ'য়ে যাব, যে energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) আমার ছিল, তা' নষ্ট হ'য়ে যাবে। ওটা যদি constant (নিরন্তর) রাখতে হয় তাহলে ঐ flow (প্রবহমানতা) ঠিক রাখা লাগবে যা'তে বড় হ'য়েও আমরা young (যুবক) থাকতে পারি। এইতো মোক্থা কথা।

সুশীলদা—পাশ্চাত্য সমাজও আজ spirit-এর (জীবনীশক্তির) কথা বলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, একে spirit (জীবনীশক্তি) না ক'য়ে ধৃতিসম্বেগ

কওয়া ভাল। আর কথা হ'ল কী। আমাদের কতকগুলি সঙ্কর মন থাকে। তার মধ্যে will-ও (ইচ্ছাও) থাকে, anti-will-ও (ইচ্ছাবিরোধী বিষয়ও) থাকে। Will-এর (ইচ্ছার) সাথে যখন কোন কাজ সঙ্গতিপূর্ণ হয় না, তখনই ego thrust করে (অহং জোরে ধাক্কা দেয়। আর, তখনই আমরা চটি। কিন্তু যদি সাম্যে থাকি, তাহলে ego-টা adjust (অহংটা নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নিতে পারি। এই চটারও আবার নানারকম ধাঁচ আছে। কেউ হয়তো চট্‌ল তাকে অপমান করাতে, কেউ আবার বসতে না বললেই চ'টে যায়। এগুলি সব নানারকম complex আর কি—যার নাম গ্রন্থি। আমাদের existence-এর (অস্তিত্বের) সাথেই থাকে তিনটি factor (উপাদান)—preservation (সংরক্ষণ), reproduction (সংজনন) এবং protection (বিরুদ্ধ শক্তি থেকে আত্মরক্ষা)। এর মধ্য-দিয়েই আসে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। আবার, এদের সংঘাতের মধ্য-দিয়েই জাগে ego (অহং)। যদি আমার সাথে সংঘাত লাগার মত দুনিয়ায় আর কিছুই না থাকে তাহলে ego-ও (অহংও) জাগে না। এইরকম হয়। যেমন ধরেন, আপনি একটা এরোপ্লেনে ক'রে উপরে উঠছেন। উঠতে-উঠতে এমন জায়গায় গেলেন যেখানে আপনার consciousness-কে (চৈতন্যকে) বাধা দেবার কেউ বা কিছু থাকল না। তখন আপনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়তে পারেন।

সুশীলদা—আজকাল বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্রপাতি দিয়ে যে জ্ঞান অর্জ্জন করছে, আমরা চিন্তা ও সাধনার ভিতর-দিয়ে তো সেগুলি লাভ করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেগুলি observe (পর্য্যবেক্ষণ) করা চাই তো। তারা তো observe (পর্য্যবেক্ষণ) ক'রে ক'রেই একটা বিষয়ে উপনীত হয়েছে। এরা যা' করছে সবই চিন্তা ও experiment-এর (পরীক্ষার) ফল। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকরা যা' করছে তা' এখনও primary stage-এই (প্রাথমিক পর্য্যায়েই) আছে—আপনাদের পূর্ব্বপুরুষরা যা' করিছিলেন তার থেকে। জানাটা কী? আমার সাথে দুনিয়ার অন্যান্য বস্তুর কী তফাৎ, আর মিলই বা কোথায়, সেটা determine (নির্দ্ধারণ) করা। যেমন, বালুকণার সাথে আমার কী পার্থক্য? কিসের জন্য ওটা বালুকণা, কিসের জন্যই বা আমি আমি? এর দ্বারা কীই বা হয়, কীই বা হয় না—সেগুলি সব বেরিয়ে আসে। এর থেকে data and theory (স্বীকৃত সত্য এবং মতবাদ) পাওয়া যায়। তাই আমি কই, to know the fact, process and function of existence by analysis and synthesis is knowledge (সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে সত্তার মূল তত্ত্ব, চলনপ্রকৃতি ও ক্রিয়া অবগত হওয়াই জ্ঞান)। ভাববৃত্তি দেবতা ব'লে বলা আছে মন্ত্রের মধ্যে।

ভাববৃত্তি মানে হ'তে থাকা বা হওয়ায় থাকা। আপনার ভাবের অর্থাৎ মনের আছে energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি)। তার সাহায্যে আপনি একটা জিনিসে engaged (ব্যাপৃত) হন, সেটা achieve (অধিগত) করতে চেষ্টা করেন। যখন achieve (অধিগত) করলেন তখন আপনি সেটায় হলেন। তারপর আর একটা বিষয়ে engaged (ব্যাপৃত) হলেন। সেটাও achieve (অধিগত) করলেন। এইভাবে হ'তে থাকলেন।

সুশীলদা—এই চলাটা কি endless (অসীম)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যখন আছেন, আপনার becoming (উদ্বর্দ্ধনা) আছে। তাহলে এর end (শেষ) থাকবে কী ক'রে? একটার পরে একটা achieve (অধিগত) ক'রে ক'রে এগিয়ে চলেছেন।

সুশীলদা—পুরাণে আছে, কয়েক কল্প এই ধারা চলবে। তারপর অন্য সৃষ্টি হবে। এসব ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'কল্প' আপনিও ভাগ ক'রে নিতে পারেন। কল্প মানে রূপান্তর, সময়ের ভাগ। একটা stage-এর (ধাপের) পরে যেমন আর একটা stage (ধাপ) আসে।

কথা চলছে। ফাঁকে-ফাঁকে অনেকে এসে গেছেন। বেশ ভিড় জ'মে উঠেছে। পরমদয়ালও মনের আনন্দে কথা ব'লে চলেছেন। তাঁর এই প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাব অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি করে স্বস্তির আবেশ, আনে চৈতন্যের প্রসারতা।

বর্ত্তমানের নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবী সম্পর্কে কথা তুললেন সুশীলদা। উত্তরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—স-মান হ'তে পারে। কিন্তু একই রকমের আর একটা হয় না। মিশ্রী একসের, চিনিও একসের হ'তে পারে। কিন্তু মিশ্রী মিশ্রী, চিনি চিনি। আবার, মিশ্রী একসের, কাঠ একসের হ'তে পারে। 'পজিটিভ্' একসের, 'নেগেটিভ্' একসের হ'তে পারে। একটা মেয়ে আর একটা পুরুষ সমান একসের হ'তে পারে, কিন্তু সপ্রকৃতি হবে না। সেইজন্য, নারী যদি স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তিনী না হয় তাহলে আর স্ব-মানে দাঁড়াতে পারবে না। আবার, ঐ মানই কিন্তু তার সত্যিকারের মান অর্থাৎ ওজন বা বৈশিষ্ট্য। একজন পুরুষ যখন নারী-সহবাস করে বা একজন নারী যখন পুরুষ-সহবাস করে, তখন সে তার মান-এ ঠিক থেকেই তা' করে। আবার দেখুন, এই যে positive ও negative (স্থাস্নু ও চরিষ্ণু), এই বিপরীতধর্ম্মিত্ব যদি না থাকে তাহলে আর উপভোগ ব'লে কিছু থাকবে নানে। একটা মেয়ের পেটে পুরুষও হয়, মেয়েও হয়। পুরুষ হ'তেও তার সহবাস করা লেগেছে, মেয়ে হ'তেও তার সহবাস করা লেগেছে তার ঐ সমবিপরীতধর্ম্মী সত্তার সাথে। তাহলে একেবারে

একই রকমটা কী ক'রে হওয়া সম্ভব ?

মন্ত্রমুগ্ধের মতন সবাই শুনছেন তাঁর অমিয় কথা। একটু বিরতির পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ব'লে চললেন—আমাদের কথাগুলি সব ঠিক আছে। কিন্তু কেমন যেন সব মানে-টানে করে নিয়েছে। ধর্ম্ম মানে ধৃতি। যা'-যা' নিয়ে আমার existence (অস্তিত্ব) বিধৃত হ'য়ে আছে, তাই আমার ধৃতি। ওগুলির কোনটাকে বাদ দিলে আর ধৃতি বজায় থাকে না। দুটো class (শ্রেণী) আছে আমাদের—মুনি আর ঋষি। মুনি মানে মননশীল। মুনির থেকে ঋষি বড় এইজন্য যে তাঁরা ঐ মননের practical demonstration (বাস্তব অভিব্যক্তি) দিতে পারেন। তাই, ঋষি হ'লেন seer, দ্রষ্টা, মানে বাস্তব দর্শন যাঁর আছে। সেইজন্য, ঋষি যে, সে মুনি তো বটেই। কিন্তু একজন মুনি ঋষি নাও হ'তে পারে।

সুশীলদা—তাহলে আইনস্টাইন যা' সব করলেন, সবই তো theory-র (মতবাদের) উপর দাঁড়িয়ে। তাঁকে কি মুনি বলা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো মননশীল ঠিকই। কতকগুলি ফর্মুলা ধ'রে ধ'রে সেগুলি মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন। আবার, laboratory experiment-এর (গবেষণাগারের পরীক্ষার) ভিতর-দিয়ে data-তেও (প্রতিপাদ্য বিষয়েও) উপনীত হয়েছেন। কিন্তু 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'।

সুশীলদা—তাহ'লে যাঁদের আমরা ঋষি ব'লে জানি, তাঁরা প্রত্যেকেই তো scientific experiment-এর (বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার) মধ্য-দিয়েই এগিয়েছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সাথে বললেন—হ্যাঁ। তা' তো নিশ্চয়ই। আপনাদের কাছেও তো এইরকমই শুনি। যেমন শুনেছি ভরদ্বাজের বিমানশাস্ত্রের কথা। এরকম আরো কতজন আছেন। তাঁরা experiment-এর (পরীক্ষার) ভিতর-দিয়েই এক-একটা সত্যে উপনীত হয়েছেন। যেমন, সূর্য্যতাপের দ্বারা পৃথিবী বিধৃত আছে, এটা যদি তাঁরা না জানতেন তাহ'লে বললেন কী ক'রে ?

সুশীলদা—কিন্তু এই scientist-দের (বৈজ্ঞানিকদের) মধ্যে যদি কেউ complex-এর (প্রবৃত্তির) অধীন থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex-এর (প্রবৃত্তিপাশের) অধীন থাকলে সে আর সত্যটাকে বেরই করতে পারবে না। ঐ গাঁটের বাইরে যেতেই পারবে না। তার ঐরকম চিন্তাও হবার উপায় নেই, কর্ম্মও হবার উপায় নেই। তার অবস্থা হয় জলের ঘটে পাথরের টুকরো থাকার মত। ঘটের মধ্যে যদি কতকগুলো পাথরের টুকরো থাকে, তাতে যা' জল ধরে, পাথর না থাকলে সেই ঘটে বেশী জল ধরে। এখানে প্যারীকে (ডাঃ প্যারীমোহন নন্দী) কি আমি কম গাদাইছি ? ও কি সেসব কইতে পারে ?

সুশীলদা—গাদানো যদি থাকে তবে একদিন তো তা' ফুটে বেরোনো উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেদিন ও complex (প্রবৃত্তি)-পাথর ফেলে দেবে, দিয়ে ছন্দানুবর্ত্তী হবে, সেইদিন ফুটে বেরোবে। ছন্দানুবর্ত্তী হওয়া হ'ল ঐ ভাববৃত্তি, হওয়ার urge (সম্বেগ) নিয়ে থাকা। এমন না হ'লেই complex (প্রবৃত্তি) র'য়েই যায়।

প্যারীদা—কিভাবে তা' হওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে পড়লেন। হাসতে-হাসতে সুশীলদার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঐ, ঐ দেখেন। জিজ্ঞাসা করে, কেমন ক'রে হওয়া যায়। ওরে, করলেই হয়। দেখিস্, যেসব female-এর nodules of complexes (নারীর প্রবৃত্তির গাঁট) যত বেশী, তাদের বুদ্ধি তত কম। তারা তত ছন্দানুবর্ত্তিনী হ'তে পারে না। তাদের সন্তান-সন্ততিও তত deprived (প্রবঞ্চিত) হয়। আর, ছন্দানুবর্ত্তিতা আছে যেসব মেয়ের, তারা জন্মও দেয় তত ভাল—সেই ভরতের মত। ভরতের বাবার নাম যেন কী ?

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—দুষ্মন্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব efficient (সুযোগ্য) মাল ছিল তার মধ্যে।

সুশীলদা—পুরাপুরি ছন্দানুবর্ত্তী হ'তে মানুষ যেন কিছুতেই পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মমতা যেমন একটা রোখ। ছাড়ে না, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। ঐরকম attitude (মনোভাব) থাকলেই হয়। যেমন, গাছটার উপর মমতা থাকলে কিছুতেই তার ডালটা কাটা যায় না। আর, যে রাগী মানুষ, সে কিন্তু কেটেই ফেলে।

বেলা নয়টা হ'য়ে গেছে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এলেন খড়ের ঘরে। সাথে-সাথে আর সবাইও এলেন। কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। তিনিও উপস্থিত আছেন। ধর্ম্ম কী, ধর্ম্মপালন ক'রে কী হয় জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মপালন মানে ধৃতিপালন। তা' নিত্য আচরণীয় ব্যাপার। নিজে না করলে তো আবার অপরকে করানো যায় না। ধর্ম্ম মানে যা' ধ'রে রাখে। তাই, ধর্ম্ম সব-কিছুরই আছে—দালানের ধর্ম্ম আছে, ইঁটখানার ধর্ম্ম আছে, ঐ কাঠটার ধর্ম্ম আছে। যা'তে যে যার অস্তিত্ব বজায় রাখে তাই তার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কথাটা এখন miracle-এর (অলৌকিকত্বের) মধ্যে যেয়ে ঢুকেছে। Miracle (অলৌকিক) মানেই যেটা বুঝি না, যার কারণ জানি না। কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে, যেটা বুঝি না সেটার পোঁদে লেগে থেকে কেন সেটা হ'ল তা' discern (বেছে বের) করা। প্রাচীনের উপর দাঁড়িয়ে নবীনকে সৃষ্টি করা লাগে। কিন্তু

আমাদের অবস্থা এখন—প্রাচীনের সাথে কোন সম্বন্ধ নেই। ঐতিহ্যের সাথে কোন সম্বন্ধ নেই। এখন, ক যেমন ক'রে লেখা লাগে তেমন ক'রে না লিখে যদি উলটো ক'রে লিখি তাহলে আমিও ব্ঝতে পারব না, অন্যেও ব্ঝতে পারবে না। যেভাবে বোঝা যায় সেইভাবে এগোনোই ভাল। এখন যদি ক খ লেখা বদলে দিই বা A B C D লেখা বদলে দিই, তবে আবার এতটা দিন লাগবে ঐগ্লি adjust (ঠিক) ক'রে তুলতে। আর, প্রাচীনের সাথে সঙ্গীতি রেখে যদি চলি তাহলে ঠিক পথ পাব।

উক্ত ভদ্রলোক— আমি কোথায় দীক্ষা নিতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্গ্রুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। সৎ মানে যা' অস্তিত্বকে রক্ষা করে। আগে আমাদের রীতি ছিল, পাঁচ বছর বয়সেই দীক্ষা দিয়ে দেওয়া। তারপর পৈতা নিয়ে লোকসেবা ক'রে চলত।

হাউজারম্যানদা—লোকসেবা মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার যা'তে ভাল হয় তাই করা।

হাউজারম্যানদা—সে তো অনেকেই করে। তাতে গ্রুর কী দরকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করার পদ্ধতি জানা থাকে না ব'লে মান্ষ ভুল করতে পারে। দীক্ষার ভিতর-দিয়ে হয় education (শিক্ষা), যার ফলে আমি জানতে পারি কোন্টা আমার favourable (অন্কূল) আর কোন্টা favourable (অন্কূল) নয়। এতে আমিই লাভবান হ'য়ে উঠি। সেইজন্য, অনেকে বলে 'ব্ড়ো বয়সে ধর্ম্ম করব', সেকথা ঠিক নয়। আমাদের ঐ education (শিক্ষা) ছিল হাতে-কলমে। শিষ্য যেখানে ব্ঝত না, সেখানে গ্রুর কাছে এসে ঠিক ক'রে নিয়ে যেত। ঋষিই গ্রু হন। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ" কয় না ? ঋষি মানে যিনি দ্রষ্টাপ্রুষ। ম্নি মানে যিনি মননশীল। ঋষিকে ম্নিও কওয়া যায়। কিন্তু ম্নি ঋষি নাও হ'তে পারেন। (একটু ম্দ্ হেসে বললেন) আমি জানি না ম্খ্য-স্খ্য মান্ষ। আমার practical experience-এর (বাস্তব অভিজ্ঞতার) মধ্য-দিয়ে যা' দেখেছি তাই কই।

হাউজারম্যানদা—বেশীর ভাগ লোকই বোঝে, দীক্ষা নিয়ে নামজপ ক'রে চললেই হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা মানে অন্শীলন ক'রে দক্ষ হ'য়ে ওঠা। আর, নাম হ'ল তাই যে-ডাকের দ্বারা মান্ষ তদ্-বিষয়ে inclined (আনত) হ'য়ে ওঠে। তাই বলা আছে, বীজমন্ত্র তাঁরই দ্যোতক। তিনি হচ্ছেন centre (কেন্দ্র)—গ্রু বা আচার্য্য। তাঁতে আনত না হ'লে নাম করা হয় না। আনতি ও নিষ্ঠার সাথে নাম করতে-করতে নামীর traits and attributes (বিশেষ লক্ষণ ও গ্ণসম্হ) তোমার

মধ্যে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। তাঁকে যদি follow (অনুসরণ) কর, তাঁকে যদি imbibe (অন্তরে গ্রহণ) করার চেষ্টা কর, তাহ'লে তোমার ভিতরে যদি কোন অবগুণ থাকেও, তা' ভেঙ্গে-টেঙ্গে সব ঠিক হ'য়ে যায়।

বহিরাগত ভদ্রলোকটি একদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। শুনছেন এবং ভাবছেন তাঁর কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে লক্ষ্য ক'রে রহস্যঘন হাসি হাসতে-হাসতে বললেন—বেশী consideration (বিচার-বিবেচনা) থাকা ভাল না। Rational determination (সুযুক্ত দৃঢ়সঙ্কল্প) থাকা ভাল। তাই ছিল সি, আর, দাশের। ভাল বুঝলেই তৎক্ষণাৎ তাই করা। দীক্ষা নেওয়ার কথা শুনে অনেকে বলে, 'একটু চিন্তা ক'রে নিই'। তাকে বলে consideration (বিচার-বিবেচনা)। আর, ভাল যদি বুঝে থাকি যে দীক্ষা নেওয়া ভাল, আর তখনই যদি নিই, তাকে বলে rational determination (সুযুক্ত দৃঢ়সঙ্কল্প)।

এই সময় উক্ত ভদ্রলোক দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—ওঁর কাছে শুনে নিলে হয়।

এরপর সবাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। শরৎদার সাথে মহাপুরুষদের প্রচার নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রামকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রচার যারা করেছে তার মধ্যে সব চাইতে বেশী করেছে ঐ মাস্টার মশাই (শ্রীম)।

শরৎদা—মহাভারতে দেখলাম, শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার সময় দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো অনেক জায়গায় দেখেছি কেষ্ট ঠাকুরের আমার মত বাই (বাতিক) ছিল।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে পরমদয়াল বললেন—এখানে চেলারাম তার ছেলেকে রেখে গিয়েছিল। চেলারাম বলত, ও নাকি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। তারপর চেলারাম মারা গেল। ছোকরাটা কোথায় চ'লে গেল। ঐ যে ওরকম বলত, তাই ওকে দেখলেই আমার কেমন মনে হ'ত। পাবনায় এক ভদ্রলোক এসে বলত, সে নাকি শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর। সে বড় একজন চাকুরে। তাকে দেখেও খুব ভাল লাগত।

একটু পরে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি কখনও বৃন্দাবনে গেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। মা গিছিলেন। এদিকে আমি এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গিয়েছি। কাশী গিয়েছি। পুরী গিয়েছি। আর এদিকে বাংলার মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, ফরিদপুর, কলকাতা, কার্শিয়াং গিয়েছি।

এই সময় ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) তপোবন বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে ক'রে এনে বললেন—কাল ভোরে এরা আসানশোলে যাবে টেস্ট্ পরীক্ষা দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' ব'লে সম্মতি জানালেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৪।১২।১৯৫৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বদিকে অশথতলার ছাউনিতে সমাসীন। সামনের প্রাঙ্গণ রোদে ভ'রে গিয়েছে। ছাউনির সামনের দিকে একটা পরদা দেওয়া যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ না পড়ে অথচ তাঁর সারা শরীরে লাগে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সবাই রোদপিঠ ক'রে ব'সে বা দাঁড়িয়ে দর্শন করছেন তাঁদের জীবনবল্লভকে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট জলচৌকিখানার উপরে আসন গ্রহণ করলেন। পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), রাধারমণদা (জোয়ারদার) প্রমুখ ব'সে আছেন। সরোজিনীমা দয়ালের শ্রীহস্তে মাঝে-মাঝে জল-সুপারি-তামাক দিচ্ছেন।

কেষ্টদা সৎ-অসৎ নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎ-এর মধ্যে অসৎ যা' আছে সেটুকু তাড়ানো লাগবে।

কেষ্টদা—কিন্তু গীতায় আছে, "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ" অর্থাৎ সহজাত কর্ম্ম দোষযুক্ত হ'লেও ত্যাগ করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন, কেউ যদি চুরি-ডাকাতি আরম্ভ করে আর কয়, এই আমার সহজ কর্ম্ম, তাহলে তো মুশকিলের কথা।

কেষ্টদা—আবার, কাঠের মিস্ত্রী হ'য়ে কেউ যদি philosopher (দার্শনিক) হয়ে ওঠে তাহলেও তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। কাঠের মিস্ত্রীর philosopher (দার্শনিক) হওয়া আর সৎ-এর মধ্যে অসৎ থাকা, এক কথা না। আবার, কাঠের মিস্ত্রীও যদি philosopher (দার্শনিক) হয় তাহলে তার ঐ কাঠের কাজের মধ্য-দিয়েই philosophy (দর্শন) ফুটে বেরোবে নে।

ইতিমধ্যে নৈহাটির শৈলেন সিংহদা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। সঙ্গে ওঁর স্ত্রী ও মা এসেছেন। তাঁরা এখন আসেননি। শৈলেনদা আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যাপারে খুব খাটছেন। সে-সব কথা বললেন। সব শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর যাজন-ক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন—কাজকর্ম্ম করছিস্ তো ঠিকমত ?

শৈলেনদা—না। এখনও ঠিকমত করতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্। এই যে election (নির্ব্বাচন) আসছে, সবাই সংহত হ'য়ে ওঠ্।

কেষ্টদা—এই সব কথা থেকে ও অনেক দূরে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে বললেন—দূরে আছে মানেই তো দূরদৃষ্ট। ভাগ্য যে ভজ্-ধাতু থেকে এসেছে তা এই সব দেখে বোঝা যায়। (শৈলেনদাকে) Prestige-এর (সম্মানের) তোয়াক্কা না রেখে লোকসেবা ক'রে চল। মনে রেখো, তুমি minister-ই (মন্ত্রীই) হও আর যাই হও, এ না করলে কিছু হওয়ার উপায়ই নেই।

কেষ্টদা—শৈলেন সংসারের চাপে আটকে আছে। কিন্তু এখনও যদি নামে তো তিন বছরে অনেক এগোয়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম করা উচিত। ওরকম আট্‌কে থাকা কি ভাল? ঐরকম থাকলে ও নিজেও বাঁচবে না, ওর পরিবারও বাঁচবে না।

কেষ্টদা—এখন আপনার দয়া ছাড়া—

শৈলেনদা যেন বাক্যপূরণ ক'রে তাড়াতাড়ি বললেন—বাঁচার আর পথ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দয়া না করলে কি দয়া পাওয়া যায়? দাক্ষিণ্য থাকলে তবে তো দয়া আসবে।

কেষ্টদা—ও যখন কিছুতে লাগে, একেবারে আগুনের মত লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু না যদি লাগে তবে তো আগুন থেমে যায়। পয়সার পিছনে ছোটা লাগে না। আমার এই কাম নিয়ে থাকলে এমনিতেই মানুষ কত দেয়।

শৈলেনদা—আমি ব্যবসা ক'রে মেলা টাকা রোজগার করেছি। পরের নামে দোকান দিয়েছি। তার থেকেও টাকা ঘরে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে বোঝ না, মানুষে তোমাকে বিশ্বাস করে কত। পরের নামে দোকান দিয়ে ব্যবসা করা সোজা কথা না। এর জন্য তোমাকে কত খাটতে হয়েছে। প্রতিটি মানুষকে ঠিক ক'রে তুলতে হয়েছে। এ কি কম পরিশ্রম? (কেষ্টদাকে) ওর সব ন্যাক্ই আছে।

তারপর এক ঝাঁকি দিয়ে তেজস্বী ভঙ্গীতে বললেন—ঐ যে রবি ঠাকুরের কথা আছে—

"হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে ল'য়ে জয়তুরী,
জনতার মাঝে ঝাঁপায়ে পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে

অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।”

যাও, যেয়ে এবার ভাল ক'রে লাগাও। বৌমাকে ঠিক ক'রে ফেলাও। (কেষ্টদার দিকে ফিরে) ওরা ভাল মৌলিক। ওর মা কেমন ক'রে যে আমার জন্য একটু জমি দেবে, খুব চেষ্টা করছে। ঐ ব্যাপারে কার কাছে যায় আর কার কাছে যায় না তার ঠিক নেই।

রাধারমণদা—একদিন আমার কাছে যেয়ে বলছিলেন, বাবা! জমিটা ঠিক ক'রে দেও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ, ঐ দেখ। বয়স কত হ'ল?

শৈলেনদা—উনআশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবারে বাবা! তুই খবরদার এই সব কাজ ছাড়িস্ নে। (কেষ্ট-দাকে) আবার ও যেখানে কাজ করে, সেখানে সবশুদ্ধ ওর উপর বেশ খুশি।

সন্ধ্যায় খড়ের ঘরে শৈলেন সিংহদার বাড়ীর মাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরটা ঠিক ক'রে নিয়ে দুজনে লেগে যাও আমার কামে। মানুষ যেন কয়—আমাদের মা এসেছে, আমাদের রাণী এসেছে। এতে একেবারে সেই সার্থক জীবন হ'য়ে উঠবে। তখন দেখো, ওর মিনিস্টার-টিনিস্টার হ'তে কিছুই লাগবে না। এক কথায় সব উঠবে-বসবে। আর একটা কথা। (সরোজিনীমাকে দেখিয়ে) ওকে একটা মেয়ে দিবি? ওকে চিনেছিস্ তো? ওর ছাওয়ালটাও খুব ভাল। ওরকম পাওয়া কঠিন। দোষের মধ্যে একটা ব্যারাম ছিল—ছোটবেলায় মৃগী হ'ত। এখন তা' সেরে গেছে। ওর একটা ছাওয়াল। ভাল বংশের একটা ভাল বৌ-এর বড় হাউশ। ঐ জন্যে ও পাগলের মত করে। মাঝে-মাঝে মন খারাপ ক'রে ব'সে থাকে। ওর ছাওয়ালকে তো চিনিস্ই শৈলেন।

শৈলেনদা—হ্যাঁ, দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়ের কোষ্ঠী থাকলে ভাল হয়। সময়-টময় থাকলেও তার উপর দাঁড়িয়ে মিলিয়ে দেখা যায়। আর, বংশ তো তোরাই দেখে ঠিক করতে পারিস্।

শৈলেনদা—আজ্ঞে দেখব।

এরপর শৈলেনদারা বিদায় গ্রহণ করলেন। সাতটা বেজে গেল। কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—আপনি যা' চান তা' তো আজ চল্লিশ বছরের মধ্যেও হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'ল না মানে কিছু করিনি। কী করেছি আমরা? তারপর দেখেন, আমি যে পঁচিশ জন মানুষের কথা বলেছি তা' হয়তো এদের মধ্যেই আছে। কিন্তু আমরা তেমনভাবে মানুষের সাথে মিশিনি।

কেষ্টদা—আমরা এ অকাম করছি অনেকদিন। মনে হয়, we are not at all sincere to the Sangha (আমরা সঙ্ঘের প্রতি অকপট নই)। সঙ্ঘের যা' interest (আগ্রহ) তা' হচ্ছে না। খালি আজেবাজে কতকগুলি কাজ হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sincere (অকপট) হ'লে পরে করার জন্য একটা আঁকুপাঁকু রকম সৃষ্টি হয়। যে formality (বাহ্য শিষ্টাচার) নিয়ে আমরা brought up (লালিত পালিত), নিজেদের অন্তর থেকে সেটা ভাঙ্গা লাগবে। না ভাঙ্গলে তো sincere (অকপট) হ'তে পারব না। এই দেখেন, এই সৎসঙ্গীদের মধ্যে গোবাঘা, বেকুব, female-hunter (নারীলোলুপ) কত কী রকম আছে। যেটুকু parts (গুণাবলী) আপনাদের মধ্যে আছে তাই দিয়ে যা' করেছেন তার ফলেই কিন্তু এই এদের মধ্যেই ছিপায়ে যেয়ে few lakhs (কয়েক লক্ষ) হ'য়ে গেছে। এরা সবাই যে good motive (সৎ উদ্দেশ্য) নিয়ে এসেছে তা' কিন্তু নয়। কিন্তু এইপথে চলতে-চলতেই এদের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন এসে গেছে। একটা গল্প শুনেছিলাম। সেই এক সাধু চান করে পুকুরপাড়ে ধ্যানে বসল। তার গায়ে-মাথায় বহু পাখী এসে বসতে লাগল। এক ব্যাধ তাই দেখে ভাবল, পাখী ধরার এইতো ভাল ফন্দী। সাধু চলে গেলে সেও ঐরকম চান সেরে সাধুর ভঙ্গী করে বসল। তখন তারও গায়ে-মাথায় পাখীরা এসে বসল। কিন্তু ব্যাধের মন তখন ঘুরে গেছে। সে ভাবল, আমি সাধুর ভাণ করেই এই পাচ্ছি। সত্যিকারের সাধু হ'লে না-জানি আরো কত পাব। তখন সেই সাধুকে খুঁজে যেয়ে তার পাও জড়ায়ে ধ'রে কয়, 'বাবা! আমাকে রক্ষা কর।' এই গল্প শুনে আমার মনে হয় ভাববৃত্তির কথা। ওটা ওর মধ্যেই ছিল। সেই ভাববৃত্তি নিয়েই সাধুর পাও জড়ায়ে ধরেছিল।

এই সময় সেবাদি এসে জানালেন, আজ তাঁর জ্বর হয়নি। টেম্পারেচার ৯৬·২। সেবাদি বি, এ, পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কী? এবার স্ফূর্ত্তি ক'রে লাগ। কারো সাথে ঝগড়া ক'রো না। ঝগড়া করলে মন খারাপ হ'য়ে যায়। পাঠ করতে হয় স্বচ্ছন্দ মনে। তাতে anxiety (উত্তেজনা) ক'মে যায়। পরীক্ষায় পাশ সহজ হ'য়ে আসে।

কেষ্টদা—আমি জানার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরতাম। পরীক্ষার মাস তিনেক আগের থেকে পড়তাম। এখনকার ছেলেমেয়েরা গোড়া থেকেই কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা ক'রে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুদ্ধি, মোটেই যেন ও-কাণ্ড করতে না হয়। পড়াশুনাটা হওয়া চাই আমার ঠাকুরসেবার মতন। কাজ করছি, পড়ছি, সাথে-সাথে achieve-ও করছি। এমনভাবে যে করে, তার আর জীবনের তরে ভুল হয় না। তার খাতা

দেখে পরীক্ষকই অবাক হ'য়ে যায়। ভাবে—এ কী ব্যাপার! এ হ'ল কী!

ঘরের এককোণ ব'সে কালীষষ্ঠীমা আরো কয়েকটি মায়ের সাথে বেশ জোরে-জোরে কথা বলছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে কেষ্টদা বললেন—বেশী চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। আপনার আবার হার্ট খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী হার্ট খারাপ? ও কথা ক'বেন না। ওটা ভাববৃত্তি তো! ভাবতে-ভাবতে ঐরকম হ'য়ে যায়। অসুখ ধ'রে যাবে। আচ্ছা প্যারী, দেখ্ তো ওর হার্টটা।

প্যারীদা (নন্দী) হার্ট পরীক্ষা ক'রে জানালেন—ভালই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখেন, ওর ইয়ে কম না। তিনদিন যদি কলকাতায় যায়, ওর ছাওয়াল-বৌ, আমলা-ফয়লা সব একেবারে বেতালে প'ড়ে যায়।

ভাটুদা (পণ্ডা) কলকাতায় ফোন করছিলেন। এখন এসে কলকাতার খবরগুলি সব বললেন। দেবুদার (বাগচী) মায়ের চোখের অপারেশন হয়েছে তাও জানালেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এরপরে আবার যখন ফোন করবি তখন জিজ্ঞাসা করবি, অপারেশন ঠিক-ঠিক হয়েছে কিনা? কী অপারেশন? তার পরেই জিজ্ঞাসা করবি, চোখের movement (নড়াচড়া) কেমন? দেখতে পাচ্ছেন কিনা? বুঝলি তো?

ভাটুদা—আচ্ছা।

কথায়-কথায় রাত বেড়ে যায়। তরুমা একটি বড় টিফিন ক্যারিয়ারে শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগ নিয়ে এসে পেঁছালেন। আজকাল রোজ দুবেলাই তরুমা ভোগ রান্না করে নিয়ে আসছেন। টিফিন ক্যারিয়ারটি রান্নাঘরে রেখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—এই শোন্, শয়তানি বুদ্ধি শিখিয়ে দিই। খাবার বেলায় আমি যা' চাই তা' সবসময় দিস্ না। লুচি হয়তো চাইলাম। তার মধ্যে পেঁপে সিদ্ধ ক'রে দিয়ে ডালপুরী মত ক'রে দিলি। পেঁপে প্রথমে ধুয়ে নিয়ে পরে কুটবি। তা' না হলে আঠা ধুয়ে যাবে। আঠাই হজম করায়। বড়া যদি চাই তো ঐ পেঁপে দিয়ে দিবি। চপ যদি চাই তো ভাতের পুর দিয়ে ঠিক ক'রে দিবি। এইরকম ভাবে করলে হয়তো সুস্থ হ'তে পারি। শুকনো লঙ্কার বদলে কাঁচা লঙ্কা দিবি। ওতে সি-ভিটামিন আছে। Bacteria (জীবাণু) মেরে ফেলে। তবে আমি খুব বেশী দিতে বলছি না, moderate (পরিমিত) রকমে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে-শুনতে সবাই হাসছেন। তরুমাও হাসছেন মুখ টিপে-টিপে। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন।

৩০শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ১৬।১২।১৯৫৮)

সত্য দে এসেছেন কলকাতা থেকে। প্রাতে পূর্ব্বদিকের তাম্বুতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাথে কথা বলছেন। দেশের নানা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), নন্দদা (ঘোষ) প্রমুখ অনেকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গবর্ণমেণ্টের pillar (স্তম্ভ) হ'ল কয়টি—agriculture, industry, marriage আর education (কৃষি, শিল্প, বিবাহ আর শিক্ষা)। এই কয়টাতে সাবুদ হয়ে নিয়ে তারপর তুমি এগিয়ে চল। এখন তো অবস্থা অন্যরকম হ'য়ে গেছে। Marriage (বিবাহ) তো ভেঙ্গেই দেছে। এখন ইচ্ছামত বিয়ে ভাঙ্গাও যায়, আবার আর একজনকে বিয়ে করাও যায়। তোমরা শক্ত হ'য়ে না উঠলে আর উপায় নেই। দিন দিন কী অবস্থা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। আগে পাঁচ টাকা হ'লেই কাশীভ্রমণ হ'য়ে যেত। আর এখন? সেই দেশ আর এই দেশ! আবার, এদিকে tax-এর (করের) তো আর অন্ত নেই।

সত্যদা—এখন অবশ্য national income-এর (জাতীয় আয়ের) চেষ্টা হচ্ছে নানাভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—National income (জাতীয় আয়) হবে মানুষ দিয়ে না আর কিছু দিয়ে? সেই মানুষগুলোকেই যদি খুঁতো ক'রে ফেল, তবে income-টা (আয়টা) করবে কে?

এই সময় শৈলেনদা রক্তের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা তুললেন। তা'তে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রক্ত মানে যার দ্বারা তুমি রঞ্জিত হয়েছ, bloomed হয়েছ (ফুটে উঠেছ)। আর এই রঞ্জিত হয় ভাববৃত্তি দ্বারা, instinct (সংস্কার) দ্বারা। রক্তে সংস্কৃতিমাফিক ভাববৃত্তি embodied (মূর্ত্ত) হয়। অথবা বলা যায়, কৃষ্টিরঞ্জিত ভাববৃত্তি যা' heredity-র (বংশানুক্রমিকতার) ভিতর-দিয়ে সঞ্চারিত হয়। সংস্কৃতি মানে জন্মের থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়। আবার, এই সংস্কারমাফিকই তো group (গুচ্ছ) হয়—তা' যেমন মানুষজগতে, তেমনি পশুজগতে, তেমনি উদ্ভিদ্‌জগতে।

শৈলেনদা—তাহলে রক্ত মানেই তো সংস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রক্ত মানেই তাই। কিন্তু সাধারণে বোঝে রক্ত মানেই blood (রক্ত)। আসলে রক্ত সৃষ্টি করে ঐ ভাববৃত্তি। তবে, যেমন দুই ভাই আছে। এদের রক্ত এক। কিন্তু রক্ত এক হ'লেও gene-এ (জনিতে) তফাৎ হ'য়ে যায়। Gene-টা (জনিটা) হ'ল microscopic embodiment of a seed (অতিক্ষুদ্র বীজ-

শরীর)। তার চোখ-কান-নাক-মুখ সবই আছে। তুমি যদি সদৃশ বংশে স্ববর্ণে ভিন্ন গোত্রে বিয়ে কর, তাহলে তোমার gene-এর (জীনের) অন্তর্নিহিত গুণবৈশিষ্ট্যগুলি অনেক পরিমাণে maintained (রক্ষিত) হয়। আবার, maintained (রক্ষিত) হয় তো বটেই, বেড়েও যায়। Physical exertion-এর (শারীরিক পরিশ্রমের) শক্তি বেড়ে যায়, intelligence (বোধি) বেড়ে যায়। কারো হয়তো বা equilibrium (সাম্য অবস্থা) হয়। Gene (জীন) থাকে sperm (শুক্রাণু)-এর মধ্যে। আর, sperm (শুক্রাণু) কখনও ova (ডিম্বকোষ) ছাড়া fertilized (অঙ্কুরিত) হ'তে পারে না। শুধু পুরুষলোক হ'লেই যে সব হ'য়ে গেল তা' না। আবার শুধু মেয়েলোক হ'লেই যে সব হ'য়ে গেল তাও না। diarchy (দ্বৈতশাসন) লাগেই। ও টেস্ট-টিউব বেবি করতেও লাগে, illegitimate child-এর (অবৈধ সন্তানের) বেলাতেও লাগে। ভগবানের রাজত্বটাই একটা Diarchy (দ্বৈতশাসন)। 'পজিটিভ্' ও 'নেগেটিভ্' ছাড়া সৃষ্টি হয় না। 'পজিটিভ্' তার যদি কারো গায়ে ঠেসে ধর, কিছুই হবে না। আবার শুধু 'নেগেটিভ্' তার যদি ঠেসে ধর, তাতেও কিছু হবে না। কিন্তু 'পজিটিভ্' ও 'নেগেটিভ্' একসঙ্গে যদি ধর, একেবারে কামসারা। কমপক্ষে 'শক্' তো লাগবেই।

পণ্ডিতদা—সাধু তুকারামের সাতপুরুষ আগে নাকি ঐ তুকারামের মতই একজন লোক ছিলেন। আবার সাতপুরুষ পরেই ঐ তুকারাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম হয়। এই ধর, তোমার হয়তো কোন university-র degree (বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি) নেই। তুমি যদি বংশ ভাল ক'রে দেখে, সদৃশ কুলে, অসদৃশ গোত্রে একটা বিয়ে কর, তখন তোমার বংশে হয়তো একটা দারুণ লোক জন্মে যাবে।

শৈলেনদা একটা বইয়ের নাম উল্লেখ করলেন, তাতে বর্ণভেদের নিন্দা করা আছে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ণ তো হয় বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে। তাই, ঐ বৈশিষ্ট্য-বৈষম্য যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগে। এই যে, নানারকম বক দেখা যায়—সাদা, কালো, হলদে, গোলাপী, ঝুঁটিওয়ালা, ঝুঁটিহীন। এদের প্রত্যেকেরই কিন্তু আলাদা-আলাদা সমাজ। প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা খাবার। সব হয়তো একসাথে ব'সে থাকে। কিন্তু ওড়ার সময় সাদারা সাদার দিকে যায়, কালোরা কালোর দিকে যায়। দাঁড়কাক আর পাতিকাক দেখেছ তো! এদেরও সমাজ আলাদা। বর্ণভেদ প্রকৃতির মধ্যেই ঢুকে আছে। আবার, মানুষের বেলায়ও দেখ, তোমারই মতন আমি, আমারই মতন তুমি। কিন্তু আমা হ'তে তুমি আলাদা, তোমা হ'তে আমি আলাদা। এ না হ'লে conflict (সংঘাত) থাকে না। আবার,

conflict (সংঘাত) না থাকলে becoming (বিবৰ্দ্ধন) হয় না। সব যদি একরকম হ'ত, তাহলে বৈশিষ্ট্য ব'লে কিছু থাকত না। এই সম এবং অসম আছে ব'লেই প্রকৃতির বুকে হ'য়ে-ওঠার ইচ্ছা জাগে। এগুলি সবই ভাববৃত্তি—হ'য়ে উঠে যেমন থাকে। এই যেমন তুমি এম, এ, পাশ ক'রে আসলে। কখনই বা পড়লে, কখনই বা পরীক্ষা দিলে, কেউই জানল না। এমন-কি, যেখানে থাকতে সেই বদ্রীদাসের লোকও টের পেল না। অথচ এম, এ, হ'য়ে উঠলে।

শৈলেনদা—আপনি একদিন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির কথা বলছিলেন। প্রকৃতি পালটালে কি প্রবৃত্তিও সাথে-সাথে পালটায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতি বদলায় না। প্রকৃতি থাকেই। তোমার প্রবৃত্তি যেমন, সেইভাবে সেটাকে গ'ড়ে নাও। কেউ বলে, মদ খাওয়া ভাল। খুব ক'রে মদ খায়। আবার কেউ বলে, দূর শালার শালা, মদ খেয়ে তো মাতাল হ'তে হবে নে। ওর ধারে কে যায় ? ঐ যে ওরকম করল, তার মানে তার বংশের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঐ না-খাওয়ার প্রবৃত্তি ছিল। সেইজন্য কয়—"সংস্কার-সাক্ষাৎকারাৎ পূৰ্ব্বজাতিজ্ঞানম্।"

এরপর বৈদিক মন্ত্ররাজি ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে কথা উঠল। আমি বললাম—আজকাল মন্ত্রগুলি এমনভাবে ব্যাখ্যাত হচ্ছে যে অর্থ কিছুই ধরা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাবে না কেন ? এই যতটুকু শিখেছ, এই নিয়েই সবগুলি দেখতে আরম্ভ করলে অনেক বুঝে যাবে। ঐ যে একটা কথা আছে—

"ছাইয়ে মাটিতে ভরবে যে পাত
ঢালবি তা'তে ঘি ?"

আজকাল কেউ বেদ বোঝেও না, বোঝার চেষ্টাও নেই। Intent-ও (অভিপ্রায়ও) ধরে না। তাই, সব ছাইয়ে-মাটিতে ভ'রে গেছে।

রাতে পরম দয়াল খড়ের ঘরে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচাৰ্য্য), সূৰ্য্যদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), গোকুলদা (নন্দী) প্রমুখ আছেন। শৈলেনদা (ভট্টাচাৰ্য্য) কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে এসে প্রণাম ক'রে সামনের সতরঞ্চিতে বসলেন। এরা সবাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একটু বসার পর শৈলেনদা আবার প্রণামান্তে ওদের নিয়ে উঠে গেলেন কথাবার্ত্তা বলার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ডাক্তারী ও ওষুধপত্র নিয়ে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল বলছিলেন—যে প্যাথিই হোক, আগে ওষুধটার field (ক্ষেত্র) ঠিক করা লাগবে। জানা লাগবে যে এই ওষুধেরই এই রোগী। তারপর ওষুধ দেওয়া লাগবে। লক্ষ্য

রাখা লাগবে কত কম ডোজে আমি অসুখ সারাতে পারি। একটা কুইনাইনকে ষোল ডোজ্ ক'রে দিয়েও আমি ম্যালেরিয়া রোগ সারিয়েছি। আবার, কোন্ রোগটা কিজন্য হ'ল তার physiological basis-টাও (শরীরগত ভিত্তিটাও) ভাল ক'রে জানা লাগবে। ধর, তোমার ডান হাতে একটা boil (ফোঁড়া) হয়েছে। তার সঙ্গে যোগ আছে হয়তো হাতের মাথার কোন একটি নার্ভের বা অনেকগুলি নার্ভের। এমন হয় যে ঐ নার্ভটাকে ঠিকমত treat (চিকিৎসা) করতে পারলেই হয়তো তোমার boil (ফোঁড়া) ভাল হ'য়ে গেল। আর, রোগীর feeling-কে (মনোভাবকে) কখনও ignore (অবজ্ঞা) করতে নেই। তাতে খারাপ হয়। Feeling-কে (মনোভাবকে) ignore (অবজ্ঞা) করলে রোগের ঠিক-ঠিক কারণ নির্ণয় করা যায় না।

তারপর পুরানো স্মৃতি স্মরণ ক'রে বলতে লাগলেন—আমার তখনও ল্যাংটা বয়স। বছর সাত কি আট। তখন ডাক্তারী ডাক্তারী খেলতাম। আমাদের ওখানে হেম চৌধুরী ছিল। তার পেটে খুব ব্যথা। নানারকম ওষুধ করেছে, সারেনি। একদিন তাকে ভাটির পাতা জলে বেশ ক'রে গুলে খাইয়ে দিলাম। এই মিনিট কুড়ি পরেই বলে, 'গিয়েছ্, গিয়েছ্' (গিয়েছে গিয়েছে)। (তাঁর বলার ভঙ্গীতে সকলে হাসছেন)। ব্যথা ঐ যে গেল তো গেলই। আর একটা লোক ছিল। তার রোগ হ'ল, সে যত জোরেই 'থু' ক'রে কাশি বা ছেপ্ ফেলুক না কেন, এই এখানেই সামনেই পড়ত। আমরা যদি অত জোরে 'থু' করি তাহলে ঐ দূরে বাইরে যেয়ে পড়বে। এরকম তিন-চার বার আমি লক্ষ্য করলাম। ওর এ রোগ অনেকদিনের, ভাল হয়নি। সাথে-সাথে পেটেও যন্ত্রণা হয়। আমি চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। এ রোগ তো কোথাও দেখিনি। মেটিরিয়া মেডিকা বা অন্য কোথাও দেখিনি। ভাবতে লাগলাম। ও কিন্তু রোজই আমার কাছে আসে ওষুধের জন্যে। আমি ওকে শুধু মিল্ক্ অফ্ ম্যাগনেশিয়া দিই। ভাবতে-ভাবতে কয়েকদিন পরে ওকে নাক্স্ ভমিকা দিলাম। পরের দিন আমি তার অপেক্ষায় ব'সে আছি সকাল থেকে। আসেই না। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ওই আসছে। এসে কয়, 'বাবু! তা' আমাদের এতদিন ঘোরালেন কেন? এই ওষুধটা আগে দিয়ে দিলেই তো হ'ত।' তারপর তার সেই রোগ একেবারেই সেরে গেল। ওষুধ আর দিতে হয়নি। এইজন্যেই কই রোগের physiological basis-টা (শরীরগত ভিত্তিটা) জানার কথা। ওটা যখন তুমি ঠিক-ঠিক ধরতে পারবে তখন হয়তো এক ফোঁটা ওষুধেই মন্ত্রের মত রোগ ভাল হ'য়ে যাবে। অবশ্য ডোজ্টাও ঠিক করা লাগে ওর উপর দাঁড়িয়ে। আমি যখন ডাক্তারী করতাম তখন মানুষে আমার নাম ক'রে বলত, 'ও কামাখ্যার মন্ত্র জানে। ওর মা

কামাখ্যায় যেয়ে কামাখ্যার মন্ত্র শিখে এসেছে।' ওর হাত থেকে রোগী নিয়ে নিলে রোগী আর বাঁচবে নানে।

সবাই মুগ্ধ হ'য়ে শুনছেন। কথায়-কথায় কখন যে রাত নয়টা বেজে গেছে কারো খেয়াল নেই। ভোগের জোগাড়যন্ত্র হচ্ছে দেখে সবার চমক ভাঙ্গল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "দে, আর একবার তামুক দে। খেয়ে পায়খানায় উঠি।"

সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। গড়গড়ার নলে কয়েক টান দিয়েই দয়াল উঠলেন। ভক্তবৃন্দ প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

১লা পৌষ, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ১৭। ১২। ১৯৫৮)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে ব'সে সত্য দে ও চিত্ত তফাদারের সাথে কথা বলছেন। বিষয়—আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সত্যদা ও চিত্তদা বিশেষ কিছু মানুষের পক্ষ হ'য়ে প্রচারকার্য্য করছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা চলছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা এই যে কাজ করবে, একাজে মানুষ কিন্তু অনেক টাকা নেয়। তোমরা, টাকা নেওয়া তো দূরের কথা, কারো কাছ থেকে একটা সিগারেটও নিও না।

চিত্তদা—অনেকে নিতে বলে। তাদের আমরা বলতে পারি, দিতে হয়, স্কুল, জলের কল, এইসব ক'রে দাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও ক'য়ো না। কাজ সারার পরে যদি বলতে হয়, বলতে পার। আর initiates (দীক্ষিতের সংখ্যা) বাড়ায়ে ফেলাও। তোমাদের সংখ্যা strong (শক্ত) কর।

চিত্তদা—আমরা তো সৎসঙ্গের থেকে কোন প্রার্থী দাঁড় করাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো এখন বলা যায় না। তা' নির্ভর করে তোমাদের strength-এর (শক্তির) 'পরে। তোমরা যে কী ist (মতবাদী) আর কী ist (মতবাদী) নও, তা' বোঝাই মুশকিল। তোমাদের কাজই হ'ল ধৃতি-পরিচর্য্যা। এই ক'রে চলবে।

চিত্তদা—কিন্তু আমাদের এসব কথা কেউ কানেই নিতে চায় না। এ পথেই কেউ চলতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিতান্ত পাগল না হ'লে কি কেউ মরণপন্থী হয়? বইগুলি ভাল ক'রে পড়ে ফেলাও। 'আলোচনা-প্রসঙ্গে'র মধ্যে সব আছে। 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' লিখে প্রফুল্ল ভালই করেছিল। ওতে commoner-দের (সাধারণ লোকদের) সাথে

কথাবার্ত্তাও আছে। যদিও সব লেখা হয়নি, কিন্তু যা' লিখেছে তাইই খুব। বাইরের লোক কয় দাসমশাই। এবার দাসমশাইকে দেখার জন্যে কত লোক যে খোঁজ করেছে তার ঠিক নেই।

সত্যদা—আপনি একদিন কইছিলেন 'নারীর নীতি' 'নারীর পথে' আগে পড়বার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসবেও যা' আছে সবই তোমাদের কথা। আবার, অনুশ্রুতিও আছে। ওটা প্রধানতঃ মেয়েদের জন্য।

এই সময়ে ননীদা (চক্রবর্ত্তী) একটি দাদাকে সাথে ক'রে এনে বললেন—উনি কাল সকালে যাবেন। ওঁর শালীটির বিয়ের জন্য চেষ্টা করছেন। হ'চ্ছে না কিছুতেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা কর ভাল ক'রে। মেয়ের বিয়ে ঐরকমই। চেষ্টা কর।

দাদাটি প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। এরপর বর্ত্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মতে সবার থেকে প্রথম স্কুল হ'ল বাড়ী। প্রথমে নিজের ঘরের মধ্যে ভাবধারাটা infuse (সঞ্চারিত) ক'রে সবাইকে ঐ চলনায় চলতে এমনভাবে অভ্যস্ত ক'রে তোল, যাতে ওরা ওটা অনুসরণ না ক'রেই পারে না। ঐই হ'ল আসল স্কুল। তারপর university (বিশ্ববিদ্যালয়) বা আর যা' কিছু। University (বিশ্ববিদ্যালয়) মানেই unity in diversity (বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব)। Versity-র (ক্ষুদ্র অংশের) মধ্যে versatility (বহুশাস্ত্রে বিচক্ষণতা) আছে। Versatility-কে (বহুশাস্ত্রে বিচক্ষণতাকে) যা' unity-তে (একত্ববোধে) পেঁছায়ে দেয় মানে একায়িত ক'রে তোলে, তাই হ'ল university (বিশ্ববিদ্যালয়)।

সত্যদা—আমাদের দেশের university (বিশ্ববিদ্যালয়)-গুলো কিরকম ছিল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, মনে কর, সেই শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ বা ভরদ্বাজ, এ'দের আশ্রমে কী হ'ত? ওঁরা ছিলেন সেখানকার principal (অধ্যক্ষ)। যারা student (ছাত্র) তারা সকলেই ঐ এক principal-এর (অধ্যক্ষের) under-এ (অধীনে) থাকত। তিনিই ঠিক ক'রে দিতেন কে কী পড়বে। এইভাবে শিখতে শিখতে এক-একজন ছাত্রই পরে আবার professor (অধ্যাপক) হ'য়ে উঠত। ঐরকমের একটা ছোট্ট model (নমুনা) ঐ আশুতোষ মুখুজ্জে।

সত্যদা—লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, সি. ভি. রমণ, সবাইকে তিনিই জোগাড় ক'রে আনলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রমণ তো চাকরী করতেন। তাঁকে তো আশুতোষই pick up

করলেন (কুড়িয়ে আনলেন)। তারপর স্যাড্‌লার কমিশন যখন এল, lead (পরিচালনা) করলেন আশুবাবু। তিনি যা' ক'বেন তাই।

সত্যদা—আপনি শাণ্ডিল্য university (বিশ্ববিদ্যালয়) করার কথা বলেন। কিন্তু গোত্রকারক ঋষির নাম ধ'রে করার তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাণ্ডিল্য university (বিশ্ববিদ্যালয়) আমার করার ইচ্ছে ছিল বহুকাল থেকে। পারলাম না। শাণ্ডিল্য খুব বড় ঋষি ছিলেন। তারপর দেখলাম, আমি যদি শাণ্ডিল্য university (বিশ্ববিদ্যালয়) করি, দেখাদেখি বশিষ্ঠ university (বিশ্ববিদ্যালয়), ভরদ্বাজ university (বিশ্ববিদ্যালয়), এইসব হবে। মানুষ জানতে চাইবে শাণ্ডিল্য কে ছিলেন, বশিষ্ঠ কে ছিলেন, তাঁরা কেমন করে চলতেন, কিভাবে থাকতেন ? তাঁদের জীবন নিয়ে চর্চ্চা হবে। তার থেকে স্মৃতিটা জাগবে। ধর, আশুতোষ university (বিশ্ববিদ্যালয়) যদি থাকে তখন query (প্রশ্ন) আসবে, আশুতোষ কে ছিলেন। আর, এই জানাগুলি education-কে (শিক্ষাকে) সহায়তা করে, tradition-কে (ঐতিহ্যকে) exalt (উদ্দীপ্ত) ক'রে তোলে।

সত্যদা—তাহলে কি ঋষিদের নামেই university (বিশ্ববিদ্যালয়) হওয়া ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মিষ্টি হেসে) আমি তো তাই মনে করি পূর্ব্বপুরুষগণই আমাদের ঐতিহ্যের বেদী। ঐতিহ্য নষ্ট হ'য়ে গেলে আমার গোড়া নষ্ট হ'য়ে গেল। গোড়া নষ্ট হ'য়ে গেলে আমি আর দাঁড়াব কিসের 'পরে।

এরপর সত্যদা রাশিয়ার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—সেখানে ব্যক্তির থেকে environment-এর (পরিবেশের) দাম বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি না থাকি, আমার environment (পরিবেশ) কী করবে ? মরা মানুষকে environment (পরিবেশ) কী করতে পারে ? সেখানে আকাশ-বাতাস, গরু-বাঘ সবই আছে। Impulse (সাড়া) তো কেউ দিতে পারবে না। আমি যদি না থাকি তাহলে environment (পরিবেশ) থাকলেও তার কোন দাম থাকে না। আর আমার থাকার জন্যই চাই স্ববৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যকে রক্ষা ক'রে চলা। কুলপঞ্জী যে রাখা হয়, তা' কী ? তাও তো ঐই। এই যে গাংশালিক আর এমনি শালিক, দেখেছ তো ? এদের পরস্পরের সমাজ আলাদা। গাংশালিক গাঙের মধ্যে গর্ত্ত ক'রে বাসা ক'রে থাকে। ওদের সাথে এই শালিককে কখনও breed করতে (সন্তান-উৎপাদন করতে) দেখেছ ? তারপর দেখ, এক মাঠে হয়তো কতরকম পাখী ব'সে আছে—কালো, সাদা, হল্‌দে, গোলাপী, মাথায়

টিকিওয়ালা, আবার টিকি নাই এমনও আছে। নদীর ধারে সবাই চরছে। কেউ জলের ধারে ব'সে আছে, উদ্দেশ্য—একটা মাছ এলেই খপ্‌ ক'রে ধরব। কোনটা ঘাসের মধ্যে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোনটা বা গরুর গায়ে ব'সে আঠালু খুঁটে খাচ্ছে। তারপর কোন কারণে সব উড়ল। দেখবে সব আলাদা আলাদা হ'য়ে গেছে। যে যার দলে মিশে উড়ছে। কারণ, প্রত্যেকর মধ্যে সংস্কার কাজ করছে। তোমাদের মধ্যেও সংস্কার আছে। তার ভিতর দিয়েই তোমরা grow কর (বেড়ে ওঠ)। এখন, ঐ footing-টা অর্থাৎ ঐ বেদীটাই যদি নষ্ট ক'রে ফেল তাহলে তুমি যা'-তা' হ'য়ে যাবে। ঐ বেদী ঠিক রাখার জন্য চাই সদৃশ ঘরে যোগ্য বিবাহ। আগে নিয়ম ছিল, তুমি সবর্ণা বিয়ে না ক'রে অনুলোম অসবর্ণা বিয়ে করতে পারবে না। সেখানেও আবার culture, tradition (কৃষ্টি, ঐতিহ্য) সব ঠিক রেখে, বিয়ের অন্যান্য নীতির সাথে মিল হ'লে তবেই করতে পার। অনুলোম হ'লেই যে ফকাৎ ক'রে বিয়ে ক'রে বসলে তা' হবে না। এইসব ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাত্বত ঐতিহ্যের বেদীটা ঠিক থাকত। কোন মানুষ প'ড়ে যেত না। কিন্তু এই stay-টা (স্থিতিটা) তোমার যেই নষ্ট ক'রে ফেলবে, তখন তোমাকে অন্য stay (স্থিতি) নেবার চেষ্টা করতে হবে। আর, নিজের stay (স্থিতি) হারানো মানেই অপরের ভক্ষ্য হ'য়ে ওঠা। তোমার মধ্যে তখন এসে যাবে servitude mentality (দাস-মনোভাব)। তোমার চাকরী করা ছাড়া আর উপায়ই থাকবে না। চাকরী করলে গভর্ণমেণ্ট তোমাকে টাকা দেয়। সে দেয় কিন্তু তোমারই environment-এর (পরিবেশের) কাছ থেকে নিয়ে। চার-পাঁচ হাত ঘুরে আসে সে টাকা। কিন্তু তুমি যদি তোমার পরিবেশের কাছ থেকে first-hand (সরাসরি) সেটা পাও, সে কী সুন্দর, কত আরামের! তা' না ক'রে তুমি হয়তো চাকরী করতে গেছ। একদিন তোমার উপরওয়ালা এসে তোমার মাথায় এক ঠোকা মারল। তুমি তাড়াতাড়ি হাত জোড় ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বললে—বাঃ, বেশ লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এমনভাবে হাতজোড় ক'রে দেখালেন যে সত্যিই যেন তাঁর ঐরকম হয়েছে। দেখে সকলে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

তারপর আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বলতে লাগলেন—সেইজন্য কই, আমার কথামত কাজ যদি কর, তাহলে গভর্ণমেণ্ট যারা চালায় তারা হ'য়ে উঠবে তোমার চাকর। তুমি ইচ্ছা করলে তাদের চালাতে পার, আবার dismiss-ও (পদচ্যুত) করতে পার। বুঝলে? মনে রেখো, প্রত্যেক constituency-তে (নির্ব্বাচনী-অঞ্চলে) যেন তোমাদের majority (সংখ্যাধিক্য) থাকে।

চিত্তদা—এদের মধ্যে কেউ-কেউ খুব আবেগে দীক্ষা নেয়, আবার ছেড়েও দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিকারের ব্যাকুলতা নিয়ে যারা দীক্ষা নেয়, তারা আর ছাড়ে না। বুক দিয়ে পালন করে।

এরপর তিনি পাশের বালিশে একটু কাত হ'য়ে শয়ন করলেন। কথাবার্ত্তা আর হ'ল না।

২রা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৮। ১২। ১৯৫৮)

প্রভাতে রোদের আভাস দেখা দিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বথতলায় পূর্বদিকের ছাউনিতে এসে বসলেন। তাঁর সম্মুখস্থ বেষ্টনীর ভেতরে ও বাইরে ভক্তবৃন্দ ব'সে ও দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্তদা (তপাদার) এসে প্রণাম ক'রে বললেন—কাল যেতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই। যেয়ে লেগে পড়লে হয়।

চিত্তদা—এখনও কয়েকদিন ছুটি আছে হাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওখানে যেয়ে utilise (ব্যবহার) করাই ভাল। যা' যা' বলেছি, যদি তুমি ক'রে ফেলতে পার, তাহলে খুব জবর কাম হয়। মানুষ কাজ করতেই চায়। কিন্তু তারা জানে না কী করবে। Agriculture-এর (কৃষির) দিকে ভালভাবে নজর দেওয়া লাগে। তারপর domestic industry (কুটিরশিল্প) বাড়ানো লাগে খুব। এমন করা লাগে যে মানুষ চাকরী করার চাইতে এইগুলি নিয়ে লেগে থাকাকে যেন বেশী profitable (লাভজনক) মনে করে। এমনতর ক'রে তুলতে প্রথমে তোমার কিছু কষ্ট হবেই। কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে গেলে তখন তোমার soil (ভূমি) হ'য়ে গেল। দেখো, domestic industry (কুটিরশিল্প) প্রত্যেক বাড়ীতেই যেন কিছু থাকে।

চিত্তদা—আমরা সব জায়গায় অম্বর চরকা দেবার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু অম্বর চরকা কেন? কাপড়, প্লাষ্টিকের কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি যে যা' পারে তাকে তাই দেবে। চামড়ার কাজ যারা করে, তাদেরই চামড়ার কাজ দেবে। আগে এমন বর্ণবিভাগ ও তদনুযায়ী কাজের বণ্টন ছিল যে যারা চামড়ার কাজ করত, জুতো বা ঐ জাতীয় কিছুর জন্যে তাদের কাছেই তোমাদের যাওয়া লাগত। Whole Bengal (সারা বাংলা) এমন ক'রে তোলা চাই যে Bengal (বাংলা) হোক, বিহার হোক, কোন জায়গারই মানুষ যেন চাকরী করতেই না চায়। জাপানে নাকি প্রচুর কুটিরশিল্প আছে। ঐরকম ক'রে তুলতে হয়।

চিত্তদা—আমাদের একটা মশা মারার মেশিন এসেছে রাশিয়া থেকে। সেটা চালানো ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence-এর (অস্তিত্বের) জন্য যা' করা দরকার তা' করতে পার।

চিত্তদা—গভর্ণমেন্ট থেকে কিছু loan (ঋণ) পাচ্ছি, তা' কি নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যাই নেও আর যাই কর, বাঁধা প'ড়ো না কা'রো কাছে। বাঁধা পড়লে তোমার জোর ক'মে যাবে। বুদ্ধি ক'রে ক'রো।

এই সময় কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এসে প্রণাম করল। ওরা কয়েকদিন আসানসোলে, চিত্তরঞ্জন, সিন্ধ্রি প্রভৃতি জায়গায় বেড়িয়ে এল। কথাপ্রসঙ্গে বলল—একজায়গায় এক দাদার সাথে দেখা হ'ল। খুবই গরীব তিনি। ওদের আলাপ-আলোচনা শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে দু'জনকে একটি ক'রে টাকা দিতে চাইলেন। ওরা প্রথমে কিছুতেই নিতে চায়নি। শেষে দাদাটি মনে দুঃখ পেতে পারেন ভেবে নেয়।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চাকরী ক'রে-ক'রে মানুষের দশা একেবারে সেরে ফেলেছে। ঐ দেখ, কত দরিদ্র। ছেলেপেলে হয়তো ছেঁড়া কাপড় পরে। কিন্তু তোমাদের দুটো টাকা দেবেই। তোমরাও যদি sincere heart (অকপট অন্তঃকরণ) নিয়ে চল, লোকচর্য্যা ক'রে চল, তবে ঐভাবে তোমাদের ঘর একেবারে ভ'রে যেতে পারে। আর, লোকচর্য্যা মানেই ধর্ম্মচর্য্যা।

কুমারকৃষ্ণ—আমরা দেখলাম, চাকরী ক'রে মানুষ যখন সারাদিন পর বাসায় ফেরে, তখন শরীর এলিয়ে পড়ে। আর কোন কাজ করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথাও dull (ভোঁতা) হ'য়ে যায়। সত্যিকারের education-ই (শিক্ষাই) তো আমরা পাইনি। পেয়েছি যা', তা' হ'ল কেরাণীগিরি করার education (শিক্ষা)। আজ হয়তো তুমি minister (মন্ত্রী) আছ, কি governor (শাসনকর্ত্তা) আছ। কিন্তু যেদিন তোমার ঐ চাকরী থাকবে না, সেদিন একটা shoe-maker-ও (জুতা-প্রস্তুতকারীও) তোমার থেকে বড়। কারণ, সে হাতে-কলমে কাজ ক'রে, নিজে পরিশ্রম ক'রে উপার্জ্জন করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন 'চল্ ওখানে যাই'। ব'লে কালো চটিজুতা জোড়া পায়ে গলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীর অথচ দৃঢ়সুন্দর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন খড়ের ঘরের দিকে। ঘরের ভিতরে এসে উপবেশন করলেন তাঁর বিস্তৃত শুভ্র শয্যায়। এখন সকাল সাড়ে নয়টা।

৩রা পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ১৯।১২।১৯৫৮)

জ্ঞানদা (গোস্বামী) বর্ত্তমানের মামলা-সংক্রান্ত কাজে পাটনায় গেছেন। সেখানে

কাজ কতখানি এগোচ্ছে, তা' জ্ঞানদা প্রতিবেলায় ফোন ক'রে জানাচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। শ্রীশ্রীঠাকুরও প্রতিবেলায় ফোনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। কিন্তু গত রাত থেকে ফোন-লাইন খারাপ থাকায় আজ সকালেও পাটনার কোন খবর পাওয়া যায়নি। কিছুক্ষণ পর পরই শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ নিচ্ছেন—দেখ্ তো, লাইন ঠিক হ'ল কিনা।

কাল রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। তার জন্য শরীরে দুর্ব্বলতা আছে। কাশিও হয়েছে। বিষ্ণুদা (রায়), হাউজারম্যানদা, জগদীশ (শ্রীবাস্তব), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), গিরিশদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ চুপচাপ ব'সে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে খবর পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা। বার-বার এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন। এক সময় আপন মনে বললেন—নরম মন অপরের বেলায় ভাল। নিজের বেলায় ভাল না।

পানাগড়ে কিছু জমি নেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্ত্তা বলার জন্য সুশীলদা (বসু) কলকাতায় গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিলদা (ঘোষকে) ডেকে বললেন—ফোনে সুশীলদাকে আসতে বললে হয়। বলিস্, তাড়াতাড়ি ক'রে চ'লে আসেন।

পাটনার লাইন দেখা চলছেই মাঝে মাঝে। এখন আবার কলকাতায় ফোন করতে গেলেন নিখিলদা।

সারাদিনই ফোনের এই অবস্থা চলল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন চিন্তাকুল। সন্ধ্যার দিকে জ্ঞানদা ফিরে এলেন পাটনা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন সমস্ত উদ্বেগের অবসান হ'ল। উৎফুল্ল হয়ে বললেন—গোঁসাই, আইছ ? কও দেখি খবর।

এরপর জ্ঞানদা নিরালায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথা কইলেন অনেক রাত পর্য্যন্ত।

৪ঠা পৌষ, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২০। ১২। ১৯৫৮)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মনটা ভাল নেই। কথাবার্ত্তা কম বলছেন। মনে কী যেন গভীর চিন্তা। সকালে পূবদিকের তাম্বুতে এসে কিছুক্ষণ ব'সে উঠে গেলেন খড়ের ঘরে। একটু পরে বললেন—কাল সারাদিন আমার যে anxiety (উৎকণ্ঠা) গেছে। এরকম করতে করতেই nerve (স্নায়ু) দুর্ব্বল হ'য়ে যায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে তাম্বুতে এসে বসেছেন। এবেলায় তাকে অনেকটা প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। কলকাতা থেকে পুতুলদি এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে জোড়-হাত করে ব'সে আছেন। একসময় প্রশ্ন করলেন—অবতারপুরুষরা যে সবাই এক তা' কী ক'রে বোঝা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতারপুরুষরা যেখানেই আসুন, তাঁদের একটা রকম আছেই।

তাঁরা সব সময়ে হন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। আবার, বিয়ে-থাওয়ার গণ্ডগোল তাঁরা কখনও করেন না।

শরৎদা (হালদার) একটি দাদাকে সঙ্গে ক'রে এনে বললেন—উনি পাকিস্তানে ছিলেন। ডাক্তারী করতেন। এখন পশ্চিমবঙ্গে কোথাও এসে বসতে চান। কোন্ জায়গায় বসলে ভাল হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে সুবিধা হয়।

শরৎদা—নৈহাটি ওঁর শ্বশুরবাড়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভালই তো। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে থাকা ভাল না। আলাদা জমি কিনে বাড়ী করা ভাল। শ্বশুরের বোঝা হ'লে আর শ্বশুরের অনুগ্রহ পাওয়া যায় না।

এরপর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—প্রফুল্লকে (দাস) দিয়ে ঐ লেখান। রোজ একখান ক'রে লেখান। তা' না হ'লে হবিনানে?

শরৎদা—আলোচনা-প্রসঙ্গে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

৫ই পৌষ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২১।১২।১৯৫৮)

বিকালে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব তাম্বুতে সমাসীন। প্রফুল্ল ব্যানার্জ্জীদা পাটনা হাইকোর্টে জজ-এর কাজ করেন। তিনি সপরিবারে শ্রীশ্রীঠাকুরদর্শনে এসেছেন। প্রফুল্লদার বড় ছেলে বুবু (ভাস্কর) হোস্টেলে থেকে এম, এ, পড়ছে। বুবুর মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সেকথা নিবেদন করার পর দয়াল বললেন—বুবু যদি হোস্টেলে থাকে তাহলে ভালই হয়, হোস্টেল শুদ্ধু কাত ক'রে ফেলতে পারে। মানুষকে attract (আকর্ষণ) করবে একেবারে magnet-এর (চুম্বকের) মতন। কেউ যদি খারাপ কাজ করে, তাকে হঠাৎ ক'রে খারাপ বললে সে চ'টে যায়। মাতালকে মাতাল বললে চটে। কারণ, সে চায় না যে কেউ তাকে মাতাল বলুক, মাতাল সে হ'তেও চায় না। বাঁচতে সবাই চায়।

এরপর প্রফুল্লদা বর্ত্তমানের বিচারপদ্ধতি নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ যে 'লা মিজরেবল্' ব'লে একখানা বই আছে। সেখানে দেখানো আছে যে অপরাধীর পিছনে লেগে থেকে পুলিশ তাকে খারাপ করল। তারপর তাকে যখন ঐ চোরাইমাল শুদ্ধু বিশপের কাছে ধ'রে নিয়ে এল তখন বিশপ বলল, আমি ওকে ওগুলো দিয়ে দিয়াছি। আর, তখন থেকেই কিন্তু ঐ অপরাধীর

ভিতরে পরিবর্ত্তন আসল।

প্রফুল্লদা—আমি দেখি, অল্প বয়সে যদি কেউ জেলে যাওয়ার মত অন্যায় করে, আর তাকে যদি জেলে পাঠানো হয় তাহলে একবার জেল থেকে ঘুরে এসে সে ওতেই habituated (অভ্যস্ত) হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইন সব সময় হওয়া চাই existential (অস্তিত্বপোষণী)। Culprit-কে (অপরাধীকে) এমন ক'রে deal (ব্যবহার) করা লাগবে যেন তার সারা জীবনটা miserable (দুঃখকর) হ'য়ে না যায়। তাকে এমনভাবে modify (রূপান্তরিত) ক'রে দিতে হবে যেন সে ঐ অপরাধে habituated (অভ্যস্ত) হ'য়ে না ওঠে। পাবনায় এক জজসাহেব ছিল, তার নাম মিঃ লী। এক culprit (অপরাধী) তার কাছে যেয়ে surrender (আত্মসমর্পণ) করেছিল। সে ওকে শেখালো; 'তুই সব সময় হরিবোল বলবি।' তারপর মামলার সময় উকিল ওকে যা' জিজ্ঞাসা করে, সব-কিছুর উত্তরে ও কয় 'হরিবোল হরিবোল'। কয়েকদিন ধ'রে উকিল ওর মুখ দিয়ে 'হরিবোল' ছাড়া' আর কিছু বের করতে পারে না। তারপর শেষকালে ওকে পাগল ব'লে ছেড়েই দিল। এখানে দেখ, সাহেব কিন্তু ওকে Christ-এর (খ্রীষ্টের) নাম করতে শেখায়নি। হরিবোল শেখালো। রবি ঠাকুরের একটা কথা আছে—"দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।" আমরা তো এভাবে দেখতেও জানি না, বিচারও করতে জানি না। এ যেন সেই, মায়ের কোলে ছাওয়াল থাকে মাই মুখে দিয়ে। তারপর যখন মাই ছেড়ে দিয়ে অন্যায় করার দিকে ছুট দিতে চায় তখন মা ওকে প্রাণপণে ধ'রে রাখার চেষ্টা করে। যখন কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারল না তখন সে-ও কাঁদে, ছাওয়ালও কাঁদে। Culprit-এর (অপরাধীর) বেলায় জজসাহেব অমন করলে ঐ দোষী ভাবে, 'এমন মানুষ আর দেখিনি। আমাকে চেনে না, জানে না, অথচ আমার জন্য কী ভাবনা!' প্রত্যেকটা মানুষই বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। Existence-এর (অস্তিত্বের) চিন্তাই সবার কাছে বড়। Love and service (ভালবাসা ও অনুচর্য্যা) ছাড়া মানুষকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করারই উপায় নেই। তা' যদি থাকে তখন ঐ convict-ও (অপরাধীও) হয় জিন্ ভাল্‌জিন্-এর মতন। আমি দেখি, আমার এখানে তো few lakhs of people (কয়েক লাখ লোক) আছে। এর মধ্যে criminal (অপরাধী) খুব কম। আবার, ওর মধ্যে যারা কিছু অন্যায়-টন্যায় করে, তারা নিজেরাই এসে স্বীকার করে—'বাবা, আমি এইরকম ক'রে ফেলেছি।' অপরাধ ক'রে আমি যদি তোমার কাছে যেয়ে এরকম আত্মভোলা হ'য়ে স্বীকার না করি তাহলে কী হবে? দেশে শুধু convict-ই (অপরাধীই)

বাড়বে। আমার মনে হয়, পুলিশরা যদি angel-এর (দেবদূতের) মতন হ'ত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বুবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর এবার কোন্ year (বছর)?

বুবু—fifth year (পঞ্চম বর্ষ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর তো 6th-year (ষষ্ঠ বর্ষ) হ'লেই হ'য়ে গেল।

বুবু—হ্যাঁ, আর দেড় বছর আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাগাও খুব ক'রে। আদিত্যও (মুখোপাধ্যায়) খুব লাগিয়েছে। তুমি, আদিত্য, এইরকম কতকগুলি লেগে পড়লে India (ভারত) কেঁপে যাবে। খুব পরিশ্রম করা লাগবে কিন্তু। এর মধ্যে জগদীশচন্দ্রের জন্ম centenary-তে (জন্ম শতবার্ষিকীতে) আদিত্য ব'লে খুব ভাল বক্তৃতাও দেছে। এম, এস, সি, আছে। তার সাথে Law (আইন) হ'লে আর পারাই মুশকিল। চিন্তা করার সময় দুটো চিন্তা parallel (সমান-সমান) রাখা লাগে। একটা, আমি কেমন ক'রে gain (লাভ) করব। আর একটা হ'ল, কেমন ক'রে আমি বিপন্ন না হব। আবার, কাউকে সাহায্য করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, সে-ও যেন বিপন্ন না হয়। আমাদের life-urge-এর (জীবন-সম্বেগের) সাথে power of resistance (নিরোধ-ক্ষমতা) দেওয়াই আছে। সেজন্য দেখতে হবে, life-urge-কে (জীবন-সম্বেগকে) কিভাবে বাড়াতে পারি। যত গল্পই করি, এ ঠিক না থাকলে সব মিথ্যা হ'য়ে যাবে। সেইজন্য বক্তৃতার সময় শুধু কতকগুলি কথা ব'লে গেলেই হয় না। জীবনের পক্ষে কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জ্জনীয়, তা' ঠিকমত বুঝে উপস্থাপিত করা লাগবে।

৭ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২৩।১২।১৯৫৮)

প্রাতে পূর্বদিককার তাম্বুটিতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার (বসু) সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন। বুবু (ভাস্কর ব্যানার্জী) ও তার মা একপাশে উপবিষ্ট।

কথাপ্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—মানুষের সাথে মানুষের friendship (বন্ধুত্ব) তখনই হ'তে পারে যখন একজনের freedom-এর support-এ (স্বাতন্ত্র্যের সমর্থনে) আর একজন হ'য়ে ওঠে। Freedom (স্বাতন্ত্র্য) মানে আমি বলছি being and becoming (জীবন এবং বর্দ্ধন), যেটা হ'ল মানুষের common platform (সমান স্থিতিভূমি)। প্রত্যেকেই বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়।

সংস্কার নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ জন্মে সংস্কারের ভিতর-দিয়ে। সংস্কারে থাকে ভাব। সেই ভাবটা যার যত active

(ক্রিয়াশীল) হ'য়ে পড়ে, ঐ ভাবের দ্বারা যে যত infused (ভাবিত) হ'য়ে পড়ে, সে আচার-ব্যবহার তেমনিই করে। ঐ যে আছে ভাববৃত্তি দেবতা, কথাটা বড় সুন্দর। দেবতা মানে দ্যোতনা। ঐ ভাববৃত্তি দেবতাই কিন্তু তোমার সমস্ত system-কে (বিধানকে) গ'ড়ে তোলে। System-কে বিধান কয়। বিধানের মধ্যে আবার ধা আছে, অর্থাৎ বিশেষভাবে ধৃত যা'। China-র (চীনের) যে saint (সন্ত) ছিল কন্‌ফুসিয়াস্‌, তারও ভাববৃত্তি ছিল—যা' ধরবে তা' করবেই। (বড়বৌ মাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন)—তোমার যদি আজ এক মেথরের সাথে বিয়ে হ'ত তাহলে কি এই রকম হ'তে পারতে। ঐ বড়বৌর উদ্ভবই হ'ত না। সেই স্বামীকে কাবেজে আনাই মুশকিল হ'ত। আর, এক ভয়ঙ্কর সঙ্করের সৃষ্টি হ'ত। মনে রেখো, তোমরা মেয়েরা হ'লে মা—nurturing element of humanity (মানবতার পোষণী উপকরণ)।

রাতে খড়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জ্ঞানদা (গোস্বামী), হাউজারম্যানদা, হরেরামদা (মুখোপাধ্যায়), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), তপবনের শিক্ষকবৃন্দ প্রমুখ সমবেত হয়েছেন। সকালবেলার প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে।

সদৃশ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—সৎকুল মানে তাই, যে-বংশে তাদের কুলগত সংস্কারধারা বজায় রাখার চেষ্টা আছে। আর, তুমি মানে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরই সংস্কৃতিধারার একটি উদ্ভব। সেই পূর্ব্ব-পুরুষের সংস্কৃতি অমনতর সদৃশ কুলে বিবাহিত হওয়ার ফলে আরো বেড়ে যাবে। আর যদি উল্‌টো রকম কর অর্থাৎ higher culture-এর ova-র (উন্নত কৃষ্টির ডিম্বকোষের) মধ্যে যদি lower culture-এর sperm (নিকৃষ্ট কৃষ্টির শুক্রকীট) যায়, তাহ'লে ওটা ভেঙ্গে যাবে। সেটা হ'ল প্রতিলোম। প্রতিলোমের সন্তান তোমার কৃষ্টির against-এ (বিরুদ্ধে) যাবে। এর থেকে বরং অনুলোম supported (সমর্থিত)। সেখানে অপকৃষ্ট মা পায় cultured seed (উন্নত ধরণের বীজ)। সেই seed-এর (বীজের) চালচলন, আচার-ব্যবহার তখন সেখানকার cell-division (কোষ-বিভাজন) নিয়ে বাড়তে থাকে। ঈশ্বরের government (শাসনতন্ত্র) একটা diarchy (দ্বৈতশাসন)। একজন মা, আর একজন বাবা। 'কাকো নিন্দি, কাকো বন্দি, দোনো পাল্লা ভারি।' মানুষের মধ্যে 'পজিটিভ্‌' ও 'নেগেটিভ্‌' দুইই আছে। তা' না হ'লে চেতনাই থাকে না, formation-ই (সংগঠনই) হয় না।

হাউজারম্যানদা—Zygote-এর (জীবকোষের) ভিতর কী ক'রে 'পজিটিভ্‌-

নেগেটিভ্' দুটোই থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো না থাকলে তো active-ই (ক্রিয়াশীলই) হয় না। একটা cell-এরই (কোষেরই) একদিকে থাকে 'পজিটিভ্' আর একদিকে থাকে 'নেগেটিভ্'। একটা আর একটাকে টানে। কাছে আসে, আবার দূরে স'রে যায়। আবার কাছে আসে। এই করতে করতে cell-division (কোষ-বিভাজন) হ'তে থাকে। নতুবা তো গঠনই হ'তে পারে না।

তারপর আবার পূর্ব্বসূত্র ধ'রে বললেন—উপযুক্ত soil (ভূমি) ছাড়া seed (বীজ) কখনও ঠিকমত fertilized (উর্ব্বরতাপ্রাপ্ত) হ'তে পারে না। গাছের বেলায় দেখ না, বিলাত থেকে যদি একটা খুব ভাল গাছও নিয়ে আস, আর এখানকার soil (মাটি) যদি তার সমজাতীয় না হয় তাহলে ও নেবেই না। Fact-কে (তথ্যকে) deny (অস্বীকার) করবে কী করে ? ওদের মধ্যেও খুব selective (নির্ব্বাচনী) রকম আছে। নিজের category-র (শ্রেণীর) না হ'লে ঢুকতেই দেবে না। আবার, seed (বীজ) যদি ভাল হয় এবং soil (মাটি) খারাপ হয় তাহলে গাছ পুষ্ট হবে, গাছের শরীর ভাল হবে, কিন্তু ফল ভাল দেবে না।

জ্ঞানদা—মা-বাবার পাঁচটা ছেলে পাঁচরকম হ'তে দেখা যায়। তা' হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' gradation (পর্য্যায়)-এর ভেদ থাকতে পারে। ওটা নির্ভর করে মা ও বাবার ভাববৃত্তির উপরে। আবার, ছেলেদের মধ্যে variation (রকমারি) থাকলেও তারা ভাল হবে যদি তাদের মা-বাবার মধ্যে কোন interpolation (অন্তঃক্ষেপ) না থাকে। তখন ঐ ছেলেরা যদি চটেও তাহলেও সেটা মানুষের কাছে ভাল লাগে এমনতরভাবে চটে।

জ্ঞানদা—তাহলে ভাববৃত্তিই তো সব। সংস্কার মানার দরকার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন ? ভাববৃত্তি আসেই যে ওর থেকে। তুমি কেমন খাদ্য পছন্দ কর, কেমন ব্যবহার কর, তা' থেকে বোঝা যায় তোমার সংস্কার কেমন ! ভাববৃত্তি good type-ই (ভালই) হোক আর bad type-ই (খারাপই) হোক, তা' হয় according to instinct (সংস্কার-অনুপাতিক)। এখন তুমি যদি কুত্তের বাচ্চা হ'য়ে কও, ভগবান আমাকে কুত্তের বাচ্চা বানালো কেন, তাহলে তো মুশকিলের কথা। তুমি যেমন, সেইভাবেই ভগবান তোমাকে গড়েছেন।

জ্ঞানদা—পশুপাখীর instinct (সংস্কার) জন্মের সাথে-সাথেই দেখা যায়, কিন্তু মানুষেরটা তো দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেটের থেকে পড়ার পরেই কি তার instinct (সংস্কার) দেখা যায় ? যত বড় হয়, তত আস্তে-আস্তে ফোটে। জন্মের সাথেই যদি না থাকে তাহলে ফোটে

কোথার থেকে ? মানুষ যত active (কর্ম্মঠ) হয়, তত ওগুলি developed (সম্বর্দ্ধিত) হ'তে লাগে।

জ্ঞানদা—এমন দেখা যায়, হয়তো বাপ-মা ভাল, কিন্তু ছেলেটা চোর হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ভাববৃত্তি ঐরকম হ'য়ে গেল। কিন্তু আর একটা ছেলেকে হয়তো দেখা গেল, সে চুরি করার পরিবেশে প'ড়েও চুরি করতে চায় না। বলে—দূর, চুরি করব কি! আমি কলকাতায় একবার খিচুড়ির সাথে পেঁয়াজ খেয়েছিলাম। খাওয়ার পরই সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচ ডিগ্রী জ্বর। তখন বুঝলাম, সবারই এরকম হয়। সইয়ে সইয়ে নিয়ে খায়। কিন্তু আমি সহ্য করতে পারিনি। ওরে বাবা! গা দিয়ে কী গন্ধ! আর হাগলাম। সে পায়খানা একেবারে ক'ষে নিয়ে আস্‌ল। আর একবার বিশ্ববিজ্ঞানে, মা তখনও ছিল, সর্দি ভাল করার জন্য একদিন খিচুড়ির মধ্যে রসুন দিয়েছিল। খাওয়ার সাথে-সাথে একেবারে অন্নপ্রাশনের ভাত সমেত উঠে আস্‌ল।

জ্ঞানদা—তাহলে দেখা যাচ্ছে, impulse of the environment-ই (পরিবেশের প্রেরণাই) বড় জিনিস। Environment (পরিবেশ) যেমন পাবে, মানুষ সেইদিকে গড়াবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Environment-এর impulse (পরিবেশের প্রেরণা) তো আছেই। কিন্তু তা' নেয় কে ? Individual (ব্যক্তি) তো ? Individual (ব্যক্তি) যেমন, সে তেমনতর impulse-ই (প্রেরণাই) গ্রহণ ক'রে থাকে। ঐ যে একটা গান আছে—(সুর করে গাইলেন) "সে কেন আমার পানে চুরি করে চায় রে ?" এই কথা শুনে এক একজনের এক-একরকম মনে হ'চ্ছে। কারো মনে হচ্ছে মেয়েছেলের কথা, কারো মায়ের কথা, কারো বাবার কথা, কারো বা বন্ধুর কথা। আবার যেমন রত্নাকর ছিল। সে ডাকাতি ক'রে বাপ-মাকে খাওয়াত। নিজের সুখসুবিধার জন্য কিন্তু ডাকাতি করত না। যখন সে মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যে এত পাপ করছ, লোক মেরে ফেলাচ্ছ, যাদের জন্য এত সব করছ তারা কি এর ভাগ নেবে ?' ঐ ভাববৃত্তি উস্‌কে দিল। তখন ও ভাবতে লাগল। (মাথা চুলকে দেখাচ্ছেন) 'দাঁড়াও ঠাকুর। আমি শুনে আসি। কিন্তু তুমি যদি পালাও।' তখন উনি বললেন, 'তুই আমারে বেঁধে থুয়ে যা।' তারপর লতাপাতা না কী দিয়ে যেন বাঁধল। বাড়ী যেয়ে বাপ-মা-বৌ-সবার কাছে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু ওর পাপের ভাগ কেউ নিতে চায় না। সবাই কয়, 'আমাদের খাওয়ানো তোমার কর্ত্তব্য। তুমি কিভাবে খাবার আনছ তা' তো

আমাদের দেখার দরকার নেই। ডাকাতিই কর আর যাই কর, তোমার সে পাপের ভাগ আমরা নেব কেন?' (খুব রসিয়ে সমস্ত গল্পটি বললেন)—। তারপর ও সব বুঝল। ফিরে এসে বলল, 'ঠাকুর! তুমিই আমার চোখ ফোটালে।' শেষে ঐ রত্নাকরই বাল্মীকি হ'য়ে গেল। ও কিন্তু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, শুনল মহাপুরুষের কথা। শোনার সাথে-সাথেই বুঝল। মানে তার ভাববৃত্তিও ঐরকম ছিল। পাবনায় জগৎ রায় নামে এক ডাক্তার ছিল। সে ছিল পাড় মাতাল। খ্যাপার (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা) একবার কলেরা হয়েছিল, তখন ওকে ডাকা হয়। সে এসে দেখে মাকে ক'ল—(মাতালের মতন জড়িত স্বরে) 'এই ওষুধটা দেন মা, ভাল হ'য়ে যাবে।' মা'র তো তখন পয়সা-কড়ি ছিল না। গলার হারটা খুলে দিতে গেল। তখন ডাক্তার ক'ল (জড়িত স্বরে) 'না মা, আমার ছাওয়াল-পাওয়াল আছে না? আমি তোমার গলা থেকে হার নেব?' তারপর কিছু না নিয়েই ও চ'লে গেল। কিন্তু ওরই এক ভাই আমাদের সাথে পড়ত, সে মদ-গাঁজা-আফিং কিছুই বাদ দিত না। শেষ পর্যন্ত মুসলমান হইছিল।

তপোবনের শিক্ষক গৌরহরি সামন্ত বললেন—গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে তো এসব বিচার ক'রে বোঝাই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তর্দৃষ্টি মানে কী? এগুলি জানা, জেনে বোঝা। ডাক্তারের অন্তর্দৃষ্টি যদি না থাকে তাহলে তো বিচার ক'রে ওষুধই দিতে পারবে না। সর্দি হ'লে সবার কিন্তু একই রকম ওষুধ নয়। আমার সর্দি হ'লে একরকম ওষুধ, তোমার সর্দি হ'লে একরকম, ওর সর্দি হ'লে আরো একরকম। অন্তর্দৃষ্টি মানেই inner penetrating eye (অন্তঃপ্রবেশী চক্ষু)।

এই সময় শরৎ হালদারদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। উনি দমদমে একটি সভায় যোগদান করতে গিয়েছিলেন। সেখানকার সমস্ত গল্প করছেন। শরৎদার সাথে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র এসেছে, নাম মৃণাল। শরৎদার কথা শেষ হওয়ার পর মৃণাল বলল—একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি প্রদান করলে মৃণাল বলল—দেহ ও আত্মার পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা হ'ল অত্-ধাতু, মানে সততগমন। তার বোধ হয় দেহের মধ্য দিয়ে। আমার ভিতরে যে vital power (জীবনীশক্তি) আছে, যা' আমার বিধানের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখে তাই হ'ল আত্মা।

মৃণাল—জাতিস্মর যাঁরা হন, তাঁরাও তো ঐ আত্মারই বিভিন্ন প্রকাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিস্মরত্ব তো আত্মা থেকে হয় না, হয় consciousness (চৈতন্য)

থেকে। জাতিস্মর হ'লে তার সংস্কার ঠিক থাকে। সংস্কার ঠিক না রাখলে বুঝতে হবে নকল জাতিস্মর।

মৃণাল—হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম আছে। এ ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব মাটি সমান হয় না। এখানে লাল, বাংলায় কালো। কোন গাছ হয়তো এখানে হয়, বাংলায় হয় না। এইরকম সব। পাখীর মধ্যেও দেখলে হয়। কালো বক, সাদা বক, গোলাপী বক, মাথায় ঝুঁটিওয়ালা বক, এদের সকলের সমাজ আলাদা, খাদ্যও আলাদা। একজায়গায় ব'সে থাকলেও ওড়ার সময় দেখা যায়, সাদা একজায়গায়, কালো একজায়গায় হ'য়ে গেছে। শালিকের মধ্যেও গাংশালিকের থেকে এই শালিক আলাদা। মানুষের মধ্যেও দেখো, দুটো মানুষ একরকম পাওয়া যায় না। এই বিভিন্নতা প্রকৃতির মধ্যেই আছে। যদি সব একই রকমের হ'ত, একই রকমের impulse (প্রেরণা) দিত, তাহলে আমি আর আমাকে বোধ করতে পারতাম না। Enjoyment (উপভোগ) ব'লে কিছু থাকত না। আমি educated (জ্ঞানবান) হ'য়ে উঠতে পারতাম না। কিন্তু এই আলাদা-আলাদা থাকার ফলে প্রত্যেকটাই আলাদা রকমের impulse (সাড়া) জোগায়। তাতে সৃষ্টি হয় conflict (সংঘাত)। আবার, বাঁচার জন্য ঐ conflict-কে (সংঘাতকে) overcome (অতিক্রম) করতেই হয়। এই করতে যেয়েই আমি educated (জ্ঞানবান) হ'য়ে উঠি।

মৃণাল—রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, নাস্তিকও ধর্ম্ম করে। কারণ, সে ঈশ্বরবিশ্বাসী না হ'লেও পরের ভাল করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। পরের ভাল করে, এতেই তো হ'ল। ধর্ম্ম নাম দিয়ে মানে না। কিন্তু ধর্ম্ম মানে। মানুষের ভাল চায়। আবার, নাস্তিক কথাটাই একটা paradoxical (সঙ্গতিহারা উক্তি)। আমি আছি। থেকে কী করে কই, আমি নেই? আর, আমি যে আছি তা' বোঝার জন্য লাগে আদর্শ। আদর্শকে না ধরলে বহুরকমের impulse-এ (সাড়ায়) আমি puzzled (হতভম্ব) হ'য়ে যাব। আমার ধৃতি ব'লে আর কিছু থাকবে না। ধর্ম্ম মানি নে যারা কয় তারা ধর্ম্ম মানেই জানে না। পাগলের মত কয়। ধর্ম্ম আছে ঐ দালানটার, ঘটিটার, গাছটার, সব কিছুর—যার দ্বারা সে আছে। ধর্ম্মকে না বোঝা তো ধর্ম্মের দোষ না। ওটা ব্যাধি। আর রোগ হ'লে তোমার ওষুধ খাওয়াই লাগে। ভাল থাকতে সবাই চায়, এ একেবারে রাজারাজড়া থেকে পোকাটা পর্য্যন্ত। পোকাটার দিকে লাঠি নিয়ে তেড়ে যাও। হয় সে তেড়ে আসবে, নতুবা পালাবে। তার মানে সে থাকতে চায়। তার অস্তিত্বকে সে বিপন্ন হ'তে দিতে চায় না। আর, যে বিধানে

ভাল থাকা যায়, তাই হ'ল ধর্ম্ম।

কথায়-কথায় অনেক রাত হ'য়ে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় হ'ল। সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন এবার।

১৭ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ২।১।১৯৫৯)

আজ তিন-চার দিন যাবৎ খুব শীত পড়েছে। সাথে-সাথে চলছে হাড়কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া। রাতের দিকে হাত-পা নাড়তেও যেন কষ্ট হয়। গতকাল বিকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের বাইরে যাননি। সামনের দিকে ছাড়া খড়ের ঘরের অন্যদিককার পাল্লাগুলি সব বন্ধ করা।

আজ দুপুরের বিশ্রামের পর শয্যায় ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন দয়াল ঠাকুর। শরীরটাও ভাল বোধ করছেন না। পাশে একখানা বড় চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ দক্ষিণের বারান্দায় ও ঘরের মেঝেতে সমাসীন।

দীনবন্ধু ঘোষদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—দীনবন্ধুর কথা যখন প্রথম শুনলাম অন্যের কাছে, শুনলাম কী সুন্দর বক্তৃতা দেয়, তখন যেন একটা আত্মগৌরব অনুভব করতে লাগলাম। মনে হ'ল একটা অহঙ্কার, একটা আত্মপ্রসাদ।

জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় নামে এক দাদার কথা জিজ্ঞাসা করলেন—জগবন্ধু কেমন আছে?

দীনবন্ধুদা—ভাল। ওঁর অফিসের লোক বলে, আগে তো আপনি এত sweet (মধুর) ছিলেন না। এত sweet (মধুর) হলেন কী করে? উনি বলেন, আছে সে-সব, পরে বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলে যেন যে, আগে আমি গরমে ছিলাম। এ-সব কিছু বুঝতাম না। Sweetness (মিষ্টতা) আমারও ভাল লাগে। তোমরাও sweet (মধুর) হও। ভাল লাগবে।

এই সময় মুখের থেকে সুপারি ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাড়াতাড়ি পিকদানী এনে ধরা হ'ল। সুপারি ফেলতে-ফেলতে প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে বললেন—প্যারী! আবার দাঁতে বেধে গেছে।

প্যারীদা দাঁত-খোঁচানিটা নিয়ে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁ করলেন। প্যারীদা বাম হাতে টর্চ জ্বেলে ধ'রে ডান হাতে দাঁত খোঁচানি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতের ফাঁক থেকে সুপারির কুচি বের করে আনলেন। তারপর দয়াল ভাল ক'রে কুলকুচো ক'রে মুখ ধুয়ে গামছায় হাত-মুখ মুছে ফেললেন।

বহিরাগত জনৈক দাদা প্রশ্ন করলেন—পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আগত যে-সব refugee-কে

(শরণার্থীকে) সরকার ক্যাম্পে রেখেছে, এই জুলাই মাস থেকে তো ক্যাম্পগুলি তুলে দেবে। তখন প্রত্যেককে ছয় মাসের সাহায্য দিয়ে দেবে। আর যারা সাহায্য নেবে না তাদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন নিতে হবে। তা' আমাদের গুরুভাইরা কি দণ্ডকারণ্যে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে থাকতে পারলে থাকবে। আর অগত্যা যাওয়া লাগলে যাবে।

প্রশ্ন—কিন্তু এখানে থাকতে হ'লে তো মাত্র ছয়মাসের বেশী সাহায্য পাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Government-এর (সরকারের) সাহায্য নিতে তো আমি অনেক আগের থেকেই মানা করেছি। নিজেরা কিছু করার চেষ্টা না ক'রে শুধু government-এর (সরকারের) সাহায্যের উপর বাঁচতে গেলে একেবারে শেষ হ'য়ে যাবে। আর, দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গেলেই কি government (সরকার) চিরকাল দেখবে? সেখানেও কয়েকদিন সাহায্য ক'রে ছেড়ে দেবে। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ যোগ্যতার উপর দাঁড়াক, মাথা খাটিয়ে চলার চেষ্টা করুক। এ তো আমি কতদিন বলেছি। Government-এর (সরকারের) কাছ থেকে loan (ঋণ) নিয়ে নিয়ে চললে একেবারে খুন হ'য়ে যাবে।

সুধীর গাঙ্গুলীদা—এরা বলে, দণ্ডকারণ্যে আমরা যেতে পারি যদি বাঙ্গালী দিয়ে সব manage (ব্যবস্থাপনা) করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব কথার দাম আমার কাছে খুব লাগে না। আসল কথা, 'বলং বলং বাহুবলম্"। বাঙ্গালীও যদি থাকে তাতেও যে সব ঠিক চলবে তার কোন মানে নেইকো। আমি বহুদিন থেকেই কচ্ছি, ও camp-life (শিবিরের জীবন) ভাল না। যে যার নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও।

এর পরে বিভিন্ন বর্ণ ও তাদের উৎপত্তি নিয়ে কথা চলতে থাকে। সদ্‌গোপদের প্রসঙ্গ আসতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ওরা কোন্ বর্ণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিখিলের কাছে জিজ্ঞাসা করিস্। নিখিলরা তো ওই।

আমি—নিখিলদা বলেন তাঁর এ-সব ভাল জানা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ক্ষত্রিয় আর গোপ মিলে সদ্‌গোপ হয়েছে। রোহিণী বোধ হয় গোপকন্যা। রোহিণীর সাথে বসুদেবের বিয়ে হ'ল। তার ছেলে বলরাম হ'ল সদ্‌গোপ। আমার এইরকম মনে হয়।

২১শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৬।১।১৯৫৯)

দুমকা থেকে কালিদা (গুপ্ত) ও তারাদা (গুপ্ত) এসেছেন আজ দু'দিন।

বর্ত্তমান মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ওঁদের সাথে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে জ্ঞানদার (গোস্বামী)। আজ ভোরে জ্ঞানদা কালিদাকে নিয়ে ঐ ব্যাপারে ভাগলপুরে রওনা হ'য়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। একটু বেলায় বিষ্ণুদা (রায়) এক ভদ্রলোককে সাথে ক'রে এলেন। পরিচয় দিলেন উনি রাজনৈতিক কর্ম্মী। দেশের অবস্থা যে দিন-দিন খারাপ হচ্ছে, ভদ্রলোকটি এই প্রসঙ্গে কথা তুললেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন--দেশের উন্নতি যতই হোক, সেগুলি ভোগ করবে কে? মানুষ তো! সেই মানুষের মাথাই যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে এ-সব কার ভোগে লাগবে? তাই আগে চাই মানুষ। সম্বন্ধ আমাদের মানুষের সাথে। মানুষ দিয়ে আমরা বাঁচি। এই মানুষ, এই পরিবেশ, এদের বাদ দিয়ে যদি কিছু করতে যাই তা' কি টেকে? তাই আমি কই—মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস্ মানুষ ধর্। এ না হ'লে অর্থাৎ মানুষ নিজের না হ'লে সোনার টাকা, রুপার টাকা বা লোহার টাকা, যাই থাকুক না কেন, ভোগ আর করা যাবে না।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু মানুষ মানুষকে আপন করতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, interest (অন্তরাস) থাকে না। তোমার মা'র যেমন তোমার 'পরে interest (অন্তরাস) আছে। তোমার শরীর খারাপ হ'লে তিনি বুঝতে পারেন। আমারও যদি তোমার উপর সেরকম না থাকে তাহলে কি তুমি বাড়তে পারবে? রাজনীতি মানে party (দল) না। সংস্কৃত 'পুর' থেকে politics (রাজনীতি) হয়েছে। তাই রাজনীতি মানে পূরণ-পোষণের নীতি, to fulfil and to nurture everybody (প্রতিপ্রত্যেককে পূরণ ও পোষণ করা)। রাজনীতি মানে এর সাথে লড়াই বাধালাম, ওর সাথে ঝগড়া বাধালাম, তা' নয়কো। রাজনীতি মানে অনুরঞ্জনী নীতি, মানুষ যাতে অনুরঞ্জিত হয়, পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তেমন করা। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন লোকরঞ্জনী রাজা। কবেকার তিনি। এখনও মড়া নিয়ে যায় 'সীতারাম' ব'লে। আজকাল রাজনীতির নামে ভেদনীতি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। (হাউজারম্যানদাকে নির্দ্দেশ ক'রে) ও যদি ভাবে আমি আমেরিকান, এরা ইণ্ডিয়ান, তাহলে কি আর মিল হ'তে পারে? কিন্তু এখানে ঠিকই পাওয়ার উপায় নেই যে এরা আলাদা-আলাদা। আর একটা কথা। নিজের বৈশিষ্ট্যকে, নিজের ঐতিহ্যকে নষ্ট ক'রে কখনও মানুষের ভাল হয় না। সবার বৈশিষ্ট্য একরকম না। প্রয়োজন সকলের একরকম না। বৈশিষ্ট্য পোষণ করতে জীবনবৃদ্ধির জন্য যার যেমনতর দরকার তাকে তেমনি দেওয়া লাগবে, ওঁকে ওঁর মত, তোমাকে তোমার মত।

সাময়িক নীরবতার পর দয়াল ঠাকুর আবার বলতে সুরু করেন—আসল বস্তু

হলেন Christ (খ্রীষ্ট), যাঁর কাছে সব-কিছু meet করেছে (মিলিত হয়েছে)। আমি বাঁচতেই চাই, মরতে চাই না। আবার পরিশ্রম করি সুখলাভের জন্য, দুঃখের জন্য নয়। আমার বাঁচার সমস্ত প্রয়োজন যিনি পরিপূরণ করেন, তিনিই তো Christ (খ্রীষ্ট)। আমরা যাই করি, তার গোড়া যদি তিনি না হন তাহলে আর সুবিধা হয় না।

তারপর আশ্রমে দুর্বৃত্তদের বর্ত্তমান অত্যাচার সম্পর্কে উল্লেখ ক'রে বললেন—এরা যে অত্যাচার করল, একেবারে শুধু-শুধু। কোন কারণ থাকলেও হ'ত। কিন্তু এ হ'ল একজনকে অত্যাচার ক'রেই আনন্দ। এখানে মানুষই বাঘ। এই সৎসঙ্গীদের oust (উচ্ছেদ) ক'রে দিলে যে ওদের কোন লাভ নেই তা' বোঝে না। আগেকার দেওঘর আর এখনকার দেওঘরের কথা ধারণাই করা যায় না। স্টেশন কত বড় ক'রে ফেলেছে। কত ব্যবস্থা! কত লোক এখানে এসে পয়সা খরচ করে, বাজার করে! কিন্তু যারা আমাদের উপর অত্যাচার করছে তারা চাইছে মানুষ মেরে খেতে। মানুষ মেরে ফেললে পয়সা যে কোথা থেকে আসবে তা' আর বোঝে না। যাদের বাঁচা, যাদের উন্নতি, যাদের সম্বর্দ্ধনা তোমাকে বাঁচাবে, বাড়াবে, তাদের যদি তুমি নষ্ট কর, তাহলে তারা আর তোমাকে কেমনভাবে বাঁচাবে-বাড়াবে ?

এরপর সবাই বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ চিন্তান্বিত অবস্থায় ব'সে রইলেন। থেকে-থেকে খোঁজ নিচ্ছেন কালিদা ও জ্ঞানদা কখন ফিরবেন ভাগলপুর থেকে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় কোনরকমে দুটি খেয়ে শুলেন। একটুও ঘুম হ'ল না। পাশের একটি ছোট চৌকিতে শ্রীশ্রীবড়মা শুয়ে আছেন। দুজনেই শুয়ে-শুয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। বেশীর ভাগ কথাই তাঁদের আদরের বড় খোকার প্রত্যাবর্ত্তন এবং বর্ত্তমানের মামলা সম্বন্ধে।

কিছু পরে উঠে পড়লেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মন ভারাক্রান্ত। শরীরও দুর্ব্বল বোধ করছেন। হাতমুখ ধুয়ে তামাক খেলেন। বেলা তিনটার পর কালিদা ও জ্ঞানদা ফিরলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর ?

জ্ঞানদা 'ভাল' ব'লে বললেন—আমরা স্নান কইর‍্যা খাইয়া আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলে ওঁরা চলে গেলেন, সন্ধ্যার আগেই আবার এসে বসলেন। তখন সবাইকে সরিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের সাথে নিরালায় কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত কথা চলল।

রাতে খাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শুলেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। মাঝে-মাঝে কাশিও হচ্ছে। রাত বারোটার পর উঠে বসলেন। হাতমুখ ধুয়ে এক ঢোক জল খেয়ে তামাক খেলেন। তারপর আবার কাশি বেড়ে গেল। রাত প্রায়

একটার সময় প্যারীদা কাশি কমাবার জন্য ও ঘুম আসার জন্য পর-পর ওষুধ দিলেন। আড়াইটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একটু শান্ত হ'য়ে ঘুমালেন।

২২শে পৌষ, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ৭।১।১৯৫৯)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ দেরীতে উঠলেন। এখন সাড়ে ছয়টা বাজে। গত রাতের কষ্ট এখন আর নেই। আজ বুধবার। তাঁর দাড়ি কামাবার দিন। দাড়ি কামানো হ'য়ে গেলে তারপর খড়ের ঘরের বারান্দার পরদা সরিয়ে দেওয়া হ'ল।

সকাল সাড়ে সাতটা। বাইরে ঝলমলে রোদ। অবশ্য শীতও প্রচণ্ড। ভক্তবৃন্দ বাইরে অপেক্ষা করছেন প্রভুর বরাভয় আনন দর্শন-মানসে। এখন সকলে সমবেত-ভাবে প্রণাম করলেন বাইরের থেকে। তারপর বিভাগীয় কর্ম্মিগণ স্ব স্ব কর্ম্মে চলে গেলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। নতুন দেওয়া কতকগুলি বাণী আমি পরিষ্কার খাতায় লিখে রাখছিলাম। লিখতে-লিখতে এক জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এক জায়গায় বর্ণ ও সংস্কার-অনুপাতিক খাদ্যের কথা বলেছেন। সেটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কার-অনুপাতিকই তো বর্ণ হয়। সংস্কার-অনুযায়ী আবার খাদ্যও ঠিক হয়।

আমি—তাহলে কি বিপ্রের খাদ্য ক্ষত্রিয়ের খাদ্য থেকে আলাদা হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি আছে common (সাধারণ)। আর কতকগুলি আছে special (বিশেষ)—ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ের মতন, বিপ্রের বিপ্রের মতন।

আমি—গীতায় অবশ্য আছে সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক আহারের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! সত্ত্বগুণসম্পন্ন যে, সে সাত্ত্বিক আহার করে। আবার ক্ষত্রিয়দের যেমন কাজ, to protect people (জনগণকে রক্ষা করা)। তারা protecting urge prominent (রক্ষণীসম্বেগ-প্রধান) কিনা, তাই তাদের খাদ্য আলাদা। বলা হয়—ক্ষত্রিয়েরা রাজার জাত। আবার বৈশ্য যেমন টাকা-পয়সা নিয়ে থাকে। তার অমনি খাদ্য আলাদা। এইরকম আর কি!

সান্ধ্য প্রণামের পর মেজকাকা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম ক'রে সামনের চেয়ারখানিতে বসলেন। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় হ'ল। তারপর মেজকাকা ঘরোয়া কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। একটু পরে উনি

উঠে নিজের ঘরের দিকে গেলেন।

জনৈক অধ্যাপক এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। ইনি দেওঘরে বেড়াতে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট থেকে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন। ওঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে দেখ, এক চামচ ঘিয়ে কেমন গন্ধ হ'ত। এখন আর হয় না। তার মানে, হয় আমাদের system-এই (শারীরবিধানেই) দোষ হয়েছে, নতুবা ঘিই খারাপ। এখনকার লেখাপড়া শুধু চাকর হওয়ার জন্য। তাতে কি কিছু শেখা হয়? পয়সা আসে মানুষের কাছ থেকে। কৃতিমুখর অনুচলনই আমাদের পয়সা দেয়। এর জন্য আমার পরিবেশকে adjusted (বিনায়িত) ক'রে তাদের স্বার্থ বজায় রাখা লাগবে। মানুষ খুশি হ'য়ে পয়সা দেয়, আর দেয় অনুকম্পায়। আর একরকম দেওয়া আছে। ধর, তুমি খুব বড়লোক। তোমার পায়ে মোহর দিয়ে প্রণাম করলাম। কিন্তু চাকরীর লোভে লেখাপড়া শিখতে গিয়ে এই সব কিছুর তেইশ মারা যাচ্ছে। আপনি প্রফেসর অর্থাৎ আচার্য্য। আপনি যদি শুধু পঞ্চাশ কি পাঁচশো টাকার লোভে প্রফেসরি করতে যান তাহলে আর হ'ল না। আজকাল সবার ভাববৃত্তি বাঁধা পড়েছে পয়সায়। সবকিছুর ভিতর-দিয়ে লক্ষ্য ঐ চাকর হওয়া। কিন্তু যারা ব্যবসা করে, তারা আমাদের থেকে ভাল। তারা মাথা খাটিয়ে, বুদ্ধি ক'রে একটা কিছু করছে। তাদের খদ্দেরকে খুশি রাখতে হয়, সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হয়, কর্ম্মচারী থাকলে তাদেরও পুষতে-পালতে হয়। তবে তো ব্যবসা বাড়ে। আর, চাকরীওয়ালাদের লোককে খুশি করার কোন দায় নেই। তাদের বুদ্ধি থাকে শুধু আমার সাহেব খুশি থাকলেই হ'ল। সাহেব যদি এক ধমক দিয়ে কয়, Dam! How are you? (এই ধাড়ী! কেমন আছিস্?) তাহলে আমি বড়ই আনন্দিত হই। তাই বলি, কাকে কিভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় এই জ্ঞান যদি না থাকে, তবে আমার লাখো বিদ্যা থাকলেও কিছু হবে না। এই ভারতবর্ষ যদি সোনা দিয়েও মুড়ে দিই তাতেও আমাদের কোন লাভ নেই। লাভ কার? না, যে ভোগ করতে পারে তার। আবার দেখ, (অধ্যাপককে দেখিয়ে) ওঁর জানা বহু বিদ্বান লোক আছেন সমাজে। আজ যদি অসুস্থ হন বা বিপন্ন হন, ওঁর জন্য বিদ্বৎমণ্ডলী তো ভেঙ্গে আসে না। মানে, তারা একে অন্যের প্রতি interested (অন্তরাসী) নয়। কারো সাথে কারো মিল নেই। এ বড় সর্ব্বনাশা জিনিস। আবার যারা অশিক্ষিত তারা ওঁদের দেখে-দেখেই এইরকম আচরণ শেখে। আমাদের মত মুখ্যুর কাছে শেখে না। এই দুর্লক্ষণগুলি যতক্ষণ সমাজ থেকে দূর করতে না পারছ ততক্ষণ এ স্বাধীনতাই বা কী, আর এ উন্নতিই বা কী!

অধ্যাপক ভদ্রলোক একমনে শুনছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি। কথা শেষ হওয়ার পরও একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর শ্রীমুখপানে। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন—এবার উঠি। আবার সুযোগ পেলেই আসব।

দয়াল ঠাকুর স্মিতহাস্যে ঘাড় নেড়ে ওঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। উনি বেরিয়ে যেতে সুধীর গাঙ্গুলীদা প্রশ্ন করলেন—সত্তার খোরাক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার দ্বারা সত্তা পরিপোষিত হয় তেমনতর খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, ইত্যাদি। এই যে তুমি এখানে এসেছ। এসেছ কেন? ভেবেছ, ঠাকুরের এ-রকম বিপদ্। আর, সে-বিপদটাকে তুমি তোমার নিজের বিপদ ব'লে মনে করেছ। ঐ হ'ল ভাববৃত্তি, অর্থাৎ হ'তে থাকা বা হ'য়ে থাকা। আজ তুমি মোক্তার হ'য়ে আছ ব'লেই তো আমার দায়িত্ব এইভাবে নিতে পারলে, এইরকম আর কি!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর অনেকগুলি ছড়া দিলেন।

২৩শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ৮।১।১৯৫৯)

বিকালবেলা। পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। বর্ত্তমানের পুলিশী হাঙ্গামার ব্যাপারে তাঁর মন উদ্বিগ্ন। তবু এর মধ্যেও তাঁর কাছে মানুষের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। জিজ্ঞাসু মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে পূর্ণ করছে তার জ্ঞান-ভাণ্ডার। আর্ত্ত-ব্যথাহত এসে পেয়ে যাচ্ছে সান্ত্বনা। সহস্র যন্ত্রণার আবহাওয়ায় অবস্থান করেও অনন্তকৃপাসিন্ধু নিত্য দু'হাতে বিতরণ ক'রে চলেছেন অহৈতুকী কৃপা।

বিহারের জনৈক শিক্ষক এসে প্রণাম ক'রে বসেছেন। একটু পরে তিনি সর্ব্বজ্ঞত্ব নিয়ে কথা তুললেন, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উৎসকে যদি জান তখনই তোমার সবটা জানা হবে। আর উৎসকে যতক্ষণ না জানছ, ততক্ষণ জ্ঞান তোমার imperfect (অসম্পূর্ণ)। আবার, তোমার হয়তো অনেক বিষয়ে বোধ আছে; কিন্তু সেই বোধগুলি যদি correspondent to facts (বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি-পূর্ণ) না হয় তাহলেও জ্ঞান হ'ল না। সত্যিকারের জ্ঞান যা' সে-সম্বন্ধে আমাদের বোধ কমই আছে। সে-জ্ঞান কখনও বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে চলে না।

সাধারণ জ্ঞান কাকে বলে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, ধারণাসহিত যে জ্ঞান তাই'ই সাধারণ জ্ঞান।

এরপর ঐ শিক্ষক ভদ্রলোকটি বিদায় গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার (বসু) দিকে তাকিয়ে বললেন—একজন সত্যিকারের বড় কিনা তার একটা বড় মাপকাঠি হ'ল, সে elites-এর (শিক্ষিত সম্প্রদায়ের) মধ্যে

তথা mass-এর (জনগণের) মধ্যে কতখানি পরিচিত।

জনৈক অধ্যাপকের কথা উল্লেখ ক'রে সুশীলদা বললেন—সেই ভদ্রলোক বলেন, আপনাদের ভগবানের করুণা নেই। তিনি dutiful (কর্ত্তব্যপরায়ণ), not merciful (দয়ালু নন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বিকীর্ণ সব-কিছুর ভিতরে। Merciful (দয়ালু) ব'লেই তো তিনি dutiful (কর্ত্তব্যপরায়ণ)। Without mercy duty (করুণা ছাড়া কর্ত্তব্য) হয় না।

সুশীলদা—তিনি তো loving (প্রেমময়) নন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Loving Father (প্রেমময় পিতা) ব'লেই তো তাঁর ঐরকম বিধান। Loving Father (প্রেমময় পিতা) কখনও চায় না যে তাঁর ছাওয়াল যাচ্ছেতাই হ'য়ে যাক। তার জন্য যা' যা' করার তা' সে করে। এখন, ছাওয়ালের যদি love (ভালবাসা) থাকে father-এর (পিতার) 'পর, তাহলে সে তাঁর করাটা উপলব্ধি করতে পারে। তখন তাঁর কথামত চলতেও তার কষ্ট হয় না। All merciful (পরমকরুণাময়) আছেনই তিনি। কিন্তু আমরা অন্যায় করি ব'লে আর উপরের দিকে 'প্রমোশন' পাই না। তা' সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করেন। ক্ষমা করেন এইজন্য যে আমরা তা'তে শোধরাতে পারি যা'তে খারাপ হয় তার থেকে। ক্ষমার মধ্যে ক্ষমু আছে, ability (সামর্থ্য) আছে। যে কাজ ক'রে মানুষ বিপাকে পড়ে, তা' যখন আর না করে তখনই সে ক্ষমা পায়। যেমন, আমার হয়তো খেসারির ডাল খেয়ে অসুখ করেছিল। ওটা আমি আর খাব না। এইরকম আর কি! ওতে able to resist (নিরোধ করতে সক্ষম) হয়, আর able to approach (এগিয়ে যেতে সমর্থ) হয়। তিনি আমাকে ক্ষমা করেন মানে আমাকে able (সক্ষম) ক'রে তোলেন।

সুশীলদা—তাহলে দাঁড়াচ্ছে, God is dutiful as well as merciful (ঈশ্বর কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সেই সাথে করুণাময়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আর all love (প্রেমময়)। যেমন, আমার বাবা-মা আমার 'পরে কেমন? ভালবাসছে, বাবা-সোনা কচ্ছে, আবার কোন খারাপ কাজ করতে দেখলে চড়ও মারছে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা কথা বলেছিলেন, তিনি Cruel Saviour (নিষ্ঠুর পরিত্রাতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Cruel Saviour (নিষ্ঠুর পরিত্রাতা) যদি ক'য়ে থাকি তা' এইজন্য যে, তিনি Saviour (পরিত্রাতা) ঠিকই। কিন্তু কোন রোগীকে

'অপারেশন' ক'রে সুস্থ ক'রে তুলতে হ'লে ডাক্তার যেমন করে আর কি! ভাষা যেমনই হোক, ভাব ঠিক থাকলেই হয়।

শৈলেনদা—Mercy-শব্দের root-meaning (ধাতুগত অর্থ) হ'ল grace.

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা কেমন? ধর আমার অসুখ হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যাতে আমি না মরি, suffer না করি (কষ্ট না পাই)। সুস্থ থাকার অন্তরায়গুলিকে যেন আমি জানি, বুঝি এবং আর ওরকম না করি। এর জন্য তিনি আমাদের chastise-ও করেন (পিছে পিছে যান)। আবার দেখ, এই love (ভালবাসা) জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে মানুষের ভালর দিকে লোভও হয় না। আর, এই লোভ থাকে ব'লেই মানুষ তাঁর ইচ্ছামত transformed (পরিবর্ত্তিত) হ'তে পারে। আবার, তিনি all loving (প্রেমময়) হ'লে আমার কোন লাভ নেই। If I love Him with all my faults (আমার সমস্ত দোষত্রুটি নিয়ে যদি তাঁকে ভালবাসি), তাহলে রাতারাতি চরিত্র বদলে যায়।

সুশীলদা—কৃপা মানে যে ক'রে পাওয়া, এটা অনেকে বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না যদি করে তাহলে দিলেও পাবে না। সেইজন্য কুরুক্ষেত্র মানে আমার মনে হয় করার ক্ষেত্র। আর ধর্ম্মক্ষেত্র মানে ধৃতির ক্ষেত্র।

কথায়-কথায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। পূজনীয় ছোড়দা ঠিক প্রণামের আগে এসে পৌঁছালেন। তাঁর সাথে-সাথে উপস্থিত ভক্তগণ প্রণাম করলেন দয়াল ঠাকুরকে ঠিক ৫-৮ মিনিটের সময়। প্রণামের পর ভিড় পাতলা হ'য়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর একঢোঁক জল খেয়ে তামাক খেলেন। তারপর আমার বাবা (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) দয়ালকে বললেন—শুনেছি পরমহংসদেব শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তা' কি তারা অহিংস ব'লে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিশুদের সাথে খেলা করতে তো তোমারও ভাল লাগে। তাদের মধ্যে গুমোট complex (গ্রন্থি) কম। মনের মধ্যে যা' হয় ক'য়ে ফেলায়ে দেয়। যদি কারো সাথে রাগারাগি হয় তখনই কয় (শিশুদের কান্নার সুরে) 'হ্যাঁ, তুমি আমায় মারলে, দেখ দিনি।' আবার মন ভাল থাকলে তাকেই কয়, 'ভাই, তুমি যে তিলে-মটকা আনিছিলে, খুব ভাল লাগিছিল। আর দুটো এনে দেবা?' রাগারাগি হ'লেই কয়, 'তুমি আমায় মারলে।' আবার একটু পরেই ঘুরে এসে কয় 'ঐ কাঁঠাল পাতাটা আমারে পেড়ে দেবা?' এইরকম আর কি!

২রা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৬।১।১৯৫৯)

গত ক'দিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর কাশি ও সর্দি'তে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। অল্প জ্বরও

হয়েছিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার নেই, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। মাঝে-মাঝে বলছেন—আমার শরীর-মন খুব খারাপ লাগছে। মনে সব সময় এমন একটা anxiety (উদ্বেগ) লেগেই আছে যেন আমি খুব বিপদে পড়েছি। শরীর ও মন যেন এক level-এ (স্তরে) এসে গেছে। গীতায় কী যেন আছে—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"?

বনবিহারীদা (ঘোষ)—হ্যাঁ, "বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার আর তা' কিছুই হ'ল না।

বেলা একটু বাড়লে মণি বর্ম্মনদা এসে বলল—প্যারীরামের (স্থানীয় বিপত্তি-সৃষ্টিকারীদের মধ্যে একজন) সাথে কথা হচ্ছিল। ও বলল, আমি ঠাকুরের কাছে যেতে পারি। আর কারো কাছেই যাব না।

চিন্তাযুক্ত স্বরে দয়াল বললেন—আমি চাই, সকলের ভাল হোক। আর আমি যেন ওদের কাছে বুক ফুলিয়ে থাকতে পারি। এখানে আমার ওরা ছাড়া তো কেউ নেই।

আজকাল সকালে-বিকালে দু'বেলাই ভাঙ্গা স্বরের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় 'বেঞ্জিন-ভেপার' দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অসুস্থতার জন্য কাছে লোকজনের উপস্থিতিও কম।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমের সময় যেসব মায়েরা তাঁর শ্রীঅঙ্গ-সংবাহন ক'রে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দেন, তাঁদের অনেকেরই সর্দি হয়েছে। রাতে সে-কথা উল্লেখ ক'রে মায়া মাসীমাকে বলছেন—ও ভেল্কুর মা! আজ তো তুমি ছাড়া গতি নেই। সরোজিনীর সর্দি, কালিদাসীর সর্দি, সুধাপাণির তো আছেই।

মায়া মাসীমা—আমি যতক্ষণ আছি, কোন চিন্তা নেই। আমি একাই সব পারব। পানও দিতে পারব, জলও দিতে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে)—তুমি একেবারে জাগ্রত প্রহরীর মতন।

৭ই মাঘ, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ২১।১।১৯৫৯)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। গলার ভার ভাবটা কমেছে। কথাবার্ত্তা বলছেন খড়ের ঘরে ব'সে। হাউজারম্যানদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়) প্রমুখ আছেন। আশ্রমের পুরানো দিনের গল্প হচ্ছে।

ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আশ্রমে কিশোরী ছিল। কিশোরীর বাড়ী আর আমার বাড়ীর মাঝখানে একটা সরু রাস্তা ছিল আমবাগানের ভিতর দিয়ে। একদিন ও আমার বাড়ী গেছে। জুতো-জামা সব ছেড়ে পায়খানায় গেছে। খুব খারাপ রোগী

পড়ে আছে একটা। পায়খানা থেকে এসে ঐ রোগী দেখতে যাবে। এখন আমার মনে হ'ল, ওর যাওয়ার রাস্তায় সাপ আছে। এই ভেবে ওকে late (দেরী) করাবার জন্য ওর জামা-জুতো সব লুকিয়ে রাখলাম। তারপর এসে খুঁজতে লাগল। পায় না। তখন চীৎকার করতে থাকে, 'এই আমার জুতো কী হ'ল, জামা কী হ'ল ?' যাহোক, তারপর তো খুঁজে পেল। তাড়াতাড়ি সব প'রেই দৌড়াতে থাকল সেই রোগীর বাড়ী। যেতে যেতে রাস্তায় দ্যাখে, একটা সাপ রাস্তা cross (অতিক্রম) করছে। সে এতখানি মোটা (হাত দিয়ে দেখালেন প্রায় দেড় ইঞ্চি মোটা)। লেজসমেত প্রায় হাতখানেক তখনও দেখা যাচ্ছে। মুখটা জঙ্গলের মধ্যে। যদি ওর সামনে প'ড়ে যেত তাহলে ফোঁস করে দাঁড়িয়ে ছোবল মারত।

পরমপুরুষের এই অলৌকিক করুণার কথা শুনতে-শুনতে সকলেই বিস্ময়াভিভূত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কী ক'রে বুঝলেন যে late (দেরী) করলে কিশোরীদা বেঁচে যাবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হ'ল ঐরকম। কিন্তু তাকে সোজাসুজি বারণ করলে সে আমাকে নানা যুক্তি দেখাত, চ'টে যেত।

এরপর পরমদয়াল ইংরাজীতে কয়েকটি বাণী দিলেন। কেষ্টদার সাথে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। শুয়ে-শুয়েই কথা বলছিলেন, আস্তে আস্তে উঠে বসলেন বিছানায়। উঠতে উঠতে বলছেন—আমি শুয়েও সোয়াস্তি পাই নে, ব'সেও সোয়াস্তি পাই নে।

কিছু পরে ননীমা এসে জানালেন যে তিনি আজ বেলা এগারোটায় কলকাতায় যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আ'স। সাথে কে যাচ্ছে ?

ননীমা—আমার আর আছেই বা কে ? যাবেই বা কে ? ভগবানই যার নেই তার কেউ নেই। একাই যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। যা' ভাল বোঝ করতে পার। আমার কিন্তু ওরকমভাবে যাওয়া ভাল লাগে না।

ননীমা আর কোন কথা না ব'লে গোমড়ামুখে স্থান ত্যাগ করলেন।

৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২২।১।১৯৫৯)

স্থানীয় কতিপয় দুর্ব্বৃত্তের কূট ষড়যন্ত্রে আশ্রমের শান্তি আজ বিঘ্নিত। সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ আজ চিন্তামলিন। নয়নযুগলে তাঁর স্নেহব্যাকুলতার অপার বারিধি টল্‌টল্ করছে। দুর্ব্বৃত্ত বা সুবৃত্ত সবারই মঙ্গল চান তিনি।

এই মামলার ব্যাপারে আজ পরমপূজ্যপাদ বড়দার দেওঘর কোর্টে হাজির হওয়ার কথা। তিনি কলকাতা থেকে আজ সকাল আটটার মধ্যেই দেওঘরে এসে পৌঁছালেন প্রায় আট মাস পরে। দীর্ঘদিন অদর্শনের জন্য তাঁর চিত্ত তাঁর পরমারাধ্য পিতৃদেব দয়াল ঠাকুরের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকলেও তিনি ঠাকুরবাড়ীতে না এসে মোটরে সোজা চ'লে গেলেন ষোড়শীভবনে তাঁর নিজস্ব আবাসে। হাতে সময় কম। তাই বাড়ীতে যেয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি অনিবার্য্য কার্য্য সমাপন ক'রে সেই অবস্থাতেই আবার তাঁকে রওনা হ'তে হ'ল। এমন-কি, কিছু মুখে দেবারও সময় পেলেন না। কোর্টে হাজির হবার পর আজ তাঁর জামিন পাওয়ার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উন্মুখ হ'য়ে আছেন কোর্টের খবর পাওয়ার জন্য। বেলা এগারো-টার পর উঠে স্নান সেরে ভোগে বসলেন। পূজ্যপাদ বড়দা না খেয়ে যাওয়াতে ও-বাড়ীর কেউই দুপুরে ভাত খাননি। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' আমিই বা খেলাম কেন?

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা উভয়েই একটুও শুলেন না। আজ সারাদিন বাইরের প্রকৃতিও যেন ভিতরের এই উদ্বেগের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। আকাশে জমাট মেঘ। দুপুরে বেশ খানিকটা বর্ষাও হ'য়ে গেল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা থেকে এসে বসেছেন। চারটা বাজল। বার বার কোর্টের খবর পাওয়ার জন্য দয়াল ঠাকুরের নির্দ্দেশে সাইকেলে লোক যাতায়াত করছে। এইমাত্র একজন এসে খবর দিল, এখনও কোন 'অর্ডার' হয়নি।

স্নেহকাতর স্বরে, পূজ্যপাদ বড়দার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন পরম দয়াল—কিন্তু ও যে সারাদিন কিছু খেল না। এখন খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, রাত্রে থাকার জন্য বিছানার ব্যবস্থা করতে হয়।

শ্রীশ্রীবড়মা—তুমি অত ভাবছ কেন? ভেবে ভেবে এইতো হ'ল। এখন একটু না ভেবেই দেখ।

শ্রীশ্রীবড়মা পাশে একখানা চেয়ারে বসেছিলেন। সেখান থেকে উঠে তাঁর খাটের দিকে যাচ্ছেন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন—কোথায় চললে তুমি?

শ্রীশ্রীবড়মা—এই এখানে একটু পা ছড়িয়ে বসি।

ঐভাবে যেয়ে বসলেন খাটে তাঁর বিছানার উপরে। মন উদ্বিগ্ন থাকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বারংবার প্রস্রাবের বেগ হ'তে থাকে। এখনও তাই হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পরই প্রস্রাবে বসছেন।.........একটু পরে পূবদিকে তাকিয়ে বললেন—ঐ পরদাটা খুলে দিলে হয়।

পূবদিকের পরদা সরিয়ে দেওয়া হ'ল। সুশীলদার খোঁজ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সুশীলদা এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে কী হবে এখন ?

সুশীলদা—কেষ্টকে (সাউ) ব'লে এলাম, যত টাকা লাগে দিয়ে আজকেই যেন 'সার্টিফায়েড্ কপি' নিয়ে নেয়। তারপর সেটা নিয়ে কাল আবার জজের কাছে আবেদন করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু বড় খোকা যে কিছু খেল না।

সুশীলদা—হ্যাঁ, বাড়ীর থেকে তো না খেয়েই গেছে।

কোর্টে যাঁরা যাঁরা অপেক্ষা করছেন তাঁরা সবাই খেয়েছেন কিনা, উকিলবাবুদের খাওয়া হয়েছে কিনা, কে কোথায় খেয়েছেন, ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশ্বপিতার দরদ ও মমতা যে সকলের জন্যেই সমানভাবে পরিব্যাপ্ত।

পাঁচটা বেজে গেল। এখনও কোন খবর আসছে না। শরৎদা (হালদার), শচীনদা (গাঙ্গুলী) এঁদের সাথে এইসব নিয়ে কথা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বড়দার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—আমার সাথে যদি একটু দেখা ক'রে যেত। এতদিন পরে আসল। আমার সাথে একটু দেখা হ'ল না।

শব্দগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরমস্নেহময় পিতৃহৃদয়ের সমস্ত দরদ ও মমত্ব যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে। বঙ্কিমদা (রায়) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখান থেকে কেউ আসেনি ?

বঙ্কিমদা—এখনও তো কেউ আসেনি।

সুশীলদা—অর্ডার হ'য়ে গেলে অনেকেই চ'লে আসবে। গাড়ী আছে। সাইকেলও আছে অনেক।

সন্ধ্যা ৬-১০ মিনিটের সময় খবর পাওয়া গেল, পূজ্যপাদ বড়দার জামিন পাওয়ার জন্য যে আবেদন করা হয়েছিল তা' নাকচ হ'য়ে গেছে। খবর শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। ছটফট করছেন আর অব্যক্ত বেদনায় কাতরভাবে উঃ-আঃ করছেন। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) এসে তাড়াতাড়ি ব্লাড প্রেসার দেখলেন—১৮০। ১১৫, এবং নাড়ীর গতি ১০৫।

দুমকা, কলকাতা প্রভৃতি অনেক জায়গা থেকে ফোন আসতে লাগল পরমপূজ্যপাদ বড়দার খবর পাওয়ার জন্য। সুশীলদা ফোন ধ'রে সব জায়গায় খবর জানিয়ে দিলেন। তারপর ফিরে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কোর্টের অর্ডারটা কী, নাকচ করার কারণ কী দেখিয়েছে, কবে কী হবে, ইত্যাদি। সুশীলদা একে-একে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) খোঁজ করলেন—কেষ্টদা কো'নে, কেষ্টদা ?

বসাওনদা (সিংহ) দৌড়ে কেষ্টদাকে ডাকতে গেল। সুশীলদা বললেন—আমি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

একটু অম্বিকাবাবুর (দাস) ওখানে যাই। (অম্বিকাবাবু সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে এই মামলার তদ্বির করছেন)।

সুশীলদা উঠে যেতে কেষ্টদা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও (বড়দা) কাঁদতেছে না তো?

কেষ্টদা—না, কাঁদবে কেন? তবে অর্ডার শুনে দু'একজন কাঁদছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে কে?

কেষ্টদা—এই নন্দদা (ঘোষ), এই সব কয়েকজন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার কেষ্টদার কাছে কোর্টের খবর সব শুনলেন জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে। তারপর উদাসভাবে বলছেন—আমার মনে সব সময় খারাপটাই হয়েছে। এখন আমাকে নিয়ে গেলে আমি একটু ওকে (বড়দাকে) দেখে আসতাম।

পরমদয়ালের এই অস্থিরতা ও কষ্ট অপনোদনের জন্য কেষ্টদা নানারকম ভরসার কথা, সান্ত্বনার কথা বলতে থাকেন। কথাবার্ত্তার মধ্যেও দয়ালের মন আনমনা। মাঝে-মাঝে-দু'একটি কথা বলছেন। কাছে লোকজন বিশেষ কেউই নেই। আস্তে আস্তে রাত গভীর হ'য়ে আসে। সকলের বিশেষ প্রার্থনায় দয়াল উঠে পায়খানায় গেলেন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে কোনরকমে দু'টি মুখে দিয়ে শয়ন করলেন।

৯ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ২৩।১।১৯৫৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। শরীরমন বিষণ্ণ, চিন্তাভারাক্রান্ত। পরিচর্য্যাকারীদের দু'তিনজন ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে মাঝে-মাঝে সুশীলদা (বসু), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) এ-রকম কয়েকজনের সঙ্গে নিম্নস্বরে আলাপ-আলোচনা করছেন। গোটা আশ্রম-পরিবেশই যেন ম্রিয়মাণ। অনাবশ্যক শব্দ বা কথা কোথাও শোনা যাচ্ছে না। যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'রে চলেছে নীরবে। কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীগুলিকেও বুঝি স্পর্শ করেছে প্রভুর এই হৃদয়বেদনা। তাদেরও কোন স্বর শোনা যাচ্ছে না।

সকাল সাড়ে আটটা। রেণুমা (মুখোপাধ্যায়) এসে প্রণাম করলেন। সঙ্গে তাঁর মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী আছে। ওঁকে দেখেই আগ্রহের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কখন এলি?

রেণুমা—এইতো আসছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কে এলো?

রেণুমা—নেবু, সিদ্ধার্থ ওরাও এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখের মধ্যে আনন্দ জোরমত হয় না।

ওঁরা সব একধারে যেয়ে বসলেন।

ধীরে-ধীরে বেলা বেড়ে ওঠে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে জল খেয়ে সুপারি মুখে দিচ্ছেন, তামাকু সেবন করছেন। কিন্তু দেখে মনে হয়, মন তাঁর এখানে নেই। একটা আনমনা উদাস ভাব। চোখদুটি তাঁর যেন ভবিষ্যতের আরো কোন বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে।

বেলা সাড়ে দশটার পর দয়াল খুবই উতলা হ'য়ে পড়লেন। তাঁর নয়নযুগল হ'য়ে পড়ল অশ্রুভারাক্রান্ত। তারপর সেই অশ্রুধারা গণ্ডদেশ অতিক্রম ক'রে ক্রমাগত ধারায় ঝরে পড়তে লাগল অঝোরভাবে। ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলেন দয়াল ঠাকুর। মায়া মাসীমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে গামছা দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছেন। কাঁদতে-কাঁদতেই বিলাপ ক'রে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কেউ নেই ভেল্কুর মা, আমার কেউ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কাতর অবস্থা ও অভিব্যক্তি দেখে, সামনের উঠানে যারা দাঁড়িয়েছিল, সবারই চোখে জল দেখা দিল। এক বিমূঢ় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে ভাসছে সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ।

একটু সামলে নিয়ে বেলা সাড়ে এগারোটায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন। আহারাদি সমাপন করতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। চোখদুটি তাঁর ভারাক্রান্ত। গম্ভীর হ'য়ে বসে আছেন। আরো কিছু পরে শয়ন করলেন খড়ের ঘরেই। পাশের ছোট খাটখানিতে শ্রীশ্রীবড়মা শুয়ে আছেন। কাছে দু'তিনজন তাঁদের পরিচর্য্যায় রত।

জগন্নাথ নামে বিহারের একটি লোক এখানে রান্নার কাজ করত। কিছুকাল আগে তার মাথা খারাপ হয় এবং তার আর কাজ থাকে না।

আজ বেলা তখন কেবল তিনটা বেজেছে। জগন্নাথ কোথা থেকে একখানা দা হাতে ক'রে একেবারে ঠাকুরঘরের কাছে উপস্থিত। খড়ের ঘরের উত্তরের দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, মুখে অশ্রাব্য গালাগালি, হাতে সেই খোলা দা। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রাম করছেন ব'লে আশ্রম-এলাকা নীরব। ঠাকুরঘরের মধ্যেও পরিচারকগণ ছাড়া আর কেউ নেই।

জগন্নাথের চীৎকার শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ব'সে বললেন—দেখ্ তো কী হ'ল।

বারান্দায় চারিদিকে পরদা টাঙ্গানো। সেই পরদা ফাঁক ক'রে মুখ বাড়িয়ে সেবাদি দেখতে গেছেন কী ব্যাপার। জগন্নাথ সেবাদিকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে খড়ের ঘরের উত্তরের বারান্দায় পশ্চিম দিকের যে পাল্লাটি খোলা ছিল সেইখান দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে। ধীরেন ভুক্তদা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে ছিলেন ঐ দরজার কাছেই। বঙ্কিমদা (রায়) তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন—ধীরেন।

ধীরেনদা এগিয়ে গিয়ে জগন্নাথকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই জগন্নাথ হাতের দা দিয়ে ধীরেনদার বাম কান জুড়ে মাথার উপরে কোপ বসিয়ে দেয়। সঙ্গে বাম কানটি কেটে দু'ভাগ হয়ে যায়। মাথাতেও একটু চোট লাগে। ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়তে-থাকে। ধীরেনদা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতেই চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে এসে জগন্নাথকে জাপটে ধ'রে ফেলে। তারপর ওকে যতি-আশ্রমের মধ্যে নিয়ে বেঁধে রাখা হ'ল।

পাশে একখানা চৌকিতে শুইয়ে প্যারীদা (নন্দী) তাড়াতাড়ি ধীরেনদার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত কয়েকজনকে সাথে দিয়ে ধীরেনদাকে যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য দেওঘর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। আর জগন্নাথকে থানায় নিয়ে ডাইরী করিয়ে পুলিশের হেপাজতে দিয়ে দেওয়া হ'ল।

এইসব কাণ্ড মিটতে বিকাল চারটা হ'য়ে গেল। শীতের বেলা। সন্ধ্যাও তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এলো। শ্রীশ্রীঠাকুর কোর্টের খবর পাওয়ার জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছেন। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার পর দুমকা থেকে ফোনে খবর পাওয়া গেল—পূজ্যপাদ বড়দার জামিনলাভের জন্য আজ যে দরখাস্ত কোর্টে করা হয়েছিল তা' গৃহীত হয়েছে। বড়দা জামিন পাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ যেন একটু ভাল হ'য়ে উঠলেন। উৎফুল্ল হ'য়ে সচকিতভাবে বললেন—নাকি?

মায়া মাসীমা পা ঝুলিয়ে চৌকির একপাশে ব'সে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছেন পরম দয়াল—ভেল্কুর মা! কাছে এসে বস না। (তারপর সুশীলদাকে) ভেল্কুর মা যত বুড়ো হ'চ্ছে তত ভক্ত হচ্ছে।

মায়া মাসীমা একটু হেসে ভাল ক'রে পা মুছে কাছে এসে বসলেন। একটু পরে কেষ্ট সা:উদা ও বিষ্ণুদা (রায়) আসতে তাঁদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরেনদার খবর জানতে চাইলেন।

কেষ্টদা—ধীরেনদাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার ভালভাবে দেখলেন। এখন কানটা সেলাই করে দেবে। পুলিশকেও সব ঘটনা জানিয়ে ডাইরী ক'রে দেওয়া হয়েছে। জগন্নাথ পুলিশ-হেপাজতে আছে।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিষ্ণুদাকে বললেন—দেখ, আমি কই, দু'জন মানুষ জোগাড় কর।

বিষ্ণুদা—আমার কাছে কথা তো অনেকে দেয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তারা খাঁটি মানুষ না

বিষ্ণুদা—একজনের খবর পেয়েছি, তিনি গ্র্যাজুয়েট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ literate man (শিক্ষিত মানুষ) দিয়ে অনেক সময় কাজ হয় না। শিবাজী একেবারে মুখ্যু ছিল বলে বোধ হয় অত বড় হ'তে পেরেছিল। Literate (শিক্ষিত) হ'লে অনেক সময় মানুষ বোকা হ'য়ে যায়।

উপস্থিত সকলে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের এখন দালানের হলঘরে থাকাই ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) বললেন—শরৎদা, দেখে আসেন তো ঐঘরে থাকা যায় কিনা!

শরৎদা ঘর দেখে এসে বললেন—হ্যাঁ যাওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতমশাইকে (গিরিশদা) বললেন ঘরে যাওয়ার ভাল দিন দেখার জন্য। পণ্ডিতমশাই উঠে পঞ্জিকা দেখে বললেন—আগামী কালই ভাল দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি ঐঘরে থাকি তাহলে ঐ পিছনের দিককার দরজায় এবং এই সামনের দিককার দরজায় বেশ শক্ত ক'রে fencing (বেষ্টনী) দেওয়া লাগবে।

ইতিমধ্যে বঙ্কিমদা (রায়) এসে দাঁড়ালেন। উনি ধীরেনদার সঙ্গে গিয়েছিলেন। বললেন—ধীরেনের কানে খুব ভাল stiching (সেলাই) হ'য়ে গেছে। ডাক্তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বলল, ইচ্ছা করলে আপনারা ওকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। তাই, আমরা ধীরেনকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। এখন খেয়াল রেখো ওর শুশ্রূষা আর চিকিৎসা যেন ঠিকমত হয়।

দশরথদা (সিং) ও যোগেনদা (সিং) এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দশরথদাকে বললেন—এই দশরথ! আমার এই ঘরের আশেপাশে লোক থাকা লাগবে নে। তুই থাকতে পারলে খুবই ভাল হয়। তুই আর যোগেন থাকতে পারলে আর কাউকেই লাগত না। বসাওন (সিং) থাকতে পারে না? এই বসাওন! তুই থাকতে পারিস্ না?

বসাওনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর বিছানা আছে?

বসাওনদা—হ্যাঁ, সব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দশরথ! বড়বৌ-এর কিন্তু আবার রাতে একা-একা বেরোনো স্বভাব আছে। আমার মা'রও ঐরকম স্বভাব ছিল। তিনি রাতে একেবারে একা-একা ঘুরতেন। (শ্রীশ্রীবড়মার দিকে ফিরে) বড় বৌ! তোমার যদি বেরোতে হয়, ঐ দশরথকে নিয়ে বেরিও।

শ্রীশ্রীবড়মা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(পণ্ডিতমশাইকে) পণ্ডিতমশাই ! দুমকায় যাওয়ার দিনটা দেখে দেন। কলকাতায় যাওয়ার দিনও দেখে রাখেন। (সুশীলদাকে) আমি গেলে তো আর আপনাদের দিন দেখা লাগবে না।

সুশীলদা—না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিলদাকে (ঘোষ) ডেকে বললেন—বেশ শক্ত দেখে একখান লাঠি নিয়ে আয়।

নিখিলদা লাঠি নিয়ে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর বসাওনদাকে ডেকে লাঠিখানি অনেকক্ষণ মাথায় ছুঁইয়ে তার হাতে প্রদান করলেন। এখন রাত ৭-১৮ মিনিট।

এরপর আর কথাবার্ত্তা বিশেষ হয় না। রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হৃষ্টচিত্তে আহারাদি ক'রে শয়ন করলেন। তাঁর নির্দ্দেশমত আজ ঠাকুরঘরের আশেপাশে সর্ব্বত্রই ভাল পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।

১০ই মাঘ, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৪।১।১৯৫৯)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। প্রাতঃকালীন প্রণামের পর যোগেনদাকে (সিং) শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই, কাল রাতে ভাল guard (পাহারা) ছিল না ?

যোগেনদা—হ্যাঁ, ঘরের চারদিকেই চারজন ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই অভ্যাস কিন্তু ঠিক রাখা লাগে। ভাল অভ্যাসগুলি ছাড়া ভাল না। আর, মন্দ অভ্যাসগুলি ছেড়ে দেওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গতকালকার নির্দেশ-অনুযায়ী ঘরের চারপাশে বাঁশের শক্ত বেড়া দেওয়া হ'চ্ছে। খগেনদা (তপাদার) লোক দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। ঘরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের সিঁড়ির সামনে শুধু দুটি প্রবেশপথ রাখা আছে। বড় দালানের হলঘরটিও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রাত্রে।

আজ সকালে দশরথদা (সিং), আদিনাথদা (মজুমদার) ও বিজয়দাকে (মজুমদার) লাঠি প্রদান করলেন পরমদয়াল।

সকাল ন'টার পরে দেওঘর থানা থেকে পুলিশ এসে গতকাল ধীরেনদাকে কোপ মারার ব্যাপারটা সব শুনল। রক্তের দাগগুলি ও ঘটনাস্থল দেখল এবং সমস্ত কিছুর রিপোর্ট লিখে নিয়ে গেল।

আজ দুপুরেই দুমকা থেকে ফোনে খবর এল, পূজ্যপাদ বড়দার bail granted (জামিন অনুমোদিত) হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন প্রফুল্ল। তাই দেখে সকলেরই স্বস্তি। দুপুরে শয়নের আগে তিনি পূবদিকে অশথতলার ছাউনিটা দেখিয়ে

বললেন—আজ বিকালে ওখানে যেয়ে বসলে হয়।

তদনুযায়ী বেলা তিনটার আগেই ওখানে তাঁর শয্যা প্রস্তুত করা হ'য়ে গেছে। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচণ্ড কাশি হ'তে থাকে। তাই, আর বাইরে গেলেন না। প্রায় চারটা যখন বাজে তখন শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—তাহলে বিছানা তুলে আনুক। ঠাণ্ডা তো প'ড়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাক্, আর একটু পরে আনবে নে।

বড়দা আজই বাড়ীতে আসতে পারবেন কিনা, এই চিন্তায় শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন। বারংবার খোঁজ নিচ্ছেন। থেকে-থেকে কাশির দমকে বেশ কষ্ট হচ্ছে তাঁর। একবার অনেকক্ষণ যাবৎ কাশি চলার পর হঠাৎ বললেন—দেখি, অন্যদিকে মন দিই। আয়, dictation (লেখা) দিই।

খাতা কাছে নিয়ে যেতে বেশ বড় একটি ইংরাজী বাণী দিলেন। সন্ধ্যার আগেই ঘরের চারদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া শেষ হ'ল। ৫-২০ মিনিট। সুশীলামা (বিশ্বাস) সান্ধ্যপ্রণামের জন্য থালায় ক'রে প্রদীপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই সময় সুশীলদা (বসু) দ্রুতপদে এসে খবর দিলেন—এস. ডি. ও-র 'অর্ডার' পাওয়া গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সাগ্রহে)—ও আসছে?

সুশীলদা—না, এস. ডি. ও. এখন 'অর্ডার' দিলেন।

তারপর জেলারের কাছে যেতে হবে। এইসব কাজ মিটে গেলে তারপর আসবে।

পূজ্যপাদ বড়দা জামিন পেয়েছেন কিনা—এই খবর জানার জন্য দুমকা, কলকাতা, বিভিন্ন জায়গা থেকে পুনঃ-পুনঃ ফোন আসছে। প্রত্যেকেই বলছেন—বড়দা ঘরে ফিরলেই যেন আমাদের ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়।

সান্ধ্যপ্রণাম হ'য়ে গেল। এখন ৫-৪৫ মিনিট। তেজোময়দা (সেনগুপ্ত) এসে খবর দিল—অশোকদা (পূজ্যপাদ বড়দার জ্যেষ্ঠ পুত্র) ও জ্ঞানদা (গোস্বামী) গাড়ী নিয়ে বড়দাকে আনতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তুই চ'লে এলি কেন?

তেজোময়দা—ওখানে আরো লোক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে তাতে হ'ল কী? তুই থাকলে ঠিকমত goad (পরিচালনা) ক'রে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে পারতিস্।

তেজোময়দা—সেখানে আমার থেকেও অনেক ভাল-ভাল লোক আছে।

এই উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। আস্তে-আস্তে বললেন—কি জানি!

শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তেজোময়দাও না দাঁড়িয়ে কোর্টের দিকে চলে গেল। এর মধ্যেই সারা আশ্রমে পরমপূজ্যপাদ বড়দার জামিন পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। কাতারে-কাতারে মানুষ আসছে। পূজ্যপাদ বড়দা কখন দয়াল ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে পৌঁছাবেন, সে-দৃশ্য উপভোগ করার জন্য সকলেই লালায়িত। দীক্ষিত ছাড়া আশপাশ অঞ্চলের অদীক্ষিত মানুষও বহু এসেছেন। ঘরের ভেতরে, বারান্দায় ও সামনের প্রাঙ্গণে আবালবৃদ্ধ জনতার ভীড় যেন উপচে পড়ছে।

প্রায় ছয়টা বাজে। চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। বাইরের থেকে ঠাণ্ডা আসছে দেখে খড়ের ঘরের চারিদিকের পরদা টেনে দেওয়া হ'ল। সামনে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটুখানি জায়গা খোলা রাখা হয়েছে। ঐ ফাঁকের মধ্যেও অনেকে ব'সে ও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘড়ির কাঁটা টিক-টিক ক'রে এগিয়ে চলেছে। সর্ব্বত্র এক আনন্দাকুল উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখের চেহারা বেশ উজ্জ্বল অথচ প্রশান্ত। বার-বার জিজ্ঞাসা করছেন গাড়ী আসছে কিনা। একটু পরেই বঙ্কিমদা বললেন—একখানা গাড়ীর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—তার মানে তার বাঁশী শুনেছি, চোখে দেখিনি।

সবাই হেসে উঠলেন। ঠিক ৬-৩ মিনিটে পূজ্যপাদ বড়দার মোটরের আলো দেখা গেল। খড়ের ঘরের কাছে মোটর থেকে নেমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বারান্দায় এসে যখন দাঁড়ালেন পূজ্যপাদ বড়দা, তখন ঘড়িতে ৬-৫ মিনিট। চুলগুলি তাঁর উস্কো-খুস্কো, মুখভরা দাড়ি। গায়ে একটা সাদা চাদর জড়ানো। দয়ালের শ্রীপাদপদ্মে আভুমি প্রণাম করলেন। প্রণাম করতে যেয়ে বড়দার দু'চোখ জলে ভেসে গেল। কাঁদছেন।

আদরভরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর চেহারা এত খারাপ হ'য়ে গেছে ক্যা?

বড়দা উত্তর দিতে পারছেন না। গলায় কান্না আটকে আছে। চোখে জলের ধারা। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার সোহাগের স্বরে বললেন—আমার ছাওয়াল হ'য়েই তোর এত শাস্তি।

পূজ্যপাদ বড়দা এখনও কোন কথা বলতে পারলেন না। উঠে যেয়ে শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো মাথায় নিলেন। উপস্থিত সকলেই এ দৃশ্যে অভিভূত। শতাধিক লোকের উপস্থিতি ভেতরে ও বাইরে। কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দটি নেই।

এইবার পূজ্যপাদ বড়দা চোখ মুছে এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত খারাপ চেহারা হইছে ক্যা?

বড়দা—না। দাড়ি-টাড়ি আছে ব'লে খারাপ দেখাচ্ছে। (পরে বললেন)

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমি কলকাতা থেকে আপনার আর মা'র জন্য দু'খানা চাদর আনিছিলাম।

একজনের হাত থেকে চাদর দু'খানা নিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার বিছানার একপাশে রাখলেন পূজ্যপাদ বড়দা। এই সময় দেওঘর শহরের ডাকু পাণ্ডা ও রামানন্দ পাণ্ডা এলেন। ওঁদের দেখে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা এসেছেন? বসেন। অতিকষ্টে bail (জামিন) পাওয়া গেছে।

ডাকুবাবু—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Bail (জামিন) তো দিতেই চায় না।

বড়দা—না দেয় না দিত। দেখা যেত কতদিন আটকায়ে রাখতে পারে। এখানে তো এসেই গিছিলাম।

একটু পরে উঠে পূজ্যপাদ বড়দা তাঁর মাসীমা, কাকিমা ও মায়া মাসীমাকে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন—এইবার আমি আসি। হাতমুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি প্রদান ক'রে, যারা সঙ্গে এসেছিল, সবার দিকে তাকিয়ে বললেন—যা, তোরা সবাই যা।

পূজ্যপাদ বড়দার সাথে সকলেই গেল। ভীড়ও ক্রমশঃ পাতলা হ'য়ে এল। ৬-২০ মিনিটের সময় ডাকুবাবুরা বললেন—আমরাও এবারে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল আবার আসবেন তো?

ডাকুবাবু—আমি তো সব সময়েই হাজির আছি।

ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে ফোনে বিভিন্ন জায়গায় এই শুভ সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে বললেন—আমার মনে হয়, বড় খোকা ঐ দালানে বা বড়-বৌয়ের ঐ ঘরে থাকলে হয়; মোট কথা, এই বাড়ীর মধ্যে। আমি ওদের আর বিশ্বাস করি না। কখন কী করে তার ঠিক নেই। সুশীলদা! বড় খোকা এখানে থাকলে তার ব্যবস্থা করা লাগবে নে কিন্তু।

সুশীলদা—সব ঠিক হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীশ্রীবড়মার দিকে ফিরে)—এইবার দুমকায় চ'লে গেলে হয়। ঐ বাড়ীটা যদি পাওয়া যেত। কি একেবারে কলকাতায়ই চ'লে গেলে হয়।

শ্রীশ্রীবড়মা—চল। এখানে আর থাকবে কে? কলকাতায়ই চল।

সাড়ে ছয়টা বেজে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতমশাইকে ডেকে বললেন—গিরিশদা! দেখেন তো বড় খোকার কলকাতায় যাওয়ার দিন কবে আছে।

পণ্ডিতমশাই পঞ্জিকা দেখে বললেন—কালই ভাল দিন আছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

অম্বিকাবাবু (দাস) এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসেন। অম্বিকাদার চেষ্টায় bail-টা (জামিনটা) হ'য়ে গেল। কী clique (ষড়যন্ত্র)। বাবা রে বাবা!

কাজলদা—বাবা! বড়দার তো bail (জামিন) হ'য়ে গেল। কাল ভাল দিনও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যাবই তো। আমি যাব। কিন্তু যেতে হ'লে অম্বিকাদার সাথে private (গোপন কথাবার্ত্তা) করা লাগবে, বড় খোকার সাথে private (গোপন কথাবার্ত্তা) করা লাগবে।

অম্বিকাবাবু—আমি এখন উঠি। ও (বড়দা) সারাদিন খায়নি। হয়তো আমার জন্য ব'সে থাকবে।

ব'লে প্রণাম ক'রে রওনা হলেন। দশরথদাকে (সিং) এরপর বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকার বাড়ীতে শক্ত-শক্ত guard (পাহারা) রাখিস্। কোন গোলমাল যেন না হ'তে পারে।

সাতটার পর পরমপূজ্যপাদ বড়দা ঠাকুরঘরে এলেন। এখন তাঁকে বেশ ঝরঝরে ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। কলকাতা থেকে যে চাদর দু'খানা এনেছেন, এখন তা' নিজ হাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কিছুক্ষণ গায়ে দিয়ে থাকার পর বলছেন—নে, খুলে নে।

চাদরখানি খুলে নিয়ে পূজ্যপাদ বড়দা সেখানা ভাঁজ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যার একপাশে রেখে দিলেন। তারপর জ্ঞানদাকে সাথে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথা বলতে লাগলেন। রাত ন'টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা ব'লে ওঁরা প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন।

১১ই মাঘ, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৫।১।১৯৫৯)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। গতকাল পরমপূজ্যপাদ বড়দা ফিরে এসেছেন। সকলেরই মন উৎফুল্ল। সমবেত প্রণামের পর শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও আরো কয়েকজনের সাথে নিরালায় কথাবার্ত্তা বললেন।

পূজ্যপাদ বড়দা জ্ঞানদাকে সাথে নিয়ে আজ কলকাতায় রওনা হচ্ছেন। একটু বেলায় ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করতে এসেছেন। এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম করলে দয়াল কেষ্টদাকে বললেন—বড় খোকা আজ কলকাতায় চ'লে যাচ্ছে। ওর যাওয়াই ভাল। আপনি আর আমি পরে যাব। ৫ই ফেব্রুয়ারী যাওয়ার দিন

আছে। ও পর্য্যন্ত আমার থাকাই লাগবে নে। কারণ, ঐ সময় বড় খোকার কোর্টে হাজির হওয়া লাগবে।

এরপর ওঁরা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমার খালি Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথা মনে পড়ে। তিনি anointed, by the love of the father in Heaven (স্বর্গস্থ পিতার প্রেমে অভিষিক্ত)।

শ্যাম ভট্টাচার্য্যদা বললেন—একটি দাদা তাঁর মেয়ের বিয়ের চেষ্টা ক'রে দুটি সম্বন্ধ পেয়েছেন। তার মধ্যে একটি এম. এ. পাশ, খুব বড় চাকরী করে। আর একটি ম্যাট্রিক পাশ, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বড় হ'য়ে উঠেছে। কোন্‌টির সাথে বিয়ে দেবেন জানতে চেয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এম. এ. পাশ চাকরের চাইতে ম্যাট্রিক পাশ অথচ নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানুষ আমার বেশী ভাল লাগে।

এরপর শরৎদা (হালদার), অনিলদা (গাঙ্গুলী), বৈকুণ্ঠদা (সিং), প্রমুখ অনেকে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওঁদের দিকে তাকিয়ে বলছেন—Physique (শরীর) যত অপটু হয়, তখন intention (প্রবণতা) থাকলেও will (ইচ্ছা) ক'মে যায়। আমাকে এরকম স্থাণু আরো ক'রে দেছে এই case (মোকর্দ্দমা)। বড় খোকা ছিল কাছে। ছাওয়াল মানুষ করার মত ক'রে আমাকে বলত, 'চলেন, কিচ্ছু ভয় নেই'।

১২ই মাঘ, সোমবার, ১৩৬৫ (ইং ২৬।১।১৯৫৯)

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পরে ইন্‌কাম ট্যাক্স্‌ অফিসার বেদানন্দ ঝা ও জনৈক অধ্যাপক শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে এসেছেন। কুশল-বিনিময়াদির পর শ্রীঝা বললেন—বড়দার কথা শুনে মনে বড় দুঃখ লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি, গবর্ণমেণ্ট সবারই guardian (অভিভাবক)। শুধু শাসনে সব সময় মানুষের মঙ্গল করা যায় না। বাপ-মা'র মতন হওয়া লাগে। শাসনের মধ্যে তোষণ থাকা লাগে। নিজের ছেলেমেয়ের 'পরে মানুষের যেমন থাকে আর কি! আমি চাই না যে আমি ম'রে যাই, কষ্ট পাই। আমি যেমন চাই না, তেমনি অন্যকেও তা' করতে নেই। মানুষকে জব্দ ক'রে মানুষের ভাল করা যায় না। শিষ্টকে যদি কুশাসিত করি, আর কুকে যদি প্রশ্রয় দিই, তাহলে শিষ্ট আর বাড়বে না। তখন শিষ্টরাও ভাববে, আমরা যদি অশিষ্ট হই তাহলে বেশী ক'রে সুবিধা পাব। আরো একটা কথা। আপনি গবর্ণমেণ্ট অফিসার ছাড়াও একজন পণ্ডিত লোক। আপনার মতন পণ্ডিত লোকদের মধ্যে যদি পারম্পরিকতা থাকে তবে লোকে

তাই দেখে শিখতে পারে। মতান্তরে মতান্তর হয়। সেটা ভাল না। যারা শিষ্ট, বিদ্বান, বিদ্যাবিৎ তারা তখন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হ'য়ে যায়। ফলে, evil rise করে (অসৎ মাথা চাড়া দেয়)। আর, evil rise করলে (অসতের আবির্ভাব ঘটলে) দেশ কুশাসিত হ'তে বাধ্য। যাহোক, আপনাকে অনেকদিন পর দেখলাম। এই অসুস্থ অবস্থায় এবং এই storm-এর (দুর্বিপাকের) মধ্যে আপনাকে দেখে ভাল লাগল।

শ্রীঝা—অনেক সময় প্রারব্ধের জন্যও আমরা কষ্ট পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রারব্ধ তো আমরাই সৃষ্টি করি। দেশের অবস্থা এমনতর করা হয়েছে ঢের আগের থেকে। আজ সেটা react (প্রতিক্রিয়া) করছে আমার উপর। প্রারব্ধ মানে পূর্ব্বে লব্ধ যা'। সেটাকে যদি প্রতিবিহিত করতে না পারি, অসৎকে যদি নিরোধ করতে না পারি তাহলে তার ফল ভোগাই লাগে। (একটু থেমে) আমি ভাবি এখান থেকে যদি একটু change-এ (স্থান-পরিবর্ত্তনে) যেতে পারতাম তাহলে ভাল হ'ত।

শ্রীঝা—একটা জায়গা আমি দেখে এসেছি, হৃষীকেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হৃষীকেশ ভাল। কিন্তু আমার ঐ ছেলে দরকার। ছেলে ছাড়া তো এখন চলতে পারি না। এইতো এখানে প'ড়ে থাকি। আপনারা আসেন, তাই দেখি। এইতো দেখেন, অনেকে কয়, আমার নাকি এখানকার কলেজে টাকা দেওয়া ভাল হয়নি। দেওয়ার ফলে এখানকার লোকে নাকি বুঝেছে যে সৎসঙ্গকে একটু molest (উৎপীড়ন) করলেই টাকা বেরোতে পারে। আসলে টাকা কিন্তু টাকা না। টাকা হ'ল মানুষ। টাকা উপায় করি বা না করি যত মানুষকে বান্ধব ক'রে তুলতে পারব ততই লাভ। টাকার life-ই (জীবনই) হ'ল মানুষ। সেই মানুষকে বাদ দিয়ে যদি টাকা prominent (প্রধান) হয়ে যায় তাহলে তার আর প্রাণ থাকে না। টাকা দ্বারা সৃষ্টি হয় শিল্প, জমি, শস্য প্রভৃতি। তারপর সেগুলি যখন দেওয়া-নেওয়া হয় তাকে কয় বাণিজ্য। কিন্তু এসবই তো মানুষের জন্য। মানুষের মধ্যে কে কোন্ কাজে কতটা যোগ্য তার symbol (চিহ্ন) হ'ল ঐ coin (মুদ্রা) বা টাকা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ নীরব হলেন। তারপর আনমনাভাবে বলছেন—মানুষের মত সব রকমই আছে আমার। দুঃখ পেলে আমারও কষ্ট লাগে। আমি বুঝি, আমার যা' যা' হয়, মানুষের তাই তাই হয়। এইতো আপনাকে দেখে একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। তাই মনে হয় এখান থেকে একটু ফাঁকে গেলে আমার ভাল হ'ত।

শ্রীঝা—আমি আপনার হৃষীকেশে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু ঐ যে আমার ছেলে। ছেলে যে case-এ (মামলায়) পড়েছে। মাঝে-মাঝে তার কোর্টে appear (হাজির) হওয়া লাগবে। বরং আপনি যদি একটু আমাকে জেনে দেন যে ওর এখন এখানে আসা লাগবে কিনা তাহলে খুব কাজ হয়। তা' ছাড়া ওর নিজেরও অসুখ। Lungs-এ (ফুসফুসে) কী যেন হয়েছে। তাই বলছিলাম, আমি ওখানে না যেয়ে যদি গঙ্গার ধারে কোথাও যাই, যেমন পাটনায় বা কলকাতার ধারে। তাহলে সেখানে যেয়ে treatment (চিকিৎসা) করাতে পারি। কলকাতা town-এ (শহরে) আমার যেতে ইচ্ছে করে না। Village-এর (গ্রামের) দিকে কোথাও থাকতে চাই।

শ্রীঝা—চিকিৎসার ব্যবস্থা হৃষীকেশেও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি অতদূর নাও যেতে পারি, তাহলে অন্ততঃ কলকাতার দিকেও যেতে পারি। তা' ছাড়া, এখন যে situation-এর (পরিস্থিতির) সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমার এদিকে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

এই সময় অধ্যাপক ভদ্রলোকটি বললেন—কিন্তু ঠাকুর! আপনি যাবেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখেন না আমার শরীরের অবস্থা। ব'লে খালি পায়ে খানিকটা হাঁটলেন। চলার শেষের দিকে হাঁটু ভেঙ্গে ব'সে পড়ছিলেন। বঙ্কিমদা (রায়) ও প্যারীদা (নন্দী) দু'পাশ থেকে ধ'রে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখেন, প'ড়ে যাই। মাঝখানে যেটুকু ভাল হয়েছিল, এখন তাও নেই। তাই, এখন আমার এখান থেকে একটু সরাই ভাল।

শ্রীঝা—আচ্ছা, আজ তাহলে এখন উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা। বই-টই আর লেখেন না?

শ্রীঝা—আর হ'য়ে উঠছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখা ভাল। আমাদের tradition-টা (ঐতিহ্যটা) ছাড়া ভাল না। Tradition-এর (ঐতিহ্যের) 'পরেই তো জাতি দাঁড়ায়। Tradition (ঐতিহ্য) ভেঙ্গে যদি কেউ মুসলমান হয়, তার সে মুসলমান হ'য়ে কোন লাভ নেই। ধর্ম্ম কখনও দুই হয় না। আমরা ধর্ম্মের ফাঁক করি out of অন্য interest (অন্য স্বার্থে)। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান যে, সে নিশ্চয়ই previous prophet-দের (পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতদের) সবাইকে স্বীকার করবে।

শ্রীঝা—আমি এখন একখানা বই লিখছি মুসলমানদের হিন্দুধর্ম্মে absorb (অন্তর্ভুক্ত) ক'রে নেওয়া যায় কিনা, এই সম্বন্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে absorb (অন্তর্ভুক্ত) কইলেন, ওতে আপত্তি থাকতে পারে। কেউ বলতে পারে, ও! আমাকে absorb-করতে (শুষে নিতে) চায়। হিন্দুধর্ম্ম,

মুসলমানধর্ম্ম ব'লে কিছু নেই। ধর্ম্ম এক। ধর্ম্ম মানে ধৃতি, ধৃতি মানে ধারণ। যাতে আমাদের existence (অস্তিত্ব) বিধৃত থাকে, ধৃতিটাকে যা' nurture (পরিপোষণ) দেয়, আমি যাতে আয়ুষ্মান হ'য়ে থাকি, ধর্ম্ম তাই। বুড়ো হ'য়ে গেলে আমাদের মাংসগুলি লোল হ'য়ে পড়ে, স্মৃতি নষ্ট হয়। মানে ধারণক্রিয়া আর তেমন সতেজ থাকে না। কিন্তু যদি আচার-নিয়ম-নিষ্ঠা নিয়ে ধৃতির পথে চলি, তাহলে ওরকম নাও হ'তে পারে।

এইবার শ্রীঝা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বললেন—আজ তাহলে উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, আবার সুবিধা হ'লে আসবেন। (অধ্যাপককে) আবার সুবিধা হ'লে আসবেন।

ওঁরা সম্মতি জানিয়ে চ'লে গেলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বাথরুমে গেলেন। তারপর শরীর খারাপ বোধ হওয়ায় শুয়ে পড়লেন। এখন তাঁর নাড়ীর গতি ৯০।

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ২৭।১।১৯৫৯)

আজ ভোর থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। সকাল সাতটার পর থেকেই ঝির-ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। খড়ের ঘরের সামনের দিকের পরদাটাই কেবল তোলা হয়েছে। আর সব বন্ধ।

সুশীলদার (বোস) সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—একটা বামুনের মেয়েকে যদি একটা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ছেলে বিয়ে করে, তাহলে তার ঐ সংস্কার নষ্ট হ'য়ে যায়। এটা প্রতিলোম। অনুলোমে সংস্কার নষ্ট হয় না। কিন্তু অনুলোম যা'-তা' করলে পরে ভাল হয় না। অনুলোম করতে হ'লে আপনার কৃষ্টি ও tradition-এর (ঐতিহ্যের) সাথে তার কৃষ্টি ও tradition-এর (ঐতিহ্যের) মিল থাকা চাই। আগে আমাদের ঘটকপ্রথা ছিল। তারা জানত, কোন্ ছেলের সাথে কোন্ মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন ছেলেমেয়ে হবে। ঘটকরা একেবারে নিশ্চিতভাবে ব'লে দিতে পারত। এই ঘটকপ্রথা নষ্ট হ'য়ে গেছে ব্রাহ্মসমাজের সময় থেকে।

সুশীলদা—আগে স্বয়ংবর প্রথাও ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বয়ংবর মানে কিন্তু যাকে তাকে বিয়ে করা নয়। নিজে select (নির্ব্বাচন) ক'রে নেবে ঠিকই। কিন্তু কখনও নীচকে select (নির্ব্বাচন) করবে না। উচ্চকেই তো বরণ করে। না কি?

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আদিত্য মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এসে বসলেন।

আদিত্যদা—মারণ, উচাটন, বশীকরণ, এগুলি কি সত্য? এর কি কোন practical application (বাস্তব বিনিয়োগ) আছে?

কেষ্টদা—ওগুলির নামই যে ঐ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরকম হয়, ধর আমি এমন attitude (ভাবভঙ্গী) করলাম যে তুমি আমাকে দেখতেই পার না। কিন্তু আমার সে অন্যায় তুমি হয়তো সহ্য করলে। তারপর দরদের সাথে সুব্যবহার ক'রে আমার ভেতরটা সাফ ক'রে আমাকে পরিশুদ্ধ ক'রে নিলে। এইরকম করতে-করতে আমি তোমার উপর attracted (আকৃষ্ট) হ'য়ে উঠলাম।

আদিত্যদা—সে একটা practical (বাস্তব) কথা। আর আমি ঘরের মধ্যে ব'সে ওঁ-বং করলাম, আর আপনি বশ হ'য়ে গেলেন। সে একটা বাজে কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনও তো হ'তে পারে যে ওর মধ্যে যা' আছে আমি হয়তো জানি না। এই যেমন ভেকসাধন কয়। মানে এমনভাবে ভেকের ডাক ডাকে যাতে অনেক ব্যাঙ এসে পড়ে। অনেকে আবার কাক বা শিয়ালের মত ডাকতে পারে। ঐ ডাক শুনে বহু কাক হয়তো এসে পড়ল বা শিয়াল ডেকে উঠল। এমন অনেক জিনিস হয়তো এখনও আছে যেগুলি আমরা এখনও জানি না। এই যেমন ভরদ্বাজের বিমান-শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেল, কত রকমের fuel (জ্বালানি) আছে। আরো কী কী আছে। এগুলো সব দেখা লাগে।

এরপর কেষ্টদা সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়ে কথা তুললেন। তারপর বললেন—এরকম আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন কোন solution (দ্রব্য) যদি থাকে, যার মধ্যে হাত দিয়ে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে না। তারপর juggler-রা (যাদুকররা) দেখায়, মুখ দিয়ে গড়-গড় ক'রে আগুন বের করছে। তার মানে stomach-টাকে (পাকস্থলীটাকে) আগে bennumbed (অবশ) ক'রে নেয়। মুখের মধ্যে আগে আগুন নিয়ে তারপর সেটা বের করে। এ হ'ল scientific magic (বৈজ্ঞানিক যাদু)। এসবগুলির মানে বোঝা যায়।

এই সময় কেষ্টদা গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্থিতপ্রজ্ঞ না হ'লে তো কিছুই করা যায় না। স্থা-ধাতু মানে থাকা। তার থেকে স্থিত হয়েছে। কথাটাই হ'ল স্থা-প্রজ্ঞ। আগে আদর্শে স্থিত হওয়া, তারপর প্রজ্ঞালাভ। স্থিতপ্রজ্ঞ হ'তে হলে Ideal (আদর্শ) লাগে। He who has no Ideal to be adhered cannot catch (যার জীবনে যুক্ত হবার মত কোন আদর্শ নেই, সে কিছুই ধরতে পারে না।) It is from internal to external psycho-physically (এটা একটা মানস-শারীর প্রক্রিয়া। আগে ভিতরে হয়, পরে বাইরে প্রকাশ পায়)। যতক্ষণ স্থিত প্রজ্ঞা না আসছে, ততক্ষণ কোন

কাজই successfully (কৃতিত্বের সঙ্গে) ক'রতে পার না। এই হ'চ্ছে factful rational determination (বাস্তব যুক্তিপূর্ণ প্রত্যয়)। কিছুতে থেকে জানা। জানায় থাকা না কিন্তু।

১৪ই মাঘ, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ২৮।১।১৯৫৯)

গত কাল সারাটা দিনই কেটেছে বর্ষা ও মেঘলার মধ্য-দিয়ে। শেষরাত থেকে বর্ষাটা ধরেছে। তবে আকাশভরা মেঘ। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে অবস্থান করছেন। প্রাঙ্গণের নীচু জায়গাগুলিতে জল জ'মে আছে। ঘরের সামনের দিকের পরদাটাই শুধু খোলা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার স্বর আজও পরিষ্কার হয়নি। গলায় 'বেঞ্জিন্‌ভেপার' দেওয়া হ'ল একবার।

সকালে ভক্তবৃন্দ এসে বসেছেন। স্বপ্ন দেখা, দৈববাণী শোনা, ইত্যাদি নিয়ে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওগুলি সবই হ'ল inner (অন্তরের) আদেশ। ব্যাপারটা অনেকটা রেডিওর tuning-এর (একতানে বাঁধার) মত হ'য়ে যায়। তা' না হ'লে অন্য কোনটা না হ'য়ে ওটাই বা হবে কেন? এই যে বাবা বৈদ্যনাথের আদেশ শোনে। ও-ও ঐরকমেরই। ওটা আমার ভিতরেরই কথা—bid of curative urge (আরোগ্যলাভের আকুতির অনুজ্ঞা)। আবার এমনও হয়, আমি যদি কাউকে tuned হ'য়ে (একমনে) ভাবতে থাকি আর আমার সামনে তখন আর সব vacant (ফাঁকা) হ'য়ে শুধু সে থাকে, তখন হয়তো সে ভাবল, 'যাই, ঠাকুরের কাছে যাই।' তারপর আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। এরকম tuning-এর (ঐকতানের) ব্যাপার আছেই। তা' না হ'লে আমেরিকায় ব'সে কথা হচ্ছে, সেই কথা এখানে ব'সে শোনা যায় কী ক'রে? সেও তো ঐ শর্ট্‌ওয়েভ্‌ লং ওয়েভ-এর ব্যাপার।

যতীন দাসদা—আমি একজনের চিন্তায় বিভোর থাকলে কিভাবে তার দেখা পাব, এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটি রকম হয়। এক, আমার thought (চিন্তা)-গুলি আপনাতে centred (কেন্দ্রায়িত) হচ্ছে। আবার আপনার thought (চিন্তা)-গুলিও আমাতে centred (কেন্দ্রায়িত) হচ্ছে। ধরেন, কারো হয়তো খুব বড় রকমের অসুখ করেছে। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছে। তখন তার সামনে শুধু আমার চিন্তা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। কেবল এক চিন্তা, ঠাকুর আছে। তার আর কোন interest (অন্তরাস) নেই। আছে বাঁচার interest (অন্তরাস)। আর সেই interest (অন্তরাস)-এর পরিপূরণ নির্ভর করছে ঠাকুরের উপর। এইভাবে ঠাকুরের

চিন্তায় absorbed (অভিনিবিষ্ট) হ'য়ে থাকার ফলে সে হয়তো পেল কোন দৈববাণী, অথবা ঠাকুরকে দেখল। আস্তে-আস্তে বেঁচেও গেল।

বিকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে। পড়ন্ত রোদে সারা প্রাঙ্গণ ঝলমল করছে। খড়ের ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে (বসু) বললেন—আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা দুর্ব্বল ভাব বোধ করি। যদি আপনি ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আমার ঐদিকে (কলকাতার দিকে) গেলে ভালই হ'ত।

বিকাল সাড়ে চারটার পর স্থানীয় উকিল চন্দ্রমৌলেশ্বর প্রসাদ সিং এলেন। তিনি বসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমি ভাবছি, দিনকয়েকের জন্য একটু ফাঁকে যেয়ে থাকি, কলকাতার কাছে, village-এর (গ্রামের) দিকে। আপনারা এদিকে সব মিটিয়ে ফেললেন, তারপর যদি আসা যায় তখন সব enjoyable (উপভোগ্য) হবে।

চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে আমি যাব তো? যাব?

চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জয়গুরু, দয়াল। (হাসি)

চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু—ওদিকে কতদিন থাকবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা এটা (বর্ত্তমান মামলা) মুক্ত ক'রে দেন, free (স্বাধীন) ক'রে দেন, তারপর দেখা যাবে। আবার আপনাদের মাঝে থাকব। (শরৎ হালদার-দার দিকে তাকিয়ে বলছেন) আমি যে ওখানে যাচ্ছি। বহু লোক আছে। সেই সব ভীড় ঠেলে আবার আসা মুশকিল হবে।

এরপর চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু মামলার বিষয়ে শরৎদা ও সুশীলদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় চাইছেন। তখন দয়াল আবার বললেন—তাহলে আমি যাব তো?

চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্তে যাবেন। কিন্তু দেখবেন, আমাদের অনাথ ক'রে যাবেন না।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বলছেন—আমি যদি যাই তাহলে আপনাদের কয়েকজনের তো যাওয়াই লাগবে নে। আমি তো আর কথা কইতে পারব না। এই আপনি, শৈলেন, কেষ্টদা, এই সব। মানে যারা এই নিয়ে deal (কাজ) করে, তাদের কয়েকজনের যাওয়াই লাগবে নে। (অনিল গাঙ্গুলীদাকে) তোরেও ওখানে লাগতে পারে! (আবার শরৎদাকে) এসব ভেবে ঠিক ক'রে রাখবেন। আমার প'রে কিছু ফেলে রাখবেন না। আমি তো invalid (অক্ষম)। পরে

ক'বেন না, 'ঠাকুর তো এটা ক'ননি।' তারপর ওখানে পে'ীছাবার পরে তখন-তখন যাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেও তো হবে না। সে-সব আগের থেকেই ভেবে ঠিক করবেন। অবশ্য সবই যদি-র মধ্যে। যদি আমি যাই—।

শরৎদা—খালি-খালি বেশী লোকের যাওয়ার তো দরকার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী লোক মানে আমার যাদের লাগে, তারাই যাবে।

কিছু পরে পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—গিরিশদা, আজ একটু হাঁট্‌ব ? দিন ভাল আছে ?

গিরিশদা—হ্যাঁ হাঁটতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) কই ভাল আছে ?

গিরিশদা—না, ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে হে'টে সি'ড়ি দিয়ে নেমে প্রাঙ্গণে তাম্বুর চৌকি পর্য্যন্ত গেলেন। তারপর আবার ঘুরে এসে বসলেন। আজকের হাঁটা অনেক স্বাভাবিক।

সন্ধ্যার পর আকাশে আবার মেঘ ঘনিয়ে এল। সাথে-সাথে শুরু হ'ল বিদ্যুতের চমকানি ও মেঘগর্জ্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৯।১।১৯৫৯)

আজ সকালে বৃষ্টিটা ধরেছে। কিন্তু আকাশে একেবারে চাপা মেঘ। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। ডাঃ হরিপদ সাহা চিকিৎসার জন্য আগামীকাল কলকাতায় যাবেন। এখন এসে বললেন—তাহলে কাল যাব তো ?

উত্তর না দিয়ে পরম দয়াল মৃদু-মৃদু হাসছেন। তাই দেখে হরিপদদা আবার বললেন—আপনি যদি ক'ন তো যাই। নতুবা থাক্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁড়া দেখি। সুশীলদা যদি আমারে পাশ দেয়, তাহলে একেবারে আমার সাথেই যাস্।

হরিপদদা 'আচ্ছা' ব'লে হাসতে-হাসতে চ'লে গেলেন। ....বেলা ন'টার পর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে নানা বিষয়ে কথা বলছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—State (রাষ্ট্র) ঠিক রাখতে হ'লে stay of the people (জনগণের স্থিতি) ঠিক রাখা লাগে। নতুবা হয় না।

একটু পরে আবার বললেন—আমার হাতে administration (শাসনভার) থাকলে আমি এইরকম করতাম, যার area-য় (অঞ্চলে) criminal (অপরাধী) যত ক'মে যাবে, তার প্রমোশন তত বেশী হবে।

বিকালের দিকে বেশ জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শীতও পড়েছে দারুণ। খড়ের ঘরে পরম প্রভুর চরণতলে ভক্তগণ সমাসীন। নানা বিষয়ের মন-মাতানো আলাপ-আলোচনায় সকলে মশগুল। বাইরের রুক্ষ প্রকৃতির কথা কারো মনেও পড়ছে না। বারান্দার পরদাগুলি ভাল ক'রে টেনে দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা (হালদার) বললেন—আজকাল বাণী নিয়ে অনেক রকম interpretation (ব্যাখ্যা) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক রকম interpretation (ব্যাখ্যা) করলে ধরা পড়ে যেতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত মেলানো যায় না, adjust (সামঞ্জস্য) করা যায় না।

আগেকার দিনের ঘটকপ্রথা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—দুঃখের বিষয়, আমি ঐ জাতীয় ঘটকদের দেখিনি। তাঁরা বলে দিতে পারতেন, কোন্ ছেলের সাথে কোন্ মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন ধরনের সন্তান হবে। বুদ্ধিবৃত্তি, চালচলন ইত্যাদি বিচার ক'রে এগুলি ঠিক করা হ'ত। বাবার কাছে শুনেছি, ঘটকদের মধ্যে যারা এমনি বলতে পারত না, তাদের ধান দিয়ে কপাল কেটে দিত। ওটা হ'ল পরাজয়ের চিহ্ন।

শরৎদা—মুসলমানদের মধ্যে বিবাহের কত গোলমাল। তবুও তারা এখনও বেঁচে আছে, এবং তাদের মধ্যে দু'চার জন মনীষীও যে আসেননি তাও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু তা' কম, ঢের কম। সে যাই হোক, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়ার মত কিছু করেনি।

শরৎদা—কিন্তু আপনি তো বলেন, 'প্রতিলোমে কুপোকাত, বিশ্বাসঘাতক বংশপাত'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বংশপাতের দুটো মানে আছে। একটা extinct (ধ্বংস) হ'য়ে যাওয়া, আর একটা degenerate (অধোগতিলাভ) করা। 'পাত' মানেই হ'ল পতন। আগের দিনে আমাদের বুদ্ধি ছিল, চারিদিক থেকে আমাদের সত্তাপোষণী যা-সব কিছু নিয়ে-নিয়ে নিজেরা enriched (সমৃদ্ধ) হওয়া। সাথে-সাথে ছিল নিজেদের tradition-এ (ঐতিহ্যে) fanatic (গোঁড়া) থাকার বুদ্ধি। কিন্তু servitude mentality (দাস-মনোভাব) যত বাড়তে লাগল তত আমরা degenerate (অধোগতিলাভ) করতে লাগলাম। আমরা প্রত্যেকে সংস্কারের ভিতর-দিয়ে জন্মাই। ঐ সংস্কার-অনুপাতিক কর্ম্ম করতে থাকলে brain (মস্তিষ্ক) তার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। বয়স যত বাড়ে তত dots (ছাপ) পড়তে থাকে brain-এ (মস্তিষ্কে)। আমার ভাববৃত্তিও তখন ঐরকম হয়। সংস্কারের যে গুণগুলি নিয়ে আমরা জন্মাই তা' যদি work out (বিনিয়োগ) না করি তাহলে ওসব নষ্ট হ'য়ে

যায়। আবার কৃষ্টি মানে করা। কৃষ্টিকে পালন ক'রে চলার ভিতর দিয়ে আসে সংস্কার। সেই সংস্কার, আমার ভিতর-দিয়ে পায় আমার offspring (সন্তান), next generation (পরবর্ত্তী পুরুষ)।

আদিত্যদা (মুখোপাধ্যায়)—তাহলে সংস্কারটা একেবারে genetically steady (জন্মগতভাবে দৃঢ়বদ্ধ) হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই হয়। এর ভিতর-দিয়ে আবার mutation-এর (বিশেষ পরিবর্ত্তনের) উদ্ভব হয়। একটা change (রূপান্তর) হয়। মনে কর, হরিণটা উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টা করে। গলা উঁচু ক'রে খাওয়ার চেষ্টা করতে-করতে হরিণটা আস্তে-আস্তে জিরাফ হ'য়ে গেল। জিরাফ যে হঠাৎ হ'য়ে গেল তা' নয়কো। এর পিছনে আছে বহুদিনের চেষ্টা। আবার, evil mutation-ও (খারাপের দিকে পরিবর্ত্তনও) হয়। খুব demoralized (চারিত্রিকশক্তিহীন) হ'য়ে যায়। তা' তুমি হয়তো ভাবতেই পার না এমনতর।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—এখন যদি জিরাফের মুখের কাছে খাবার দেওয়া যায়, তাহলে চেষ্টা করতে-করতে ওটা আবার revert ক'রে যেতে (পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে আসতে) পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Revert (পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে আসা) না করলেও otherwise deteriorate করতে (অন্যভাবে অবনতি হ'তে) পারে। আজকাল culture-ই (অনুশীলনই) ক'মে গেছে। আগে পাঁচ বছর বয়স থেকেই culture (অনুশীলন) সুরু হ'ত। স্কুলে আচার্য্যের কাছে যা' শিখত, গৃহস্থাশ্রমেও তাইই চলত। সারা-জীবনই ছিল অমনতর।

শরৎদা—কিন্তু ঠাকুর! ভাল mutation-এর (বিশেষ পরিবর্ত্তনের) prime factor (প্রধান উপাদান) তো শ্রেয়ের উপর টান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঐরকম ধারণা। Mutation-টা যে accident (বিশেষ পরিবর্ত্তনটা যে দৈব ঘটনা), আমার তা' মনে হয় না। Accident (দৈব ঘটনা) কিছুই না। আমার আরো মনে হয়, এই যে race-গুলি (জাতিগুলি), Dravidian কি Mongolian (দ্রাবিড়ী কি মঙ্গোলীয়), এদের ক্রোমোসম্ হয়তো সমানই আছে। তার মধ্যে কী একটা difference (পার্থক্য) আছে। তা' না হ'লে typical change (দেখার মত পরিবর্ত্তন) হয় কেন ? ওদের ঐ commonness-এর (সাধারণত্বের) মধ্যেও একটা variety (বৈচিত্র্য) আছে। Intelligence-ও (বুদ্ধিবৃত্তিও) ওদের মধ্যে খুব দেখা যায়। আবার দেখ, Negro mother (নিগ্রো-মা), কিন্তু father Aryan (বাবা আর্য্যসন্তান), এমনতর ছেলে

নিগ্রোদের মধ্যে থেকেও হয়তো টক্ ক'রে একটা বড় লোক হ'য়ে গেল। খোঁজ নিয়ে দেখ গা, তার আগে ঐ বংশে হয়তো অমনটা আর হয়নি। Higher blood-এর stimulus (উচ্চ রক্তধারার তিজীদ্যোত্যনা) পেয়ে ঐরকম হ'য়ে গেল। আগে আমাদের দেশে Indo-Aryan (ইন্দো-আর্য্যবংশসম্ভূত) যারা, তারা শূদ্রদের বিয়ে করত। কালো রং যা' দেখ, তা' ওর থেকে এসেছে মানে aborigine-দের (আদিম অধিবাসীদের) ভিতর ছিল। এই রকম বিয়ের ফলে ভালও হ'তে পারে, খারাপও হ'তে পারে। সেইজন্য অনেক দেখেশুনে সদৃশ ঘরে বিয়েটা stable (স্থির) হয়েছে। বাবা, আমার ভালতেও কাম নেই, খারাপেও কাম নেই। আমার নিজের ঘরই ভাল। আর, বিয়ে যদি উল্টো হয় মানে প্রতিলোম হয়, তাহলে এমন আশ্চর্য্য, female-গুলিও (মেয়েলোকগুলিও) খারাপ হ'য়ে যায়। আমি যতগুলি দেখেছি, সব ঐরকম।

৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ১৭।২।১৯৫৯)

আজ দু'তিন যাবৎ দিনেরাতে সবসময়েই বেশ ঝড়ো হাওয়া চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘর থেকে একদম বাইরে যাচ্ছেন না। বিকালের দিকে শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ এসে বসেছেন। ওঁদের সাথে দেশের পরিস্থিতি ও বিরে-থাওয়ার গণ্ডগোল নিয়ে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোসের সুরে ব'লে উঠলেন—দুর্দ্দিনের পর দুর্দ্দিন, দুর্দ্দিনের পর দুর্দ্দিন। এখনও দুর্দ্দিন চলছে।

১৮।২।১৯৫৯ ঃ—আবহাওয়া বেশ খারাপ চলছে। শীতও পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ ভাল নেই। টেম্পারেচার ৯৮। কাশিও হয়েছে বেশ। গলাটা ধরা-ধরা। বিকাল পাঁচটায় তাঁর গলায় 'বেঞ্জিন-ভেপার' দেওয়া হ'ল। তারপর আবার কাশি এল। কাশির দমক কমলে নাক ঝেড়ে মুখ ধুয়ে ফেললেন। বললেন—নাক ঝেড়ে মুখ ধুয়ে ফেললাম।

শরৎদা (হালদার)—তাতে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাক ঝাড়ার পর মুখ না ধুলে নাকের particles (কণাগুলি) মুখের মধ্যে চ'লে যায়। আর তাতে কাশি হয়।

অরুণদা (জোয়ারদার)—Sensitive (সংবেদনশীল) বেশী হ'লে অসুখ-বিসুখ বেশী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sensitive (সংবেদনশীল) হ'লে পরে senseful (বিচারশক্তি-পরায়ণ) হয়। (পণ্ডিতদাকে) বাজারে তালমিশ্রী পাওয়া যায় ?

পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য)—জানি না তো। কাল সকালে গিয়ে দেখে আসব।

পণ্ডিতমশাই—হ্যাঁ পাওয়া যায়। মোহন যে কার জন্য সকালে নিয়ে আসল।

পণ্ডিতদা—তবে এখন নিয়ে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' গলা ব্যথা করছে; মিশ্রীর crystal (দানা)-গুলো যেন বড় হয়।

পণ্ডিতদা উঠে গেলেন। সান্ধ্যপ্রণামের সময় হ'ল। সন্ধ্যাপ্রদীপ আসার পর সবাই প্রণামের উদ্যোগ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি শরৎদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমাকে পেন্নাম করবেন না শরীর ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত। বড়বৌকে করেন।

তদনুসারে প্রদীপ শ্রীশ্রীবড়মার সম্মুখে নেওয়া হ'ল। প্রণাম করলেন সবাই।

আজ সকাল থেকে বড় দালানের বারান্দায় কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট্‌ লাগাবার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

১৯।২।১৯৫৯ঃ—আজও শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর খারাপ বোধ করছেন। গলা ভারটা বিকালের দিকে বেড়েছে। টেম্পারেচার ৯৮ আছে। আজ শ্রীশ্রীবড়মারও টেম্পারেচার হয়েছে ৯৮½।

২২।২।১৯৫৯ঃ—কয়েকদিন পর আজ পরম দয়াল অনেক সুস্থ। গলার স্বরও পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে। শ্রীশ্রীবড়মাও ভাল আছেন।

আজ সকালে কলকাতা থেকে ডাঃ জে, সি, গুপ্ত এসেছেন। প্রথমে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালভাবে দেখলেন। তারপর শ্রীশ্রীবড়মাকে দেখে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌ লিখে দিলেন। দুপুরের গাড়ীতেই আবার কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেলেন।

১৪ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ২৬।২।১৯৫৯)

প্রাতে ভক্তবৃন্দ খড়ের ঘরে পরমদয়ালের চরণোপান্তে সমবেত হয়েছেন। নানা বিষয় নিয়ে কথা চলছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি এখানে আসার পর থেকেই ব'লে আসছি, তোমরা elite (বিদ্বান)-দের কাছে যাবে। তাদের বিপদের সময় এগিয়ে যাবে। এই করতে পারলে আজ কাজে লাগত। নতুবা, একদিনের মধ্যেই মন্ত্র দিয়ে তো সব কাজ হ'য়ে যায় না। পারস্পরিকতা না বাড়ায়ে নিলে আর উপায় নেই। আমাদের করণীয় যা' ছিল, তা' কেউ করল না। সব কেমন যেন একটা ইয়ারের মত ইয়ার্কি দিয়ে কাটায়ে দিল।

নিখিলদা (ঘোষ)—একটা প্রশ্ন আসে। একটা মেয়ে হয়তো একজনের কাছে দীক্ষিত। তারপর তার বিয়ের পরে দেখা গেল, স্বামী অন্য ঋত্বিকের কাছে দীক্ষিত।

এখন, ঐ স্বামীর ঋত্বিকই কি ঐ মেয়ের ঋত্বিক্ হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, স্ত্রীর সব কিছু ঐ স্বামীতে merge ক'রে (ডুবে) যায়।

যতীনদা (দাস)—একটা বাড়ীর সকলেই হয়তো আমার কাছে দীক্ষিত। এক ঋত্বিক্ সেখানে গেল। যেয়ে সেই বাড়ীর একটা শিশুকে দীক্ষা দিয়ে এল। সেটা কি ঠিক হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন, আপনি হয়তো ছয় মাস পরে সেখানে যাবেন। শিশুটিকে সেই ছয় মাস আগে দীক্ষিত ক'রে তো সে ভালই করল।

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে যায়। জ্ঞানদা (গোস্বামী) কিছু পরে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানদা ও সুশীলদার (বসু) সঙ্গে অনেকক্ষণ নিরালায় কথা বললেন।

বেলা দশটা বেজে গেল। পরে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—আমার কেমন একটা রকম আছে। যখন যেটা মনে হয়, সেটা তখনই আর না ক'রে পারি না। এ বোধ হয় বুধের কাণ্ড।

সুশীলদা—রাহু নিম্নস্থ থাকলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাহু হচ্ছে 'রহ'। সবসময় staggering (দ্বিধাগ্রস্ত)। আবার, তুঙ্গী হ'লে উল্টো ফল হয়।

গিরিশদা (ভট্টাচার্য্য)—রাহু আবার চিরায়ু করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তো রাহু আছে। আমার এই অবস্থায় যদি চিরায়ু হ'য়ে থাকা লাগে তাহলে তার থেকে শাস্তি আর নেই। এক যদি সবশুদ্ধ বেঁচেবর্ত্তে থাকি, আর সবাই উত্তাল হ'য়ে চলে, তাহলে হয়।

সুশীলদা—সবাই তো আর চিরকাল বেঁচে থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কচ্ছি, যদি থাকে। (একটু পরে স্মিত হাসি হেসে বলছেন) আমার বোধ হয় কান্তাভাব।

গিরিশদা—ভৃগুতে আপনার যোগ সম্বন্ধে লেখা আছে 'সিদ্ধনাগরযোগ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণের শুক্র নীচস্থ নয় তো ? আমার তো আছে।

সুশীলদা—আপনি যে কারণে আছে বলছেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণের তো আরো বেশী থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Category-র (থাকের) তফাত হ'তে পারে।

গিরিশদা—শ্রীকৃষ্ণের সপ্তমে রাহু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো female connection (নারী-সংযোগ) আছে। তার থেকে শত্রুতা বেড়েছে। কিন্তু বিয়েও তো করেছেন কমগুলি না। আমার তো

শত্রুতার ভিতর দিয়ে দিয়ে লাভ হওয়ার কথা। কী লাভ হচ্ছে ?

নিখিলদা—এই যে এক-একটা case (মামলা) বাধে, আর নানা জায়গায় প্রচার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সে তো একটা টেনেবুনে কওয়াই যায়।

গিরিশদা—শ্রীরামচন্দ্রের আবার সব গ্রহই তুঙ্গী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী তুঙ্গী থাকা ভাল না।

সুশীলদা—সারাজীবনই তো তাঁর নানারকম কষ্টের মধ্য-দিয়ে কাটল—বনবাস, যুদ্ধ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, এই সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই বাহাত্তর বছরে বুঝি রিষ্টি। তারপর যদি বাঁচি তাহলে ইচ্ছামৃত্যু। তাই না গিরিশদা ?

গিরিশদা ও সুশীলদা ঐ-কথা সমর্থন করে বললেন—বইতে সেইরকমই লেখা আছে।

১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ৩।৩।১৯৫৯)

গতকাল থেকেই গরমের ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। মাছির উপদ্রবও বেড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের প্রশস্ত শয্যায় আধশোয়া অবস্থায় অবস্থান করছেন। অজিতদা (গাঙ্গুলী) মাথার দিকে ও বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে দু'খানি বড় তোয়ালে দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। বড় দালানের হলঘরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের দুই প্রবেশপথেই কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেট্‌ লাগাবার কাজ চলেছে। সেখান থেকে মিস্ত্রীদের কাজের শব্দ ভেসে আসছে।

বেলা নয়টা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও চুনীদা (রায়চৌধুরী) এসে বসলেন। রান্নার বৈচিত্র্য নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আপনি ঐ নলের রান্নার বইটা ভাল ক'রে পড়বেন। দেখবেন ওর মধ্যে কী আছে।

কেষ্টদা—নল ব'লে বিনা আগুনেই রান্না করত। এখানে ফুলটুনও খুব ভাল রান্না করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফুলটুন একটা সুন্দর স্বভাবের মেয়ে। দাঁত একটু উঁচু, কিন্তু কুৎসিত না। স্বভাব-টভাব নিয়ে অমন একটা সুন্দরী মেয়ে দেখাই যায় না। বংশ কিরকম ভাল তা' মেয়েদের দেখে বোঝা যায়। (চুনীদার দিকে তাকিয়ে) চুনী কিরকম sweet but slow (মিষ্টি কিন্তু ধীর)। আর, ফুলটুন হ'ল sweet but quick (মিষ্টি অথচ ত্বরিত-তৎপর)। ফুলটুনের আবার ওর বাবার মত রকম আছে।

যেটা ধরবে, সেটা ক'রে ছাড়বে। আর খুব ত্বরিত। ওর বড়টা নাকি নীরব কর্ম্মী। ওদের মা-ও খুব ভাল।

এরপর বাংলা ও বাঙ্গালী নিয়ে কথা তুললেন কেষ্টদা। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাঙ্গালীর মধ্যে একটা nerve (স্নায়ুর শক্তি) ছিল। কিন্তু কী যে হ'ল!

কেষ্টদা—East Bengal (পূর্ব্ববঙ্গ) ছিল uncompromising (আপোষরফা জানত না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—East Bengal-এ (পূর্ব্ববঙ্গে) আবার fellow-feeling-ও (পারস্পরিকতাবোধও) খুব ছিল।

কেষ্টদা—পূজোর সময় বাড়ী যাওয়ার কী আনন্দ ছিল।

আজ দেওঘর কোর্টে মামলার শুনানীর দিন। পূজ্যপাদ বড়দা গত পরশু বিকালেই কলকাতা থেকে এসে গেছেন। এখন বেলা দশটা। খগেনদা (তপাদার) এসে প্রণাম ক'রে জানালেন—কোর্টে যাচ্ছি। আপনার দয়া।

কর দুটি যুক্ত ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতার দয়া।

বিকাল ৪-১৫ মিঃ। কলকাতা থেকে ডাঃ বি, বি, দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে আর দু'জন সহকারী আছেন। ওঁদের আসতে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে যুক্তকরে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন। আসন গ্রহণ ক'রে ডাঃ দত্ত বললেন—আজ প্রায় ত্রিশ বছর ধ'রে আপনার নাম শুনে আসছি। আসার আর সুবিধা হয় না। আজ আমার সৌভাগ্য হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। আমারও সৌভাগ্য যে আপনার সাথে দেখা হ'ল।

ডাঃ দত্ত—পাবনায়, শুনেছি, আপনি বিরাট প্রতিষ্ঠান গ'ড়েছেন। সেখানেও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তা' আর হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, গতিক দেখে সেখান থেকে চ'লে এলাম।

প্যারীদা (নন্দী) কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। ডাঃ দত্ত তাঁকে ব্লাড-প্রেসার দেখার যন্ত্র আনতে বললেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমাকে দেখিয়ে বললেন—আপনি ওকে একটু দেখবেন। ওর হাই প্রেসার।

ডাঃ দত্ত ননীমাকে ডেকে বললেন—আসুন আমার কাছে। আমি ডাক্তার। আর এই ব্লাড-প্রেসারটাই আমার লাইন।

ননীমা কাছে এলে, তাঁর শরীরের কী কী অবস্থা হয় জিজ্ঞাসা ক'রে-ক'রে সব শুনলেন ডাক্তারবাবু। তারপর বললেন—একটা ম্যাজিক আমি আপনাকে ব'লে দিই। খাটে যেদিকে মাথা দেবেন, শোবার সময় দুইখানা ইট দিয়ে সেইদিকটা উঁচু

ক'রে নেবেন। তাতে মাথায় রক্ত কম যাবে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন। আর, ঘুমোবার আগে গরম জলে স্নান করবেন। বিকালেও করা চলতে পারে। কিন্তু আমরা ঘুমোবার আগেই বেশী পছন্দ করি। নুন বাদ দিয়েছেন তো! খুব ভাল। আপনি ক্রুশেন সল্টটা খেতে পারেন। ওটা নুনের মত লাগে, ক্ষতিও করে না। আপনার কি সব সময় ভয়-ভয় করে?

ননীমা—হ্যাঁ।

ডাঃ দত্ত—সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় টক্ ক'রে উঠে পড়বেন না। আস্তে-আস্তে মাথার পেছনটা ধ'রে উঠবেন। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা করে?

ননীমা—হ্যাঁ।

ডাঃ দত্ত—আপনি মাথায় up-down massage (উপর-নীচ মালিশ) করবেন, এইভাবে—(ব'লে দু'হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল কপালের উপরভাগ থেকে নীচের দিকে ঘ'সে আনলেন। তারপর ঐ অবস্থাতেই বুড়ো আঙ্গুল দুটি একবার দুই রগের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন, আবার কপালের মাঝখানে নিয়ে আসলেন। কয়েকবার এভাবে দেখবার পর বলছেন—) আর, রোজই এক-আধ মাইল হাঁটবার চেষ্টা করবেন। রাতে রুটি খাবেন না। রুটিতে এ্যাসিড্ করে।

এরপর ডাঃ দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড-প্রেসার দেখলেন। তারপর প্যারীদাকে বললেন—আপনি ঠাকুরের বিছানার মাথার দিকটাও উঁচু ক'রে দেখুন। দেখবেন মন্ত্রের মত ফল পাবেন। এই চিকিৎসায় আমি সব সময় ফল পেয়েছি। দেখবেন ঠাকুর বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বেন। আর উনি যাতে রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়েন তা' করতে হবে। তারপরে আর কোন কথা বা কাজ চলবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘুমোবার সময় আমাকে না ঝাঁকালে আমার ঘুম আসে না।

ডাঃ দত্ত—খুব ভাল। যিনি ঝাঁকান, তিনি ম্যাসাজ্ জানেন নিশ্চয়ই। আজকাল ম্যাসাজ্ ক'রে তো মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

৪-৫০ মিনিটের সময় ডাঃ দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি একটু প্যারীবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ওষুধ ঠিক করি। যাওয়ার আগে আবার আপনাকে দেখে যাব।

২১শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ৫।৩।১৯৫৯)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। আজ পূজ্যপাদ বড়দার শরীর অসুস্থ থাকায় প্রাতঃকালীন প্রণামে আসতে পারেননি। পূজনীয় ছোড়দা এসেছেন। গতকাল ছোড়দা যতীনদা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

(দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে চকাই গিয়েছিলেন। প্রণামের পরে যতীনদা চকাইয়ের গল্প বলছেন। সেখানকার লোক ওঁদের পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। আবার যেতে বলেছে।

শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হৃদয় স্পর্শ যদি করতে পারেন তাহলেই হ'ল। আর হৃদয়স্পর্শের লক্ষণ হ'ল তাদের ভিতরে লালসার সৃষ্টি করা।

একটু পরে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী রে, কী খবর?

শৈলেনদা—জলপাইগুড়ির দিকে কয়েকটি অধিবেশন ও সভাসমিতিতে যোগদানের জন্য গিয়েছিলেন। সে-সব জায়গায় যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়, দীক্ষা হয়, শৈলেনদা সব গল্প ক'রে শোনালেন।

তারপর দয়াল ঠাকুর বললেন—লোকে তোমাদের ভালবাসে, তোমরা শিষ্ট-বর্দ্ধিষ্ণু হ'য়ে ওঠ, আর আমি আহ্লাদে ভরপুর হ'য়ে যাই। বর্দ্ধিষ্ণু এক একজন মানুষ এক-একভাবে হ'তে পারে। কিন্তু আমরা চাই শিষ্ট-বর্দ্ধিষ্ণু অর্থাৎ বিশাসিত বর্দ্ধিষ্ণু। আর আমি চাই, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি দশ কোটি হ'য়ে ওঠ। তাহলেই সব অবস্থাটা control (নিয়মিত) করা যায়। আবার, তোমরা যদি দশ কোটি হ'য়ে ওঠ তাহলে বাকী কোটিগুলি আপনা থেকেই ঠিক হ'য়ে উঠবে। আলাই-বালাই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আর মনে রেখো, সৎসঙ্গী মানেই কিন্তু comrade of existence (সত্তার সাথীয়া)।

শৈলেনদা—ওখানে দূর-দূরান্তর থেকে সৎসঙ্গীরা এসেছিল। খাওয়া-থাকার ভাল ব্যবস্থা নেই। তবুও মাঠের মধ্যে প'ড়ে থাকে। সারারাত কীর্ত্তন করছে। হৈ-হল্লা করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনলেই মনে হয়, রূপ যেন পালটায়ে গেছে। তুই গল্পও করিস্ বেশ।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ কয়েকবার কাশি হয়। তারপর একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে ঐ ভাবটা কমে।

সন্ধ্যার পর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার একটি ভাই সস্ত্রীক এসে প্রণাম ক'রে বলল—আমি মালদহ থেকে এসেছি। কিছু বলতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—বল।

উক্ত ভাই—আমি যে এই ভবসাগরে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, আর আপনি চুপ ক'রে ব'সে আছেন?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব পরমপিতার নাম কর, আর লোকপ্রীতি কর। সব লোকের ভেতর তিনি আছেন। কেন আমি হাবুডুবু খাব? খুব স্ফূর্ত্তি ক'রে কাজ কর।

উক্ত ভাই—আমার মনের মধ্যে নানারকম সংশয় চলে যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাক্‌গে সংশয়। সংশয় দিয়ে কী হবে? তুমি তোমার নিজের কাম কর।

উক্ত ভাই—কালী, তারা, দুর্গা, প্রভৃতি এত দেবতা আছে, তারাই সংশয় জাগায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সবই একজন। একেরই বিভিন্ন রূপ। মূলে সেই এক। তুমি সেই একেরই উপাসনা কর।

উক্ত ভাই—প্রভু! আমি চাই আমার মনের সংশয় যেন দূর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর হোক বা না-হোক, তুমি যাঁর তাঁকে ডাক। পরমপিতাকে ডাক। সদাচারে থাক আর লোকসেবা কর।

ঐ ভাইটির চোখেমুখে ফুটে উঠল এক পরিতৃপ্তির ছাপ। তার প্রাণ যেন এখন শান্ত হয়েছে। ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম ক'রে সে ধীরে-ধীরে সস্ত্রীক বারান্দা থেকে নেমে চ'লে গেল।

২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ৬। ৩। ১৯৫৯)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখেই সরোজিনীমার সাথে ননীমার খুব ঝগড়া হয়েছে। ননীমার অভিযোগ, সরোজিনীমা নাকি সবসময় নিজের ও ছেলের স্বার্থ বাগাবার জন্য ঠাকুরসেবা করে, ঠাকুর ওদের ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলেন, কিন্তু ননীমার দিকে ফিরেও তাকান না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকক্ষণ ঝগড়া করার পরে এখন উভয়েই চুপচাপ। বেলা দশটা বাজল। শ্রীশ্রীবড়মা স্নান সমাপন ক'রে এসে বসেছেন তাঁর ছোট শয্যাখানিতে।

সকালবেলাকার ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

নিজের স্বার্থই দেখে যারা
পরের স্বার্থ নস্যাৎ,
যেমন প্রবীণ হোক না কেন
ভাগ্যটি তার চিৎপাত।

তারপর ননীমার দিকে তাকিয়ে বলছেন—তুমি যদি ওর স্বার্থ না দেখ, অথচ তোমার স্বার্থ ওদের কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা কর, তাতে তুমি চিৎপাত হ'য়েই যাবে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ননীমা—কিন্তু এখন দেখি, যে নিজের স্বার্থ দেখে সেই তো বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ে কেন? কেউ দেয়, তবে তো বাড়ে। কেউ তার জন্য করে, তবে তো পায়।

ননীমা—এখন দেখি, মানুষকে যে যত গুঁতানি দেয়, সে-ই তত ভাল থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ, কয়েকটা গুঁতানি দিয়ে দেখ না। কয়টা গুঁতো খাও দেখো। আর, কয়েকটা না দিয়েও দেখ। শোন। ধর, এই যে সরোজিনী আছে। ওর সাথে আমার খুব ঝগড়া হ'ল। তারপর একদিন হয়তো ও আধ সের দুধের জন্য হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বড়বৌকে ক'লেম, আধ সের দুধ ওকে দিয়ে দেও। আবার একদিন হয়তো একটা কাগজি লেবুর দরকার। কোথাও চেয়ে পায় না। আমি দিয়ে দিলাম। আবার একদিন ওর পঁচিশটা টাকার দরকার হ'ল। তোমার কাছে চাইল। ধীরেনের (ভুক্ত) কাছে চাইল। কেউ দিল না। আমি শুনে দিয়ে দিলাম। তখন ও আমাকে কী ভাববে? ভাববে, 'এত যে ঝগড়া হ'ল, তবু আমার দরকার শুনে দিয়ে তো দিল'। তখন সে স্বার্থ ভাববে কাকে? ধর, তোমার সাথে যে ঝগড়া হ'ল, তারপর তুমি যদি ওকে এইভাবে সাহায্য কর, তখন সে তোমাকে কী ভাববে?

ননীমা—সে কি একপক্ষে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পক্ষ দরকার কী? তোমারটা তুমি কর না। (এরপর শ্রীশ্রীবড়মার দিকে ফিরে বলছেন) তাই আমি দেখি, বুঝলে বড়বৌ, এই সরোজিনী আর ননী আগে-আগে এক জায়গায় বসত, গল্প করত। ছাওয়ালের বিয়ে নিয়ে কত কথা বলত। এখন আর অত বসতেও দেখি নে, গল্প করতেও দেখি নে।

শ্রীশ্রীবড়মা সহাস্যে ঐ কথার সমর্থন জানালেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন।

২৬শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ১০। ৩। ১৯৫৯)

বেলা দশটার পর। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে অবস্থান করছেন। হাউজারম্যানদার সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—Inferior sperm (নিকৃষ্ট শুক্রকীট) দিয়ে যদি কোন ova pricked (ডিম্বকোষ বিদ্ধ) হয় তাহলে সেখানে ছেলে ঐরকম বেকায়দা হয়। হয়তো মদ খায়। মেয়েলোক দেখলেই (মুখ বিকৃত ক'রে বিকৃত স্বরে) 'কিগো রূপসী!' এইরকম করতে থাকে। এই যে তুমি এখানে এসে আছ, তোমার being (সত্তা) তোমাকে এখানে এনে রেখেছে। এটা খুঁজে পাওয়া যাবে হয়তো তোমার কোন forefather-এর (পূর্ব-

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পুরুষের) মধ্যে। সে হয়তো ঐরকম কোন saint-এর (সাধুপুরুষের) কাছে যেত। তারপর তোমার এক ভাই হয়তো scientist (বৈজ্ঞানিক) হয়েছে, এক ভাই হয়তো ডাক্তার হয়েছে। তারও গোড়ায় অমনতর কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে। বিনা কারণে কিছু হয় না। একটা শশা গাছে কি কখনও তরমুজ ধরতে দেখেছ ? তা' হয় না। শশাগাছে শশাই হয়। কাঁকুড় হয় না। যে seed (বীজ) তার ভিতরে আছে, তারই জন্ম দিতে পারে মাত্র। Sperm জন্মের বেলায় carry (বহন) করে তার urgeকে (সংবেগকে)। সেইজন্যেই পটলগাছে ধুঁধুল ধরে না। Wheat (গম) কখনও barley (যব) হ'য়ে যায় না।

উপস্থিত একজন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Best (সর্ব্বোত্তম) হ'ল সদৃশঘরে বিবাহ। অনুলোম হ'ল next good (পরবর্ত্তী ভাল)। অনুলোম হ'লে পরেও sperm-এর attribute (শুক্রকীটের গুণ-ঐশ্বর্য্য) খানিকটা lower down করে (নেমে যায়) তবে মায়ের দিক থেকে আবার খানিকটা বেড়ে যায়। আর প্রতিলোমের থেকে অনুলোম ঢের ভাল। প্রতিলোম তোমাদের sanction (অনুমোদন) নেই। কিন্তু অনুলোমের sanction (অনুমোদন) আছে। তবে সব চাইতে ভাল হ'ল সদৃশ বিবাহ।

হাউজারম্যানদা—Compatible sperm (সমানগুণধর্ম্মী শুক্রকীট) না পেলে তো ova (ডিম্বকোষ) ঠিকমত কাজ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন sperm (শুক্রকীট) দিয়েই ova fertilised (ডিম্বকোষ সংগর্ভিত) হ'তে পারে। কিন্তু helpful (সহায়ক) হবে যদি compatible sperm (সমানগুণধর্ম্মী শুক্রকীট) পায়। আবার দেখ, একটা ova-কে (ডিম্ব-কোষকে) যদি pin prick (পিন্ দ্বারা বিদ্ধ) কর, কি ইলেক্ট্রিক শক্ দাও, তার ফলে হয়তো জন্মালো একটা ব্যাং। কিন্তু তা' বাঁচে না। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, ova-র (ডিম্বেকোষের) মধ্যে making (গঠনের) রকমটা আছেই। তাকে যেমনতর শক্ দেবে, তেমনভাবে সে বাড়বে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—এমন দেখা যায় যে, একই father-এর (বাবার) sperm-এ (শুক্রকীটে) একটা ছেলে হ'ল চালাক, বুদ্ধিমান, আর একটা ছেলে হয়তো বোকা বা পাগল হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে কোথাও mental (মানসিক) গোল আছে। আবার, "উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা" (মায়ের দোষে উন্মাদ হয়, মূর্খতা আসে বাবার দোষে)। স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে mental makeup (মানসিক সংগঠন) ঠিক ক'রে নিতে না পারলে অমন হ'তে দেখা যায়। যেমন ধর, আমি হয়তো এখন

খুব morosed (বিষাদগ্রস্ত) হ'য়ে আছি। আমার mental condition (মানসিক অবস্থা) মোটেই ভাল নেই। এই অবস্থায় আমি যদি intercourse (সহবাস) করি তখন যা' হবার তাই হয়।

হাউজারম্যানদা—তাহলে ভাল ছেলে পেতে হ'লে husband-এর (স্বামীর) উপর wife-এর (স্ত্রীর) খুব love and devotion (প্রীতি ও ভক্তি) থাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কে যেন বলেছিল, 'my husband is my guru' (আমার স্বামীই আমার গুরু)।

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ, সে একজন American lady (আমেরিকান মহিলা)। ওর blood ছিল Indian blood (রক্ত ছিল ভারতীয় রক্ত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার দেখ, তুমি যদি একটা সাধারণ কুকুর দিয়ে একটা এ্যালসেশিয়ান bitch-কে (মাদী কুকুরকে) breed (সন্তান-উৎপাদন) করাও, তাহলে তার issue (সন্তান-সন্ততি) খারাপ হ'য়ে যাবে। আবার কোন এ্যালসেশিয়ান দিয়ে যদি একটা mongrel bitch-কে breed (দো-আঁশলা কুক্কুরীর সন্তান-উৎপাদন) করাও তাহলে তার বাচ্চাগুলিও ঐ এ্যালসেশিয়ানের গুণ সব ঠিকমত পাবে না।

একটু পরে আবার বলছেন—আমি অবশ্য জানি না। ইউরোপের সব খবর জানি না। কিন্তু আমার একটা কথা মনে হয়। ইন্দো-এরিয়ান বা ইউরো-এরিয়ান যারা, এদের প্রত্যেকেরই আছে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক গুচ্ছ, যার নাম বর্ণ। এরা যদি কুলগত এবং কৃষ্টিগত প্রথা সব ঠিক রেখে চলে তবে এদের সাথে সদৃশ ঘরে অনুলোমক্রমে বিয়ে-থাওয়া চলতে পারে। যদি সবার culture of the family (পরিবারের কৃষ্টি) and culture of the individual (এবং ব্যক্তিগত কৃষ্টি-অনুশীলন) ঠিক থাকে তাহলে higher-এ (উচ্চে) মেয়ে দিয়ে gain (লাভ) করা যায়।

এরপর 'জু' (Jew)-দের নিয়ে কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Jew কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'যু' ধাতু থেকে, তার মানে মিশ্রণ। Jew তো একেবারে গোড়া থেকে ছিল না। আগে ওখানে আর্যদের যাতায়াত ছিল। তারপর Assyrian-রা (এ্যাসিরিয়া দেশের অধিবাসীরা) যাতায়াত করতে-করতে আস্তে-আস্তে ওখানকার মেয়েদের চুরি ক'রে নিয়ে যেতে লাগল। ওদের ঐ মিশ্রণ থেকে এই জাতির জন্ম।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব ঘন-ঘন কাশি হ'তে থাকে। ঠাকুর-বাংলার বড় দালানে চুনকাম করার কাজ চলছে। মিস্ত্রীরা দেয়াল ঘসে-ঘসে পুরানো শেওলা তুলছে। এই সব কণা সূক্ষ্মভাবে বাতাসে উড়ে আসছে খড়ের ঘরের ভিতরেও। বেশীক্ষণ এখানে থাকলেই যেন নাক ভার হ'য়ে আসে। ঐদিকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর

বললেন—এই ধুলো লেগেই বোধ হয় আমার এরকম কাশি হচ্ছে।

দালানের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণের বারান্দার পরদা সম্পূর্ণ টেনে দেওয়া হ'ল যাতে এইসব ধুলোগুঁড়ো একটু কম আসে। সন্ধ্যার আগে-আগে সুরেন শূরদা এসে পেঁছালেন। তাঁর কাছে অন্যান্য কুশলবার্ত্তা নিয়ে তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর সেই ইঞ্জিনীয়ার ছাওয়াল এখন কোথায় আছে ?

সুরেনদা—ও এখন জার্মানীতে আছে। ওখানে অনেকে ওকে বিয়ার খেতে অনুরোধ করে। তা' কি খাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(গম্ভীর হ'য়ে) আমার ও ভাল লাগে না।

এই সময় কলকাতা থেকে গৌর মহারাজ এসে পেঁছালেন। গেরুয়াবসন পরিহিত। ভূমিষ্ঠ হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম। দুঃখের মধ্যেও এটা একটা আনন্দের কারণ হ'ল।

গৌর মহারাজের মুখে হাসি। বললেন—তরুণ (পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ) আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে। আর ওদের কাগজ (যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকা) নিয়ে একটু গোলমাল চলছে। সেটা যাতে মিটে যায় সেজন্য আশীর্ব্বাদ চেয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরুণবাবু ভাল আছেন তো ?

গৌর মহারাজ—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরুণবাবুর বাবা ?

গৌর মহারাজ—আছেন। কালই এলাহাবাদ থেকে ফিরেছেন। (তারপর শরৎ হালদারদার দিকে ফিরে বলছেন) আমি তো আজ রাত দশটাতেই ফিরে যাব। আগামী দোল-উৎসব উপলক্ষে বাবার আশীর্ব্বাণী নিতে এসেছি। গতবারেও নেওয়া হয়েছিল।

শরৎদা এই আশীর্ব্বাণীর জন্য প্রার্থনা জানালেন দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণে। তাতে তিনি বললেন—দেখি কী হয় পরমপিতার দয়ায়। তারপর গৌর মহারাজের রাতের আহারের ব্যবস্থা যতি-আশ্রমে করতে নির্দ্দেশ দিলেন শরৎদাকে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর-সান্নিধানে আলোচিত হচ্ছে দোললীলা, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়। দয়াল মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন ঐ প্রসঙ্গে। আর গড়গড়ার নলে মৃদু-মৃদু টান দিচ্ছেন। এইসব কথাবার্ত্তা চলতে-চলতে হঠাৎ একসময় সেই পরমপুরুষের অনন্ত চৈতন্যভাণ্ডার মথিত ক'রে স্বতঃ-উৎসারণায় আবির্ভূত হ'ল দিব্য বাগ্‌বৈভব—

—"আজ সেই শ্রীভগবানের দোললীলার পূত স্মারক তিথি",

তারপর নিরবচ্ছিন্নভাবে ব'লে চললেন দয়াল ঠাকুর—

"আর, এই পুণ্যতিথিতে

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শুভ আবির্ভাব

তাঁরই স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে ;

সেই পুরুষোত্তমের কাছে

আমার একান্ত প্রার্থনা—

এই দোলস্মৃতি

সবার অন্তরকে

সুদোলায়িত ক'রে

পরিচর্য্যায়

প্রত্যেক হৃদয়কে

আন্দোলিত ক'রে তুলুক ;

আর, পারম্পরিকতার

সঙ্গতিশীল সুখ-অনুবন্ধনে

সবাই সাত্বত সমুন্নতি নিয়ে

তাঁরই অনুরঞ্জনায়

প্রতিপ্রত্যেককে সম্বুদ্ধ ক'রে

সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক ;

আমি দীন,

অতি নগণ্য,

কিন্তু জানি—

নগণ্যের শুভসন্দীপনাকেও

তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করে থাকেন ;—

আমার এই প্রার্থনা-অঞ্জলিও

তিনি গ্রহণ করবেন।"

বাণী দেওয়া শেষ হ'তে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে কেষ্টদাকে বাণীটি শোনানো হ'ল। শুনে কেষ্টদা বললেন—সুন্দর হয়েছে। গৌর মহারাজও হাত জোড় করে সহাস্যে বললেন—অপূর্ব্ব।

৩০শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৪। ৩। ১৯৫৯)

বিকালে খড়ের ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে কথা বলছেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠতে কেষ্টদা বললেন—শ্রীরামচন্দ্র কাম্মুকধারণও করতেন, আবার প্রজারঞ্জনও করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীরামচন্দ্রের ঐ প্রজারঞ্জনটাই যেন বেশী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবার দুটোই ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বুড়ো কালটা খুব দুঃখের।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, মহাভারতের শেষটা যেন আর পড়া যায় না। বড় কষ্ট। রামায়ণেরও তাই। একবার আপনি শ্রীকৃষ্ণের ঐ সময়কার একটা ছবির কথা বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বোধ হয় প্রবাসীতে দেখেছিলাম। আমি নিজে দেখেছিলাম। দেখে বড় কষ্ট হ'ল। চোখ দিয়ে জল আস্‌ল।

কেষ্টদা—যেন life's task is done (জীবনের কাজ শেষ), এইরকম একটা ছবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঠ্যাং এইরকম ক'রে ভেঙ্গে বসি। যখনই বসি তখনই ভাবি, আমারও ঐ অবস্থা এসে গেছে।

শ্রীশ্রীবড়মা পাশের চৌকিতে বিশ্রাম করছিলেন। এই সময় সামনে দাঁড়ানো তিতিরিদিকে দেখিয়ে বললেন—ঐ তেউঁড়ির তো গলার স্বর একেবারে ব'সে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক কাম করলে হয়। পিপুল, গোলমরিচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, আদা, বেলপাতা, তুলসীপাতা, শেফালিপাতা, বাসকপাতা আর তালমিশ্রী সবগুলি চার আনা পরিমাণ নিয়ে একসের জলে জ্বাল দিয়ে আধসের থাকতে নামিয়ে আস্তে-আস্তে চুমুক দিয়ে খাবে।

কেষ্টদা—আমেরিকার এক ডাক্তারী বইতে গ্যাস্‌ট্রিক আল্‌সারের একটা ওষুধ বেরিয়েছে। বাঁধাকপির পাতার রস আধ কাপ ক'রে খাবে। তেরো দিন খাওয়ার পরে নাকি এক্‌স্‌-রে করলেও আর কিছু পাবে না।

উপস্থিত জনৈক ভাই জানালো যে তার আমাশা কিছুতেই কমছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি সাদা আম হয় তাহলে থানকুনিপাতার রস লোহাদাগ করে রোজ সকালে খাওয়া ভাল।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। আগামীকাল ভাগলপুরে একটি বড় meeting (সভা) আছে। সেখানে পূজনীয় ছোড়দা শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিনন্দনদা প্রমুখকে নিয়ে যাবেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর

হরিনন্দনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল যাবা নাকি ?

হরিনন্দনদা—ছোড়দা তো বলেছেন। যাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দরকার হ'লে যাবে। আবার এখানেও করতে হয়। দেওঘর টাউন যাজনে একেবারে flooded (প্লাবিত) ক'রে দেওয়া লাগে।

পাটনা, সমস্তিপুর, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি জায়গায় যাজন কাজ ক'রে ফিরেছেন হরিনন্দনদা। সেইসব জায়গার কাজের বিবরণ সব নিবেদন করছেন। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐরকমভাবে ঘুরে-ঘুরে সব ঠিক করা লাগে।

আরো কিছু কথার পরে হরিনন্দনদা বিদায় নিলেন। 'রিডার্‌স্‌ ডাইজেস্ট্‌' নামক পত্রিকায় ভ্যাম্‌পায়ারের একটা ছবি বেরিয়েছে। কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে সে-কথা বললেন। দয়াল আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বললেন—কই, দেখি।

কেষ্টদা—পণ্ডিত, বইখানা নিয়ে আয়।

পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) এক দৌড়ে বাড়ী থেকে বইখানা নিয়ে এলেন। কেষ্টদা ভ্যাম্‌পায়ারের ছবিটা বের ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। আমরাও দেখলাম। হিংসা ও জিঘাংসায় ভরা একখানা কুটিল মুখ। দেখতে বিরাট বাদুড়ের মত। শ্রীশ্রীবড়-মাকেও দেখানো হ'ল ছবি। তারপর কেষ্টদা এদের চরিত্র, গতিবিধি, খাদ্যখানা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলতে লাগলেন।

রোজ রাত আটটার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পায়ের জড়তা ভাঙ্গার জন্য ঘরের মধ্যেই কিছুটা হাঁটেন। আজও আটটা বেজে গেলে ধীরেন ভুক্তদা এসে বললেন—হাঁটার সময় হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে তাঁর চৌকির চারপাশ দিয়ে ছয়বার হাঁটলেন। ধীরেনদা ও বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তাঁর দু'পাশে সঙ্গে-সঙ্গে চলছিলেন। হাঁটার পরে বিছানায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হাঁপাতে-হাঁপাতে বলছেন—শেষের দিকে পা ট'লে যায়।

৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৫ (ইং ১৭। ৩। ১৯৫৯)

একটু-একটু গরমের ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে আজকাল। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে প্রাঙ্গণের তাম্বু থেকে বেলা আটটার আগেই উঠে পড়েন। চ'লে আসেন খড়ের ঘরে। আজও যথারীতি এসে বসলেন। সাথে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), বনবিহারীদা (ঘোষ), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়) প্রমুখ।

ঘরের ভিতর বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ পায়ের ব্যায়াম করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। চিৎ হ'য়ে শুয়ে পা দু'খানা একবার ক'রে উপরে সোজা ক'রে তুলছেন,

আবার আস্তে-আস্তে নামিয়ে নিয়ে আসছেন। ইদানিং রোজই একবার ক'রে এইভাবে ব্যায়াম করছেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর 'ল' (Law) সম্পর্কে কয়েকটি ইংরাজী বাণী দিয়েছেন। ঐ প্রসঙ্গে শৈলেনদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে আলোচনা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—Law says, 'Be thou quiet and jolly' (আইন বলে, 'তুমি শান্ত ও হর্ষান্বিত হও')। ধর একজন complainant (অভিযোক্তা), সে-ই হ'ল অত্যাচারী। সে যদি জানে যে, আইনের through (মধ্য) দিয়ে অত্যাচার করা যায়, তাহলে তারও ঐ দুষ্ট চরিত্রের কোন relief (মোচন) হ'ল না। Law (আইন) সকলকেই বলে, don't infuse অত্যাচার (অত্যাচার করার পথ ক'রো না)।

শৈলেনদা—কিন্তু complainant (অভিযোক্তা) অত্যাচারিত না হ'য়েও তো অন্যায়-প্রতিরোধ করার জন্য কারো বিরুদ্ধে complain (অভিযোগ) করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি করে তাহলে সে অন্যায়টা consoled (প্রশমিত) হওয়া চাই। যারা অন্যায় ক'রে থাকে, তারা যেন পরে এসে অনুতপ্ত হয়, নতি স্বীকার করে, কেঁদে ফেলায়। তখন তুমিও তাকে বলতে পার, 'ভাই! যা' করেছ ক'রে ফেলেছ। অমন কাম আর ক'রো না।' Law (আইন) হ'ল animating resource (উজ্জীবনী উৎস)। যার হাতে law (আইন), তার যদি compassion (অনুকম্পা) না থাকে তাহলে সে তো law administer (আইন প্রয়োগ) করতে পারবে না।

শৈলেনদা—আশুবাবু (মুখোপাধ্যায়) যখন ভাইস্‌চ্যান্সেলর, তখন তিনি special (বিশেষ) আইনে একটা ছেলেকে ইন্টারমিডিয়েট বাংলা পরীক্ষা দিইয়ে দিলেন। যদিও law-তে (আইনে) ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখ, আশুবাবু হলেন animated (উজ্জীবিত)। আর law (আইন) হ'ল animating resource (উজ্জীবনী উৎস)। He can apply it (তিনি সেটা প্রয়োগ করতে পারেন) যেখানে যেটা প্রয়োজন।

৪ঠা চৈত্র, বুধবার, ১৩৬৫ (ইং ১৮।৩।১৯৫৯)

এখন বিকাল সাড়ে চারটা। হাউজারম্যানদা এসে সামনে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর রে ?

হাউজারম্যানদা—বলদেববাবু (সহায়) চিঠি লিখেছেন, হোলির সময় আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিখে দে, আপনি হোলির সময় আসতে চেয়েছেন শুনে ঠাকুর

খুব খুশি হয়েছেন। (একটু পরে) আমার খালি anxiety (দুশ্চিন্তা), খালি anxiety (দুশ্চিন্তা)। কেবল এই কেস্‌-এর কথা ভাবি।

এই সময় সুশীলদা (বসু) এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার বাবার পেট মোটা ছিল ?

সুশীলদা—নাঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ঠাকুরদার ?

সুশীলদা—ঠাকুরদার কথা মনে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার মা'র ?

সুশীলদা—নাঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে আপনার পেট মোটা হচ্ছে কী ক'রে ? আমার বাবার পেট মোটা ছিল না। মা'রও না। আমারই বা পেট মোটা হ'ল কী ক'রে ?

সুশীলদা—আপনার হ'ল এই ব'সে থেকে-থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার পঞ্চাশ বছর বয়সেও কিন্তু পেট মোটা হয়নি।

সুশীলদা—না। ইদানীং ক'বছরেই খুব বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন আবার ঐ neurosis-এর (স্নায়ুরোগের) মত হওয়াতে আরো বেশী ব'সে থাকা লাগে। কেস্‌-এর কী হয়, এই নিয়ে anxiety (দুশ্চিন্তা) লেগেই আছে।

এরপর ভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইংরাজের আমলে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বই সব চাইতে long (দীর্ঘ) এবং ভাল গেছে। তখন family (বংশ) দেখে চাকরীতে নিত।

সুশীলদা—এখন আর কেউ পরাধীন থাকতে চায় না। সবাই স্বাধীন হ'তে চায়। ছোট-ছোট state (রাষ্ট্র)-গুলিও স্বাধীন হবার জন্য লড়ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সবাই পরাধীন হ'তে চায়। Inter-dependence (পারস্পরিক নির্ভরশীলতা) যদি মানুষ হারায়ে ফেলে, তাহলে dependent (পরাধীন) হওয়া ছাড়া তার আর উপায় থাকে না। আবার দেখেন, আপনাদের মধ্যে যারা inferior (নিকৃষ্ট) তারা যদি superior-কে (উৎকৃষ্টকে) অস্বীকার করে এবং সেইভাবে চলে তাহলেও dependence (পরাধীনতা) ছাড়া আর উপায় কী ? ইংল্যাণ্ড বহু shock-এর (সংঘাতের) মধ্য দিয়ে revive করেছে (পুনরুজ্জীবিত হয়েছে)। ওদের law (বিধান)-গুলি ঠিক tradition-কে (ঐতিহ্যকে) রক্ষা ক'রে চলেছে।

সুশীলদা—ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসটা পড়লেই দেখা যায়, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের constitutional monarchy (সাংবিধানিক রাজতন্ত্র)। তাই না?

সুশীলদা—Constitutional but limited (সাংবিধানিক কিন্তু সীমিত)। রাজার ক্ষমতা তো নিয়ন্ত্রিত। আগে, রাজার সম্বন্ধে কোন criticism-ই (সমালোচনাই) ছিল না। এখন রাজার বা রাজপরিবারের কোন দুর্নীতি দেখা গেলেই paper-এ (কাগজে) খুব criticise (সমালোচনা) করে।

সাড়ে পাঁচটা বাজল। পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। এখন উঠে বসলেন। তারপর বলছেন—আমাদের যেসব weakness (দুর্বলতা) আছে, তাতে আমাদের এখনও হিসেব ক'রে চলা উচিত। হিসেব ক'রে না চললে ছন্নছাড়া হ'য়ে যাব। আমরা যে ক্যারাই নে (খেয়াল ক'রে চলি নে), think (চিন্তা) করি নে কিভাবে সংঘবদ্ধ হ'তে পারব। আমি এ লিখেও দিয়েছিলাম। এগুলি যদি না করি, খুব মুশকিল আছে। আবার দেখ, কেমন ক'রে মানুষকে আপনজন ক'রে নেওয়া যায় সেদিকেও আমরা লক্ষ্য করি না। তা' ছাড়া পরস্পরের দোষ ধরি। আপনি অনিলের দোষ ধরলেন। অনিল আবার ধরল বঙ্কিমকে। এর কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে নিজেকে ঠিক করার। আর চাই লোকবল। প্রত্যেক লোক যখন প্রত্যেক লোকের বল হ'য়ে পড়ে তখন লোকবল হয়। আপনারা হয়তো বহু admiration (প্রশংসা) পেয়েছেন। কিন্তু admiration (প্রশংসা) বল না। ছোটবেলায় গল্প পড়েছিলাম। এক বক বুড়ো বয়সে আর নিজেকে exert (কর্ম্মক্ষম) করতে পারত না। তখন সন্তান-সন্ততি নিয়েই তার বল। আমারও এখন তাই হয়েছে। (বড়দার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে) এখন ওর কিছু হ'লে আমি weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে পড়ি। এই যে বলদেববাবু চিঠি লিখেছেন, হোলির সময় আসবেন। বলদেববাবু কিন্তু একটা বল। কিন্তু আমরা তাঁকে তা' ক'রে নিতে পারি নে।

তারপর সুশীলদাকে বলছেন—আপনার মাঝখানে যে অসুখ গেছে, তাতে ভীষণ loss (ক্ষতি) হ'য়ে গেছে। কলকাতা থেকে কে যেন জানতে চেয়েছে—ঠাকুর আসবেন নাকি? এইসব জায়গাগুলিতে আপনি ঘুরতে পারতেন, দেখা করতে পারতেন।

সুশীলদা—এ লিখেছিলেন সেই জাস্টিস্ জে, এন, মজুমদার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে মজুমদার এখনও চিঠি দেয়।

সন্ধ্যা সাতটা হ'য়ে গেছে। একটু পরেই এলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)। তাঁর সাথে এসেছেন চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (পাণ্ডা) প্রমুখ। কথায়-কথায় চা-খাওয়ার কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বোধ হয় একমাস চা খেয়েছিলাম। কিন্তু কোন নেশা হ'ল না।

পূজ্যপাদ বড়দা—আমি তো কতদিন খাচ্ছি, প্রায় দশ-বিশ বছর। তাতেও তো আমার নেশা হচ্ছে না। অবশ্য আমি খাইও কম, খুব পাতলা। ওদের এক কাপে আমার পাঁচ কাপ হয়।

সৎসঙ্গের বর্ত্তমান মামলায় বিহারের এ্যাড্ভোকেট্ লালবাবু সৎসঙ্গের পক্ষে ওকালতি করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করলেন।

পূজ্যপাদ বড়দা—মনে হয় আটান্নর বেশী হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আটান্ন বছর বয়সে আমি তো young (যুবক) ছিলাম।

কেষ্টদা—ঐ বয়সেই তো আপনি এখানে এসেছিলেন। গুমটি পর্য্যন্ত হাঁটতেন।

এই সময় এ্যাড্ভোকেট্ অম্বিকাবাবু (দাস) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অম্বিকাবাবু খুব considerate (সুবিবেচক)।

কেষ্টদা—খুব deep-এ (গভীরে) যেতে পারেন। যেয়ে যা'-যা' করণীয় ঠিক ক'রে ফেলে সংক্ষেপে ব'লে দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অম্বিকাদাকে কই, এদের যদি হাজত হয়, তাহ'লে এদের সকলকে আগে released (মুক্ত) ক'রে দেন। তারপর আমাকে নিয়ে চলেন। কলকাতার দিকে যেয়ে থাকিগে।

অম্বিকাবাবু—আপনি অত সব ভাবেন কেন? কিছু না, কিছু না। (তারপর কেষ্টদার দিকে ফিরে) ঠাকুর আজ বিকালে হাঁটাহাঁটি করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাঃ।

পূজ্যপাদ বড়দা—সকালেও করেননি আমি যতক্ষণ ছিলাম।

অম্বিকাবাবু—আপনি তো অনেক বেলাতেই গেছেন। চৌকির চারদিকে ঘুরলেই হয় ডাক্তার যেমন বলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(টেনে-টেনে বললেন) দেখি, সুবিধা হ'লে করবনে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গী শুনে সবাই হেসে উঠলেন। তারপর দয়াল বললেন—অম্বিকাদা আগে আমাকে সারায়ে দিক। তারপর এ সবই হবেনে।

অম্বিকাবাবু—এটার সাথে ওটার কোন সম্পর্কই নেই। (আবার হাসির হুল্লোড়)। ঐটা বিশেষ দরকার।

কেষ্টদা—খালি গায়ে আছেন। একটা জামা গায়ে দিলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জামা গায়ে দিতে ইচ্ছে করছে না

শ্রীশ্রীবড়মা—পূবের দিককার পরদাও তো খোলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরদাটা বরং দিয়ে দিলে হয়।

ভাটুদা (পণ্ডা) পরদাটা টেনে দিলেন। এই সময় ফোটাদা (পণ্ডা) দৌড়ে এসে বলল—কলকাতার ফোন। পূজ্যপাদ বড়দা উঠে গেলেন ফোন ধরতে। তারপর ফিরে এসে ফোনের খবর বলছেন—ভুবন (দাস) ভাল পরীক্ষা দেছে। কুতুন, পিতুন, বাবু, স্নু, সবাই মিলে ওকে help (সাহায্য) করেছে। কেউ যদি ওখানে পড়াশুনা করতে চায় তার খুব সুবিধা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কতকগুলি দরদী বন্ধু পেয়েছে।

কেষ্টদা—কুতুন আবার পড়ার চাইতে পড়ায় বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও দুটোই লাগে অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা। দুটো না হ'লে অয়্যয়ন হয় না।

এরপর পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার অনুমতি নিয়ে বাড়ী চ'লে গেলেন। বড়দা রওনা হবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকি থেকে পা নামিয়ে দিয়ে বললেন—দেখি কেষ্টদা থাকতে-থাকতে হেঁটে নিই।

খালি পায়েই দয়াল প্রভু চৌকির চারপাশ দিয়ে হাঁটতে থাকেন। তাঁর দুই পাশে আছেন কেষ্টদা ও ধীরেনদা (ভুক্ত)। ছয়বার ঘোরার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানার উপর বসলেন, হাঁপাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—এ কতখানি জায়গা?

ধীরেনদা সমস্ত হাঁটা পথটা গজ ফিতে দিয়ে মেপে বললেন—একশত আট গজ।

ইতিমধ্যে দুলাল মজুমদার এসে জানালো—বড়দা পেঁছে গেছেন বাড়ীতে।

কেষ্টদা—সাথে কে গেল?

দুলাল—অম্বিকাবাবু গেছেন। বড়দা ডাকলেন, আসেন। তারপর যেয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) অম্বিকাবাবুর খুব ইয়ে রকম আছে। সহজে গাড়ীতে উঠতে চায় না।

কেষ্টদা—এবার শুয়ে একটু পায়ের ব্যায়াম করলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই করব?

ব'লে চিত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর একখানা ক'রে পা ওপরের দিকে ওঠাচ্ছেন এবং পায়ের পাতাগুলি টান করছেন। পরে সে পা নামিয়ে অন্য পা ওঠাচ্ছেন এবং ঐরকম করছেন। কয়েকবার এরকম করার পর বলছেন—আর পারব না।

তারপর উঠে ব'সে বলছেন—পান খাব এখন ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ। পাতলা একটা জামা এখন গায়ে দিলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গা ঘামছে। জামা গায়ে দিলেই অসোয়াস্তি হবেনে।

এই সময় কেষ্টদা অনুমতি নিয়ে বাড়ীর দিকে গেলেন। সাথে-সাথে আরো অনেকে উঠে গেলেন। রাত প্রায় নয়টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর একটা জামা গায়ে দিলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর হাউজারম্যানদা এসে বসলেন। কিছু একটা ভাবতে-ভাবতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন—কেউ happy (সুখী) না, না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার পারিপার্শ্বিক যতক্ষণ adjusted (বিনায়িত) না হয় ততক্ষণ আর সুখী কোথায় ?

কথা বলার নীতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন--প্রত্যেক মানুষের একটা angle (দৃষ্টিকোণ) আছে। সেই angle-টা (দৃষ্টিকোণটা) না জেনে যদি কথা কও, সে আর কথা ক'বে না। তার temperament (ধাত)-মাফিক কথা কওয়া চাই, এবং তা' আবার অন্যের ক্ষতিজনক না হয়। এতে অনেকখানি মঙ্গল হয়। একটা জিনিস হ'ল, মানুষ সবসময় appeased (পরিতুষ্ট) হ'তে চায়। আর একটা হ'ল, মানুষের ভাল করার ইচ্ছা থাকে। এই দুটো range (প্রান্ত) আছে। এই দুটো range-এর (প্রান্তের) মধ্যে কাজ করা লাগে।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু ego (অহং) তো সবারই আছে। Ego-তে (অহং-এ) আঘাত করলে কেউ আর আমার করাটা ভালভাবে নিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ego-টা (অহংটা) life-urge-এর (জীবন-সম্বেগের) সাথেই থাকে। সেইজন্য existential appeasement (সাত্বত তোষণ) দিতে হবে যাতে অন্যের খারাপ না হয়। এ কঠিন আছে। কিন্তু অভ্যাস করতে-করতে আস্তে-আস্তে পারা যায়। যারা করে না, তাদের আর এটা knowledge-এ (জ্ঞানে) আসে না। এলেও তা' একটা theory (মতবাদ) হ'য়ে থাকে। (সামনে মণি চক্রবর্ত্তীদাকে দেখিয়ে) এই যেমন মণি আছে। ওকে যদি তুমি কও, 'মণি! তুমি কী সুন্দর দেখতে। তোমার কথা, তোমার চলন কত সুন্দর। তোমার temperament কত good (মেজাজ কত ভাল)। তখন ও হয়তো ভাববে, 'হাউজারম্যান সাহেব বলেছে। তাহলে আমি ঐরকম হ'তে চেষ্টা করব। চেষ্টা করব কিসে মানুষ appeased (পরিতুষ্ট) হয়।' Direct good (প্রত্যক্ষ শুভ) তাই, যা' propitious to your personality (তোমার ব্যক্তিত্বের পক্ষে কল্যাণকর)। What is good to the existence is good (সত্তার পক্ষে যা' শুভ তাই-ই প্রকৃত মঙ্গলের)। আবার কাউকে যদি propitiousness-এর (কল্যাণের) কথা কই, তাও কইতে

হবে খুব sweet ও charming way-তে (মধুর ও মনোহর ভঙ্গীতে)। যতই যা' করি, আমাদের দাঁড়া কিন্তু existence (সত্তা)। এর থেকে যত deviate ক'রে (চ্যুত হ'য়ে) যাব, ততই conflict (সংঘাত) বড় হ'য়ে দাঁড়াবে। যেমন, যখন চুরি করি, ভাবি যে এতে আমার ভাল হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভাল হয় না। তখন কষ্ট হয়। আমি যদি তোমার খারাপ ক'রে আমার ভাল চাই, তাতে তুমিও ঠকবে। আমিও ঠকব। সেইজন্য politics (রাজনীতি) মানে আমি কই which fulfils and nurtures the existence (যা' সত্তাকে পূরণ ও পোষণ করে)। আর diplomatic (কূটনৈতিক) কথা মানে কোন্‌টা ক'ব, কোন্‌টা ক'ব না, কিভাবে ক'ব, এই সব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটু কাত হয়ে শুলেন। আর কোন কথা হ'ল না।

৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ (ইং ১৯।৩।১৯৫৯)

আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। প্রাতে সমবেত প্রণাম হ'য়ে গেল। পরমপূজ্যপাদ বড়দা কিছুক্ষণ পিতৃ সন্নিধানে উপবেশন ক'রে গৃহের দিকে গেলেন।

গত পরশু এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক জায়গায় কালীষষ্ঠীমা'র ট্রাক উল্টে গেছে। তিনি এখন এসে ঐসব কথা ব'লে ব'লে আক্ষেপ প্রকাশ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি আমার কথা যতদিন শুনে চলেছ ততদিন তোমার কিছু হয়নি।

কালীষষ্ঠীমা—এখন যে এক-একজন মানুষ এক-এক কথা কয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিষণ্ণভাবে)—তাহলে সেই মানুষের কথা নিয়েই থাক।

পণ্ডিত মশাই (গিরিশদা) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এ কয়দিন এমন anxiety (উৎকণ্ঠা) চলছে যে তা' আর ক'বার নয়।

পণ্ডিত মশাই—এ কয়দিন ঝামেলাও তো যাচ্ছে অনেক।

সুরেশ ভট্টাচার্য্যদা ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিতে যাবেন। এখন এসে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে পরীক্ষা দিও।

ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) সুরেশদার সাথে-সাথে পাণিনিরচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ পড়ছিলেন, তাঁর কথা উল্লেখ ক'রে সুরেশদা বললেন—ব্রজেনদারও অষ্টাধ্যায়ী শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই আগে পরীক্ষা দিয়ে আয়। তারপর ব্রজেনদাকে নিয়ে লাগ্। পাণিনি ঠিক ক'রে দে।

ব্রজেনদা—এখন আমার বাড়ীর ছেলেদের সূত্রগুলি মুখস্থ করাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চ্যাংড়া-ম্যাংড়া তো পারেই। কিন্তু exhibit করার (দেখানোর মত) মানুষ আপনি। এই বয়সে সংসারের সব ঝামেলা নিয়ে যদি পাণিনি আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে একটা দেখার জিনিস হবে নে।

সুরেশদা ও ব্রজেনদা খুশি মনে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। শরৎদা (হালদার) এসে বললেন—অমূল্যদার (ঘোষ) মেয়ে এবার মিশন স্কুলে ক্লাস্ এইট্ থেকে সেকেণ্ড্ হ'য়ে পাশ ক'রে ১৫০ টাকা স্কলারশিপ্ পেয়েছে।

অমূল্যদা এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কোন্ মেয়ে স্কলারশিপ্ পেয়েছে?

অমূল্যদা—বড় মেয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত বয়স হ'ল এখন?

অমূল্যদা—এই পনের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েকে ভাল ক'রে শেখা। তারপর সকাল-সকাল বিয়ের ব্যবস্থা কর্।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ চুপচাপ রইলেন। কখনও কাত হ'য়ে শুচ্ছেন, কখনও বা উঠে বসছেন। সমগ্র শরীরে ক্লান্তির ছাপ। মুখমণ্ডল চিন্তাভারাক্রান্ত। দেখে মনে হয়, দূর ভবিষ্যতের কোন চিন্তায় বুঝি তিনি নিমগ্ন। বেলা নয়টার সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছেন—আমার মনে হয়, আমি যেন কিছু জানিও না, বুঝিও না।

কেষ্টদা একটু হাঁটার কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠলেন। ঘরের ভিতরেই তাঁর সুবিস্তৃত খাটখানিকে আটবার প্রদক্ষিণ করলেন। হাঁটার সময় তাঁর দু'পাশে ছিলেন কেষ্টদা ও চুনীদা (রায়চৌধুরী) ও পিছনে ছিলেন বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)।

হাঁটা শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যায় বসার পর কেষ্টদা নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে তাঁর শ্রীচরণযুগল মুছে দিলেন। তখন দয়াল বলছেন--কতখানি হাঁটলাম? আধ ফার্লং হয়েছে?

কেষ্টদা—আধ ফার্লং-এর বেশীই হ'য়ে গেছে।

সকাল সাড়ে নটার পর দেওঘর শহরের রামানন্দ পাণ্ডা ও ডাকু পাণ্ডা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের সাথে নিরালায় অনেকক্ষণ কথা বললেন। কথাবার্তা ব'লে ওঁরা বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বেদনাক্লিষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন—বড় কষ্ট, বড় কষ্ট

আমার। এই নিয়ে চারবার অত্যাচার হ'ল।

দেওঘর কোর্টে সৎসঙ্গ আশ্রমকে অন্যায়ভাবে জড়িয়ে যে মামলা সুরু হয়েছে, আজ তার রায় বেরোবার কথা। এই কারণেই শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল থেকেই উদ্বেগাকুল। বেলা পৌনে এগারোটার সময় পূজ্যপাদ বড়দা জ্ঞানদাকে (গোস্বামী) সাথে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন। ওঁরা কোর্টে রওনা হচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ঠিক আছে তো?

জ্ঞানদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এরপর ওঁরা রওনা হ'য়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে দয়াল স্নানে উঠলেন।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম হ'ল না। মাঝে-মাঝে তামাক খাচ্ছেন আর বিছানায় বসে কথাবার্ত্তা বলছেন। পাশে আছেন শ্রীশ্রীবড়মা। সুশীলদা (বসু) এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোর্টের খবর পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছেন। দুপুরের পর খবর পাওয়া গেল—

পূজ্যপাদ বড়দা ও আর সকলকেই দায়রায় সোপর্দ্দ করা হয়েছে। খবর শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হ'য়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীবড়মা নানা কথা ব'লে সাহস ও ভরসা দেবার চেষ্টা করছেন। এক সময় বললেন দয়াল—এখন অত্যাচার যদি কিছু না করে তাহলেই ভাল। অত্যাচার করলে বড় কষ্ট হবে নে আমার।

সুশীলদা—না, তা' আর হবে না।

এরপর যে আসছে তাকেই শ্রীশ্রীঠাকুর অসহায় শিশুর মতন জানাচ্ছেন তাঁর ঐ কষ্টের কথা। বিকালে জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) ও হাউজারম্যানদাকে দেখেও ঐ কথাই বলছেন। হাউজারম্যানদা পরে আস্তে আস্তে জানালেন—খবর এসেছে জগদীশদার ছেলের hopeless condition (জীবনের আশা নেই)। উনি বাড়ী যেতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখ, বিপদ কেমন চারদিক থেকে আসছে। সে কোথায়?

জগদীশদা—বাড়ীতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যাবেই তো। নিশ্চয়ই যাবে।

ওঁরা চ'লে গেলেন। আজ দয়াল ঠাকুরের মানসিক অবস্থা এরকম থাকায় কাছে লোকজন নেই। পরিচর্য্যার জন্য কেবল দু'তিন জন আছে। সন্ধ্যার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় শুয়ে আছেন। প্রাণপুরুষ তিনি। তিনি নীরব। তাই, সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণই স্বাভাবিকভাবে সাড়াশব্দবিহীন হ'য়ে আছে।

একটু রাতে জ্ঞানদা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মাকে সাথে নিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত নিভৃতে কথা বললেন জ্ঞানদার সাথে।……তারপর রাত এগারোটার সময়

একবার তামাক খেয়ে পায়খানায় গেলেন। আজকাল রোজ রাতেই ১১-৮ মিনিটে উঠে পায়খানায় যাচ্ছেন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে এসে ভোগে বসলেন।

ভোগের পর বিছানায় ব'সে একটা পান মুখে দিয়ে তামাকু সেবন করছেন পরম-দয়াল। এখন তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল অনেকখানি প্রশান্ত দেখাচ্ছে। রজনীর মধ্যযাম সমাগত। সারা ধরণী নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে চোখেমুখে জল দিয়ে দয়াল প্রশস্ত শয্যায় বিছিয়ে দিলেন তাঁর বরতনুখানি। সেবকগণ জোরে পাখার বাতাস দিয়ে তাড়াতাড়ি মশারি ফেলে চারপাশ তোষকের নীচে দিয়ে ভাল ক'রে গুঁজে দিলেন। ঘড়ির কাঁটা অনেকক্ষণ বারোটার ঘর অতিক্রম ক'রে গেছে।

৬ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬৫ (ইং ২০। ৩। ১৯৫৯)

আজ অতি প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রাতঃকৃত্যাদিও তাঁর সমাপ্ত। ভোর হ'তে একে-একে ভক্তবৃন্দ সমবেত হচ্ছেন। যথাসময়ে প্রভাতের প্রণাম হ'য়ে গেল। তারপর গতকালকার ঘটনাবলী উল্লেখ ক'রে দয়াল বলছেন—এটা এমন insulting (অপমানকর) যে তা' আর ক'বার না।

আজ জেলা জজের কাছে পূজ্যপাদ বড়দা সহ বন্দী আশ্রমকর্ম্মীদের জামিনের জন্য আবেদন করা হবে। ঐ উদ্দেশ্যে জ্ঞানদা ভোরেই রওনা হ'য়ে গেছেন গোড্ডায়। সকাল সাড়ে ছ'টার পর রওনা হ'লেন অম্বিকাবাবু (দাস) ও সুশীলদা। সাতটার সময় আলাদা একখানা মোটরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বীরেন পণ্ডাদাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ডেকলাল (রাম) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলল—প্রাইভেট কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে সরিয়ে দিয়ে ডেকলালের সাথে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে কথা বললেন। তারপর ও চ'লে গেল। সুধা-মা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন কাছে এগিয়ে এসে বলছেন—এদেশে আর থাকা যায় না। বাংলায় যাওয়াই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ গম্ভীর। উত্তরে বললেন—উপায় তো নেই। এ গলায় দড়ি দিয়ে রাখা আর কি? বাংলাই ভাল। কিন্তু আমার তো শুধু টাকাই খরচ হ'চ্ছে। দশ হাজার টাকা গেল। অথচ থাকার জায়গা আজও হ'ল না।

এরপর কথাবার্ত্তা বিশেষ আর হয় না। চুপচাপ সময় গড়িয়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর গত-কালের মতনই চিন্তাকুল। দুপুরে আহারাদি কোনরকমে শেষ হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যায় উপবেশন ক'রেই কোর্টের খবরের প্রতীক্ষা করছেন। আজ একটুও শয়ন করেননি।

বেলা দু'টার মধ্যেই খবর এসে গেল যে সকলেই জামিন পেয়ে গেছেন। শোনা-মাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর 'দয়াল, দয়াল' ব'লে হাত দু'খানি কপালে ঠেকালেন। সমস্ত

ঘরখানিতে মুহূর্তের মধ্যে যেন আনন্দের জোয়ার খেলে গেল। শ্রীশ্রীবড়মা প্রভুর শয্যায় এসে একধারে উপবেশন করলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু কাতরাচ্ছেন। বললেন—মাথাটা ধরা-ধরা লাগছে।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন হ'য়ে অপেক্ষা করছেন—কখন পূজ্যপাদ বড়দা সবাইকে নিয়ে এসে পেঁছাবেন। খড়ের ঘরের ভিতরে ও বাইরে বহু লোক অপেক্ষমান। একটু বাদেই অজিতদা (গাঙ্গুলী) এসে বললেন—এখন হাজত বইয়ে সই করানো বাকী আছে। সেটা হ'য়ে গেলেই সবাই ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসবেন।

সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটের সময় অনিল গাঙ্গুলীদা তাড়াতাড়ি এসে খবর দিলেন—গাড়ীর আলো দেখা যাচ্ছে। এইবার সকলে এসে গেছে।

ঝটপট ক'রে ঘরের ও বারান্দার সব আলোগুলি জেবলে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশেই শ্রীশ্রীবড়মা সমাসীনা। উভয়েই একদৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। পূজ্যপাদ বড়দাসহ সবাইকেই অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত সমবেত জনতা।

কিছু পরে দেখা গেল একখানি জীপ রোহিণী রোড ধ'রে দক্ষিণদিকে চ'লে গেল। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। অনিলদা সলজ্জভাবে বললেন—ও, ও-গাড়ী আমাদের না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে বললেন—তাহলে দেখ, তোমাদের কতখানি deteriorating determination (নিকৃষ্ট নির্ধারণ-বুদ্ধি)।

ঘরের ভেতরকার আলোগুলি সব একে-একে নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। ঘরের ভেতরে ও বাইরে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। সবারই দৃষ্টি দয়াল ঠাকুরের প্রতি নিবদ্ধ। কিছু পরে বীরেনদা (পণ্ডা) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই বীরেন, ওরা তো আসে না।

বীরেনদা—এই এসে পড়ল ব'লে।

ঘড়িতে ঠিক সাতটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই উপস্থিত হয়েছেন। পূজ্যপাদ বড়দা সকলের পুরোভাগে। সবাই একসাথে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম ক'রে সকলে বারান্দায় যেয়ে বসলেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। সমগ্র পরিবেশটা একটা সোয়াস্তির আবহাওয়ায় ভ'রে উঠেছে।

ঘরের মেঝেতে পাতা সতরঞ্চির দিকে নির্দেশ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন—এখানে বসলে পারতিস্।

পূজ্যপাদ বড়দা—না, এখানে বসি। কাপড় ছাড়া নেই। অনেক লোকের মধ্যে ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা আসিস্ কিনা দেখার জন্যে আমি কত লোককে যে পাঠিয়েছি। কিন্তু এদের এমন shallow thinking (অদূরপ্রসারী চিন্তা) যে ঠিক খবরটি কেউ দিতে পারে না। এদের মধ্যে এমন মানুষ নেই, যে বাস্তব fact-কে (তথ্যকে) discern (নির্দ্ধারণ) করতে পারে। যা' কচ্ছি, হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। (বিশুদাকে লক্ষ্য ক'রে) তোমাদের এই deficiency যদি make up (খাঁকতি যদি পরিশুদ্ধ) না কর তাহলে বয়স হ'লে সারা মুশকিল আছে।

ইতিমধ্যে ডাকু পাণ্ডা ও রামানন্দ পাণ্ডা এসে পেঁছালেন। বারান্দায় চেয়ার দেওয়া হ'ল। ওঁরা সেখানে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এইতো এবার এসেছে ওঁরা। আবার কবে যে আটকাবে তার ঠিক নেই।

ডাকুবাবু—নাঃ, আর আটকাতে পারবে না।

অল্প কিছু কথার পর সবাই উঠে গেলেন। ডাকুবাবু বেরিয়ে যাওয়ার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে ডেকে বললেন—যাহোক, যা' করার দেখেশুনে করবেন।

পূজ্যপাদ বড়দা কাপড়চোপড় ছেড়ে এসে বসলেন। তাঁর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সাথে অনেকক্ষণ নিভৃতে কথাবার্ত্তা কইলেন। পণ্ডিত মশাইকে দেখে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—বার-বার এমন হচ্ছে কেন?

পণ্ডিত মশাই—দশমপতি দ্বাদশস্থ হ'লে অনেক দুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়ে জীবনটা যায়।

পূজ্যপাদ বড়দার কোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা হওয়ার পর তিনি উঠে চ'লে গেলেন বাড়ীর দিকে। আজ রাত আটটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হল ঘরে যাবেন। পণ্ডিত মশাই সময় দেখে দিয়েছেন। ঠিক আটটা বাজতেই দয়াল চটি পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতে প্যারীদা ও বাম হাত দিয়ে শ্রীশ্রীবড়মাকে ধ'রে খড়ের ঘরের দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে নেমে এসে দালানে উঠলেন। হলঘরের ঠিক মাঝখানে আগের থেকেই শয্যা প্রস্তুত ছিল, সেখানে বসলেন। সামনে দেওয়ালের দিকের ছোট চৌকিখানিতে শ্রীশ্রীবড়মা বসলেন। এ ঘরের মেঝে খড়ের ঘরের মেঝের তুলনায় বেশ ঠাণ্ডা।

কাছে এখন আর লোকজন বিশেষ নেই। ঘরের বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে ছোট্ট নীল বালব একটি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা স্ব-স্ব শয্যায় শয়ন ক'রে একটু বিশ্রাম করছেন।

৭ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৫ (ইং ২১।৩।১৯৫৯)

ভোরবেলায় উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় মাঝের

চৌকিখানিতে বসেছেন। সকালে সমবেত প্রণামের সময় সামনে ও দুইপাশ থেকে সবাই প্রণাম করলেন।

প্রণামের পর দয়াল ঠাকুর বলছেন—এখানে এখনও ঠাণ্ডা। সেদিক দিয়ে ঐ ঘরটা (খড়ের ঘর) ভাল। কিন্তু ওখানেও কিছুক্ষণ পর মাথা গরম হ'য়ে উঠ্‌বেনে।

এরপর অজয়দাকে (গাঙ্গুলী) ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দার তিনদিকে তিনটি আলো দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন। অজয়দা পীযূষদাকে (চট্টোপাধ্যায়) নিয়ে সেই কাজে লেগে গেলেন।

একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমক্ষে মেঝেতে আসন গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর শরীর কেমন আছে ?

পূজ্যপাদ বড়দা—কাল রাতে শরীর খুব খারাপ গেছে। ভাল ক'রে খেতে পারিনি। বমিও হয়েছে বার দুয়েক। ঘুম হয়নি। হাজতে আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে এক রোগী ছিল। সে ঐ পাশেই পায়খানা করেছিল। তার কী দুর্গন্ধ ! কাল ঐ গন্ধ আমার নাকে লেগেই ছিল।

এই কথা শুনে কিছুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ইচ্ছা করে, এই সব হাজত আমি ভাল ক'রে তৈরী ক'রে দিই। ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। সবার থাকার ব্যবস্থা ভাল হোক।

শরৎদা (হালদার)—কিন্তু একজায়গায় একটা করলেই তো সমাধান হবে না। সমস্ত দেশ জুড়েই তো এই অবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল। মহাতেজের সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন—যার নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, মমতা নেই, লাখ দেশপ্রেমিক হোক, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। নিজের দেশ মানে নিজের বাড়ী, নিজের পিতৃপুরুষের ভিটামাটি। নিজের ছাওয়ালটার 'পরে যার মমতা নেই, সে দেশপ্রেমিক, মিথ্যা কথা। নিজের পরিবেশের প্রতি যাদের মমতা নেই, তারা যদি দেশপ্রেমিক হ'তে চায়, তা' পারে না। আমার মনে হয় তারা nomadic type (যাযাবরের মতন)। ধর, এই কলকাতার বাসিন্দা যারা, এ বাসা বদলে অন্য এক বাসায় যায়। তাদের কি কোন বাসার উপর স্থায়ী টান পড়ে ?

তারপর কিছুটা আক্ষেপের সুরে বলছেন—আমার যদি সেইরকম হাজার লোক তৈরী হ'ত তাহলে কোন্‌দিন কাত ক'রে ফেলতাম। Reform (সংস্কার) করব কী ? কারো কোন feeling (বোধ) নেই, কোন compassion (অনুকম্পা) নেই। তাদের দ্বারা কি reform (সংস্কার) হয় কখনও ?

সবাই চুপচাপ। একটু পরে বড়দা বললেন—মা ব'সে আছে। মা'র সঙ্গে কথা ক'য়ে আসি।

ব'লে উঠে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মার কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন। তারপর বলছেন—ঐ ওর একটা passion-এর (প্রবৃত্তির) মত। যে passion-এর (প্রবৃত্তির) টানে আমি expanded (সংবর্দ্ধিত) হই তা' ভাল। আমার বৌ যদি বৌ-এর মত না হয়, তার যদি love, reverence (প্রীতি, শ্রদ্ধা) না থাকে, সে যদি আমার কর্ত্রী না হয়, সবদিক না দেখে, তাহলে হবে কী ক'রে? মা যাওয়ার পরে বড়-বৌ আমার ঐ-রকম হয়েছে।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। চরিত্রের ছোটখাট ত্রুটিগুলি সেরে ফেলার সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওগুলি এখন থেকে সেরে ফেলতে হয়। বুড়ো হ'য়ে গেলে আর হয় না। আগে আমি যখন রাস্তা দিয়ে চলতাম, কতরকম পাতা, কতরকম গাছ, কতরকম পাখী, সব discern (নির্দ্ধারণ) করতে চেষ্টা করতাম। প্রথম-প্রথম হ'ত না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চ'লে যেত। তারপর আস্তে-আস্তে চেষ্টা করতে-করতে সব ঠিক হ'ত। এই যেমন এখানে একটা কায়ফলের গাছ আছে। তার পাতার মতন পাতাওয়ালা আর ক'টা গাছ এখানে আছে, সেগুলি দেখা লাগে।

এরপর ভিন্ন প্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—এই বাড়ীর মধ্যে দশরথদার (সিং) অধীনে যে guard-গুলি (পাহারাদারগুলি) আছে তাদের বাদ দিয়ে ১১৪ জন মানুষ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো যদি ঐ পাশের ঘরগুলি বানাতে পারতাম।

শরৎদা—কিন্তু আপনার বাড়ীর মধ্যে এত লোক থাকা ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিরকম হ'লে ভাল হয়?—এই যেমন আপনারা এখানে থাকলেন, আর আমি ঐ বিশ্বাস-বাড়ীতে থাকলাম।

এই সময় জ্ঞানদা (গোস্বামী), বিষ্ণুদা (রায়), হাউজারম্যানদা প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। আইনবিভাগ, বিচারবিভাগ ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে জ্ঞানদা বললেন—আজকাল ভারত ইউনিয়নের প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে লেখা থাকে 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্', তার সাথে আর একটা কথা থাকা লাগে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। শ্রদ্ধা চাই। মানুষের 'পরে compassion (অনুকম্পা) থাকা চাই। আমি যখন accused-কে judge (অপরাধীকে বিচার) করব তাও করব compassionately (অনুকম্পা সহকারে)! Judge (বিচার)

ক'রে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করব। To judge one is not to punish, but to correct, to console (কারো বিচার করা মানে তাকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং পরিশুদ্ধ করা, সান্ত্বনা দান করা)।

জ্ঞানদা—Judge-এর (বিচারকের) কোন compassion (অনুকম্পা) থাকাই তো উচিত না। তুলাদণ্ডে মেপে বিচার করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুলাদণ্ড নেইই তোমার হাতে। তুলাদণ্ডেরই গেছে তেইশ মেরে। ভেতরে compassion (অনুকম্পা) যদি না থাকে তাহলে বিচার-বুদ্ধিই আসে না।

জ্ঞানদা—কিন্তু compassion (অনুকম্পা) থাকবে for the humanity (মানবতার দিক থেকে) and not for the particular individual who has been produced before me (আমার সামনে যাকে হাজির করা হয়েছে, কেবল সেই ব্যক্তিগত লোকটির জন্য নয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, for the humanity and for the particular too (মানবতার জন্য এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্যও বটে)। আমাদের আগের কালের বামুনদের ধারা ছিল, তারা জানত, কিভাবে বিচার করতে হয়, কিভাবে শাস্তি দিতে হয়।

জ্ঞানদা—সে primitive judgement (আদিম বিচারব্যবস্থা) এখন আর খাটে না। সে লোকও নেই, সমাজও নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাত-মুখ-চোখ মোহন ভঙ্গীতে নাড়তে-নাড়তে বললেন—সেটা primitive (আদিম) নয়কো, primitive (আদিম) নয়। সেটা ছিল hankering of the soul (সত্তার ক্ষুধা)। দ্যাখ্ তো Judge-এর root-meaning (ধাত্বর্থ) কী ?

হাউজারম্যানদা অভিধান দেখে বললেন, ওটা এসেছে সংস্কৃত যুূ-ধাতু থেকে, মানে to bind (যুক্ত করা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে to bind with existence, witn the law of life (অস্তিত্বের সাথে, জীবনীয় বিধির সাথে সংযুক্ত করা)। সেইজন্য, judge (বিচারক) হ'ল doctor (চিকিৎসক)। সে ঠিক ক'রে দেয়, do this and this (এই-এই কর)। তারা culprit-কে (অপরাধীকে) দেখবে as a diseased man (রোগীর মতন) and should treat with them like a physician (এবং চিকিৎসকের মতন তাদের সাথে ব্যবহার করবে)। সেইজন্য, compassion (অনুকম্পা) যদি active (সক্রিয়) না হয় তাহলে কিন্তু হবে না। একজনের একটা গান শুনে 'আ-হা-হা' 'আ-হা-হা' খুব করলাম। তারপর ঘরে যেয়ে ছেলেকে

বললাম, গালে চড় মেরে দুটো টাকা নিয়ে আয় তো! তাহলে হ'ল না! ছোট-বেলায় আমি compassion (অনুকম্পা) মানে ভাবতাম, com মানে with (সহ) thc passion (ভাবাবেগ)। এটা অবশ্য আমার কথা (হাসি)। Compassion (অনুকম্পা) জিনিসটা যাদের মধ্যে থাকে না, তারা মানুষ হয় না। তাদের হয় stern intelligence (নিরেট বোধ)। Feel (অনুভব) যে করতে পারে না, সে অপরকে কী দেবে!

জ্ঞানদা—কিন্তু feel (বোধ) করলেও judge-এর (বিচারকের) দৃষ্টিভঙ্গী তো সবার উপর equal (সমান) থাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Equal (সমান) হয় না, বরং equitable (যার যেমন প্রয়োজন) হ'তে পারে। ও যেমন, তুমি তেমন না। তোমার যা' need (প্রয়োজন), ওর তা' নয়। তুমি কী পার সেটা আমার discern (নির্দ্ধারণ) করা লাগবে। তারপর তোমার সাথে সেইরকম ব্যবহার করা লাগবে।

জ্ঞানদা—অভিযুক্ত এবং অভিযোক্তা দু'জনেই কি সমান protection (রক্ষা) পাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মার দিল তার ঐ প্রবৃত্তি যাতে নষ্ট হয় তা' আমি করব। আর যে মার খেলো, সে যাতে আর মার না খায় তারও চেষ্টা আমি করব। তাহলে আর সমান হ'ল না, equitable (যার যেমন প্রয়োজন) হ'ল।

বিষ্ণুদা—কিন্তু যে মার দিল, সে যাতে না পালায় তার জন্য আমি তো তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবদ্ধ ক'রে রাখব তার জীবনের দিকে তাকিয়ে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সকালের ন্যায় সেই মাঝের চৌকিখানিতে ব'সে আছেন। বারান্দার পূবের দিকে শ্রীশ্রীবড়মা তাঁর বড় চেয়ারখানিতে সমাসীনা। পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন তাঁর শ্রীচরণের কাছটিতে। এদিকে ব'সে আছেন সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ। বিছানায় হাত দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এ জায়গাটা ঠাণ্ডা-গরমের মাঝখানে। মাঝে মাঝে গাও ঘামতিছে।

সরোজিনীমা এসে সামনে বসলেন। তাঁর পুত্র অরুণদা (জোয়ারদার) পাশে ব'সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কী রাঁধলি?

সরোজিনীমা—ডাল আর ছানার একটা তরকারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হয়েছিল?

সরোজিনীমা—ওরা তো কয় ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র রান্না সকলেরই ভাল লাগে। তখন কাজলের মা যেমন রাঁধ্‌তে ভগবান জানেন। কিন্তু কাজল খেয়ে খুব খুশি। বড় খোকারও ঐ-রকম আছে। রান্না তোর কাছে কেমন লাগ্‌ল তাই ক'।

সরোজিনীমা—নিজেরটা নিজের ভাল বলতে লজ্জা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে ভালই হয়েছে। তুই যখন এখানে এলি, তখনও তোর হাতে রান্নার গন্ধ বেরোচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় যে আলোগুলি দেবার কথা বলেছিলেন সকালে, তার কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এখনও ঠুকঠাক শব্দ শোনা যাচ্ছে। বারান্দার পশ্চিম-দিকের কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেট্‌টি বন্ধ করাই আছে। তার ওপাশে মায়েরা এসে বসেছেন। গোঁসাইদা (সতীশচন্দ্র গোস্বামী) এসে আসন গ্রহণ করলেন। পণ্ডিত মশাই (গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) এসে দাঁড়াতে শরৎদা একবার পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কোষ্ঠীতে যদি একটা খারাপ থাকে সেটা কাটতে পারে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টানুরাগী যারা তাদের ওসব মেলে না।

সুশীলদা—ভৃগুতে আছে, মানুষ যদি ভগবানের নাম করে, ভালভাবে চলে, তাহলে আয়ুও বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উল্লসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—ঐ-ঐ।

রাতের দিকে উকিল অম্বিকাবাবু (দাস) এসে বসেছেন। মামলা-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চলছে তাঁর সঙ্গে। অম্বিকাবাবু জানালেন যে, আগামী পরশুদিন তিনি চ'লে যাবেন। সেই কথা উল্লেখ ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—অম্বিকাদা পরশুদিন চ'লে গেলে আমার সব ফাঁকা হ'য়ে যাবে নে। আপনি কিন্তু লালবাবুকে একটা চিঠি দেবেন।

অম্বিকাবাবু—আজ্ঞে, বাড়ীতে যেয়ে দেব। এখন তো সব মিটেই যাবে নে। জ্ঞান থাকল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞান সকালে উঠতে পারে না। কিন্তু সকালে ওঠা খুব ভাল। আপনি থাকতে নাকি সকালে উঠত। প্রীতির সাথে যদি শাসন না থাকে তাহলে মানুষ educated (শিক্ষিত) হয় না, শোনাউল্লা হ'য়ে যায়। শোনে, কেবল কথাই কয়। কাজে একটুও করে না। আগের দিনে ছিল আপনাদের মত teacher (শিক্ষক), আচার্য্য। ঐ-রকম নিজে ক'রে-ক'রে সবাইকে শেখাত।

অম্বিকাবাবু—আগে যে টোল-system (প্রথা) ছিল, তার রকমই আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও দেখেছি ছোটবেলায়। সব অবশ্য ভাল ক'রে মনে নেই। এখনকার স্কুল-কলেজে মানুষের ঐসব education (শিক্ষা) হয় না।

অম্বিকাবাবু—আগেকার দিনে ছেলেদের রান্না করতে হ'ত, লকড়ী কাটতে হ'ত। এখন দশ বছরের একটা ছেলের ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, অঙ্ক, সব পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সব বিষয়ের কোনটার সাথে কোনটার সঙ্গতি ক'রে পড়ে না। আবার শিক্ষক যাঁরা তাঁরাও সঙ্গতি ক'রে দিতে পারেন না। শুধু lecture (বক্তৃতা) দিয়ে যান। আমাদের আমলে জেলা স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি আবার কলেজে প্রফেসারিও করতেন। অসম্ভব লোক ছিলেন তিনি।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। এরপর আর বেশী কথা এগোয় না। কিছু পরে পরম দয়াল আপসোসের সুরে বলছেন—আমার এ অসুখ না হ'লে আমি কাবু হ'তেম না।

কালিদাসীমা—মনের 'পরেও চাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, মনের 'পরে চাপ তো আছে। কিন্তু করতে পারি না কিছু।

৮ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৫ (ইং ২২।৩।১৯৫৯)

আজ ভোরে ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রাজেনদা (মজুমদার), হৃষিদা (চৌধুরী) প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে পূজনীয় ছোড়দা ভাগলপুরে রওনা হয়ে গেছেন একটি বিশেষ সৎসঙ্গ-অধিবেশনে যোগদানের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আজ সকালে বিশেষ কেউ নেই। তিনি বড় দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। ননীমা মাঝে-মাঝে জল-তামাক-সুপারি দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমার সাথে আস্তে-আস্তে কথা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ক'রে যাও, চেও না কিছু। প্রত্যাশা ভাল না। এইভাবে চললে দেখো আর কষ্ট হবে না। কেউ যদি তোমাকে অপমানও করে, তাতে হয়তো মনে কষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু বোধ দিয়ে সেটা adjust (বিনায়িত) করে নিতে হয়। এই ধর, তোমার ছাওয়াল। সে তোমার বুকের রক্ত চুষে খায়। কিন্তু সে অসুস্থ হ'লে তুমি অস্থির হ'য়ে যাও। ডাক্তারের কাছে ছোট। এইরকম তো কর। তারপর সে যখন বড় হ'য়ে চলতে শেখে তখন তুমি তার কাছে অনেক কিছু পাও। তার মানে, ঐ ছাওয়ালের কাছে তোমার কিছু প্রত্যাশা থাকে না বলেই পাও। একটা ছাওয়াল বিয়োনো কি সোজা কথা? তখন বোঝাই যায় না যে সে পরে কত বড় হ'য়ে উঠবে। ঐ বিয়োনোর সময় মা কত কষ্ট পায়। আবার ছাওয়ালের মুখ দেখলে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। ঐ ছাওয়াল তোমার কোলের 'পর হাগে, মোতে, মাই টেনে খায়। তাকে মাইও খাওয়াও, আবার গরুর দুধও খাওয়াও। এইভাবে কত যত্ন ক'রে তাকে

বড় ক'রে তোল। এই বড় ক'রে তোলাটা কিন্তু তোমাদের সহজ জ্ঞান। যদি তোমার আটটা ছাওয়াল হ'ত, তাহলে আটবারই ঐরকম শরীর খারাপ হ'ত। তারপর আবার শরীর ঠিকও হ'য়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন আছে, শ্বশুর-পরিজন আছে তারা সবাই তোমার শরীর ঠিক ক'রে দিতেই চায়।

ননীমা—আমার ইচ্ছা করে, আমি আপনার আশীর্বাদ নিয়েই চলি। আমার আর কিছুর দরকার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্বাদ মানেই অনুশাসনবাদ। এই যে আমি যেগুলি বললাম, এগুলি তুমি কর। আশীর্বাদ আপনিই আসবে। আমি হয়তো তোমাকে পাঁচটা টাকা দিলাম। তুমি নিলে। তারপর ওটা বাড়ায়ে-বাড়ায়ে তুমি পঁচিশ টাকা ক'রে তুললে। আমার প্রয়োজন হ'লে বা অসুখ-বিসুখ করলে তুমি ঐ পঁচিশ টাকা আমাকে ধ'রে দিতে পারলে। তখন তোমার ঐ পাঁচ টাকা নেওয়া সার্থক হ'ল। এটা হ'ল সেই লক্ষ্মীর কৌটা।

এই সময় বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) এসে বললেন—অনুরাধা-মা গিয়েছিল আমার কাছে। বলে, ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন। আমার অসুখ করেছে। আমার ওষুধ-বিষুধের সব ব্যবস্থা আপনি করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না না। সব ব্যবস্থা করার কথা আমি কইনি। ঐ তো! মানুষের প্রত্যাশা থাকে। সেই কারণেই তার জন্য সমস্ত করাটাই জলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত মশাইকে (গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) কয়েকখানা জ্যোতিষের গ্রন্থ পড়ার কথা বলেছেন। পণ্ডিত মশাই এসে দাঁড়াতে ঐ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—আর দেখেছেন নাকি ?

পণ্ডিত মশাই—আর দেখতে পারিনি। কাল একটু সৎসঙ্গে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর। এই সঙ্গ বাদ দিয়ে আবার কী সৎসঙ্গ! (ইষ্টের আদেশ পালনই তো সৎসঙ্গ)।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন।

Law (আইন) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—আমাদের হ'ল secular state (ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র)। কারো ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দিতে পারে, এই রকম clause (সূত্র) রয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ওটা হয়েছে suicidal (আত্মঘাতী)। বৃহস্পতির law (আইন) কী আছে, দেখে রাখলে হয়।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, এ সম্বন্ধে শ্লোক আছে। নিয়ে আসব নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই নিয়ে এলে হয়। (তারপর কী ভেবে বললেন) না, পরে আনবেন। আপনার মনে থাকলে হয়।

কেষ্টদা—তা' থাকবে নে।

তারপর কেষ্টদা কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদের বিষয়বস্তু গল্প ক'রে শোনাতে লাগলেন। গল্পের শেষে বললেন—শুক্ল যজুর্ব্বেদ যাজ্ঞবল্ক্যের, আর কৃষ্ণ হ'ল বৈশম্পায়নের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ মানে আমার মনে হয় ঐ 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা'। সেখানে অবিদ্যার কথা আছে, যা' দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তাই, তার পরে আসছে শুক্ল যজুর্ব্বেদ 'বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'। আগে ওটা পরে ওটা, তার মানে হ'ল কৃষ্ণ তমত্ব যেয়ে শুক্লত্ব এসে হাজির হয়েছে। অর্থাৎ, আগে যে drawback-গুলি (ত্রুটিগুলি) ছিল, তা' দূর ক'রে ফেলা হ'ল। কোন myth (উপকথা) পেলেই দেখতে হয় তার essence-টা (সার তত্ত্বটা) কী! তা' আবার মনে-মনে ভেবে নিলেই হবে না। বাস্তবের সাথে তার মিল হয় কিনা দেখা লাগবে।

বেলা নয়টা বাজল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ক্রমশঃ ভক্তসমাবেশ বাড়ছে। জনৈক দাদা 'ভাববৃত্তি' কথাটার মানে জানতে চাইলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাবের মধ্যে ভু আছে, মানে হওয়া, আর বৃত্তি মানে থাকা। হ'য়ে থাকা, হওয়ায় থাকা আর হ'তে থাকা, এই তিনটিই আছে ভাববৃত্তির মধ্যে।

প্রশ্ন—কোথাও যেতে হ'লে বা কোন কাজ সুরু করতে হ'লে দিন দেখতে হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Continuously (অবিরামভাবে) যদি কাম করার মধ্যে থাকি তাহলে আর দিন দেখা লাগে না। আর, একেবারে নতুন একটা কিছু আরম্ভ করতে হ'লে দিন দেখে করা ভাল।

জ্ঞানদা—ছোটবেলায় দেখতাম, যতবার কোথাও যেতাম, ততবার মাকে প্রণাম করার পরই আমার বাম হাতের কড়ে আঙ্গুলটা নিয়ে মা একটা কামড় দিয়ে দিতেন। কারণ বুঝতাম না কেন ঐ-রকম করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মানে হ'ল, চিরকাল আমি তোমাকে কামড় দিয়ে ধ'রে থাকি। চিরকাল তুমি আমার কোলে থাক।

একটি মা এসে বললেন—আমার ছেলের বিয়ের যোগাযোগ হচ্ছে এক জায়গায়। কিন্তু ছেলেমেয়ে কারোই ঠিকুজী-কোষ্ঠী নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকুজী তো প্রধান না। বংশ দেখা লাগে। বংশের আয়ু কেমন, রোগ আছে কিনা, বোধ কেমন, বুদ্ধি আছে কিনা, চালচলন-আচার-চরিত্র কেমন,

তাদের স্বভাব সুন্দর কিনা, বংশ মাতাল কিনা, তা' দেখা লাগে। এগুলি না দেখে বিয়ে দিলে কিন্তু প্রায়ই ঠকতে হয়। আমার বিয়েও তো কোষ্ঠী দেখে হয়নি।

মিনুদি—মা জিজ্ঞাসা করছিলেন, রাজার জন্য সৎসঙ্গে অদীক্ষিত মেয়ে আনা যায় কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। কিন্তু ঐ যেগুলি বললাম, ঐগুলি ভাল ক'রে দেখা লাগবে। সৎসঙ্গী হ'লেও দেখতে হবে।

কেষ্টদা—আশু মুখার্জী এক জায়গায় বলেছেন—marriage system reformed (বিবাহ পদ্ধতির সংস্কার) না হ'লে কিছুই হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Marriage system-এর reformation (বিবাহ পদ্ধতির সংস্কার) হওয়া লাগবে on this line (এই ধারায়)। আমরা ভালভাবে সবটা বিচার না ক'রে বিয়ে-থাওয়া দিই। আবার যেগুলি দেখি তা' আসল জিনিস না। ঐগুলি সব বাদ দিয়ে ঠিক মত দেখে বিয়ে দেওয়াটাই হ'ল সংস্কার।

এরপর জনৈক ভদ্রলোক সস্ত্রীক শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। কাছে এসে গড় হ'য়ে প্রণাম করলেন। দুই হাত জোড় করে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিনমস্কার করলেন। সামনে মেঝেতে ওঁরা বসলেন। তারপর ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার শরীর এখন কেমন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল না।

প্রশ্ন—আপনার বয়স কত হ'ল?

আমি উত্তর দিলাম—এই ভাদ্রে একাত্তর পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—তাহলে আপনি তো আমাদের থেকে বয়সে ছোট। আমার এখন চুয়াত্তর চলছে। সে হিসাবে আমরা তো অনেক ভাল আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আছেন পরমপিতার দয়ায়। ভালই থাকুন।

দয়ালের এই আশীর্ব্বচন শুনে ভদ্রলোক কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন আবার—আপনার এখানে ঘুরে দেখলাম। বেশ গ'ড়ে তুলছেন রামকৃষ্ণ মিশনের মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ'ড়ে তুলছি না, হ'য়ে উঠছে।

ভদ্রলোকটি এবার বিজ্ঞের মত বললেন—অবশ্য বিবেকানন্দের মত শিষ্য না পেলে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের অতটা প্রচার হ'ত না। আপনিও ও-রকম একটা বড় শিষ্য জোগাড় করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন কথা বলছেন না। মৃদু-মৃদু হাসছেন। সকলেই চুপচাপ। একটু পরে ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে বললেন—আচ্ছা, এখন আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা হ'লেই চ'লে আসবেন।

ওঁরা সম্মতি জানিয়ে উঠে গেলেন। এরপর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন।

বিকালে দয়াল ঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিতে সমাসীন। কয়েকটি ইংরাজী বাণী দিলেন। একটি বাণীতে আছে, যে-দেশে অপরাধীর সংখ্যা যত বেশী, সেখানে শান্তিরক্ষকরাও তত খারাপ বুঝতে হবে। বাণীটি শোনার পর হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে অপরাধী যে তাকে সংশোধন করার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় হ'ল, তার সাথে মেশো। তার সাথে হৃদ্য দরদী অথচ সতর্ক সন্ধিৎসু চলনে চ'লে তার bad quality (দোষ)-গুলিকে দূর কর। তার ভিতরে ভাল যা' আছে সেগুলিকে জাগায়ে তোল।

ধীরে-ধীরে সান্ধ্য প্রণামের সময় এগিয়ে আসে। সামনের ঘোরানো সিঁড়িতে ও প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ আসন গ্রহণ করেছেন। যথাসময়ে পরম দয়ালের শ্রীচরণোপান্তে সুসজ্জিত অর্ঘ্যপাত্রে ধূপ-দীপাদি নিবেদিত হ'ল! প্রণাম আরম্ভ হ'ল।

আজকাল দু'বেলাই প্রণামের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণামের ভঙ্গীতে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে তাঁর শয্যার উপরে অবস্থান করেন। সুখাসন। এইভাবে কেটে যায় প্রায় পনের-ষোল মিনিট। এই দীর্ঘ সময় চারিদিকে বিরাজ করে এক অপূর্ব ধ্যানগম্ভীর নীরবতা। ভক্তগণ তাঁদের হৃদয়দেবতাকে প্রণাম ক'রে নতজানু হ'য়ে একদৃষ্টিতে অবলোকন করেন সেই চিদ্‌ঘন প্রেমময় মূরতি। অন্তর-নিয়ন্তাকে অন্তরে-অন্তরে গেঁথে তোলার প্রয়াস নিরন্তর চলতে থাকে। ভক্তবৃন্দের পুরোভাগে, প্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে একটি আসনে সমাসীন থাকেন পরমপূজ্যপাদ বড়দা। কাছাকাছি দেওয়াল ঘড়িটির টিক-টিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। ধীরে-ধীরে পার হয়ে যায় পনের-ষোল, কখনও বা আঠার মিনিট। তারপর দয়াল হাত নামালে সবাই আবার প্রণাম ক'রে উঠে আসেন।

কিছু আগে প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করছিলেন—প্রণামের সময় আমরা তো আপনাকে প্রণাম করি। আপনি প্রণাম করেন কাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা যেমন আমাকে প্রণাম করিস, আমি প্রণাম করি আমার ঠাকুরকে।

ব'লে সামনের দেওয়ালে অবস্থিত সন্তপুরুষ সরকার সাহেবের প্রতিকৃতির দিকে

নির্দ্দেশ করলেন। সরকার সাহেবের আদেশক্রমেই জননী মনোমোহিনী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দীক্ষিত করেন।

আজও যথারীতি প্রণাম আরম্ভ হয়েছে। তিন-চার মিনিট পার হ'তে না হ'তেই হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের দমকে-দমকে খুব কাশি উঠল। তাঁর করদ্বয় তখন তাঁর ললাটদেশ স্পর্শ ক'রে আছে। একটু পরে কাশির দমক একটু কমল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ জোরে বেড়ে উঠল। আবার একটু ক'মে আবার বাড়ল। পর-পর তিনবার এরকম কাশির ধাক্কায় শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কাতর হ'য়ে পড়েন। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তাঁর যে বড় কষ্ট হ'চ্ছে তা' দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কাশতে-কাশতে মুখ থেকে লালার কণা ঝ'রে পড়ে জামার উপরে। কিন্তু এসব কিছুই তাঁর প্রণাম-বিচ্যুতি ঘটাতে পারল না। দেখলাম, প্রতিদিন যত সময় ধ'রে তিনি প্রণাম করেন, আজও তাই করলেন।

সময় উত্তীর্ণ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হাত নামিয়ে পিকদানীতে মুখের লালা ফেললেন। তারপর নাক ঝাড়লেন। এরপরেও অনেকক্ষণ ধ'রে কাশি হ'ল। একটু শান্ত হ'য়ে ভালভাবে হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা জল পান করলেন কিছুটা। লালা পড়েছিল ব'লে জামাটা ছেড়ে আর একটা জামা গায়ে দিলেন।

আরো কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর শ্বাস-প্রশ্বাস যখন স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোনদিন এমন হয়নি।

তাঁর এই অবস্থা দেখে আজ আর কেউ কোন কথা বলছেন না। প্রণামের পর সবাই একে-একে উঠে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আজ প্রণামের সময় যখন কাশি উঠেছিল, কাশিটা ফেলে নিলে কী হত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একটা begin (আরম্ভ) করেছিলাম, সেটা ভেঙ্গে যেত।

আমি—বাবা! কী ভীষণ কাশি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত কাশিই আসুক, তার মধ্যে আমার prayer (প্রার্থনা) আমি ঠিক ক'রে যাব।

সন্ধ্যার পর একে-একে এসে বসলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদা (গোস্বামী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটা বাণী দিলেন—

Specially the jailyard
is the
inhabitation of evils,

where satan reigns in human heart
and Providence weeps.

(বিশেষ ক'রে জেলখানাগুলি অসৎ-এর আস্তানা, যেখানে শয়তান রাজত্ব চালায় এবং বিধাতার অশ্রু ঝরে)।

বাণীটি লেখা হওয়ার পর হাউজারম্যানদা জানতে চাইলেন—জেলে providence (বিধি) weep করেন (কাঁদেন) কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence is the ray of Providence (সত্তা বিধিরই বিচ্ছুরণ)। তা' যেখানে অবমানিত বা অবহেলিত হয়, তখনই Providence (বিধি) কাঁদতে থাকে।

প্রার্থনার সময় দৈববাণী শোনার কথা তুলেছেন কেষ্টদা। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন প্রার্থনা করি তখন হয়তো কানের কাছে শুনলাম 'ভয় নেই'। ও আমিই কই। কিন্তু ভাবে যে আর কেউ ক'চ্ছে। যেমন আপনি আমার চিন্তা করছেন। আমি সেই সময় যেয়ে আপনাকে একটা কথা বললাম। সে যে আপনারই বিশ্বাসী অন্তরের কথা তা' আর বোঝেন না।

কেষ্টদা—অনেকে আবার ভুত দেখে। পণ্ডিতের মা অনেক ভুত দেখেছে। কারো বুকের 'পরে আগুন জ্বলে, কারো বা চোখ জ্বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের ভিতরে ভুতের ভয় বা ভুতের ভাব এই জাতীয় একটা রকম আছে। বাইরে তারই প্রতিচ্ছায়া দেখে। যেমন, এক জায়গায় হয়তো খানিকটা শেওলা প'ড়ে আছে। আঁধারে মনে করলাম, একটা ভালুক প'ড়ে আছে। হাতে একটা টর্চ নিয়ে দেখলেই দেখা যায়, সে কেমন ভালুক।

কেষ্টদা—আপনি একদিন বলছিলেন, দেওয়ালে একটা মানুষ দাঁড়ায়ে আছে, দেখে আয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ও সবটাই যে নিজের presentation (প্রতিফলন) তা' আর ভাবে না।

এরপরে কেষ্টদা উঠে গেলেন। হাউজারম্যানদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—Life-টাই (জীবনটাই) তো একটা tragedy (বিয়োগান্ত ঘটনা) তাই না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যে life (জীবন) ছাড়া টেঁকারই উপায় নেই। সেইজন্য তোমাদের ঋষিরা সারাজীবন 'অমৃত অমৃত' ব'লে চীৎকার ক'রে গেছেন। বহুদিন থেকেই মানুষ চেষ্টা ক'রে এসেছে, tragedy-টা (বিয়োগান্তটা) কিভাবে comedy (মিলনান্ত) হ'তে পারে। তাই, প্রাচীন উপন্যাস, নাটক, ধর্ম্মশাস্ত্র, সবই সেইভাবে রচিত। 'মৃত্যু' কথাটাই আমার ভাল লাগে না। যদিও চোখের সামনে ওটা বাস্তবে

দেখি, তবুও আমার action-ই (কাজই) হ'ল to deny it (একে অস্বীকার করা)। শুনেছি, আমেরিকায় নাকি দেড়শ, দু'শ' বছরের লোক আছে। ককেশাস্ অঞ্চলেও ঐ-রকম বয়সের লোক এখনও আছে। আমাদের মত short-lived (স্বল্পায়ু) মানুষ তা'রা না।

হাউজারম্যানদা—আপনার কথা যখন শুনি তখন অনেক ভাল কাজের impulse (প্রেরণা) আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Impulse (প্রেরণা) আসা ভালই। কিন্তু তা' করার মধ্য-দিয়েই তো তুমি elongated (প্রবর্দ্ধিত) হ'য়ে উঠবে। হাতেকলমে যদি না কর তাহলে বুঝতে হবে, আমার প্রতি তোমার যে love (ভালবাসা) তা' living (জীবন্ত) হ'লেও dull (অথর্ব্ব)। তাই activate করাই (বাস্তবে ফুটিয়ে তোলাই) আসল কথা। কারণ, তুমি আমাকে যে ভালবাস, তার ভিত্তিই কিন্তু ঐ, কাজে করা।

জনৈক দাদা—আমি হয়তো সারাজীবন গুরুর সেবা ক'রে গেলাম। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে কী পেলাম তা' বোঝা যাবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে আমার জন্য যত actively (সক্রিয়ভাবে) কাম করবে, সে তত বুঝতে পারবে। ভালবাসা active (সক্রিয়) হওয়া চাই। কেউ যদি আমার সামনে ব'সে শুধু জোড়হাত ক'রে কাঁদে তাতে তার কিছুই হবে না। কিন্তু সে আমার জন্য যতটুকু করবে, ততটুকু তার হবে।

সত্যদা (দে)—কেউ যদি আপনার কাছে ত্রিশ বছর থেকে তারপর বাইরে যেয়ে নিন্দা করতে থাকে, তাতে কী বোঝা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে তো থাকা বলে না। আমার কাছে প্রার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, সবাই আসে। যে কিছু পাওয়ার আশায় আসে সে প্রার্থী। যে কিছু জানার জন্য আসে সে জিজ্ঞাসু। এর উপরে জ্ঞানী। কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে বৃত্তির খেয়ালে চলে, বৃত্তির আবরণে ঢাকা। সেখানে একটু খোঁচা দিলেই তার ভিতরের মাল সব বেরিয়ে পড়ে। কথায়-কথায় সে হয়তো ব'লে বসবে, 'আমিই সবকিছু করেছি। আমার জন্যই ঠাকুরকে সকলে চেনে।' এই বৃত্তির আবরণের দরজাটা খুলে গেলেই হয় আর কি!

কথায়-কথায় রাত নয়টা বেজে যায়। এখন শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে যেয়ে বসলেন। সবাই একে-একে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। মণি সেনদা ও খগেন তপাদারদাকে ডাকতে বললেন দয়াল ঠাকুর। ওঁরা এলে ওঁদের সাথে অনেকক্ষণ যাবৎ নিরালায় কথাবার্ত্তা বললেন।